৭ম বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩২২ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯১৫ সাল। [১ম খণ্ড।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নারায়ণকৃষ্ণ গোস্বামী।

৬৭ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইউনাইটেড প্রেস।
৬৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।
শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩২২ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯১৫ সাল। [১ম খণ্ড।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নারায়ণকৃষ্ণ গোস্বামী।

৬৭ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইউনাইটেড প্রেস।

৬৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র।

গেজেট সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। এই মাসিক পত্র প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। যে মাসের কাগজ প্রকাশ্য তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন।

২। এই মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য আপাততঃ ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলবাসীগণ মাসে মাসে দুই আনার টিকিট পাঠাইলেও প্রতি মাসেই এক কপি করিয়া কাগজ পাইবেন। আগামী বৎসর হইতে ইহার বার্ষিক মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ২৲ দুই টাকা হইবে; এবং ইহার অবয়বও যথাসম্ভব বৃদ্ধি হইবে।

৩। ইহাতে রাজনীতি বিষয়ক কোন বিষয় লিখিত হইবে না।

৪। কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে; কিন্তু সেই প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৫। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন; কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

৬। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

REGD. No. C 521.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩২২ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯১৫ সাল। [১ম খণ্ড।

সূচনা।

বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ আমরা সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলাম। আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের যত্ন ও সহানুভূতির জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

গত বৎসর পৃথিবীর দুর্বৎসর গিয়াছে, সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী সমরে পৃথিবী অশান্তিময় গিয়াছে এখনও তাহার জের চলিতেছে। এই নববর্ষারম্ভে আমরা শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী আজ জগৎপিতা জগদীশ্বরের নিকট কায়মনবাক্যে পৃথিবীর শান্তি কামনা করিতেছি।

অতঃপর এই নববর্ষ প্রবেশে আমরা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পদে প্রণাম করিয়া, অনুগ্রাহক, গ্রাহক ও পাঠকবর্গের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া আবার আর এক বৎসরের জন্য সাহিত্য সেবী ব্রতের সংকল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছি।

গো-পালন বিধি।

আমাদের সংসারে যত প্রকার গৃহপালিত

কেন, মুনি ঋষিরা গরুকে মনুষ্যের অত্যাবশ্যকীয় জানিয়া কেন যে একটী মূল্যবান সম্পত্তি জ্ঞান করিতেন, সকল অপেক্ষা তাঁহাদের নিকট গোধনের কেন যে সমাদর ছিল, গাভীকে কেন যে ভগবতীর ন্যায় আরাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন, সকল পাপ অপেক্ষা গো-হত্যা পাপ যে গুরুতর পাপ বলিয়া স্বীকার করিতেন, সে সকল কথা ভালরূপে বুঝিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করা উচিৎ। গোদুগ্ধ মানবদেহে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী এজন্য আমরা তাহা পান করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করি, গোবর দগ্ধ করিয়া খাদ্য দ্রব্য পাক করিয়া থাকি, গৃহাদিতে যে গোময় ব্যবহৃত হয়, তাহাতে স্বাস্থ্যের প্রতিকার হয়, ক্ষেত্রে গোবর সার প্রয়োগে তাহার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে, বলদগুলিকে দিয়া ভূমি কর্ষণ করিয়া লওয়া হয়, তাহাদিগকে দিয়া ভার বহন করাইয়া গাড়ী টানান হয়, ইত্যাদি—ভাবিয়া দেখিলে গৃহস্থ ঘরে এমন উপকারী জীব আর দ্বিতীয় নাই। প্রায় সর্ব্বদেশে কত রকমে গোরু যে সংসারের উপকার করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ পরম উপকারী জীব ভগবতীর সেবা শুশ্রূষা ও তাহাদের অসুখ হইলে চিকিৎসা করা গৃহস্থের যে কারণে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গোরুর অপালন, গো-বধ মহাপাপ মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া গিয়াছেন। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে গোরুকে সুস্থ ও সবল রাখা যায় অগ্রে সেই গুলি সংক্ষেপে বলিয়া পরে তাহাদের লালন পালন বিধি বিবৃত করা যাইবে।

গোরু মানবের যত উপকারে আসে, গোরুকে দিয়া আমরা যে সকল কাজ করাইয়া লই, গোরুর যে দুগ্ধ আমরা পান করি, তাহার মূল্য অবধারণ করিয়া সেই টাকার কিয়দংশও যদি আমরা তাহার বাসগৃহ ও আহারীয়ের জন্য ব্যয় করি তাহা হইলে গরুকে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারা যায়। আমাদের দেশে গোরুর ঘর যে অতি কদর্য্য অবস্থায় তৈয়ার করা হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যদি আমাদের কোন বাসগৃহ একটু মন্দ হয় তাহা হইলে আমরা বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়া থাকি, "ঘরটা যেন গোয়াল।" এই প্রচলিত বিদ্রূপাত্মক কথাটীতেই বুঝা যাইতেছে যে, গোগৃহ হইলেই যেন তাহাতে উপযুক্ত জানালা থাকিবে না, তাহার চাল ছাওয়া হইবে না, দেওয়াল ভাল রাখা হইবে না, মেঝেটা

নাই। আপনারা ভাল খাইব, ভাল পরিব সুন্দর ঘরে থাকিব, যত উপদ্রব নিরীহ পশুর উপর। ধর্ম্ম ভাবিয়াও যদি না হউক এমনও মনে জানা উচিৎ যে, তাহাদিগকে সুস্থ স্বচ্ছন্দে রাখিলে তাহাদের হইতে অধিক কায পাওয়া যাইবে; এই উপকারিতার বিষয় চিন্তা করিয়াও তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য।

উপযুক্ত পালনাভাবে আমাদের দেশে গো জাতির অতিশয় শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা ক্ষুদ্রকায় ও কৃশ হইয়া মেষাদির আকার ধারণ করিতেছে। আমাদের দেশে গোরুর এরূপ দুর্দ্দশা কখন ছিল না। গোয়াল ঘরের মেজে ঢালু হওয়া আবশ্যক, মলমূত্র দ্বারা সিক্ত করিতে না পারে, এজন্য ঘরের মধ্যে একটী নালা ও জল নির্গমনের দ্বার রাখা কর্ত্তব্য। গোরুর গায়ে রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগিতে না পারে এজন্য ঘরের চাল দিয়া যাহাতে জল না পড়ে, রৌদ্র না প্রবেশ করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে। রাত্রিকালের শীতল বাতাস গোরুর পক্ষে বড় অপকারী। গৃহমধ্যে যাহাতে সুবাতাস আইসে, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঘরটী যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে, তেমনি তাহার ভিতর যেন আলোক প্রবিষ্ট হইতে পারে তাহার উপায় করা চাই। গৃহ মধ্যে গোময় বা গোমূত্র সঞ্চিত রাখা কোনমতে উচিত নহে। ভিজা ও দুর্গন্ধময় ঘর স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। শীতকালে যাহাতে গোয়ালের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিয়া গোরুকে কোনমতে শীতার্ত্ত না করে, এমন উপায় দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ।

সহজ কবিরাজী গৃহ চিকিৎসা।

সূচনা।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র একটী সংস্কৃত ভাষায় রচিত জটিল চিকিৎসাগ্রন্থ; সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যায় প্রগাঢ় জ্ঞান এবং বহুদিন যাবৎ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষালাভ ব্যতীত উহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে সফল মনোরথ হওয়া বড় সহজ নহে,—অথচ এরূপ একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা বিষয়ক সরল গ্রন্থ অতি বিরল। বঙ্গ ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচার অভিলাষে এবং অল্প শিক্ষিত গৃহস্থ সমাজে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা যাহাতে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে সেই উদ্দেশে এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পুস্তক আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন মহোদয়দিগের নিকট প্রচার করা ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র, সে বিষয়ে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য ইহার প্রণয়নও হয় নাই। ইহা পাঠ করিয়া সামান্য লেখা পড়া জানা লোক এমনকি বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাও সময় সময় সাধারণ রোগের লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন।

ইহাতে সাধারণ প্রচলিত ঔষধ, তৈল, পাচন ও মুষ্টিযোগাদির তালিকা স্পষ্ট ভাবে দেওয়া হইয়াছে; এবং কোন্ কোন্ রোগের কি প্রকার লক্ষণ ও তাহাদের আনুসঙ্গীক উপসর্গ এবং তাহার চিকিৎসা প্রণালী সঙ্কলিত হইল। পরিভাষা, পরিমাণ বিধি, অভাবে দ্রব্যগ্রহণ ও দ্রব্যগুণ সম্বন্ধীয় কিছু কিছু আভাসও ইহাতে প্রদত্ত হইল।

যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়া কিছুমাত্র উপকার বোধ করেন তবেই আমার সমুদয় শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

দ্রব্যগুণ প্রকরণ।

অগুরুচন্দন—কফ, পিত্ত ও ব্রণনাশক, চক্ষুরোগ ও কর্ণরোগে হিতকর।

অতিবিষা বা আতইচ—পাচক, দীপক এবং কফ, পিত্ত, গ্রহণীদোষ, অতিসার, আম, কাস, বমি ও কৃমিনাশক।

অনন্তমূল—জ্বর ও অতিসারনাশক, বলকর, রক্তপরিষ্কারক ও রসায়ন।

অপরাজিতা—কুষ্ঠ, শূল, আম, শোথ, ব্রণ ও বিষনাশক।

অপামার্গ বা আপাং—অগ্নিতুল্য তীক্ষ, পাচক, দীপক ও চর্ম্মরোগনাশক।

অশ্বগন্ধা—বায়ুশ্লেষ্মনাশক, বলকর, অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক, শোথ ও ক্ষয়নাশক।

অর্জ্জুন—ভগ্নসন্ধানকর, রক্তস্তম্ভনকর, ক্ষতঘ্ন, ও মেহাদিনাশক।

অম্লবেতস—মলমূত্রের বদ্ধতা, শূল, অজীর্ণ, বাত ও কফবাতনাশক।

অশোক—ধারক, তৃষ্ণা, দাহ, কৃমি, শোষ, বিষ ও রক্তদোষনাশক এবং রজঃরোধক।

অস্থিঘ্ন বা হাড়ভাঙ্গা—অস্থিভগ্ন সন্ধানকর এবং বায়ুনাশক।

অহিফেন বা আফিং—সঙ্কোচক, শ্লেষ্মঘ্ন, বাতপিত্তবর্দ্ধক, আক্ষেপ নাশক, নিদ্রাকর, মাদক, স্বেদজনক এবং বেদনা, কাস, শ্বাস, রক্তাতিসার ও মূত্রাতিসারনাশক।

আকনাদি—জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতিসার, হৃৎপীড়া, কণ্ঠদাহ, পিত্ত, বিষদোষ, ব্রণ ও ত্রিদোষনাশক।

আকন্দ—সারক, কৃমি, কুষ্ঠ, কাস ও অর্শনাশক।

আমআদা—শীতল, বাতকারী, পিত্ত ও চর্ম্মরোগঘ্ন।

আমরুল—আগ্নেয়, কফ, বায়ু ও আমগ্রহণী-

আমলকী—হরিতকীর ন্যায় গুণশালী, অধিকন্তু রক্তপিত্ত ও প্রমেহের শান্তিকর, অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, রসায়ন ও ত্রিদোষঘ্ন।

আলতা—লাক্ষার তুল্য গুণ অধিকন্তু ব্যঙ্গ নাশক।

আর্দ্রক বা আদা—কফ, বায়ু, আম, বদ্ধমল ও শূলনাশক। ইহা প্রায় শুণ্ঠির তুল্য কিন্তু ঈষৎ রেচক।

ক্রমশঃ।

কৃষি-শিক্ষা।

শস্য সংগ্রহের জন্যই কৃষি কার্য্যের প্রয়োজন। সর্ব্বাগ্রে জঠর জ্বালা নিবারণের উপায়, তবে সভ্যতা রক্ষার জন্য আয়োজন। যাহা না হইলে একদিনও জীবন রক্ষা হয় না এমন সামগ্রী যে অত্যাবশ্যকীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা যে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করি, শরীরে সুখ নাই, অসুখ নাই— হা হা ধা ধা করিয়া এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াই, পরের মন যোগাইয়া দশ টাকা উপার্জ্জন জন্য আপনার স্বাধীনতাটুকু বিক্রয় করি, সে কেবল এক মুষ্ঠ অন্নের জন্য। প্রাণপ্রদ অতি আদরের অন্ন লাভ করিতে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে? কে না ইহার জন্য দেহ মন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হয়।

কিন্তু সভ্য সমাজে অর্থের সহিত সকল দ্রব্যেরই বিনিময় চলে, অর্থ হইলে সংসারে কোন জিনিষের অভাব থাকে না। বিনিময় কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে অর্থ নিতান্ত সুবিধাজনক ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু আজকাল জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ধান্যাদি মহাধন অপেক্ষা প্রয়োজন সাধক অর্থের আদর অধিক হইয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ, সভ্যতার এক ঘেয়ে উন্নতি এবং সেই উন্নতির জন্য বলবতী পিপাসা। তাই আজকাল আমাদের দেশের লোক আমাদের পল্লীগ্রামের ধান্যক্ষেত্র গো চারণের মাঠ হইতে, কৃষক সহরের কল কারখানায় দড়ি কাটিতেছে, তাঁত বুনিতেছে, নলি পাকাইতেছে, আর পল্লীগ্রামের বড় মানুষ টাকা দিয়া চাল কিনিতেছে। তাই আমরা অনাবৃষ্টির বৎসরে আধপেটা খাই, অন্নের জন্য কাঁদিয়া ব্যাকুল হই ও অনাহারে প্রাণ হারাই। বাবু হইব, সহরে থাকিব, নগদ টাকার মুখ দেখিব, ইহাই সকলের ইচ্ছা, কিন্তু অবোধ আমরা ভাবিয়া দেখি নাই কাহার জন্য টাকার আদর। টাকা খাইয়া পেট ভরে না, টাকা পরিয়া অঙ্গ ঢাকে না। সত্য বটে, "কড়িতে বাঘের দুধ মেলে" কিন্তু অজন্মা হইলে কোথায় শস্য মিলিবে?

আমাদের দেশে প্রাচীন মুনি ঋষিরাও কৃষিকার্য্যের যথার্থ সমাদর করিতেন। তাহারা সহস্তে ভূমিকর্ষণ ও আপনাপন আশ্রমে বৃক্ষলতাদি উৎপত্তি করিতেন। বিচিত্র তীর্থস্থান কুরুক্ষেত্র নামক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে মহারাজ কুরু স্বহস্তে চাষ করিতেন। প্রাচীন ভারতে কৃষি বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল। ভারতের মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা; এখানকার মৃত্তিকায় বীজ নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ লতাদি উৎপন্ন করে। এজন্য বিদেশীয়েরা ভারত ভূমিকে সমস্ত পৃথিবীর উদ্যান বলিয়া বর্ণন করেন। ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতের সেই ঈশ্বর দত্ত শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানিতেন, কৃষি কার্য্যকে তাঁহারা ঘৃণা করিয়া চাষার কাজ বলিয়া উপেক্ষা করিতেন না, তাঁহাদের উদ্যমেই ভারতভূমির স্বর্ণ প্রসবিনী নাম রক্ষা হইয়াছিল।

আমাদের দেশে সভ্যতাভিমানী বাবুগণ এতদূর বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন যে, পৃথিবীতে এমন কোন অপকর্ম নাই, যাহা বিলাস বাসনা চরিতার্থতার জন্য তাহারা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন। তাহাদের সাধের নানাজাতীয় বৃক্ষ লতাদি রোপণ করা হয়, কিন্তু প্রাণের প্রাণ অন্নগর্ভ ধান্য জন্মিতে দিলে বাগানের বাহার যাইবে, অতএব তাহা সম্পূর্ণ বিরোধী। সৌভাগ্যের বিষয়, বিলাসচ্ছলে বাবুদের বাগানে আজকাল আম, লিচু, পীচ, গোলাপজামাদি ফলকর বৃক্ষ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহাই পরম লাভের বিষয়, তাহা ইংরাজী রুচির অনুকরণ উদ্দেশ্য, প্রকৃত মঙ্গলের জন্য নহে। তাই আমাদের দেশবাসীদের কেহ কেহ নীলের চাষ করেন, চা বাগানের দিকেও অগ্রসর হইতেছেন, এদেশে তাহাদের কেহ ধান্যাদির আবাদ করিতেন না বলিয়া আমাদের দেশের লোক এখনও সে দিকে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন না। কিন্তু যাহারা ইংলণ্ডে গিয়া ইংরেজের কৃষি প্রবৃত্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই কৃষি কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। তাহা হইলে কি হয়, তাঁহাদের অর্থাভাব, দেশের ধনবান লোকের কয়জন তাহা অবগত আছেন? দুই একজন থাকিলেও তাঁহারা তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ক্রমশঃ।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টি।

রমেশচন্দ্র প্রত্যহ বৈকাল বেলা নদীর ধারে বেড়াইতেন, এক দিন সন্ধ্যার সময় তিনি বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময় দূরে একটী কুকুরের কাতর চীৎকার শুনিতে পাইয়া সেই দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি গ্রামের দুষ্ট বালক, একটী কুকুরকে গাছে বাঁধিয়া ও চারিদিকে ঘেরিয়া কেহ ইট কেহ লাঠি লইয়া মারিতেছে, আর সেই কুকুরটী অসহায় হইয়া কাতর চীৎকার করিতেছে। রমেশের হৃদয় সে ধ্বনিতে ব্যথিত হইল, তিনি আরও একটু অগ্রসর

খুলিয়া দিলেন। কুকুরটীও তাঁহার দিকে কি একভাবে চাহিয়া ক্রমে এক দিকে চলিয়া গেল।

সেই অবধি রমেশচন্দ্র যখনই বাড়ীর বাহির হইতেন তখনি তিনি কুকুরটীকে তাঁহার বাড়ীর নিকটেই দেখিতে পাইতেন, তিনি যেখানে যাইতেন কুকুরটীও তাঁহার কিছু দূরে দূরে তাঁহার অনুসরণ করিত কিন্তু রমেশচন্দ্র তাহাতে কোন মনযোগ করেন নাই।

ঐ গ্রামে অবনি নামক আর একটী লোকের সহিত কোন কারণে রমেশচন্দ্রের বিবাদ হয়, সেই অবধি অবনি রমেশচন্দ্রর অনিষ্ট করিবার চেষ্টায় ফিরিতে থাকে। একদিন রমেশচন্দ্র কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছেন, রাত্রে আর বাড়ী আসিতে পারিবেন না। এই খবর অবনি পাইয়া রাত্রে বেড়া ডিঙ্গাইয়া তাঁহার বাড়ী প্রবেশ করে এবং সুযোগ বুঝিয়া রমেশচন্দ্রের বাহিরের বসিবার ঘরের যাহা কিছু মূল্যবান দ্রব্য সামনে পাইল একখানি চাদরে বাঁধিয়া যেমন বাহির হইতে যাইবে অমনি এক কুকুরের অনবরত ভীষণ চীৎকার শুনিতে পাইল; অবনি ধরা পড়িবার ভয়ে চাদর বাঁধা দ্রব্যাদি ফেলিয়া পলায়ন করিল। এদিকে কুকুরের ভীষণ চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর অন্যান্য লোক জাগরিত হইয়া বাহিরে আসিল, এবং ক্রমে বাহিরের ঘরের নিকট আসিয়া দ্বার খোলা দেখিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, পরে আলো জ্বালিয়া চুরীর ব্যাপার দেখিতে পাইল, তখন তাহারা কুকুরটীর খোঁজ করিল কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

রমেশচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। পরদিন বাড়ীর বাহির হইয়া যেমন কুকুরটীকে দেখিতে পাইলেন অমনি আদর করিয়া ডাকিলেন, কুকুরটীও তাঁহার দিকে কি একভাবে চাহিয়া নিকটে আসিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবার একদিকে চলিয়া গেল।

এইরূপে প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল, ইহার ভিতর অবনি একদিন রমেশচন্দ্রের নিকট আবার লাঞ্ছিত হয়। সে রমেশকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য অবসর খুঁজিতে লাগিল।

একদিন রমেশ তাঁহার চারি বৎসরের পুত্রটীর হাত ধরিয়া তাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় অবনি পশ্চাৎ হইতে রমেশের মাথা লক্ষ্য করিয়া লাঠি তুলিল, রমেশ দুই এক পা সরিয়া যাওয়ায় লাঠিটী তাঁহার পুত্রের মাথায় পড়িতে ছিল এমন সময় কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই কুকুরটী অবনীর পা এরূপ ভীষণভাবে দংশন করিল যে, অবনির বিকট চীৎকারের সহিত লাঠিটী তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। উন্মত্তপ্রায় অবনি এক মুহূর্ত্তে লাঠিটী মাটি হইতে উঠাইয়া রমেশ বাধা দিবার পূর্ব্বেই সজোরে কুকুরটীর মাথায় আঘাত করিল। দারুণ আঘাতে কুকুরটীর মাথা ভাঙ্গিয়া রক্তের স্রোত বহিয়া গেল, যাতনায় কুকুরটী ছটফট করিতে করিতে দুই একবার কেঁা কেঁা করিয়া রমেশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চোখের পাতা পড়িল না, এ জন্মের মত দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল! এই দৃষ্টিই কৃতজ্ঞতার শেষ দৃষ্টি!

সংবাদ।

ভীষণ ঝড়।

নানাস্থান হইতে আমরা ঝড়ের সংবাদ পাইতেছি। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় পুবাইল হইতে বড়দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ মাইল ও প্রস্থে এক মাইল ব্যাপী স্থান এই ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কোন কোন গ্রামে এক একটী পল্লী গৃহশূন্য হইয়াছে। বহু ব্যক্তি নিরাশ্রয় হইয়া কষ্ট পাইতেছে। কালীগঞ্জে ডাকঘর, স্কুল ও থানা পড়িয়া গিয়াছে। অনেকে আহতও হইয়াছে। ছয়জন মারা গিয়াছে বলিয়াও শুনা যাইতেছে। গৌহাটীতে ঝড়ের জন্য সরকারী বাড়ী সমূহ নষ্ট হওয়ায় ২০ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

২০শে চৈত্র শনিবার চাঁদপুরে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। নরসিংহপুর, বেড়াচকী প্রভৃতি গ্রামে ৪.৫ সের ওজনের শিলা পতিত হইয়াছিল। শিলাবৃষ্টি প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল স্থায়ী ছিল। অনেক লোক শিলার আঘাতে আহত হইয়াছে। মরিচ, তিল প্রভৃতি শস্য একেবারেই নষ্ট হইল।

ময়না গ্রামে ডাকাতি।

গত ৬ই এপ্রিল তারিখে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত ময়না গ্রামে শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়ের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ ১৫।১৬ জন দস্যু লাঠি, কুঠার ও তরবারি প্রভৃতি লইয়া ডাকাতি করিতে যায়। তাহারা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া উঠানে তীব্র আলোক প্রজ্বলিত করে এবং পরে দ্বার ভাঙ্গিয়া যদু বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঘরে প্রবেশ করে। সেখানে স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া লইবার পর যদু বাবুর গৃহে যায়। তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়া দুইটি লৌহ সিন্দুকের চাবি আদায় করে। একটি সিন্দুক খুলিয়া দস্যুরা নগদ টাকা ও অলঙ্কার সংগ্রহ করিবার পর দ্বিতীয় সিন্দুকটি খুলিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় কুঠারের দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থ টাকাকড়ি হস্তগত করে। মোটের উপর নগদ ও অলঙ্কারাদিতে প্রায় আট হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে। যদু বাবুর দরোয়ান বহির্ব্বাটীতে ছিল; সে দস্যুদিগের সম্মুখীন না হইয়া পলায়ন করে এবং এক মাইল দূরবর্ত্তী বাসুলডাঙ্গা ষ্টেশনে গিয়া ডায়মণ্ড হারবারের পুলিশকে তারযোগে খবর দেয়। পুলিশ আসিবার প্রায় আধঘণ্টা

কাল পূর্ব্বেই দস্যুরা চলিয়া যায়। স্থানীয় পুলিশ এই ডাকাতির সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছে।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

লি। না। বোধ হয় আমাকে না বলিবার কোন বিশেষ কারণ আছে। নেদার হলের কোন অংশে গিয়া এই পথের অবসান হইয়াছে, তাহাও আমি অবগত নহি। তবে এখন আমার অনুমান হইতেছে, যে খণ্ডটা আমার জ্ঞান হইয়া অবধি বন্ধ দেখিতেছি, তাহারই কোন স্থানে এই গুপ্তপথের দ্বার বিদ্যমান আছে। আঃ—এই যে সিঁড়ি।

তাঁহারা থামিলেন। উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন কিন্তু কোনরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন না। সোপান-শেষে মুক্তদ্বারে কেহ যে তাঁহাদের অপেক্ষা করিতেছে, এমন কোনই নিদর্শন পাইলেন না। আলোকের ক্ষীণ রেখা বা মুক্তপথে মুক্ত বায়ুর অবাধগতি কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না।

লি। আপনি এইস্থানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি অগ্রসর হইয়া দেখিয়া আসি, সোপানশ্রেণী কি অবস্থায় আছে।

ডাচেস। না—তাহা হইবে না। কৈ কেহ ত আমাদের জন্ত দ্বারমুক্ত করিয়া রাখে নাই? তবে কি রামবন্ধ আমাদের সহিত প্রতারণা করিল? কোনরূপ কুঅভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কি আমাদিগকে এই পথে প্রেরণ করিল?

লি। না—না, ইহার মধ্যে কু অভিসন্ধি বা প্রতারণার নামগন্ধ নাই। ইহার জন্ত আমি আমার জীবন পর্য্যন্ত পণ রাখিতে প্রস্তুত আছি। ধৈর্য্য সহকারে আর একটু অপেক্ষা করুন।

ডাচেস। কি সর্ব্বনাশ! ও কিসের শব্দ?

লি। নিশ্চয় কোন ভূতলচারী প্রাণীর পলায়ন শব্দ। ভয় কি ঐ দেখুন আর সে শব্দ শোনা যাইতেছে না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন—আমি অগ্রসর হইয়া দেখিয়া আসি—হয়ত আমরা এখনও প্রান্ত সীমায় উপনীত হইতে পারি নাই।

ডাচেস। না—না তাহা হইবে না। আপনি আমাকে একা ফেলিয়া যাইবেন না।

এই বলিয়া পুনরায় কাপ্তেনের হাত চাপিয়া ধরিলেন। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—তাঁহার বক্ষ স্পন্দনের শব্দ স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। এইরূপে আরও কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল—তথাপি কেহ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিল না। প্রতি মুহূর্ত্তে ডাচেসের আশঙ্কা এবং উদ্বেগের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। কাপ্তেনের ভয় হইতে লাগিল—বুঝিবা ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। তিনি তাহাকে নানা রূপ প্রবোধ বচনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সহসা তাঁহাদের মাথার উপরে কোন স্থানে কুলুপ খুলিবার শব্দ তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইল। সে শব্দে ডাচেসের লুপ্ত সাহস ফিরিয়া আসিল—মনের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হইল—সহচরের পূর্ব্ব আচরণ ভুলিয়া সাগ্রহে কহিলেন, "আমি আপনার এ সদয় ব্যবহার কখনই ভুলিব—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার অবসন্ন চিত্তকে প্রফুল্ল রাখিতে আপনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন।"

অবিলম্বে দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দ হইল। আলোকের একটী ক্ষীণরশ্মি সোপানাবলীর উপর আসিয়া পড়িল। এবার ডাচেস অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন, কাপ্তেন লি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী কক্ষের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কক্ষের গবাক্ষাদি অবরুদ্ধ। তাহার মুক্তদ্বারে সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড আলোকহস্তে ডাচেসকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত দণ্ডায়মান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নেদার হল।

এই স্থানে আরও দুই একটী পূর্ব্বে না বলিলে, পাঠক পরবর্ত্তী ঘটনা ভাল বুঝিতে পারিবেন না। সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান। তাঁহার এক হস্ত এখনও উক্ত কবাটের উপর—অপর হস্তে আলোক। ডাচেস অব পোর্টস মাউথ অগ্রে উপরে উঠিলেন—লরেন্স লি তাহার পশ্চাতে। ডাচেস সবেমাত্র কক্ষে পদার্পণ করিয়াছেন—কাপ্তেন লি এখন ভূগর্ভে—এখনও তাঁহাকে দুই তিনটী সোপান অতিক্রম করিতে হইবে—সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড সসম্মানে অগ্রবর্ত্তিনী রমনীকে অভিবাদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন—এমন সময়ে সহসা তাঁহার পশ্চাতে আর একটা দ্বার মুক্ত হইল—কে একজন শশব্যস্তে কক্ষমধ্যে ছুটিয়া আসিল—এবং এক ধাক্কা মারিয়া তাঁহার করধৃত আলোকটীকে সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করিল।

আগন্তুক খিল্ খিল্ করিয়া উন্মত্তের মত হাসিয়া উঠিল—অপর কে বা কাহারা সেই মুক্তপথে ছুটিয়া আসিল—তাহার পর হুড়োহুড়ি মারামারির শব্দ। একজন যেন অপরের কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। যে কণ্ঠে উন্মাদের অট্টহাসি উত্থিত হইয়াছিল—এক্ষণে সেই কণ্ঠের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে কক্ষ-প্রাচীর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পর মুহূর্ত্তে যে দ্বারে তাহারা প্রবেশ করিয়াছিল—সশব্দে রুদ্ধ হইল—ধস্তধস্তির শব্দ বা আর্ত্তের করুণ নিনাদ সমস্তই নীরব—আর কিছুই শোনা গেল না।

এই অপূর্ব্ব ঘটনা—যাহা আমরা এই মাত্র বর্ণনা করিলাম—পূর্ণ দুই মিনিট কালও স্থায়ী হয় নাই। আলোক নির্ব্বাপিত হওয়াতে, ডাচেস ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন—আর পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারি-

লেন না। কাপ্তেন লির সম্মুখেই ডাচেস—যৎপরনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেও, তিনি আর একপদ অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

সার উইলিয়ম বিনীত ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক শঙ্কা পরিহার করুন—আমি এখনই রুদ্ধ বাতায়ন খুলিয়া দিতেছি।"

সার উইলিয়মের কণ্ঠস্বর উদ্বেগ-পূর্ণ। ডাচেস ভয়-বিস্ময়ে এত দুর বিহ্বলা যে, কিসে কি হইল, চিন্তা করিতে অসমর্থা। কাপ্তেন লি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেও, চিত্তের স্থৈর্য্য হারান নাই,—মনে মনে ঘটনার মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সার উইলিয়ম অন্ধকারে অগ্রবর্ত্তী হইয়া একটী গবাক্ষ খুলিবার জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুদিন বন্ধ থাকায়, লৌহার্গলে এমনভাবে মরিচা ধরিয়াছিল যে, তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, খুলিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর সবলে একটা ধাক্কা মারাতে ঝন্ ঝন্ শব্দে গবাক্ষ পথ মুক্ত হইল।

জুন মাসের শান্ত সৌন্দর্য্যশালী সন্ধ্যার আলোক সহসা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। যে দ্বার মুক্ত করিয়া, উন্মত্তবৎ একটা লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল—সেই দ্বারের দিকে ডাচেস এবং কাপ্তেন লির চঞ্চল দৃষ্টি যুগপৎ সঞ্চালিত হইল। দ্বাররুদ্ধ—সমস্তই নিস্তব্ধ! পরক্ষণে তাঁহাদের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি সার উইলিয়মের মুখের উপর স্থাপিত হইল। তাঁহার মুখে কোন বিশেষ চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। তিনি ডাচেসকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র, কোন দুর্ঘটনাবশতঃ আপনার হৃদয় সন্ত্রাসিত হওয়ায় আমি যার-পর-নাই মর্ম্মাহত এবং দুঃখিত হইয়াছি। আসুন এ অন্ধকার কক্ষ ত্যাগ করিয়া আমার আবাসের অপরাংশে লইয়া যাই চলুন। আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি,—এ দুর্ঘটনার স্মৃতিকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলুন।"

ডাচেস কিছু নিরাশ হইলেন। তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন, সার উইলিয়ম স্বতঃ-

প্রবৃত্ত হইয়া সন্তোষজনক একটা কৈফিয়ৎ দাখিল করিবেন—কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। হৃদয়ে দারুণ কৌতূহল থাকিলেও শিষ্টাচারের সীমাতিক্রম করিয়া কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। কাপ্তেন লিও কতকটা বিস্মিত হইলেন—ডাচেসের সম্মুখে এ বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া, তিনিও আপাততঃ নীরব রহিলেন।

এ কক্ষে কোনরূপ আসবাব নাই। কক্ষের চারিধারে ধূলিরাশি জমিয়া, ইহা যে বহুকাল ব্যবহৃত হয় নাই, তাহারই পরিচয় দিতেছে। গবাক্ষ মুক্ত হইলে, কাপ্তেন লি দেখিলেন—নেদার হলের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। তাঁহার জ্ঞান হইয়া অবধি নেদার হলের একটা অংশ অব্যবহৃত এবং চাবিবন্ধ দেখিতেছেন। এ কক্ষটীও যে ঐ অংশের কোন স্থানে অবস্থিত, তাহা এখন তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। ইতিপূর্ব্বে এস্থানে আর কখনও তাঁহার পদার্পণ হয় নাই। মুক্ত গবাক্ষপথে প্রাঙ্গণ পরিদৃষ্ট না হইলে, এ কক্ষ যে নেদার হলে অবস্থিত, তাহা তিনি বুঝিতেও পারিতেন না। প্রকোষ্ঠে তিনটী দ্বার। একটী দ্বার দিয়া সোপানপথে ভূগর্ভে অবতরণ করা যায়—দ্বিতীয়টী দিয়া সহসা সেই লোক—পুরুষ কি স্ত্রী বলা যায় না—কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—তৃতীয়টী প্রথম দ্বারের ঠিক সম্মুখে—কক্ষপ্রাচীরে অবস্থিত।

প্রথম দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সার উইলিয়ম তৃতীয় দ্বারটী খুলিলেন। সে পথে ডাচেস এবং কাপ্তেন লি বহির্গত হইলে, তিনি সে দ্বারেও চাবি দিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, তাঁহারা আর একটী দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলেন। এ দ্বারটী মুক্ত হইলে, সকলে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সার উইলিয়ম পূর্ব্বোক্তরূপে এটীও বন্ধ করিয়া, চাবি নিজের বুকপকেটে রাখিয়া দিলেন।

জমা হইয়াছে। বহুকালের পর সশব্দে সহসা গবাক্ষটী খুলিতে দেখিয়া, তাহারা কতকটা শঙ্কিত—কতকটা বিস্মিত হইয়াছিল। তাহার পর যখন সেই অব্যবহার্য্য অট্টালিকার মধ্য হইতে এক সুবেশধারিণী সুন্দরী—তাহাদের তরুণ প্রভু, এবং সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড বহির্গত হইয়া আসিলেন, তখন তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সার উইলিয়ম তাহাদের উপর কঠোর দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন—তাহারা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

সার উইলিয়ম ডাচেসকে বৈঠকখানায় বসাইলেন এবং সংক্ষেপে কর্ণেল রামবন্ডের মুখে কিরূপে তাঁহাদের আগমনের বিষয় পূর্ব্বাহ্নে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক কাল সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান করিয়া, আমাকে সম্মানিত করেন—আমি যথাসাধ্য আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করিব।"

ডাচেস। যে কোনরূপে হউক আজ রাত্রেই আমার লণ্ডনে যাওয়া আবশ্যক। আপনার কি কোনরূপ সুদৃশ্য শকট নাই? আমার নিজের গাড়ীরই বা কি হইল? লোক-জনের অবস্থা কি ঘটিল? আমার পরিচারিকা যোসেফাইন—ইংরাজীর একটী শব্দও বুঝিবার তাহার শক্তি নাই—আমাকে না দেখিয়া এতক্ষণ হয়ত নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাণ্ড। মিষ্টার রামবল্ড এখনও এখানে আছেন। আপনার যেমন অভিরুচি আদেশ করুন—প্রতিপালিত হইবে। অথবা আপনার অনুমতি পাইলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র লরেন্স, রামবল্ডের সঙ্গে রাই হাউস পর্য্যন্ত যাইয়া, কত দূর কি হইল, জানিয়া আসিতে

লরেন্স কহিলেন, "যদি অদ্য রাত্রেই ইহার লণ্ডনে যাওয়া আবশ্যক হয়, আমি এই মুহূর্ত্তেই কলোনেল রামবল্ডের সহিত রাই-হাউসে গিয়া দেখিয়া আসি গাড়ীখানি মেরামত হইয়াছে কি না। যদি হইয়া থাকে, নিকটবর্ত্তী কোন একটা সুবিধাজনক স্থানে লইয়া আসিব—আপনি এদিকে ডাচেসকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইবেন।"

ডাচেস। এ পল্লীতে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নিশ্চয় কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাস আছে? আমার গাড়ী এবং লোকজন বিনা বাধায় যাহাতে রাই-হাউস হইতে চলিয়া আসিতে পারে, তৎপক্ষে তাঁহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

ব্রাও। আমিই এখানকার শান্তিরক্ষক ম্যাজিষ্ট্রেট—আমার যা কিছু শক্তি সামর্থ্য আপনার স্বপক্ষে নিয়োজিত হইবে।

ডাচেস। তাহা হইলে এক কাজ করুন, আপনি মিষ্টার রামবল্ডের সহিত রাই-হাউসে যান। এক ঘণ্টার মধ্যে আমার গাড়ী এবং লোকজন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন। কাপ্তেন লি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যথাস্থানে লইয়া যাইবেন।

ব্রাও। আপনার আদেশ প্রতিপালিত হইবে। আমি এখনই কলোনেল রামবল্ডকে লইয়া যাত্রা করিতেছি। ইত্যবসরে আপনি যৎসামান্য একটু জলযোগ করিয়া লউন। কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ করিতে হইবে—আমি লরেন্সের সহিত পরামর্শ করিতেছি—নির্দ্ধারিত সময়ে নিশ্চয় আপনার শকট এবং লোকজন তথায় উপস্থিত হইবে।

ডাচেস সুকৌশলে কার্য্য সম্পাদন করিলেন। বৃদ্ধের অপ্রীতিকর সঙ্গলাভ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুনরায় তরুণ যুবকের সাহচর্য্য প্রাপ্ত হইলেন।

সার উইলিয়ম এবং লরেন্স পরামর্শ করিয়া একটী সুবিধাজনক স্থান নির্দ্ধারিত করিলেন। এ স্থানে পদব্রজে উপস্থিত হওয়া ডাচেসের পক্ষে তত কষ্টকর হইবে না।

তাহার পর সার উইলিয়ম তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাই-হাউসে আবার একজনের আবির্ভাব।

প্রায় পনের মিনিট পরে দেখিতে পাইবেন, সার উইলিয়ম ব্রাও এবং কলোনেল রামবল্ড পাশাপাশি অশ্বপৃষ্ঠে অরোহণ করিয়া, লি নদীর ধারে ধারে রাই-হাউসের অভিমুখে চলিতেছেন। এখন প্রায় সন্ধ্যা সাতটা, প্রদোষের স্নিগ্ধ সমীরণ ফুল্ল কুসুমের গন্ধে আমোদিত হইয়া মৃদুল-হিল্লোলে প্রবাহিত হইতেছে। কলোনেলের ঘোড়াটী যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি তেজস্বী,—তাহাতে আবার আস্তাবলের অভিমুখে চলিতেছে, কাজেই অগ্রসর হইবার জন্য কতকটা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সার উইলিয়ম যে অশ্বের উপর আরূঢ় ছিলেন, তাহা কতকটা শান্তপ্রকৃতি এবং কদর্য্য—তদ্ভিন্ন আরোহীরও বেগে অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় ছিল না। তিনি পথে চলিতে চলিতে কলোনেলের সহিত কোন বিষয়ের অলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

তিনি কহিলেন, "মিষ্টার রামবল্ড! আপনার কথাতেই আমি বিশ্বাস করিয়াছি, আপনি আপনার অধীন দুর্ব্বৃত্তগণকে বুঝাইয়া, ডাচেসের শকট এবং লোকজনকে বিনা আপত্তিতে নিরাপদে চলিয়া আসিতে দিবেন।"

কলোনেল। আমি পূর্ব্বেই একথা স্বীকার করিয়াছি। যত কিছু রাগ বা বিদ্বেষ ডাচেসের উপরই—তাঁহার লোকজনের উপর তাহাদের কোনই আক্রোশ নাই—সুতরাং তাহারা কখনই তাহাদের প্রতি হস্তোত্তোলন করিবে না। শান্তিরক্ষকের বেশে আপনার রাই-হাউসে উপস্থিতি যে, আবশ্যক হইবে না—তাহা আমার

ব্রাও। আপনার কথায় বিশ্বাস করিয়াই আমি একাকী আসিয়াছি। দেখিতেছেন না, আমার সঙ্গে একজনও অনুচর নাই? আমি অকারণে আমার পদোচিত আড়ম্বর প্রদর্শনে অভিলাষী নই।

কলোনেল। আমি আমার অধীন লোকগুলির জন্য আপনার অনুকম্পা ভিক্ষা করিতেছি। তাহারা উত্তেজিত হইয়া তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলেও, আমি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছি এবং ঘটনার বিবরণ তৎক্ষণাৎ আপনার গোচর করিয়াছি—এই সকল ভাবিয়া, আপনি ভবিষ্যতে তাহাদের প্রতি আর কোনরূপ কঠোরতা প্রদর্শন করিবেন না, অন্ততঃ অঙ্গীকার করিবেন।

ব্রাও। আপনার প্রস্তাব মতই কার্য্য হইবে—আমি স্বীকৃত হইলাম কিন্তু ভবিষ্যতে ডাচেসের মুখে সংবাদ পাইয়া, রাজা যদি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর তদন্তের ভার দেন, আমার উপর যদি অভিযোগের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ বা বিচারের ভার পড়ে, আমি তখন আপনাকে এই অঙ্গীকারপাশ হইতে বিমুক্ত বিবেচনা করিব।

কলোনেল। আপনার কথাতেই আমি আশ্বস্ত হইলাম। ডাচেস রাজ-সভায় কখনই আপনার অপ্রিয়তার কথা ব্যক্ত করিতে সাহস করিবেন না। এ বিষয়ের মীমাংসা হইল—এখন আমরা অপর বিষয়ের আলোচনা করিব। আপনি এটর্ণী বাড়ী হইতে পত্র যাওয়ার কথা বলিতেছিলেন নয়?

ব্রাও। হাঁ—আমরা আপনার বাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইয়াছি—শীঘ্রই সে বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিব।

উভয়েই অশ্বপৃষ্ঠে করাঘাত করিলেন এবং অনতিবিলম্বে যে স্থানে গাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গাড়ীর ভগ্ন অংশ মেরামত হইয়াছে—সহিস এক খণ্ড রজ্জুর দ্বারা

করিতেছে। পার্শ্বেই কলোনেলের কয়েকজন মজুর দণ্ডায়মান। কতক রুথের মিষ্টবাক্যে, কতক তাঁহার প্রদত্ত অর্থে বশীভূত হইয়া সহিসদিগকে সাহায্য করিতেছিল। তাহারা সার উইলিয়ম ব্রাণ্ডকে চিনিত এবং তিনি যে এ অঞ্চলের শান্তিরক্ষক, তাহাও জানিত সুতরাং তাহাদের প্রভুর সহিত তাঁহাকে সেই স্থলে সহসা সমুপস্থিত দেখিয়া, তাহারা শিহরিয়া উঠিল। হোটেলের সত্ত্বাধিকারী শেপার্ডও তথায় উপস্থিত ছিল—সেই এই উত্তেজনার মূল। তাহারই প্ররোচনায় কুলি-মজুরেরা উন্মত্ত হইয়া ডাচেসের প্রাণ-সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল—এক্ষণে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কলোনেলকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তাহারও প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

লোকগুলা এবং শেপার্ডের মনের ভাব বুঝিতে কলোনেলের বিলম্ব হইল না। তিনি তাহাদের অন্তর হইতে দুর্ভাবনা দূরীকরণ মানসে—বিশেষতঃ যাহাতে তাহারা কোন-রূপে সন্দেহ করিতে না পারে যে, রাই-হাউসের সহিত নেদার হলের কোনরূপ যোগাযোগ আছে বা তিনি নেদার হলে আশ্রয় লইয়াছেন—এই উদ্দেশ্যে কহিলেন, "সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড সন্ধ্যাকালে বায়ুসেবনে বহির্গত হইয়াছিলেন—পথিমধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, আমার মুখে অপ-রাহ্নের দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন।" তাহার পর ব্রাণ্ডের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখিতেছেন, সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে, গাড়ী এখনই চলিয়া যাইবে।"

রামবল্ডের মুখে এই কৈফিয়ৎ শুনিয়া, শেপার্ড এবং তাহার দলভুক্ত লোকেরা সন্তুষ্ট হইল—মুখে যে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা অপসারিত হইল। রুথের নিকট যাহারা অর্থ-সাহায্য পাইয়াছিল, হোটেলে গিয়া, আমোদ-

মর্শ করিতে লাগিল। শেপার্ড তাহাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করিবার অব-সর পাইয়া, সানন্দে প্রস্থান করিল। পথ পরিষ্কার হইল। সার উইলিয়ম শকট-চালকের নিকটবর্তী হইয়া, কোন্ স্থানে গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে বলিয়া দিলেন। যোসেফাইন এতক্ষণ উদ্বিগ্নচিত্তে রাই-হাউসে অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে আসিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। সহিস গাড়ীর পশ্চাতে উঠিয়া দাঁড়াইল—শকট-চালক চাবুক কসিল—বেগমান অশ্ব শকট লইয়া, লি নদীর উপর সেতু পার হইয়া তীরবেগে ছুটিল।

কলোনেল রামবল্ড এবং সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড উভয়ে এখনও অশ্ব-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। কলোনেল সহসা রাজতন্ত্রী প্রতিবেশীকে স্বভ-বনে আহ্বান করিতে সাহস করিতেছেন না—যদি তিনি অবজ্ঞাভরে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দারুণ অপমানিত হইতে হইবে ভাবিয়া তিনি নীরব—সার উইলিয়ম কোন্ পন্থা অবলম্বন করেন, জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

ব্রাণ্ড কহিলেন, "আপনি আজ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এখন যদি আপনার অনুমতি হয়, অর্দ্ধ ঘণ্টা আপনার আবাসে বসিয়া বিশ্রাম করি, এবং আলোচ্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহি।"

রামবল্ড অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইলেন। একজন সহিস আসিয়া ঘোড়া দুইটীর ভার লইল। তাঁহারা উভয়ে ফটক পার হইয়া, কলোনেলের খাস-কামরায় উপ-নীত হইলেন। রামবল্ড সঙ্গীকে বসিতে আসন দিয়া, আলমারির মধ্য হইতে একটী মদের বোতল এবং পানপাত্র বাহির করি-লেন। ব্রাণ্ড অসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া, খাদ্যাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। কলোনেল ভাবিতে লাগিলেন, নেদার হলে

যেন কতকটা পরিবর্ত্তিত—কতকটা কোমল-তর হইয়াছে।

ব্রাণ্ড কহিলেন, "এইবার কাজের কথা হউক। বোধ হয় আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, কিছুদিন পূর্ব্বে মিষ্টার পার্টিজ—এটর্ণির মারফৎ আপনি আপনার তাবৎ বিষয়-পত্র বন্ধক রাখিয়া দুই হাজার পাউণ্ড কর্জ্জ লইয়াছেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে না পারিলে, আপ-নার সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া লওয়া হইবে।"

কলোনেল। সমস্তই সত্য। কোন্ তারিখে টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, তাহাও আমার বেশ স্মরণ আছে। আর তিন মাস মাত্র সময় আছে। বর্ত্তমান সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ। কিন্তু আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ইহার সহিত আপনার কি সম্বন্ধ?

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল। ইং ৮ই জুন, ১৯১৫ সাল। [২য় খণ্ড।

ঠিকানা পরিবর্ত্তনের বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, মিউনিসিপালিটী আজকাল কলিকাতার অনেক রাস্তার সমস্ত বাড়ীর নম্বর পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নম্বর দিতেছেন। উপস্থিত এই নিমুগোস্বামীর লেনের সমস্ত বাড়ীর নম্বর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বি, সায় আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম, চৈতন্য পুস্তকালয়, শিবশঙ্কর ব্রাদার্স, ইউনাইটেড ট্রেড গেজেটের নম্বর ৬৭ ও ৬৭।১ ছিল এক্ষণে উহা পরিবর্ত্তন হইয়া ৪৬ নম্বর হইয়াছে। ইউনাইটেড প্রেসের নম্বর পূর্ব্বে ৬৬ ছিল উহা এক্ষণে ৩৩ নম্বর হইয়াছে।

অতঃপর যাঁহারা বি, সায় আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম, কাশ্মীর-কুসুম কার্য্যালয়, চৈতন্য পুস্তকালয়, শিবশঙ্কর ব্রাদার্স ও ইউনাইটেড ট্রেড গেজেটের নামে পত্রাদি লিখিবেন তাঁহারা পূর্ব্ব নম্বর না লিখিয়া আধুনিক ঠিকানা ৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা অথবা কেবলমাত্র পোষ্ট বক্স নম্বর ৩৪২, কলিকাতা, লিখিবেন।

শ্রীশিবশঙ্কর সাহা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কৃষি-শিক্ষা।

কৃষি-কার্য্যের অঙ্গ।

১। ভূমিতে বীজ বপন করিলে জল, বায়ু এবং উত্তাপের পরিমাণানুসারে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া চারা জন্মে। যে উদ্ভিজ্জের যে প্রকার স্বভাব, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উত্তাপ প্রভৃতি সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই কৃষি কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। স্বভাবের বিপরীত ব্যবস্থা হইলে কখনই বাঞ্ছিত ফললাভে সমর্থ হওয়া যায় না; অতএব উদ্ভিজ্জগণের স্বভাব পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

২। বায়ু এবং উত্তাপের ন্যূনাধিক্য যেমন অঙ্কুরোৎপাদনের পক্ষে বিঘ্নজনক, চারার পক্ষেও সেইরূপ অনিষ্টকর; অর্থাৎ চারার স্বভাব অপেক্ষা তাহাতে বায়ু বা উত্তাপের ন্যূনতা বা আধিক্য ঘটিলে তাহার পাতা পাণ্ডুবর্ণ, পল্লব ক্ষুদ্র, শাখা শুষ্ক ও তাহা হইতে রস নির্গত হইয়া থাকে।

৩। নীরস ভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহা কখনই অঙ্কুরিত হয় না।

৪। বীজ অতি ক্ষুদ্র হইলে বপন করিবার সময়ে তাহার উপর সামান্য মৃত্তিকা চাপা দেওয়া উচিত। নতুবা অঙ্কুর উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে। বীজ বড় হইলে কিছু বেশী মাটী চাপা দিলেও ক্ষতি হয় না।

৫। যে সকল বীজ অধিক জল বায়ু সহ্য করিতে পারে তাহাদিগকে বর্ষাকালে এবং যাহারা অধিক জল লাগিয়া পচিয়া যায়, তাহাদিগকে শীতকালে বপন করা কর্ত্তব্য।

৬। পুরাতন বীজ মাত্রই চুণের জলে ভিজাইয়া কিম্বা অগ্রে শুধু জলে ভিজাইয়া পরে ঘুটের ছাই সংযুক্ত করিয়া রাখিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়।

৭। বীজ বপন ও চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে ভূমিতে চাষ দিয়া উত্তমরূপে মাটীর পাট করা উচিত।

৮। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষেত্রে সার দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। সামান্য কৃষির পক্ষে খোল ও গোবরের সারই যথেষ্ট।

৯। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্র খনন করিয়া সার ছড়াইতে হয়। যে সকল উদ্ভিজ সমস্ত বৎসর জীবিত থাকে, তাহাদের চাষ করিতে হইলে ক্ষেত্রে তিন বার সার দেওয়া উচিত। প্রথমতঃ চারা রোপণের পূর্ব্বে চাষ দিবার পর এক বার, দ্বিতীয়তঃ, চারা রোপণের সময় একবার, তৃতীয়তঃ, চারা বড় হইলে আর একবার।

১০। বর্ষাকালে সার দিলে বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া যায়, সুতরাং সার দেওয়া না দেওয়া সমান। এজন্য মাঘ ফাল্গুন মাসে চারার মূলে সার দেওয়া কর্ত্তব্য।

১১। সার দিতে হইলে কেবল মূলে না দিয়া তাহার চারি দিকে কিয়দ্দূরে মৃত্তিকায় দেওয়া উচিত।

১২। কোন চারার মূলে টাট্‌কা গোবর দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গোবর পচিলে তাহাতে উত্তম সার হয়।

১৩। ফলকর বৃক্ষের মূলে উহার মুকুল হইবার পূর্ব্বে সার দিয়া মূলস্থ মাটী সরস রাখিতে পারিলে এবং পরে ফল হইলে সেই ফল রোদ না লাগিতে পায়, এরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখিলে তাহা বড় হয়।

১৪। গরু ও ঘোড়ার মল বিকৃত হইয়া মাটী হইলে তাহাকে ফাস্ মাটী বলে। কৃষি মাত্রেরই ফাস মাটী উপকারী, ইহাতে ক্ষেত্রের বিশেষ উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে।

১৫। ঘন ঘাস যুক্ত স্থানের চাপড়া কাটিয়া স্তূপাকারে রাখিলে সেই স্তূপের শুষ্কাবস্থা উত্তম উর্ব্বরা মৃত্তিকা মধ্যে গণনীয় হয়।

১৬। নদী বা খালের ধারে যে জমি পড়ে, তাহার উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। (ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সহজ কবিরাজী গৃহ চিকিৎসা।

আলকুশী মূল—অত্যন্ত বৃষ্য, পুষ্টিকর, গুরু, কফ, বাতঘ্ন, বলকর, রক্তপিত্তনাশক। ইহার বীজ অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক এবং উত্তেজক।

ইন্দ্রযব—সঙ্কোচক, ত্রিদোষঘ্ন, দীপন এবং রক্তদোষ, আম, আমরক্ত, জ্বর, অতিসার, ক্রিমি, বিসর্প ও কুষ্ঠনাশক।

ইষলাঙ্গী—কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ ও গর্ভনাশক।

ইবিমেদ বা গুয়েবাবলা—মুখরোগ ও রক্তজ রোগনাশক।

এলাচি—(বড়)—আগ্নেয় এবং রক্তপিত্ত, বমি, শিরোরোগ, মূত্রবদ্ধ, তৃষ্ণা, কফ এবং বমিনাশক। (ছোট) মূত্রকৃচ্ছ্র, শ্বাস, অর্শ, আধমান, কাস ও কফরোগে হিতকর।

একাঙ্গী—বায়ু, পিত্ত জ্বর, রক্তদোষ ও কফনাশক।

এরণ্ডমূল—কফ, বায়ু, শূল, জ্বর, শোথ, আমবাত ও শিরঃপীড়ানাশক।

এলবালুক—ব্রণ, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, হৃৎপীড়া, শ্লেষ্মজরোগ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, মূত্ররোগ ও কৃমিনাশক।

কটকী—ভেদকারক, দীপন, কফ, পিত্ত, জ্বর, প্রমেহ, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও কৃমিনাশক।

কট্‌ফল—কাস, শ্বাস, জ্বর, অরুচি ও কণ্ঠরোগনাশক।

কদলীমূল—গুরু, বলকর, শীতল ও বাতপিত্তনাশক।

কণ্টকারী—উষ্ণ, বায়ু, কফ, কাস ও শ্বাসনাশক এবং প্রস্রাবকারক।

কর্পূর—মধুর, লঘু, ধারক, বৃষ্য এবং কফ, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, বিষ, মেদ ও দুর্গন্ধ, আক্ষেপ ও আধ্মান নিবারক।

কাকমাচি—ত্রিদোষঘ্ন, সমশীতল, সারক ও কুষ্ঠনাশক।

কাবাবচিনি—শ্লেষ্ম নিঃসারক, আগ্নেয়, মূত্রবর্দ্ধক, বিষাক্ত মেহ, শুক্রমেহ, শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগনাশক।

কালাদানা—বিরেচক, শোথ, উদর ও জ্বরনাশক।

কাঁকড়াশৃঙ্গী—শ্বাস, কাস, হিক্কা, জ্বর, বমি ও ঊর্দ্ধবাতনাশক।

কাঞ্চনার—ধারক, কৃমি, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা ও ব্রণনাশক।

কাশ বা কেশে—ধারক, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ, রক্তক্ষয় ও পিত্তরোগনাশক।

কাঁটানটে—ধারক, বাতশ্লেষ্মজনক, রক্তপিত্ত, মেহ ও শ্বেতপ্রদরনাশক।

কুটজত্বক—রক্তদোষ, অর্শ, আমরক্ত ও অতিসারনাশক।

কুড়—দূষিত রক্ত, বায়ু, শ্লেষ্ম, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক।

কুম্‌কুম্—শিরঃপীড়া, গাত্রকণ্ডু, দেহের বিবর্ণতানাশক এবং স্ত্রীরোগনাশক।

কুমড়া—(কচি) পিত্তঘ্ন, (মধ্যবিধ) কফঘ্ন, (পক্ক) আগ্নেয়, মল ও মূত্রশুদ্ধিকর, ত্রিদোষঘ্ন এবং উন্মাদরোগীর সুপথ্য।

কুলত্থ কলাই—কফ ও বায়ুনাশক, ধারক, গুল্ম, শুক্রাশ্মরী, মেদ, কাস, শ্বাস ও প্রমেহনাশক।

কুশ—ত্রিদোষঘ্ন, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, রক্তপ্রদর ও রক্তমূত্রনাশক।

কুলেখাড়া বা কোকিলাক্ষ—শোথ, আমবাত এবং রক্তদোষনাশক।

কুঁচ—কেশবর্দ্ধক, শ্বাস, নেত্ররোগ, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক।

কেশরাজ—মেহনাশক, চক্ষু ও কেশের হিতকর।

কেঁউ বা কেবুক—আগ্নেয়, কফ, কৃমি ও পিত্তনাশক।

খদির—শীতল, কষায়, ধারক, কুষ্ঠ, বিসর্প,

মেহ, মেদ, মুখরোগ, কফরোগ ও দন্তরোগনাশক।

খর্জ্জুর (পিণ্ড)—শুক্রল, মাংসবর্দ্ধক, গুরু, ক্ষয়, বাত এবং পিত্তনাশক।

গজপিপ্পলি—পিপুলের তুল্য গুণ, ধারক ও শোথনাশক।

গন্ধ ভাদুলে বা গাঁদাল—বলকর, ত্রিদোষঘ্ন, আম ও আমবাতনাশক।

গণিয়ারি—শোথনাশক, বাতবিকারে হিতকর।

গান্ডারীমূল—বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক।

গুলঞ্চ—ধারক, বলকর, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাত, রক্তদোষ, জ্বর, কৃমি ও বমিনাশক।

গুগ্‌গুল—আগ্নেয়, তীক্ষ্ণ, মেদ, কুষ্ঠ, আমবাত ও ত্রিদোষনাশক।

গোজিহ্বা বা গোজিয়া—পিত্ত, কাস, রক্তজপীড়া, ব্রণ ও জ্বরনাশক।

গোরক্ষ চাকুলে—কফ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগনাশক।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গো-পালন বিধি।

আমাদের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গোরুকে মাঠে ছাড়িয়া দিবার যে পদ্ধতি আছে, তাহা অতীব দূষণীয়। রৌদ্র বৃষ্টিতে অনাবৃত থাকিলে গোরুর পীড়া জন্মিয়া থাকে। রাখালেরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় গোরু সকলকে মাঠে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপনারা বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া খেলা করে, বর্ষাকালেও তদ্রূপে তাহাদিগকে বৃষ্টিতে ভিজান হইয়া থাকে। কখন কখন এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বন্যামগ্ন স্থানের জল শুকাইলে সেই সকল স্থানের উপর গোরু বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহাও ভাল নহে। বর্ষাকালে সর্ব্বত্র প্রচুর তৃণ জন্মিয়া থাকে সত্য বটে, কিন্তু সকল ঘাস গোরুর পক্ষে সুখাদ্য নহে। এমন অনেক প্রকার ঘাস আছে যে, তাহা খাইলে গোরু সত্বর পীড়িত হয়। এক প্রকার ঘাস আছে, তাহাতে রশুনের গন্ধ থাকে, সেই ঘাস খাইতে দিলে গোরুর দুধ ও গাত্র হইতে বিকৃত রশুনের গন্ধ বাহির হয়।

গোরুকে উপযুক্ত মতে খাবার দিলে ও ভাল জায়গায়, ভাল ঘরে রাখিলে কখন তাহাদের পীড়া হয় না। একটী পূর্ণ বয়স্ক গোরুর পক্ষে পাঁচগণ্ডা বিচালি ও এক সের খোল প্রচুর খাদ্য, এতদ্ব্যতীত এক ঝুড়ি ঘাস ও দুই সের ভুষি হইলেই এক দিনের জাব পর্য্যাপ্ত হয়। খোলে অধিক খাওয়াইলে গোরুর অজীর্ণ হইয়া থাকে। ভাতের মণ্ড পুষ্টিকারক ও গাভীর দুগ্ধবর্দ্ধক। গোরুর আহারীয়ের বিষয়ে যেমন দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, পানীয় পক্ষে তেমনি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে কেমন মন্দ পদ্ধতি আছে যে, গোরুকে প্রায়ই কদর্য্য জল পান করিতে দেওয়া হয়, তাহা বড় অন্যায়। বিশুদ্ধ জল মনুষ্য পশু পক্ষি সকলেরই সমান উপকারী—কিন্তু দুর্গন্ধময় জল কাহারও পান করা ভাল নহে। রৌদ্রের সময় গোরুকে জল পান করিতে দেওয়া বিধেয় নহে, তাহাতে প্রায়ই সর্দ্দিগর্ম্মি ও অপরাপর পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মকালে যখন বেলা শেষ হইবে, সেই সময় জল পান করিতে দিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। এই ঋতুতে সাত আট দিন অন্তর তাহাদিগকে স্নান করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শীতকালে গোরুর গা ধুইয়া দেওয়া ভাল নহে। তবে যাহাতে তাহাদের গায়ে ময়লা জন্মিতে না পারে সেইজন্য প্রতি দিন খটরা ও ক্রুশ দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিলে তাহার সমস্ত ময়লা নষ্ট হইয়া যায়। বড় বড় লোমগুলি উঠিয়া তাহাদের গাত্র বেশ পরিষ্কার মসৃণ হয়, এবং গায়ে যে এক প্রকার কীট জন্মে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কীট বড় পীড়াদায়ক। মাথা অপরিষ্কার রাখিলে আমাদের যেমন উকুন জন্মে, গরুর গাত্র পরিষ্কার না করিলে তাহাদেরও উক্তবিধ কীট জন্মিয়া থাকে।

গাভীকে নিম্নোক্ত প্রকারে খাদ্য প্রদান করিলে তাহার দুগ্ধ অধিক হয়। কিন্তু এই সকল খাদ্য প্রসব হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে খাইতে দেওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে যে, "গাই গোরুর মুখে দুধ" সে কথা কোনমতে অসত্য নহে। গাভী যত অধিক ও উত্তম খাবার খাইতে পাইবে সে তত অধিক দুগ্ধ দিবে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, যে পরিমাণ খাদ্য দেওয়া যাইবে, তাহা সে উত্তম রূপে জীর্ণ করিতে পারিবে কিনা তাহা অগ্রে দেখিতে হইবে। গো-জাতীর ক্ষুধা অধিক, সহজে তাহাদের অজীর্ণ হয় না এবং তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অধিক খাদ্য গ্রহণ করে না, এটা তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান।

প্রসবের একদিন পরে তেঁতুল গাছের আটা অর্দ্ধতোলা কলাপাতার ভিতর রাখিয়া গাভীকে খাওয়াইলে তাহার দুধ বৃদ্ধি হয়।

প্রসবের পাঁচদিন পর হইতে তণ্ডুল কণিকার সহিত অলাবু সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

(ক্রমশঃ।)

কুম্ভমেলা।

বিষয় হউক আর ভগবান্‌ই হউক—দুই এত যাহাতে হউক একটায় তন্ময় হইয়া মজিয়া থাকিতে পারিলে, সময় যে কোথা দিয়া ফুস্ করিয়া চলিয়া যায়, কিছুই বলা যায় না। এই তন্ময়তার বিচ্ছেদ বা অভাব ঘটিলে কিন্তু সময় যেন আর যায় না—কাটে না। তন্ময় অবস্থায় যে সময়—যে দিন রাত ছোটোর ছোট মহাছোট বলিয়া বোধ হয়,—সে যেন আরও বেশী

বড় হইলে ভাল হইত বলিয়া অনেক সময় মনে হয়, তন্ময়তা কাটিয়া গেলে সেই সময়—সেই দিনরাত আবার যেন দীর্ঘদীর্ঘ সুদীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়,—খুব কমিয়া গেলেই যেন ভাল হইত বলিয়া অনেক সময় মনে হয়।

বিষয়ী আমরা, ভগবানে তন্ময়তা কাহাকে বলে, তাহা তো আর জানি না, বিষয়ের নেশাতেই আমরা চব্বিশ ঘণ্টা বিভোর হইয়া কাটাইয়া দিই, কিন্তু আজ আমাদের এক অপূর্ব্ব অবস্থা; সারা রাত্রি শয্যায় কেবল এ-পাশ আর ও-পাশ,—নিদ্রা আর নয়ন-কোণেও আসে না। রোগে শোকে দুশ্চিন্তায় এবং অভীষ্টলাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় কতকটা এই শ্রেণীর অবস্থা ঘটে বটে। কিন্তু আজিকার এ অবস্থাটা সেই শ্রেণীর হইয়াও ঠিক সেই অবস্থা নয়। আজিকার এ ছট্‌ফটানীর মধ্যেও কেমন একটু যেন আনন্দও আছে। বোধ হয়, চিন্তনীয় বিষয়ের বিচিত্রতাই এইরূপ অবস্থা বৈচিত্র্যের কারণ হইবে। আজ তো আর আমাদের কামিনী-কাঞ্চনাদি অপর কোন সামগ্রীর চিন্তা নাই, কেবলই চিন্তা,—কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে, কতক্ষণে সাধু-সন্দর্শন ঘটিবে, কতক্ষণে কুম্ভযোগে গঙ্গা স্নান করিয়া মানব জন্ম সফল হইতে পারিবে। তাই বোধ হয়, এই চিন্তায় বাহিরে ছট্‌ফটানী থাকিলেও ভিতরে একটু আনন্দও আছে। পরিণাম-বিরস বিষয়ের বদলে যাঁহারা সেই সাক্ষাৎ রসস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তাঁহাদের বাহিরের ছট্‌ফটানীকে লক্ষ্য করিয়া তাই কবি কহিয়াছেন,—

"বাহিরে বিষজ্বালা হয়,
অন্তরে আনন্দময়।"

ভাইবে তাই মনে হয়, মন্দ বিষয়ে তন্ময়তার চেয়ে ভাল বিষয়ের ব্যাকুলতাও অনেক ভাল। যে জিনিষ পাইবার জন্য ব্যাকুলতাতেই এত আনন্দ, সে জিনিষ পাইলে না জানি কত অমিত আনন্দ!

২৯শে চৈত্রের রাত্রিটা তো এই ভাবেই কাটিয়া যাক্; ৩০শে চৈত্রের প্রত্যূষেই প্রাতঃকৃত্যাদি সত্বর সমাপ্ত করিয়া প্রস্তুত হওয়া গেল। কিসের জন্য প্রস্তুত, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। সেবকসমিতির ভলেন্টিয়ারদের মধ্যে এক আধজন বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহাদের আমরা বলিয়াছিলাম, আপনাদের অপর সাহায্য কিছুই চাই না, চাই কেবল—৩০শে তারিখে আমাদিগকে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বাটীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া। তাঁহারা আনন্দসহকারে তাহাতে প্রতিশ্রুতও হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছি, এমন সময় একজন বাঙ্গালী ভলেন্টিয়ার আসিয়া বলিলেন,—আপনারা এখন বাটীর বাহির হইবেন না। ভারি ভিড়। শেষ রাত্রে ভিড়ের চাপে অনেকগুলি স্ত্রীলোক মারা পড়িয়াছে, এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সত্য মিথ্যা ভগবানই জানেন। আমরা কিন্তু তাঁহার পরামর্শ মত চুপটী করিয়া বাসায় বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। মেয়েছেলে সঙ্গে অনেক, তাহার মধ্যে আবার বর্ষীয়সীর সংখ্যাই বেশী। কাজেই আমরা তাঁহাদের লইয়া মহারাজের বাটীতে যাওয়া নিরাপদ মনে করিতে পারিলাম না। আমাদের বাসার নিকটেই বিষ্ণুঘাট, সেইখানেই একটা বাটী ঠিক করিলাম। ঐ বাটীর ঠিক সম্মুখে—গঙ্গার পরপার দিয়াই সাধুবৃন্দের শোভাযাত্রা গমন করিবে। এখানকার গঙ্গা তেমন প্রশস্ত নন, সুতরাং পরপার হইতেও দর্শনের কোন ব্যাঘাত ঘটিবার কথা নয়। আর গঙ্গা তো বাটীর একেবারে সংলগ্ন, সুতরাং স্নানেরও কোন ব্যাঘাত ঘটিবার কথা নয়।

আজ হরিদ্বারে পথচলা প্রভৃতি সম্বন্ধে নিয়মের বড় বাঁধাবাঁধি। অবশ্য যাত্রীর সুবিধা বা কল্যাণের নিমিত্তই এই নিয়মের কঠোরতা; তাই আজ সকল পথ কিংবা পুল যাত্রীর জন্য উন্মুক্ত নয়। গাড়ী পাল্কী যাওয়া একেবারে বন্ধ। অধিক কি, পোঁটলা-পুঁটলী মোটঘাট লইয়াও পথে চলা নিষিদ্ধ। এই কারণে অনেক যাত্রী ষ্টেশনে "লেফ্‌ট-লগেজের" নিয়মে মোট পিছু ।০ চারি আনা রোজ হিসাবে মোট রাখিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ষ্টেশনে ঐরূপ মোট রাখিয়া আসিয়া স্নান করাই সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহাদের আর অনর্থক বাসা করার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় নাই, মুটে ভাড়াও যোগাইতে হয় নাই।

পুলীশের প্রচারিত বিজ্ঞাপনে ঐ সকল রাস্তা প্রভৃতির উল্লেখ ছিল। স্নানের পূর্ব্বে যাত্রিপ্রতি /০ এক আনা মূল্যের টিকিট সংগ্রহ করিবারও কথা উল্লিখিত ছিল। কিন্তু আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম, আজ ২ দিন হইল উক্ত যাত্রি প্রতি /০ এক আনা লইয়া টিকিট বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আরও উল্লেখ ছিল যে, ২৯শে চৈত্র রাত্রি ৩টা হইতে ৩০শে চৈত্র বেলা ৯টা পর্য্যন্ত যাত্রিগণকে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করানো হইবে, তাহার পর তথায় আর কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইবে না। কেননা, তাহার পরেই সাধু সন্ন্যাসিগণ তথায় স্নানার্থ গমন করিবেন। সাধু-সন্ন্যাসিগণ কাহার পর কে কোন্ পথ দিয়া স্নানার্থ গমন করিবেন, তাহাও উক্ত বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা ছিল। বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত সন্ন্যাসিগণকে উক্ত বিজ্ঞাপনে প্রধানতঃ ৭ সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল। যথা,—নিরঞ্জনী, জুনা, নির্ব্বাণী, বৈরাগী, উদাসী (কালা), উদাসী (ছোট) এবং নির্ম্মলা।

গাড়ী-পাল্কীর চলাচল থাকিলেও না হয় আমরা বৃদ্ধা সঙ্গিনীদের লইয়া মহারাজের বাটীতে যাইতে চেষ্টা করিতাম, তাঁহাদের ফেলিয়া নিতান্ত স্বার্থপরের মত নিজে নিজে যাওয়াও ভাল দেখায় না, তাই তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া সামান্য দূর ভিড় ঠেলিয়া বিষ্ণুঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা ৮টা হইবে। বাড়ীটী ঘাটের পাশেই। বাড়ীওয়ালা পণ্ডা ঠাকুর বেশ ভাল লোক

আমরা তাঁহাকে ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—আপনারা যাত্রী যখন আসিয়াছেন, তখন তো ব্রাহ্মণ আমি—আমাকে কিছু দিবেনই, তবে আর ভাড়ার কথা কি বলিব ?

আমরা তাঁহার বাটীর ছাদে গিয়া আশ্রয় লইলাম। কি যে দৃশ্য দেখিলাম, কি বলিব ? সম্মুখে কল কল ধ্বনি করিয়া সুরধুনীর বিমল জল তীরবেগে চলিয়াছে; তীরেও তুমুল তোড়ে স্নানবের দল ছুটিয়াছে। কাহারও গতির আর বিরাম নাই। চারিদিকে পার্ব্বত্য দৃশ্যই বা কি সুন্দর! আজ আর প্রখর সূর্য্যকিরণ নাই। তপনদেব মেঘের অন্তরালে রহিয়া মাঝে মাঝে এক আধবার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। একজন প্রাচীন বলিলেন,—কুম্ভমেলার সময় এইরূপই হইয়া থাকে, অমরবৃন্দ মেঘের আবরণে আপনাদিগকে গোপন রাখিয়া এই পুণ্যদৃশ্য দর্শন করিয়া থাকেন। এ দৃশ্য যে তাঁহাদেরও দুর্ল্লভ। চারিদিকে আজ বড় মিঠা, বড় মোলায়েম ভাব। এ ভাবের বালাই লইয়া মরিতে সাধ হয়।

আমরা তন্ময় হইয়া সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। মা গঙ্গা যে কত কি ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, বলা যায় না। ফুল, ফল, জলপাত্র, জামা, কাপড় প্রভৃতি ভাসিয়া যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে মনুষ্যও দু'একজন ভাসিতে ভাসিতে চলিতেছে; আমাদের সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষের নৌকাও অমনি পাছু পাছু ছুটিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতেছে। আমরা সারা দিনের মধ্যে কেবল একটি লোককে ডুবিতে দেখিয়াছি।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, বেলা ১১টা ৪৪ মিনিটের পরেই কুম্ভযোগের প্রবৃত্তি এবং ৩টা বাজিয়া দু'এক মিনিটের পর নিবৃত্তি। উক্ত সময়ের সমাচার অনেকে রাখেন না, রাখিলেও উক্ত সময়ের মধ্যে স্নান করা সকলের ঘটিয়া উঠে না; বিশেষতঃ ব্রহ্মকুণ্ডে বা হরকি পৈড়িতে। যথার্থ যোগের সময়টুকুর মধ্যে সাধুসন্ন্যাসি ভিন্ন বড় একটা কাহারও ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে যাইবার যো নাই। তবে জোগাড়ের জয় সর্ব্বত্র, এই জন্যই যা। কেহ কেহ হয় সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া না হয় হস্তটা কিছু অধিক মাত্রায় মুক্ত করিয়া ফাঁকের ঘরে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের সাধ মিটাইতে পারেন। সাধুসন্ন্যাসিদেরই কি সকলের যোগের মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান হইতে পারে? ব্রহ্মকুণ্ডে একবারে ২০০ দুইশতের অধিক লোক স্নান করিতে পারেন না। পাঁচ মিনিটের নীচেও বোধ হয় এক এক দলের স্নান ঘটিয়া উঠে না। প্রতি পাঁচ মিনিট দুইশত জনের স্নান হইলেও প্রতি ঘণ্টায় ২৪০০ চব্বিশ শত জনের স্নান হয়। এ হিসাবে ৩০ সওয়া তিন ঘণ্টায় ভিতরে কয় জন যাত্রী বা সন্ন্যাসীর ব্রহ্মকুণ্ডের স্নান করা হইতে পারে? সাধুসন্ন্যাসীই তো সংখ্যায় তিন লাখের কম হইবে না।

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের ঝোঁকটা কিন্তু আমাদের তেমন ছিল না। যোগে যাগে যোগের সময় যেখানে হউক একটা ডুব দিতে পারিলেই হইল।* সন ১৩১৯ সালের কথা, চৈত্র মাসের প্রথমেই আমরা ৺কাশীধামে গমন করি। ৯ই চৈত্র ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় ও আমি পণ্ডিতপ্রবর ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি, তাঁহার জ্বর, শুইয়া রহিয়াছেন। আমরা যাইবামাত্র উঠিয়া বসিলেন। শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। মুখে দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। যেন অসুখ বিসুখ কিছুই নাই। কি অপূর্ব্ব শাস্ত্রানুরাগ! কথায় কথায় গঙ্গাস্নানের কথা উঠিল। তিনি আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দেখ আজ চন্দ্রগ্রহণ, আজ গঙ্গায় স্নান করিলে অধিক ফল হয়, অমুক ঘাটে স্নান করিলে অধিক ফল হয়, এই সকলের অপেক্ষা গঙ্গার বোধ হয় অধিক অবমান আর নাই। যখন যে ঘাটে বা যেখানেই স্নান কর, মা গঙ্গা তোমার কলুষ নাশ করিবেনই করিবেন। তবে, সাধারণ সংসারী লোকের লোভ উৎপাদনের জন্যই শাস্ত্রে বিশেষ স্থান বা বিশেষ সময়ের মহিমা খ্যাপন মাত্র।

গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করিতে ন্যায়রত্ন মহাশয় শতমুখ হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজ রচিত গঙ্গা-স্তব গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার একটি শ্লোক মনে আছে। সেটী এই,—

"সগর্ব্বা শর্ব্বাণী ভবহৃদয়বাসান্ন বসুধাং
স্পৃশেদ্ বা নো পশ্যেৎ পতিতমিতি,
মাতস্তব পদে।
প্রপন্নোঽহং যত্ত্বং হরশিরসি
বাসেঽপি বরদে!
জগন্নিস্তারার্থং ভ্রমসি বসুমত্যাং
দিশি দিশি॥"

অর্থাৎ কবি বলিতেছেন,—মাগো, আমার শিবঘরণী শর্ব্বাণীর বড় গর্ব্ব মা! বড় গর্ব্ব! গর্ব্ব কিসের?—না, তিনি মহাদেবের বক্ষে বাস করেন। এই গর্ব্বে মা! তিনি চরণপ্রান্তে পৃথিবীকে স্পর্শও করেন না, আর পতিত ব্যক্তিকেও নয়নকোণে নিরীক্ষণ করেন না। কিন্তু বরদায়িনি মা গো, তুমি শঙ্করের শিরোভাগে বাস করিয়াও জগতের পতিত পাষণ্ডের নিস্তারের নিমিত্ত বসুমতীর দিকে দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছ। মা গঙ্গে, তোর এই দয়ার ভঙ্গী দেখিয়াই আমি তোর চরণে শরণ লইয়াছি।

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান লইয়া তর্কবিতর্কের সময় আমাদের সেই মহামহোপাধ্যায় মহাজনেরই মহাবাক্য মনে পড়িয়া গেল। যোগের সময় আমরা সকলেই সেই পণ্ডাবাটীর সংলগ্ন ঘাটেই পরমানন্দে স্নান করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

বঙ্গবাসী।

সংবাদ।

খোরপোষের দাবী।

কলিকাতা লালবাজার পুলীশ আদালতে অফি: প্রধান প্রেসিডেণ্ট ম্যাজিষ্টর কিস্ সাহেবের আদালতে মুনিয়া থাটকিনা নাম্নী এক যুবতী, স্বামীর নামে খোরপোষের দাবীতে নালিশ করিয়াছিল। তাহার অভিযোগ,—স্বামী তাহাকে উৎপীড়ন করিয়া থাকে, তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে ইত্যাদি। গত ১৭ই মে আদালতে যখন এই মামলা উঠিয়াছিল, তখন ম্যাজিষ্টরের কথায় আসামী, ম্যাজিষ্টরকে বলিয়াছিল যে, সে, স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিতে এবং তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে প্রস্তুত আছে। স্ত্রী থাটকিনাও ম্যাজিষ্টরের পরামর্শানুসারে স্বামীর বাড়ীতে গিয়া থাকিতে সম্মত হইল এবং তাহার বাড়ী যাইল; কিন্তু গিয়া দেখিল, বাড়ীতে তাহার শাশুড়ী রহিয়াছে। স্বামীকে তখন সে স্পষ্টই বলিল,—'শাশুড়ী যদি এ বাড়ীতে থাকে, তাহা হইলে আমি থাকিতে পারিব না।' ইহার স্বামী ইহার শাশুড়ীকে অর্থাৎ তাহার জননীকে তাহার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে সম্মত হইল না। ফলে, স্ত্রীই বাড়ী ছাড়িল। আদালতে আবার এই মামলা উঠিল। যুবতী এদিন ম্যাজিষ্টরকে বলিল,—"শাশুড়ীর সহিত আমি এক বাড়ীতে থাকিতে সম্মত নহি।" ম্যাজিষ্টরও রায়ে লিখিলেন,—"সংসারে শাশুড়ী থাকিবে বলিয়া এবং শাশুড়ীর সহিত থাকিয়া স্বামীর ঘর করিতে হইবে বলিয়া, এদেশে স্ত্রী, স্বামীর নামে খোরপোষের দাবীতে নালিশ করিতে পারে না; বাড়ীতে শাশুড়ীর সহিত এক সঙ্গে থাকাই স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর নামে খোরপোষের দাবীর যথেষ্ট কারণ নহে।" ফলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্টর সুবিচারই করিয়াছেন। হিন্দুর সংসারে হিন্দু স্ত্রী, শাশুড়ীর সহিত ঘর করিতে চাহিবে না,—অপিচ, আদালতে গিয়া স্বামীর নামে খোরপোষের দাবী দিয়া নালিশ করিবে,—ইহা নিশ্চিতই বিকৃত শিক্ষার ফল।

বিবাহের পণ।

কলিকাতা কিড ষ্ট্রীটের পুলীশ আদালতে কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগ,—এক ব্রাহ্মণবিধবার কন্যার সহিত তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিবে বলিয়া, পণ হিসাবে ১ হাজার ৯ শত ২৫ টাকা গ্রহণ করিয়াছিল,—পরে কিন্তু এই বিধবার কন্যার সহিত ভ্রাতার বিবাহ না দিয়া অন্য এক বালিকার সহিত বিবাহ দিয়াছিল,—অথচ বিধবাকে ঐ টাকাও ফেরৎ দেয় নাই। বিচারে আসামীর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক সহস্র টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। আসামী হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল। হাইকোর্ট পুনর্ব্বিচারের আদেশ করিয়াছিলেন। এই আদেশ অনুসারে পঞ্চম প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্টর মৌলবী এন আমেদের এজলাসে এই মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

ব্রাও। বেশী কিছুই নয়,—আপনি যে টাকাটা লইয়াছেন—উহা আমার—পার্টিজ আমার এটর্ণি মাত্র। তিনিই আমার হইয়া আপনাকে টাকাটা কর্জ্জ দিয়াছেন।

কলোনেল এতদিন এ সংবাদ অবগত ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল,—টাকা এটর্ণির। আশা ছিল, নির্দ্ধারিত সময়ে টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলেও, উত্তমর্ণ তাঁহাকে ততটা পীড়াপীড়ি করিবেন না, কিন্তু এখন বুঝিলেন, রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিপক্ষ সার উইলিয়ম তাঁহার প্রতি কখনই সু-ব্যবহার করিবেন না।

কলোনেলের মনোভাব বুঝিয়া, সার উইলিয়ম কহিলেন, "এখনও পূর্ণ তিন মাস সময় আছে—আশা করি উক্ত সময়ের শেষে টাকাটা পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবেন?"

রামবল্ড। সত্য এবং সরলভাবে আপনার কথার উত্তর দিতে হইলে বলিব, উক্ত ঋণ পরিশোধের আমার আপাততঃ কিছুমাত্র উপায় নাই। কাজটা আমি বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া ফেলিয়াছি—এবং দিন দিন উহার উন্নতিও হইতেছে সত্য কিন্তু এতদিন আমাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। দূরদর্শিতার অভাবে পূর্ব্বে আমি এ সকল বুঝিতে পারি নাই। এ ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য দিনরাত আমি অসহনীয় যাতনা ভোগ করিতেছি—চেষ্টারও ত্রুটি নাই কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনই শোধ করিয়া উঠিতে পারিব না।

ব্রাও। আপনার মহাজন যদি আপনার প্রতি কঠোরতা এবং নির্দ্দয়তা প্রকাশ করে—আপনাকে যদি ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে, আপনার পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইবে?

রামবল্ড। আমার সর্ব্বনাশ হইবে—আমার পরিবারবর্গ পথে দাঁড়াইবে।

বৃদ্ধ কলোনেলের হৃদয় ফাটিবার উপক্রম হইল। পত্নী, ভগ্নী এবং দুহিতার মুখ মনে পড়িল। তাহাদিগকে নিরাশ্রয় এবং নিরন্ন হইয়া পথে পথে ঘুরিতে হইবে।

ব্রাও। এ বিষয়ে একটা ঘরাঘরি মীমাংসা হইতে পারে কি না, আমরা চেষ্টা করিয়া দেখিব। আপনার উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই। দেনা-পাওনা সম্বন্ধে আমি খুব কঠোরপ্রকৃতির লোক—বোধ হয়, লোকের মুখে আমার এই দুর্নাম শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখিবেন, আমি তাহা নই। তাহার পর যেরূপ সময় পড়িয়াছে, এখন আর রাজনৈতিক মতামত লইয়া পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা পোষণ করাও কর্ত্তব্য নয়। আপনার সরলতা এবং ঔদার্য্য দেখিয়া,

আপনার প্রতি আমার মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

কলোনেল। আপনি আমাকে যে আশ্বাস-বাণী দিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।

ব্রাও। এখন আর আমরা এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিব না—এই পর্য্যন্তই থাক। আর একটা কথা, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এখানে আসিয়াছিল—আপনার স্ত্রী-কন্যার সহিত পরিচিত হইয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়া গিয়াছে, বোধ হয়, আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইব না।

কলোনেল। আসুন, আমার সঙ্গে।

এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সার উইলিয়ম তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। কলোনেল-গৃহিণী, কন্যার সহিত বাড়ীর মধ্যে একটা বৈঠকখানার বসিয়া ছিলেন। হেনরিয়েটা তাহার কক্ষেই অবস্থান করিতেছে—সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও বাহিরে আইসে নাই।

রুথ এবং তাঁহার জননী সার উইলিয়মের আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি যে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সুতরাং কলোনেলের সহিত সহসা তাঁহাকে সমুপস্থিত দেখিয়া, তাঁহারা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। সার উইলিয়ম তাঁহাদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া, আসন গ্রহণ করিলেন এবং রাজনৈতিক বিষয় যত্নের সহিত বর্জ্জন করিয়া অপরাপর বিষয়ে কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে যতখানি গর্ব্বিত বোধ হইয়াছিল—যতই তিনি তাঁহাদের সহিত মিশিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সে ভাবের হ্রাস হইতে লাগিল। লোকের নিকট তিনি কঠোর প্রকৃতি, দুর্ব্বিনীত, শিষ্টাচারশূন্য প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইলেও, বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্যই পরিলক্ষিত হইল। অথচ সহসা তাঁহার স্বভাবের এরূপ পরিবর্ত্তনেরও কোন কারণ দেখা গেল না। অবশেষে তিনি বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যেকের সহিত করমর্দ্দন করিলেন এবং যখন একবার রাই-হাউসে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন পুনরায় আসার সম্ভাবনাও কথাপ্রসঙ্গে ব্যক্ত করিতে ভুলিলেন না। সহিস ঘোড়া লইয়া আসিল। কলোনেলকে ঋণের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

এইবার আমরা ডাচেস অব পোর্টসমাউথের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কাপ্তেন লি তাঁহার জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ তিনি বেশী কিছু আহার করিতে পারিলেন না। এ চাঞ্চল্য বা উদ্বেগ যে শুদ্ধ অপরাহ্নের সেই সকল দুর্ঘটনা-সঞ্জাত,—তাহা নহে। লরেন্স লির মোহনমূর্ত্তিও তাঁহার এ চাঞ্চল্যের অন্যতম কারণ।

সুন্দরী অপরাপর প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া অবশেষে কহিলেন, "আজ অপরাহ্ণ হইতে যে সকল দুর্ঘটনা বা অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভূ-গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর যে ঘটনা ঘটিয়াছে, সেটীও বড় কম আশ্চর্য্যজনক নয়। আপনার খুল্লতাতের হস্ত হইতে ধাক্কা মারিয়া যে ব্যক্তি আলোকটা নিভাইয়া দিল—ও কে?"

লি। আমিও আপনার মত অন্ধকারে ঘুরিতেছি। লোকটা যে কে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

ডাচেস। নেদার হল যে একটী ভয়ঙ্কর রহস্যের আবাস-ভূমি, আপনিও তাহা এতদিনের পর বুঝিতে পারিতেছেন। আপনাদের এই পল্লীর মধ্যে অপরাহ্নে আমার গাড়ীর দুর্ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া, অত্যল্প কালের মধ্যে যে সকল ঘটনা উপর্য্যুপরি সংঘটিত হইয়া গেল, তাহাতে আপনিও যেমন বিস্মিত হইয়াছেন, আমিও সেইরূপ চমৎকৃত হইয়াছি। এই যে ভূতলবর্ত্তী বর্ত্ম—ইহার অস্তিত্বের বিষয় আপনি পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন না—নেদার হলের কতকটা অংশ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রুদ্ধ—লোকসমাগমশূন্য—ইহাই আপনার ধারণা ছিল, কিন্তু আজ ঘটনা-পারম্পার্য্যে জানিতে পারিলেন, উহা কেবল মাত্র নরনারীর আবাস ভূমি নয়,—যে বা যাহারা ও স্থানে বাস করে, ভয়ঙ্কর উন্মাদ রোগে আক্রান্ত।

লি। যে আলো নিভাইয়া দিয়া গেল, তাহাকে কি আপনি দেখিয়াছেন? আমি তখনও সোপানের উপর—আপনার পশ্চাতে, তাহার আকৃতি কিছুমাত্র দেখিতে পাই নাই।

ডাচেস। যদি আমাকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া, শপথগ্রহণপূর্ব্বক বলিতে হয়, আমি বলিতে পারিব না—সে পুরুষ কিংবা নারী। সবলে দরজাটা খুলিয়া কৃষ্ণবসন-পরিহিত একটা লোক ঘরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল—চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে আলোকটা নিভাইয়া দিল—তাহার পর সব অন্ধকার। বাস্তবিকই ঘটনাটা কোন রহোন্যাস বা গুপ্তরহস্যের পত্রে অঙ্কিত হইবার উপযুক্ত ঘটনা। লোকটার মুখাকৃতি যে কিরূপ, আমি দেখিবার একটু মাত্র অবসর পাই নাই। নিশ্চয় আপনার খুল্লতাতের এটা কোন গুপ্তরহস্য!

লি। খুব সম্ভব।

ডাচেস। তাহা হইলে, সার উইলিয়ম ব্রাওকে বলিবেন, আমি তাঁহার আবাসে যে খাতির-যত্ন এবং সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছি,—কেবল তাহারই স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে—তদ্ভিন্ন আজ আমি এখানে যাহা দেখিয়াছি, তাহার কারণ যাহাই হউক না—যে কোন রহস্যের সহিত তাহা সংশ্লিষ্ট থাকুক না কেন, এবাটীর বাহিরে কোন স্থানে, কাহারও সম্মুখে কথাপ্রসঙ্গে কখনই আমার মুখ দিয়া—বাহির হইবে না।

লি। আপনার এই মহত্ত্বের জন্য আমি আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি।

খুল্লতাতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কিংবা এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থিত হইলে, আমি এ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে কখনই বিস্মৃত হইব না।

ডাচেস তাঁহার ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, কলোনেল রামবল্ডের সহিত সার উইলিয়মের প্রস্থানের পর, এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি যাত্রা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। লরেন্স লিও গাত্রোত্থান করিলেন। ফটকের নিকট বাড়ীর দাস দাসীরা সমবেত হইয়াছিল—ডাচেস কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহাদের হস্তে দিলেন, তাহার পর লরেন্সের হাত ধরিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে পুনরায় লরেন্সকে লণ্ডনে তাঁহার আবাসে সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। লরেন্সের অন্তর সে সময়ে অন্য ঘটনায় পূর্ণ ছিল, সুতরাং তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন তাঁহার স্মরণ নাই। তাঁহার এই অন্যমনস্কতাকে ডাচেস রূপজ-মোহের অবসন্নতারূপে গ্রহণ করিলেন। যুবক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেও, লজ্জাবশতঃ যে এইরূপ মৌনাবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন—ইহাই তাঁহার মনে ধারণা জন্মিল। লরেন্সের মনোভাব যাহাই হউক তিনি কিন্তু এইভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক প্রফুল্লহৃদয়ে শকটে আরোহণ করিলেন।

গাড়ী চলিয়া গেল। তরুণ সেনানী নেদার হলের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এখন দুইটী প্রধান ভাবনা,—একটী নেদার হলের রুদ্ধ কক্ষে সহসা সেই রহস্য-বিজড়িত উন্মাদের আবির্ভাব—অপরটী রুথের কমনীয় রূপের অলৌকিক মাধুর্য্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

নেদার হলে রাত্রি।

নেদার হলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাপ্তেন লি কিছু বিস্মিত হইলেন, কারণ তাঁহার খুল্লতাত তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তিনি যে রাই-হাউসের মধ্যে পদার্পণ করিবেন বা তথায় মহিলাগণের সহিত পরিচিত হইয়া জলযোগ করিবেন—এ চিন্তা একবারও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। বৈঠকখানায় উপবেশন করিয়া মিল্টনের কাব্য গ্রন্থ একখানি পাঠ করিতে উদ্যত হইলেন—কিন্তু পারিলেন না। অপরাহ্নের তাবৎ ঘটনা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার মানস-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। রুথের ভুবনমোহিনী রূপ এবং ভূগর্ভ-সংলগ্ন রুদ্ধ কক্ষের সেই অভাবনীয় ঘটনাই তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি বসিয়া বসিয়া এই দুইটী বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সার উইলিয়ম সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ডাচেস নিরাপদে তাঁহার শকটারোহণে যাত্রা করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই রুদ্ধ অংশের কক্ষ বিশেষের উক্ত ঘটনায় যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছ? কিন্তু প্রথমে শুনি ডাচেস কি বলিলেন?"

লি উত্তর করিলেন, "তিনি বেশী কিছুই বলেন নাই। তবে আমাকে বলিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, এখানকার আতিথ্য-সৎকারে তিনি বড়ই পরিতুষ্ট হইয়াছেন—যাহা কিছু এখানে দেখিয়াছেন, অন্যত্র তাহা কদাপি প্রকাশ করিবেন না।"

ব্রাও। কি দেখিয়াছেন এখানে?

লি। কি যে দেখিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। একটা মূর্ত্তি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া আপনার হাতের আলোক নিভাইয়া দিয়া গেল,—সে মূর্ত্তি কিরূপ—তাহা পুরুষের কি স্ত্রীলোকের তাহাও তিনি ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

ব্রাও। বৎস! তুমিও ডাচেসের মহৎ চরিত্রের অনুকরণ করিবে। বৃথা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, যাহা জানিয়াছ, তাহার অধিক জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে না। এ বাড়ীর মাটীর নীচু দিয়া একটা পথ আছে, জানিয়া রাখিলে মাত্র, কিন্তু কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। এখন যাও বিশ্রাম কর।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সার উইলিয়ম সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। ঘটনার এবম্বিধ পরিণতি দর্শন করিয়া কাপ্তেন লি কিছুতেই বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, খুল্লতাত তাঁহাকে এ সকল রহস্যের অর্থ বুঝাইয়া দিবেন—তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। তাঁহার অন্তঃকরণ মহত্ত্বপূর্ণ এবং নীচপ্রকৃতি কৌতূহলের আবাস-ভূমি না হইলেও, উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি এতদিন—জ্ঞান হইয়া অবধি, নেদার হলের একটা খণ্ড রুদ্ধ অব্যবহার্য্য দেখিয়া আসিতেছেন। তাহার কোন কক্ষের একটী দ্বার—একটী গবাক্ষ—বা একটী কাচের শার্শি কখনও উন্মুক্ত হইতে দেখেন নাই।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে আষাঢ়, ১৩২২ সাল। ইং ১০ই জুলাই, ১৯১৫ সাল। [৩য় খণ্ড।

ঠিকানা পরিবর্ত্তনের বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, মিউনিসিপালিটী আজকাল কলিকাতার অনেক রাস্তার সমস্ত বাড়ীর নম্বর পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নম্বর দিতেছেন। উপস্থিত এই নিমুগোস্বামীর লেনের সমস্ত বাড়ীর নম্বর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বি, সায় আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম, চৈতন্য পুস্তকালয়, শিবশঙ্কর ব্রাদার্স, ইউনাইটেড ট্রেড গেজেটের নম্বর ৬৭ ও ৬৭।১ ছিল এক্ষণে উহা পরিবর্ত্তন হইয়া ৪৬ নম্বর হইয়াছে।

ইউনাইটেড প্রেসের নম্বর পূর্ব্বে ৬৬ ছিল উহা এক্ষণে ৩৩ নম্বর হইয়াছে।

অতঃপর যাঁহারা বি, সায আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম, কাশ্মীর-কুসুম কার্য্যালয়, চৈতন্য পুস্তকালয়, শিবশঙ্কর ব্রাদার্স ও ইউনাইটেড ট্রেড গেজেটের নামে পত্রাদি লিখিবেন তাঁহারা পূর্ব্ব নম্বর না লিখিয়া আধুনিক ঠিকানা ৪৬ নং নিমু-গোস্বামীর লেন, কলিকাতা অথবা কেবলমাত্র পোষ্ট বক্স নম্বর ৩৪২, কলিকাতা, লিখিবেন।

শ্রীশিবশঙ্কর সাহা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কৃষি-শিক্ষা।

১৭। অনুৎপাদক ভূমির মৃত্তিকা খনন করিয়া পোড়াইলে অনেক উপকার দর্শে। চিক্কণ মৃত্তিকা রীতিমত পোড়াইলে তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, এই কারণ বশতঃ এদেশীয় কৃষকেরা ধান্যক্ষেত্রের ধান কাটা হইলে নাড়ায় অগ্নি দিয়া ক্ষেত্রের মৃত্তিকা পোড়াইয়া থাকে।

১৮। প্রাচীন দেওয়ালের মৃত্তিকা ক্ষেত্রে দিলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

১৯। এক ভূমিতে এক জাতীয় শস্য ক্রমাগত জন্মিলে তাহার উর্ব্বরতা নষ্ট হয়। এজন্য সময়ে সময়ে ভূমিতে ভিন্ন জাতীয় শস্য ও সার দেওয়া কর্ত্তব্য।

২০। বায়ুর সংশ্রয়ে মৃত্তিকা শোধিত হয়। এ নিমিত্ত বর্ষান্তে অর্থাৎ কার্ত্তিকাদি মাসে অথবা গ্রীষ্মকালে একবারও বৃষ্টিপাত হইলে আর একবার মৃত্তিকা খনন করিয়া উল্টাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

২১। চারা জন্মিলে মধ্যে মধ্যে চারার মূলস্থ মৃত্তিকা অলগা করিয়া দেওয়া উচিত।

২২। স্বভাবানুসারে যে ঋতু যে প্রকারের উদ্ভিজ্জের জন্মকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ঋতুতে সেই উদ্ভিজ্জ উৎপাদন নিমিত্ত যত্ন পাওয়া উচিত, বর্ষার ফসল হইলে বর্ষার পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং রবি ফসল হইলে আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে মৃত্তিকা সরস থাকিতে থাকিতে চাষ দিয়া বীজ বপন করা উচিত।

২৩। চারার মূলে মৃত্তিকা সরস রাখিবার নিমিত্ত জল সেচন আবশ্যক।

২৪। বৃষ্টির জল কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যে স্থানে কিয়ৎকাল থাকিয়া পরে নিম্নদিকে যায়, পাল পড়িয়া সেই স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত তেজস্বী হয়। সুতরাং তথায় উদ্ভিজ্জ সকল শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

২৫। নদীতীরস্থ ভূমি নিয়ত স্রোতে

প্লাবিত হইলে তাহাতে কোন চারা জন্মিতে পারে না, এজন্য সেরূপ স্থানে বাঁধ বান্ধিয়া বন্যা নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

২৬। যে দেশে যে গাছ জন্মে, সেই গাছ অন্য দেশে রোপণ করিতে হইলে তাহার জন্মস্থানের উত্তাপের সহিত সেই স্থানের উত্তাপের সামঞ্জস্য রাখা উচিত।

২৭। ছায়া দ্বারা চারা জন্মিবার উপযুক্ত উত্তাপের অল্পতা ঘটিলে ফুল ও ফল উৎপাদনের বিঘ্ন হয়। এজন্য উপযুক্ত উত্তাপ রক্ষা আবশ্যক।

২৮। চারা বড় হইবার সময় মৃত্তিকা সরস রাখা উচিত।

২৯। মৃত্তিকার নিম্নে ইষ্টক নির্ম্মিত কোন পদার্থ থাকিলে সেই স্থান সদা শুষ্ক থাকে। সুতরাং সেরূপ স্থানে চারা রোপণ কর্ত্তব্য নহে, করিলে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়।

৩০। চারা রোপণ করিবার সময়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক, যেন মূলের উপরের অংশ কোনমতে প্রোথিত না হয়।

৩১। কোন কারণে বৃক্ষের ফল জন্মিবার ব্যাঘাত ঘটিলে সেই বৃক্ষের শাখা কিম্বা চোখের সহিত তজ্জাতীয় চারার কলম করিলেই অবশ্য ফল হইবে।

৩২। চারা রোপণ সময়ে একটি হইতে অন্যটীকে উপযুক্ত দূরে রোপণ করা উচিত, কারণ ঘন করিয়া পুতিলে তাহারা যখন বড় হয়, তখন একটী আর একটীর উপরে পড়িয়া তাহার বৃদ্ধি হানি করে, এরূপ হইলে ফলও ভালরূপ জন্মে না।

৩৩। বড় গাছের চারা সকল পরস্পর ২০ হাত অন্তরে করাই যুক্তিযুক্ত। অভাবে ১৬ হাত, তাহাতে না হয়, তবে ১২ হাতের কম দূরে না হয়।

জল সিঞ্চন প্রণালী। উদ্ভিজ্জদিগের পরিবর্দ্ধনার্থ জল অতি আবশ্যকীয়। জলহীন ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ সমূহের উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে। তথায় বীজ অঙ্কুরিত হইতে পায় না। কদাচিৎ হইলে রসের অভাবে বৃদ্ধি হয় না। উষ্ণ প্রধান দেশের বালুকাময় নীরস ক্ষেত্রে এরূপ হয়, যে বর্ষাকালে উদ্ভিদ জন্মে, কিন্তু বর্ষার শেষে অথবা সঞ্চিত জল শুকাইলে উদ্ভিদ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। স্বভাবতঃ সরস ভূমিতে জলের অভাব দেখিলে শস্যাদির উৎপত্তি বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। উর্ব্বরতা প্রধান ভারতের এমন কত স্থান আছে, যেখানে অপরিমিত শস্য জন্মিতে পারে কিন্তু জল প্রাপ্তির তাদৃশ উপায় না থাকায় মরু ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, যদি কোন উপায়ে সেই সকল স্থানে জল সঞ্চারিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই অনুর্ব্বরতা নষ্ট হইয়া এত শস্য জন্মে যে, তাহাতে রমণীয় উদ্যানের শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। ফলতঃ জলই উদ্ভিজ্জের জীবন, এই নিমিত্ত যে দেশে তাদৃশ বর্ষা না হয়, অথবা ক্ষেত্রে জল দিবার তাদৃশ নৈসর্গিক উপায় নাই, সে দেশের অধিবাসিগণ অতি পূর্ব্বকাল হইতে তাহার প্রতিবিধান জন্য কৃত্রিম প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন।

শাক্ সব্‌জি বা পুষ্পোদ্যানে প্রচুর জল দিয়া ক্ষেত্রকে একবারে প্লাবিত করা নিতান্ত হানিজনক। ঐরূপ ক্ষেত্রে বোমা বা তদ্রূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট পাত্র জলপূর্ণ করিয়া ক্ষীণ ধারায় জল সেচন করিতে হয়। প্রবল ধারায় জল দিলে, চারার মূলে গর্ত্ত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। শস্যক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া অধিক জল সেচন করিলে সেই জলে বীজ মাটীর অধিক নীচে পড়ে ও জলের পরিমাণ ঠিক না হওয়াতে বীজের অত্যন্ত হানি হয়, এমন কি, তাহাতে বীজ পচিয়া একেবারে নষ্ট হইয়াও যাইতে পারে, অতএব বীজ বপনের পর অধিক জল সিঞ্চন অকর্ত্তব্য, কেবল অঙ্কুর বাহির হইবার উপযুক্ত জল দিলেই যথেষ্ট হয়। বীজের অঙ্কুর এবং শিকর বাহির হইলে সেই সকল শিকড় যেমন অল্পে অল্পে মাটীর নীচে প্রবেশ করে, সেইরূপ হিসাবে অল্প অল্প মাটী ভিজাইয়া জল দিলে হয়। আবার আবশ্যক মত জল না পাইলেও বীজ শুষ্ক হইয়া যায় ও তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। চারা জন্মাইবার জন্য গামলায় বীজ বপন করিলে, তাহাতে দূর্ব্বার আঁটি ভিজাইয়া জলের ছিটা দেওয়া উত্তম। বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষের চারার মূলে আলবাল অর্থাৎ আল বান্ধিয়া জল সেচন করা যায়। জল সেচন অপরাহ্নে কর্ত্তব্য। রৌদ্রের সময় জল সেচন করিলে চারার পক্ষে বিলক্ষণ হানি হয়। গ্রীষ্মকালে প্রতি দিবস প্রাতে ও অপরাহ্নে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে চারার মূলস্থ মৃত্তিকা সরস থাকিলে জল সেচন আবশ্যক হয় না। শীতকালে সায়ং সময়ে জল সিঞ্চন করিতে হয়।

মৃত্তিকা পরীক্ষা।—মৃত্তিকা পরীক্ষা কৃষিকার্য্যের একটী প্রধান বিষয়। উদ্ভিদদিগের স্বভাবানুসারে মৃত্তিকা পছন্দ করিতে না পারিলে সমুদায় পরিশ্রম বিফল হয়। কিন্তু প্রকৃতরূপ পরীক্ষা দ্বারা মৃত্তিকা বাছিয়া লওয়া কঠিন কাজ। উহাতে রসায়ণ বিদ্যার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেরূপ সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিতে সাধারণে সমর্থ নহে; আর তাহার অনুষ্ঠানও বড় গুরুতর। অতএব সামান্যতঃ যে প্রকারে মৃত্তিকা পরীক্ষা হইতে পারে, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে

মৃত্তিকা দুই প্রকার, চিক্কণ অর্থাৎ এঁটেল এবং বালি। যে মাটি ভিজাইলে সহজে শুকায় না এবং টিপিলে অঙ্গুলিতে সংলগ্ন হইয়া যায়, তাহাকে চিক্কণ মৃত্তিকা বা এঁটেল মাটী কহে। আর যে মাটী শীঘ্র শুকাইয়া যায়, এবং টিপিলে অঙ্গুলিতে লাগে না, তাহাকে বালি মাটী বলে।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সহজ কবিরাজী
গৃহ-চিকিৎসা।

গোক্ষুর - মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্ন, বলকর, ধাতুপোষক, বায়ুনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক।

গোমূত্র—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণরস, পিত্তকর, রুক্ষ এবং ক্রিমি, প্লীহাদি উদররোগ, মলবদ্ধতা, অর্শ, বিষদোষ ও কুষ্ঠনাশক।

গোরোচনা—উন্মাদ, গর্ভস্রাব, ক্ষত ও দূষিত রক্তের শান্তিকর।

ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটুফুল—আগ্নেয়, কফ ও ক্রিমিনাশক।

ঘৃতকুমারী—ভেদক, শীতল, প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, মেহ, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগনাশক।

ঘোসালতা—কফ ও অর্শনাশক।

চই—পিপ্পলমূলের তুল্য গুণ।

চন্দন—(শ্বেত) শীতল, তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ত, মেহ ও রক্তপিত্তনাশক।

চম্পকপুষ্প—পিত্ত, ক্রিমি ও কফরোগনাশক।

চাকুন্দে—ত্রিদোষঘ্ন, শ্বাস, কুষ্ঠ, দদ্রু ও কৃমিনাশক।

চিতা—পাকে অগ্নিতুল্য এবং শোথ, অর্শ, যকৃত, প্লীহা, ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক।

চিরতা—রুক্ষ, বাতল এবং কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, পিত্ত জ্বরনাশক ও যকৃতদোষনিবারক।

ছোট গোয়ালিয়া পাতা—ব্রণের শোধক, রোপণকর। ইহার পাতা ঘৃতের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকে ও শুকাইয়া যায়।

জটামাংসী মেধাবর্দ্ধক, দূষিত রক্ত, দাহ, বায়ু ও অনিদ্রানাশক।

জয়িত্রী কফ, কাস, বমি, ক্রিমি, বিষ ও দুর্গন্ধনাশক।

জয়ন্তীপত্র বিষ, শোথ, চক্ষুরোগে হিতকর ও আমবাতনাশক।

জয়পাল—তীক্ষোষ্ণ, গ্লানিকর এবং অত্যন্ত বিরেচক।

জায়ফল—উষ্ণ, দীপন, ধারক, সুস্বরজনক, মনের দুর্গন্ধ, শূল, কফ, বায়ু, পীনস, কৃমি, কাস ও শোষনাশক।

জীরা—ধারক, গর্ভাশয় শোধনকর, পাচক, স্বরবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক, জ্বর, আধ্মান, গুল্ম, সর্দ্দি ও অতিসারনাশক।

তগর পাদুকা—অপস্মার, শূল, নেত্ররোগ ও ত্রিদোষনাশক।

তালমূলী—পুষ্টি ও শুক্রবৃদ্ধিকর, বৃহন, গুহ্যজরোগে হিতকর এবং ধারক।

তালীশপত্র শ্বাস, কাস, কফ, বাত, গুল্ম, আম, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগনাশক।

তিত্তিরাজ—(রোহিতক, রড়া) যকৃৎ-প্লীহান্তক ও সারক।

তনখী (শ্বেত) দীপন, কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, কফ, বায়ু, ক্রিমি ও গাত্রদুর্গন্ধনাশক। (কৃষ্ণ) শ্বাস ও অম্লপিত্তের বেদনা নাশক।

তেউরী বা ত্রিবৃৎ (শ্বেত) বিরেচক, কফ, পিত্ত, জ্বর, শোথ ও উদররোগনাশক। (কৃষ্ণ) অতিশয় বিরেচক এবং শ্বেত অপেক্ষা হীনকর।

তেজপত্র—কফ, বায়ু, অর্শ, অরোচক এবং পীনস নাশক।

থানুকনী বা থুলকড়ী—আমরক্ত নাশক ও জ্বরাতিসার নিবারক।

দ্রাক্ষা বা কিস্‌মিস্—মধুর, শীতল, বায়ুর অনুলোমকর, বলকর, ক্ষয়, তৃষ্ণা, বাতরক্ত এবং পিত্তরোগে পথ্য।

দন্তীমূল—সারক, উদরাধ্মান, গুল্ম, প্লীহা ও কুষ্ঠনাশক।

দারুচিনি—কফ, আমবাত নাশক, রজোনিঃসারক ও আগ্নেয়।

দারুহরিদ্রা—হরিদ্রার তুল্য গুণ অধিকন্তু চক্ষু, কর্ণ, মুখরোগ এবং পিত্ত পাণ্ডু যকৃৎদোষ নিবারক।

দুরালভা—সারক, জ্বর, সর্দ্দি, শ্লেষ্ম, পিত্ত, বিসর্গরোগ, শ্বাস ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

দূর্ব্বা—শোথ, তৃষ্ণা, দাহ, ত্বগদোষনাশক, রক্তরোধক ও রক্তদুষ্টিনাশক।

দেবদারু—আধ্মান, শোথ, হিক্কা, জ্বর, রক্তজপীড়া, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, শ্বাস, কণ্ডু ও আমবাতনাশক।

দ্রোণপুষ্পী—ভেদন, কফ, আম, কামলা, তমকশ্বাস ও কীটনাশক।

ধন্যা—দীপন, স্নিগ্ধ, পাচন, জ্বরঘ্ন, ধারক, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, অর্শ, আম, পিত্ত ও ক্রিমিনাশক।

ধাইফুল—তৃষ্ণা, পিত্ত, বিষ, ক্রিমি, রক্তপিত্ত, রক্তাতিসারনাশক।

ধুস্তূর—উষ্ণ, মদকারী, অগ্নিকর, জ্বর, ব্রণ, কুষ্ঠ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, শ্বাস ও বিষনাশক।

ধুনা—মলগ্রাহী এবং দূষিতরক্ত, স্বেদ বিসর্প, জ্বর, ব্রণ, অগ্নিদাহ, পার্শ্বশূল, অতিসার নাশক।

নখী—শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্ম, বাত, রক্তদোষ, জ্বর ও কুষ্ঠনাশক।

ন-ফটকী বা লতা ফট্‌কী সারক, বমনকর, অগ্নিবৃদ্ধিকর ও স্মৃতিপ্রদ, কফ, বাতনাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, বিস্ফোট নাশক এবং রজঃকারক।

নাগকেশর—আম, পাচক, জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, স্বেদ, ছর্দ্দি, বিসর্প, কফ, পিত্ত, অর্শ ও বিষনাশক।

নালিতাপত্র—সারক, অরুচি, শোথ, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও স্তন্যদুষ্টিনাশক।

নিম্ব—(ছাল) পিত্ত, কফ, সর্দ্দি, ব্রণ, কুষ্ঠ, জ্বর, ক্রিমিনাশক ও ধারক। (পত্র) বাতকারী, পিত্ত, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও অরুচিনাশক।

নিশিন্দা—শ্লেষ্মা, ব্রণ, কুষ্ঠ, ক্ষয়, জ্বর, বাতশ্লেষ্ম ও বিষরোগনাশক।

নীগিনী বা নীলগাছ—শ্লেষ্মা, ব্রণ, কুষ্ঠ ক্ষয়, প্লীহা এবং বিষরোগনাশক।

পদ্মপুষ্প—শীতল, পিত্ত, বায়ুনাশক ও ধারক।

পদ্মকাষ্ঠ—গর্ভসংস্থাপক, দাহ, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, বমি, কুষ্ঠ, ব্রণ ও তৃষ্ণানাশক।

পল্‌তা—পিত্তজ্বর, কুষ্ঠ ও ব্রণনাশক এবং পিত্তদোষনিবারক।

পলাশ—দীপন, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, কৃমি ও স্বরভঙ্গনাশক। (পুষ্প) ধারক, কফ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা দাহ, বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নাশক।

পারিভদ্র—শোথ, মেহ ও কৃমিনাশক।

পাথরকুচী—বস্তিশোধনকর, অর্শ, গুল্ম, অশ্মরী, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণরোগনাশক।

পাকল—শ্বাস, শোথ, রক্তদোষ, ছর্দ্দি ও তৃষ্ণা-নাশক।

পিপ্পলী—আগ্নেয়, সারক, বায়ু, শ্লেষ্মা, কাস, ও শ্বাসনাশক।

পিপ্পলীমূল—ভেদন, আগ্নেয়, কফ, যকৃৎ ও প্লীহনাশক।

প্রিয়ঙ্গু—পিত্ত, স্বেদ, জ্বর ও তৃষ্ণানাশক, রক্তরোধক।

পুনর্ণবা—(শ্বেত)—উষ্ণ, ভেদন, কফ, বায়ু, আমদোষ, অর্শ, শোথ এবং উদররোগ-নাশক। (রক্ত) শীতল, ধারক, কফ, ও রক্তপিত্তনিবারক।

পোস্তদানা—বলকর, মাংসবর্দ্ধক, কফকর ও বায়ুনাশক।

বকুল (ছাল)—দন্তের দৃঢ়তাকারক। (ফল) ধারক। (বিচির শাঁস) মৃদু বিরেচক।

বচ—বায়ু, কাস, শ্বাস, কফ ও তৃষ্ণানাশক।

বট—ধারক, কফ, পিত্ত, ব্রণ, বিসর্প, দাহ তৃষ্ণা, যোনিদোষ, মেহ ও প্রদরনাশক।

বংশলোচন—বৃংহণ, বায়ু, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত ও পাণ্ডুনাশক।

বরুণছাল—বায়ু, কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী-নাশক।

বহেড়া—তীক্ষ্ণোষ্ণ, ভেদন, নয়নের হিতজনক শ্লেষ্মা, পিত্ত, ক্রিমি ও স্বরভঙ্গনাশক।

বামনহাটী—পাচন, দীপন, রক্তগুল্ম, শোথ, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বাতনাশক।

বাব্‌লা—(বব্বূল) কফনাশক, ধারক, কুষ্ঠ ও কৃমিনাশক। ইহার নির্য্যাস (গঁদ) বাতপিত্ত, রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, রক্তপ্রস্রাববিনাশক, ধারক এবং শীতল।

বালা—শীতল, দীপন, পাচন, বমি, হৃল্লাস, তৃষ্ণা, অরুচি, আম ও অতিসারনাশক।

বাসকছাল—কফ, কাস, স্বরভঙ্গ, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, জ্বর, তৃষ্ণা, বমি মেহ ও কুষ্ঠ-

বিটলবণ দীপন, উর্দ্ধগত কফ, অধোগত বায়ু, আধ্মান, দেহভার ও শূলনাশক।

বিড়ঙ্গ শূল, কৃমি ও বিবন্ধনাশক, এবং রক্ত-পরিষ্কারক।

বিল্ব—(মূল) বাত, শ্লেষ্মা, বমি এবং রক্ত-পিত্তনাশক। (কচিফল) আম, পাচক, অগ্নিদীপক, ধারক।

বিষলাঙ্গলা—সারক, উষ্ণ, গর্ভনাশক, এবং কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, শ্লেষ্মা ও কৃমিনাশক।

বৃশ্চিকালী—(বিছাতী) বিষ, কাস, এবং বায়ুনাশক।

বৃদ্ধদারক—(বিজতারক) শোথ, আমবাত ও বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক।

বৃহতি—(ব্যাকুড়) উষ্ণ, ধারক, পাচক, কফ ও বায়ুনাশক।

বেতস—শোথ, অর্শ, যোনিদোষ, পিত্ত ও অশ্মরীনাশক।

বেনামূল—(উশীর) স্তম্ভন, পাচন, শীতল, পিত্তজ্বর, বমি, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণনাশক। জ্বালাযুক্ত মেহে হিতকর।

ব্রাহ্মীশাক—শীতল, সারক, মেধা ও স্মৃতি-বর্দ্ধক।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

গো-পালন বিধি।

গোরুর সার্ব্বাঙ্গিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।

আমাদের দেশে, গবাদির যে সকল পীড়া জন্মিয়া তাহাদের জীবন নষ্ট করিতে থাকে, এক্ষণে সেই সেই রোগের প্রতিকার নিম্নে লিখিত হইল। চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে রোগ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে গো-স্বামীরা অনায়াসেই আপনার জন্তুকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। এই সকল ঔষধ বিশেষরূপে পরী-

সর্ব্বাগ্রে বসন্ত রোগের কথা বলা যাইতেছে। এই রোগ বিলক্ষণ সংক্রামক। বসন্ত ভিন্ন পার্শ্বদেশের নালি ঘা বা দক্‌দকে ঘা যুক্ত শোথ, জ্বর ও প্লীহা, এসো ঘা, ফুসফুসের প্রদাহ রোগও বড় সংক্রামক। এই সকল রোগ একটী গোরুর হইলে তাহার ঘরে বা পালে যতগুলি গোরু থাকে সকলকেই আক্রমণ করে, এজন্য যখনই কোন একটী পীড়া হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্যান্য গোরু হইতে পৃথক রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে, এই সকল ছোয়াচিয়া রোগে সময়ে বহুসংখ্যক গো নষ্ট হইয়া যায়। অতএব একটীর রোগ হইলে যাহাতে অন্যান্য সকলকে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার বিহিত করিতে হইবে।

এক প্রকার বিষ হইতে বসন্ত রোগের উৎপত্তি হয়, সেই বিষ যে কি প্রকারে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এ পর্য্যন্ত তাহা সুনিশ্চিত হয় নাই। সম্ভবতঃ বায়ুর সহযোগেই দেহ মধ্যে এই বিষম অনিষ্টজনক পদার্থের সঞ্চার হইয়া থাকে। শুধু বসন্ত কেন, যাবতীয় সংক্রামক রোগেই বায়ুর সংস্রবে শরীর হইতে শরীরান্তরে প্রবেশ করে। স্পর্শদোষবটিতে তৎক্ষণাৎই যে রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এমন নহে। সচরাচর দুই তিন দিন সময় লাগে, কখন কখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছে। রোগ প্রকাশ হইবার সময়ে যে যে লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বারা তিনটী অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে। যথা ;—

প্রথমাবস্থা—আলস্য, কম্প, গা শিহরিয়া উঠা, মুখ গরম, শ্লেষ্মক ঝিল্লিতে রক্ত সংস্থান, খুস খুস করিয়া কাশি, কাণ লুটিয়া পড়া, পেট আঁটিয়া ধরা, বিষ্ঠা যেন শ্লেষ্মাতে লেপ দেওয়া, ক্ষুধামান্দ্য, অধিক স্থলে পিপাসা, শরীরের মাংস পেশী সমস্ত খেচিয়া ধরা, পৃষ্ঠে কুব্জ হওয়া, পা চারিটী

রোমন্থন করা, দাঁত কড়মড় করা, হাই-তোলা, নাড়ী বেগবতী ও পৃষ্ঠে হাত দিলে অসহ্য জ্ঞান হওয়া।

দ্বিতীয়াবস্থা—মুখ, শৃঙ্গ, কাণ, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কখন শীতল, কখন গরম হয়, অর্থাৎ ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, ঘন ঘন শ্বাস, ক্ষুধামান্দ্য, রোমন্থনে নিবৃত্তি, চক্ষে পিচুটী পড়া, মেরুদণ্ডের বেদনা বৃদ্ধি, কোঁকে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকা, প্রবল জ্বর, পিপাসা বৃদ্ধি, ঢোঁক গিলিতে কষ্ট, মাংস পেশীর খেঁচুনীর আধিক্য, নাড়ী ঠিক না চলা—কখন অধিক, কখন অল্প, নড়ন চড়নে কষ্ট, দাঁতের মাড়ী ও গালের ঝিল্লি অতিশয় লাল বর্ণ হওয়া, জিহ্বায় কাঁটা হওয়া, পেটে আঁটিয়া ধরা, বিষ্ঠার শ্লেষ্মা ও রক্তের লেশ থাকা, মল ও মূত্রদ্বারের ঝিল্লি রক্তবর্ণ হওয়া, মল ত্যাগের সময় অধিক বেগ, কোন কোন স্থলে মলমূত্রের দ্বার ঝুলিয়া পড়া।

তৃতীয়াবস্থা—মুখ, চোক, নাক দিয়া অনবরত আটার মত শ্লেষ্মা বাহির হয় নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, টাকরা, মুখের নিম্ন ভাগ, জিহ্বা, কখন কখন নাকের ছিদ্রে ও চক্ষুর পাতার ভিতরের ছাল উঠিয়া যায়, অল্প বা অধিক পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণ ফুস্কুড়ীতে আবৃত থাকে, সম্মুখের দাঁত নড়ে। এই সময় উদ্গারময় জন্মে, মলের সহিত রক্ত থাকে, শেষে জলবৎ ও দুর্গন্ধময় ভেদ হয়, গোরু অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, পিপাসা থাকে, গায়ের চামড়া, শিং কান, পা ও মুখ শীতল হইয়া উঠে, তখন আর উঠিবার শক্তি থাকে না, গোঁ গোঁ করে, নাড়ী টের পাওয়া যায় না, পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই মরিয়া যায়।

এই রোগ ২৪ ঘণ্টা হইতে ১২ দিন কি ১৬ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু সচরাচর তিন হইতে নয় দিন পর্য্যন্ত থাকে।

রোগ প্রতিকার—যে বিষ হইতে এই রোগের উৎপত্তি সে বিষ নষ্ট না হইলে পশু কোনমতে আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। এই রোগে গোরুর গায়ে ফুস্কুড়ী যত অধিক পরিমাণে বাহির হইবে, রোগও তত শীঘ্র আরাম হওয়ায় সম্ভাবনা। ফুস্কুড়ী বাহির না হইয়া যদি রক্তামাশয়ের মত মল নির্গত হইতে থাকে, তবে তাহা কোন মতে শুভ লক্ষণ নহে। যাহাতে পশুর শরীর হইতে উপরোক্ত দূষিত পদার্থ বাহির হইতে পারে, তাহার বিহিত চেষ্টা করা আবশ্যক। তজ্জন্য রোগের প্রারম্ভে যে কোষ্ঠবদ্ধ হইবার লক্ষণ প্রকাশ হয়, তাহার জন্য প্রতিদিন এক বা দুই-বার তিন কাঁচ্চা হইতে ছয় কাঁচ্চা পর্য্যন্ত লবণ অথবা এপ্সম সল্ট প্রভৃতি লবণাক্ত বিরেচক প্রদান করিতে হয়। প্রতিদিন ২।৩ বার গরম জল ও তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া পিচকারীও দেওয়া গিয়া থাকে। অতিরিক্ত দাস্ত হইলে পশু দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা, এজন্য কোন মতে উগ্র জোলাপ দিবে না।

বিরেচনা দ্বারা রোগোৎপাদক বিষ সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু অধিক দাস্ত হইয়া গোরুকে অবসন্ন করিলে তাহাও কোনমতে সুবিধাজনক নহে।

মল, রক্ত ও শ্লেষ্মা ২৪ ঘণ্টার অধিক বাহির হইতে থাকিলে তাহা নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ দুইটীর কোনটী ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চা খড়ির গুঁড়া ৩৶৹ তোলা, পলাস গঁদ ৵৹ তোলা, আফিম ।৵৹ আনা, চিরতার গুঁড়া ।৹ আনা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া এক ছটাক মদের সহিত এক সের ভাতের মাড়ের সহিত খাইতে দিবে। এই ঔষধ ধারক ও অম্ল-নাশক।

কর্পূর ৵৹ আনা, সোরা ৵৹ আনা, ধুতুরার বীজ ।/৹ আনা, চিরতা ৵৹ আনা মদ্য ২ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

শেষোক্ত ঔষধটী রোগের প্রথমাবস্থায় দেওয়া গিয়া থাকে। রোগে দ্বিতীয়াবস্থায় যদি ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পর্য্যন্ত পাতলা মল বাহির হইতে থাকে, তবে ৵৹ আনা ওজনে মাজুফলের গুঁড়া উহার সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, যতক্ষণ দাস্ত বন্ধ না হয় ততক্ষণ ১২ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

পথ্যের মধ্যে কেবল চাউল ও কলাই উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া তাহার ঘন মাড় খাইতে দিবে।

রোগের প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ না দাস্ত হয়, ততক্ষণ জল দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দাস্ত হইতে আরম্ভ হইলে অতি অল্প মাত্রায় জল দেওয়া বিধি, কিন্তু একবারে না দেওয়াই ভাল। এ সময় অতি অল্প পরিমাণে মাড় খাইতে দিবে। কেন না দাস্ত হইলে অত্যন্ত পিপাসা হয় ও গোরু জল খাইবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া থাকে, কিন্তু এ অবস্থায় জল দিলে অধিক দাস্ত হইয়া গোরুকে অধিকতর দুর্ব্বল করে এবং তাহাতেই শীঘ্র মরিয়া যায়।

রেচন বন্ধ হইলে আর ঔষধ দিতে হইবে না। তখন সাবধানে শুশ্রূষা করিতে হয়। এই অবস্থায় পথ্য কেবল মাড়, টাটকা ঘাস ও কচি কচি লতা পাতা। মাড়ের সঙ্গে অল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই রোগের উপশম হইলে কোন মতে শক্ত, শুষ্ক ও অপাচ্য দ্রব্য গরুকে খাইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে পুনরায় অজীর্ণ রোগ হইতে পারে, কিন্তু রুগ্ন পশুকে স্পর্শ করিলে গবাদির যেমন এ রোগ হইয়া থাকে ইহাদের তেমন হয় না। তাহাদের রোগ না হইলেও তাহাদের দ্বারা গবাদির এক পাল হইতে অন্য পালে উক্ত পীড়ার সঞ্চার হইতে পারে, ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

অদৃষ্ট।

১

আমার জীবনের গত ঘটনাগুলি শুনিয়া লোকে আমাকে কি বলিবে জানি না, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, "আমি নিরীহ মেয়ে"। আমার অদৃষ্টই আমার অখ্যাতি বা সুখ্যাতির প্রবর্ত্তক।

আমার পরিচয় - আমি সৎ বংশীয় গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে, —আমার একটি বড় ভাই ও আমি—পিতা মাতার এই দুইটী সন্তান; আমার নাম "শোভাময়ী"। আমি সুন্দরী, রূপের জন্যই একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাড়ীতে বিবাহ হয়, শ্বশুর বাড়ীর সুখ ঐশ্বর্য্য যেমন পাইতে হয় তাহা সবই পাইয়াছিলাম। স্বামী,—তিনিও পলকে হারাইতেন, চ'লে গেলে প্রাণে ব্যথা পাইতেন, বলিতে লজ্জা করে, স্বামীর সেবা করিবার আমার অধিকার ছিল না—স্বামীই আমার সেবা করিতেন, আমার পোড়া রূপই তাঁহার কাল স্বরূপ হইল।

২

আমার অধিকাংশ সময় স্বামীর কাছেই কাটিত, শাশুড়ী এজন্য বেশী কিছু বলিতেন না বটে; কিন্তু আমার বড় ননদ নিতান্তই অসন্তুষ্ট হইতেন, তবে নিজ সহোদরের প্রতি অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করা সুবিধা নহে, সুতরাং একা আমারই উপর রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আমার পোড়া রূপ ননদিনীর চক্ষুর শূল হইল, তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, বৌ! তুমি রৌদ্রের সময় ঘর হইতে বাহির হইও না, তোমার রংয়ের গোলাপী আভাটুকু শুকাইয়া যাইবে, কোন কর্ম্ম করিলে অমনি উপহাস করিতেন, তাঁহাদের কাছে বসিলে হাসিয়া বলিতেন—ওমা তুমি এখানে কেন? আপনার ঘরে গিয়ে ব'স।

সর্ব্বদাই বাক্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতাম, নানা রকম উপহাসে লজ্জা হইত, কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতাম না; পাছে সংসারে মনান্তর ঘটে ভাবিয়া স্বামীকেও কিছু বলিতে পারিতাম না সবই সহ্য করিতাম। জানি না, কি কুক্ষণে ননদিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমি যত তাঁর মন যোগাইতাম তিনি ততই আমাকে বাক্যবাণে বিঁধিতেন।

সবই অদৃষ্টে করে, সংসারে কত সুন্দরী আছে তাহারা আনন্দে কালাতিপাত করিতেছে, আমার ভাগ্যে সবই বিপরীত হইল।

৩

অদৃষ্ট লিখন যে প্রকার হউক ভোগ করিতে হয়, কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারে না—অদৃষ্ট লিখনেই স্বামীর অমূল্য ভালবাসা পাওয়া অপরাধে ননদীর বিষ দৃষ্টে পড়িলাম।

অকারণে ভীষণ যন্ত্রণা পাইতেছি, জানিয়া এবং বুঝিয়াও শ্বশুরের বৃহৎ অট্টালিকায় সজীব বা নির্জীব কাহারও হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া বা স্নেহের সঞ্চার হইত না,—কেবল একটি হৃদয় আমার দারুণ মর্ম্ম ব্যথায় ব্যথিত হইত, সে ব্যক্তি আমার শ্বশুরের জ্ঞাতি পুত্র, নাম "বলাই চাঁদ"। বলাই চাঁদ সম্পর্কে আমার দেবর। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হ'য়ায় তিনি আমার শ্বশুর বাড়ীতেই প্রতিপালিত।

৪

সুখে, দুঃখে ২।৩ বৎসর কাটিল, আমি একটি কন্যার জননী হইলাম, কিন্তু ননন্দার বাক্য যন্ত্রণার লাঘব হইল না,—বরঞ্চ ক্রমশঃ বাড়াবাড়ি হইল।

অদৃষ্টে সুখ ভোগ না থাকিলে কে সুখী হইতে পারে? জমিদারীর বিশেষ কোন কাজে আমার স্বামী বাহিরে গিয়াছিলেন, সপ্তাহ অবধি তাঁর কোন সংবাদ পাই নাই, সে জন্য চিন্তায় হৃদয় চঞ্চল হ'য়ায় ঘুম হইল না। রাত্রি ১টা, বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়া আছে দেখিয়া কিঞ্চিত শান্তির অভিলাষে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম, এমন সময় আমার প্রখরা ননদিনী আসিয়া তিরস্কার স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ বৌ! ললিত বাড়ীতে নাই এমন সময়ে বলাই তোমার ঘরে এসেছিল কেন? এ সব কি রকম কথা বল দেখি?"

তাঁহার কথা শুনে আমিত অবাক হইলাম, মনে হইল যেন মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সংঘাতিক কথা শুনিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয়ের দারুণ বেগ সামলাইয়া মিনতি করিয়া বলিলাম, "ঠাকুরঝি! সে কি কথা? কই বলাইত আমার ঘরে আসেনি; শুয়ে ছিলাম ঘুম হইল না; তাই এইমাত্র আমি বারান্দায় এসে দাঁড়াইয়াছি, আমিত বলাইকে দেখিনি; এত রাত্রে সে কেন আমার ঘরে আসিবে? আপনি বোধ হয় ঘুমঘোরে কোন রকম ছায়া দেখিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন।" আমার কথা শুনিয়া তিনি ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "কি! আমি ভুল দেখিয়াছি? ছায়া দেখিয়া ভ্রমে পড়িয়াছি! কেবল আজ নহে এরূপ ঘটনা আমি আরো কয়েকবার দেখিয়াছি কিন্তু ভ্রমবশেই এত দিন সে কথার উল্লেখ করি নাই, আমার সেই ভ্রম ভাঙ্গিবার জন্যই বুঝি ভগবান ললিতকে বাহিরে লইয়া গিয়াছেন, পিশাচিনী তোর মোহিনী মন্ত্রে আমার ভাইকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিস্ বলে যে ধর্ম্মরাজকে ভুলাইতে পারিবি তাহা তোর সাধ্য হবে না, দিবারাত্র স্বামীর সহবাসে থাকিয়াও তোর এই আচরণ!"

"পাপিষ্ঠা! তোর ষোল আনা পাপ পূর্ণ হয়েছে, আর কোন রকম তন্ত্র, মন্ত্র খাটিবে না।" বলিয়া দ্রুতপদে মায়ের কাছে যাইয়া আমার কলঙ্কের কথা জানাইলেন, শাশুড়ী শুনে আমায় ডাকিয়া সত্য সমাচার জিজ্ঞাসা করায় আমি তাঁর পায়ে ধরিয়া নানারূপ শপথ করিয়া বলিলাম, "মা! আমি বলাইকে ঘরে আসিতে দেখি নাই, সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি এ বিষয় কিছুই জানি না।" তখনি বলাই চাঁদের খোঁজ নেয়া হইল তাহাকে পাওয়া গেল না, সন্দেহ উপর আরো দ্বিগুণ সন্দেহ হইল।

পরদিবস আমার স্বামী বাড়ী এলেন, এবং সমুদয় ঘটনা শুনিয়া তিনিও অবাক হইলেন আর আমার জীবনেরও দুঃখ, অশান্তির বীজ রোপণ হইল।

৫

কন্যার কথায় ক্রোধিত হইয়া শ্বশুর বিনা বিচারেই আমার স্বামীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ললিত! তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, পাপিষ্ঠাকে আমি গৃহে স্থান দিতে ইচ্ছুক নহি, তবে যদি তুমি তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে না পার, কষ্ট হয়, তাহ'লে তুমি উঁহাকে লইয়া অন্যত্র গিয়া থাকিতে পার, আমার বাড়ীতে কুলটার স্থান হবে না।"

শ্বশুরের কথা শুনে শাশুড়ী বলিলেন, সে কি কথা! ললিত আমার তেমন ছেলে নহে যে একটা বেশ্যার জন্য আমাদের কথা লঙ্ঘন করিবে, ও পাপিষ্ঠা দূর হ'ক, উহার অপেক্ষা আরও সুন্দরী বৌ আনিব। আমার বড় আদরের রূপে কালি পড়িল, আদর, যত্ন, সোহাগ, কলঙ্ক-বন্যায় সমুদয় ভাসিয়া গেল, এবং কাল-স্বরূপিনী ননদিনীরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

৬

বলাই কি চরিত্রের লোক, তার মনে কি ছিল জানি না, তবে সে আমার একটু অনুগত ছিল, এবং ভক্তি স্নেহ করিত, এই জন্য আমিও বলাইকে ভালবাসিতাম বটে, কিন্তু ছোট ভাই অথবা সন্তানকে লোকে যে রূপ ভালবাসিয়া থাকে আমিও সেই ভাবে তাহাকে ভালবাসিতাম, আমার মনে পাপ নাই, কিন্তু অদৃষ্টে পাপের রেখা থাকায় আমি যতই সতী হই তথাপিও অসতী অপবাদ হইল।

আমি আপনার কক্ষে বসিয়া নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আমার স্বামী আসিয়া বলিলেন, "শোভা! তোমার সামগ্রী পত্র যাহা কিছু আছে তাহা সব গুছাইয়া নাও,-আজ তোমায় তোমার বাপের বাড়ী যাইতে হইবে। আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দিব, তোমার দাদাকে সংবাদ দে'য়া হইয়াছে তিনি ষ্টেশনে এসে তোমায় লইয়া যাইবেন।"

স্বামীর মুখে নিদারুণ সংবাদ পাইয়া মাথায় বজ্রাঘাত হইল, হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সংসার অন্ধকার মনে হইল।

আমি। প্রাণেশ্বর! দাসী কি অপরাধে অপরাধিনী যে পায়ে ঠেলিতেছ? ভেবে দেখ বিবাহ হ'য়া অবধি আমি যে তোমা বই কিছু জানি না, তুমি যে আর কিছু জানিতে দাও নাই, আজ তোমায় ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তোমার অভাবে কিরূপে কালাতিপাত করিব? একবার তোমার স্নেহের কন্যা প্রিয়লতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার সোহাগের প্রতিমা প্রিয়-লতাকে দুঃখ সাগরে ভাসাইও না, নাথ! আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।

স্বামী। তোমার আর এ বাড়ীতে স্থান হবে না, কি করে থাকিবে বল? তোমায় জোর করিয়া পাঠাইয়া দিবার কথা হইতেছে, ভেবে দেখ আমার সঙ্গে গেলে বরং তোমার মান থাকিবে, আর একটা দারোয়ানের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলে তোমার মান থাকিবে না, আমার কথা শোন, তোমার এবং প্রিয়র যাহা জিনিষ আছে সব গুছাইয়া নাও।

আমি। যখন জীবনের সার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আমায় যাইতে হইল তখন আর কি গুছাইয়া লইব? তবে একটি নিবেদন, বিবাহ অবধি একদিনের জন্য দাসীকে চরণ ধরিতে অবকাশ দাও নাই, আজ সেই চরণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি হৃদয়েশ! সত্য করিয়া বল তোমার দৃষ্টিতে আমি নিরাপরাধিনী কি না? সংসার আমার শত মুখে কুৎসা করুক তা'তে আমার ক্ষোভ বা ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার মুখ হইতে অসতী এই নিদারুণ কথাটী যেন বাহির না হয় ইহাই দাসীর ভিক্ষা। দেব! যদি একবার তোমার মুখ হইতে শুনিতে পাই আমি তোমার দৃষ্টে নিরপরাধিনী, তাহলে হৃদয়ে জ্বলন্ত জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে এবং আমারও সমস্ত নোয়া হইবে, তোমার মুখের কথাটী ছাড়া তোমার অট্টালিকায় আর আমার লইবার কিছুই নাই।

আমার কাতরতায় কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া স্বামী বলিলেন, "শোভাময়ী! কেঁদনা, সবই ভাগ্য ফল, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা, সুখ ও দুঃখ দুইই বিধাতার সৃজিত, সমভাবে দুইটাই বহিতে হয়, অধৈর্য্য হইও না, স্থির হও, তোমার করুণ বাক্যগুলি শেলের ন্যায় আমার বুকে ফুটিতেছে, আর সহ্য হয় না, শোভা! আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি সতী, আমার দৃষ্টিতে তুমি পরম পবিত্রা দেবী, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমার শোভাময়ী কুপথগামিনী নহে বা হবে না।"

আমি। তবে কেন পায়ে ঠেলিতেছ?

স্বামী। শোভা! জানত দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিলে মহাপাপ, দেবতা নিরাকার, আর পিতা-মাতা সজীব সাকার দেবতা স্বরূপ, যখন তুমি তাঁহাদের চক্ষে অপরাধিনী হইয়াছ এবং তাঁহারা যখন আমাকে এই কঠিন আদেশ করিয়াছেন তখন তুমি যাহাই হও আমি তোমায় লইয়া সংসারী হইতে পারিব না। অদ্যাবধি তুমি আমার ত্যজ্য, শোভা! তুমি মনে করিও তোমার ললিত মরিয়াছে, তুমি বিধবা হইয়াছ, কি করিব, আমার এ দেহ আমার নহে, ইহা আমার পিতা-মাতার, তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন, আমাকে জীবনাবধি তাহা পালন করিতে হইবে, তাঁহাদের আদেশ অনুসারে হয়ত আমাকে আবার বিবাহ করিতে হইবে, তবে সে যাহা হউক শোভা! তুমি স্থির জেনো তুমিই আমার সুখ ও শান্তির মূল, বড় আদরের সহিত তোমার চারু ছবিখানি হৃদয়ে আঁকিয়াছি বিশ্বাস রেখো আমার জীবন থাকিতে আমি [illegible]

না। চিরদিন আদরের সহিত রাখিব। শোভা! আর কি বলিব, আমাদের মিলনের আজ এই শেষ দিন, আর দেখা হইবে না শোভা! আমাদের সুখ প্রেম স্মৃতি যাহাতে চিরদিন জাগরিত থাকে তাই আমার নামাঙ্কিত আংটিটী তোমায় স্মৃতি—উপহার দিলাম, যত্নে গ্রহণ কর, আশা করি, চিরদিন চির আদরে ও যত্নে রাখিবে? শোভা! এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি যেন আমায় অমূল্য গুণ, কীর্ত্তি এবং পবিত্রতার সৌরভে সংসার মোহিত করিয়া দিনযাপন কর।

এই বলিয়া স্বামী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন. আমি ছিন্ন মূল বেতসীর ন্যায় ধূলায় লোটাইয়া পড়িলাম, আর কেহই ফিরিয়া চাহিল না, আমার জীবনের সুখ, শান্তির আলোক চিরজন্মের মত নির্ব্বাণ হইল।

৭

এখন আমি পিত্রালয়ে, আমার স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছেন, পুত্র, কন্যা হইয়াছে, তিনি এখন রীতিমত সংসারী হইয়া বিষয়ের কাজ কর্ম্ম করিতেছেন, আর আমি আমার অদৃষ্ট লিখনে সধবা থাকিয়াও বিধবা হইয়া আছি, যে স্বামী নিয়ত কাছে কাছে রাখিতেন, একদিনের জন্য চক্ষের আড়াল হইলে সংসার শূন্য দেখিতেন, প্রাণে ব্যথা পাইতেন. সেই স্বামী পাঁচ বৎসর হইল পায়ে ঠেলিয়াছেন, নিদারুণ অদৃষ্ট ফলে অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হইয়াছি, জানি না বিধাতা কি ক্ষণে এ পোড়া রূপ সৃজিয়াছিলেন, যে রূপ দেখিয়া স্বামীর আশা মিটিত না, যে রূপে বিভোর হইয়া স্বামী আত্মহারা হইয়াছিলেন, হায়! এখন সেই রূপের আদর কই, আরত কেহ তেমন সোহাগ করে না, ছাই রূপ! রূপ না থাকিলে বোধ হয় এ দুর্দ্দশা ঘটিত না, যে রূপের জন্য একদিন আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে ভাবিতাম, যে রূপের জন্য সংসার স্বর্গ বলে মনে করিতাম, সেই পোড়া রূপ এখন অনন্ত অশান্তিদায়ক বলিয়া মনে হইতেছে, শান্তিদায়ক শমন কতদিনে স্মরণ করিবে এখন তাহারই পথ চাহিয়া আছি, আমার পোড়া রূপের যেমন আদর হইয়াছিল তেমনি অনাদর কালিমায় মলিন হইয়াছে। এক্ষণে কেবল জীবনের একমাত্র অবলম্বন কন্যাটি সুখ স্মৃতির স্বরূপ, এবং স্বামীর প্রদত্ত শেষ উপহার শান্তির স্বরূপ, যত্নে বক্ষে লইয়া দিনাতিপাত করিতেছি। জানি না, ইহা আমার কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী।
যমুনা ব্রীজ।

সংবাদ।

বিষম ডাকাতি।

বর্দ্ধমান-রায়না-বারপাড়া গ্রামে ফকির মহম্মদ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছে। সাত আট জন ডাকাত বাড়ীর লোকজনকে মারধর করিয়া সর্ব্ব রকমে চারি শত টাকা লইয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমান-কাটোয়া পালারি গ্রামে শশধর তর্কচূড়ামণির বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছে। একটি স্ত্রীলোকের কোমরে গেঁজেয় বাঁধা এক শত টাকা ছিল। দস্যুদল এই স্ত্রীলোকটিকে প্রহার করিয়া টাকাটা লইয়া গিয়াছে।

হুগলী-দেওয়ানপাড়া গ্রামে অন্নদাকুমার বিয়ারা নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতি হইয়াছে। ১৬।১৭ জন ডাকাত বাড়ীর লোক জনকে প্রহার করিয়া গহনায় ও নগদে বিস্তর টাকা লইয়া গিয়াছে।

ময়লা জল।

২৪ পরগণা বারাকপুর মণিরামপুর নিবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেনিটারী কমিশনরের নিকট এক দরখাস্ত করিয়া বলিতেছেন,—"পলতা পাম্পিং ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ময়লা জল এবং সময় সময় উষ্ণ জল আসিয়া মুসলমান পাড়া, দে পাড়া এবং ঘোষ পাড়ার স্নান-ঘাট সমূহের প্রায় এক শত গজ দূরে গঙ্গায় পড়িতেছে। স্থানীয় অধিবাসিগণকে বাধ্য হইয়া এই ময়লা জলেই স্নান এবং এই ময়লা জলই পান করিতে হইতেছে। ইত্যাদি।" এ অব্যবস্থার প্রতিকার অবিলম্বেই বাঞ্ছনীয়। একে ত সেপ্টিক ট্যাঙ্কের কল্যাণে মা গঙ্গা কলিকাতা হইতে হুগলী পর্য্যন্ত আবিলা হইয়াছেন, তাহার উপর আবার পলতার জলের কলের ময়লা গরম জল যোগ দিলে ক্রমশঃ মা অপেয়ও হইয়া উঠিবেন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

তাহার মধ্য হইতে এ পর্য্যন্ত কখনও কাহারও কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। যদি কখনও কোন লোকের মুখে ইহার সম্বন্ধে কোন রহস্যের কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে—তিনি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আজ সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে—এতদিন যে স্থানকে জনমানবশূন্য বলিয়া জ্ঞান ছিল, এখন সেখানে নর-বাসের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়াছে। একের অধিক লোক সেখানে বাস করে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে মূর্ত্তির সহসা আবির্ভাবে আলোক নির্ব্বাপিত হইল—যাহার কণ্ঠের ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধস্বরে রুদ্ধ কক্ষের বদ্ধ বায়ু বিত্রাসিত হইল—সে পুরুষ না নারী—তাহা কিন্তু বুঝিয় উঠিতে পারিলেন না।

প্রায় এক ঘণ্টা তিনি বসিয়া রহিলেন। মনে মনে নানা প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোনটিরই মীমাংসা হইল না। প্রধান এবং প্রথম প্রশ্ন এ মূর্ত্তি কাহার? এত রহস্যজালে আবৃত কেন? লোকটা কি কোন বন্দী? সম্ভবতঃ কোন উন্মাদ। আর ঐ লোকগুলি উহার রক্ষক। তাহাই যদি হয়, তাহার চতুর্দ্দিকে এরূপ দুর্ভেদ্য রহস্যের অন্ধকার আবরণ কেন? তাহার অস্তিত্বকে এরূপ চির অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য কি? (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। ইং ১০ই আগষ্ট, ১৯১৫ সাল। [৪র্থ খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কৃষি-শিক্ষা।

খাঁটী এঁটেল বা খাঁটী বেলে মাটীতে প্রায় কোন বৃক্ষ জন্মে না। এই উভয়বিধ মৃত্তিকার সংযোগ এবং ইহাদের সহিত অন্যান্য পদার্থের মিশ্রণে অতি কোমল ও হালকা নানাপ্রকার মিশ্রিত মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত এই মিশ্রিত মৃত্তিকাই অতি উত্তম। তবে স্বভাবানুসারে কোন জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে চিক্কণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক, কোন কোন জাতির পক্ষে বালির ভাগ অধিক এবং কোন কোন জাতির পক্ষে উভয়ের সমান ভাগ থাকা আবশ্যক। যে সকল বৃক্ষের শাখা বিশিষ্ট মূল বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাদের জন্য এঁটেল মাটীর ভাগ অধিক থাকে, এরূপ ক্ষেত্র উপযোগী। যথা—আম, জাম, নিচু গাছ ইত্যাদি। যে সকল উদ্ভিদের ফল ও গুড়িতে জলের অংশ অধিক, তাহাদের চাষে বালির অংশ অধিক থাকে, এরূপ মৃত্তিকা উপযুক্ত। যেমন ফুটী, শসা, তরমুজ ইত্যাদি। অপর যে সকল উদ্ভিদের গুঁড়ি মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত হইয়া বৃদ্ধি পায় এবং যাহাদের মূল কোমল ও সরল তাহাদের পক্ষে উক্ত উভয়বিধ মৃত্তিকার ভাগ সমান থাকিলে উপযুক্ত হয়, যথা—আলু, মূলা, ইত্যাদি।

ভূমিতে চিক্কণ মৃত্তিকার কি বালির ভাগ অধিক আছে, তাহার নিরূপণ কৃষকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতে জল দিলে যদি কঠিন চাপ বান্ধে, তাহা হইলে, তাহাতে চিক্কণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক, আর তাহা না হইলে বালির ভাগ অধিক আছে বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে উভয়ে কিরূপ ভাগে মিশ্রিত, তাহা জানা যায় না। ঐ ভাগের পরিমাণ ঠিক করা বড় কঠিন। মনে কর, তোমার এমন মৃত্তিকা আবশ্যক, যাহাতে তিন অংশ চিক্কণ মৃত্তিকা ও এক অংশ বালি মিশ্রিত থাকিবে। কিন্তু তুমি যে স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতেছে, তাহাতে চিক্কণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক আছে, এরূপ ঠিক করিলে, কত অধিক আছে? তোমার প্রার্থিত তিন অংশ আছে, কি কম আছে, তাহা তুমি কিরূপে জানিবে? ফলতঃ যাহারা অনেক বার মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এ রকম অনুমান তাঁহাদেরই সূক্ষ্ম হয়, নূতন লোকের পক্ষে বড় গোল। যত কার্য্য করা যাইবে, এ বিষয়ে ততই সূক্ষ্ম জ্ঞান জন্মিবে। যাহা হউক পরীক্ষা দ্বারা যতদূর পারা যায়, তাহার উপায় এই,—প্রথমতঃ যে স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে হইবে, সেই স্থান হইতে কিয়দংশ শুষ্ক মৃত্তিকা আনিয়া ওজন করিবে। পরে তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া, সেই পোড়া মৃত্তিকা কোন পাত্র মধ্যে জলে গুলিবে, এরূপ করাতে চিক্কণ মৃত্তিকার অংশ জলের সহিত মিশ্রিত হইবে এবং বালির অংশ পাত্রের তলায় পড়িবে। তাহার পর ঐ ঘোলা জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া তলায় সমস্ত বালি শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে ঐ মৃত্তিকায় কি পরিমাণ বালি ও মৃত্তিকা মিশ্রিত ছিল, তাহা জানা যাইবে। আর পোড়াইয়া ওজন করায়, পূর্ব্ব পরিমাণাপেক্ষা যত কম হইবে, তাহাতে সারের অংশ কত ছিল বিবেচনা করিতে হইবে। মৃত্তিকায় প্রাণিসার মিশ্রিত থাকিলে পোড়াইবার সময় দুর্গন্ধ বাহির হয়, কিন্তু উদ্ভিজসার থাকিলে তদ্রূপ কোন দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। উল্লিখিত প্রকারে পরীক্ষা করিয়া ঐ স্থানের মৃত্তিকায় বাঞ্ছিত অপেক্ষা চিক্কণ মৃত্তিকার অংশ কম দৃষ্ট হইলে, অন্য স্থানে হইতে বালুকা আনিয়া মিশ্রিত করিবে। অপর কোন স্থনের মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সামান্যরূপে জানিবার ইচ্ছা হইলে প্রথমতঃ তথায় যে সকল তৃণাদি উদ্ভিদ আছে, তাহাদের বৃদ্ধিশীলতা সন্তোষজনক

কি না দেখিবে, কারণ তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ স্বভাবতঃ উর্ব্বরা মৃত্তিকা না পাইলে কখন বলবান হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ঐ ক্ষেত্রের কিয়দংশ অত্যন্ত শুষ্ক মৃত্তিকা ও কিছু ভিজা মৃত্তিকা লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া দেখিবে। যদি শুষ্কাংশ সাতিশয় কঠিন হয় এবং ভিজা অংশ অঙ্গুলিতে এমত জড়াইয়া যায় যে, তাহা তুলিয়া ফেলিতে বিশেষ যত্ন পাইতে হয়, তবে সে মৃত্তিকা নিতান্ত অনুর্ব্বরা, তাহাতে কৃষি কার্য্য কদাচ উত্তম হইবে না। কিন্তু যদি মৃত্তিকাতে কিঞ্চিন্মাত্র আঠার সঞ্চার থাকে, অথচ অঙ্গুলিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন না হয়, তাহা হইলে, সেই মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা বিবেচনা করিতে হইবে।

সার।—কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত সার অতি আবশ্যকীয়। ইহার সংযোগে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্ভিজ্জের স্বভাব ও চারার অবস্থা বিবেচনা করিয়া সার দিতে না পারিলে কখন কখন হানিজনকও হইয়া থাকে। যেমন মটরের পক্ষে ইহা হিতকারী না হইয়া বরং অনিষ্টকারী হয়। আবার কাফি জাতীয় উদ্ভিজ্জ সার ভিন্ন কখন বাঁচিতে পারে না।

সার নানাপ্রকার, তন্মধ্যে এ দেশে উদ্ভিজ্জসার, প্রাণিসার এবং মিশ্রিত সার এই তিন প্রকার সার প্রচলিত আছে। ধাতুসার প্রধান বটে, কিন্তু সার দেওয়ার উপযুক্ত ধাতু এ দেশে প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদিও চুণ পাওয়া যায়, কিন্তু এই বঙ্গদেশের মৃত্তিকায় বালির অংশ অধিক থাকাতে, এ দেশে চুণসার প্রায় ব্যবহৃত হয় না। অতএব উক্তবিধ সারের বিষয় পরিত্যক্ত হইল।

উদ্ভিজ্জসার।—গাছের ডাল পালা প্রভৃতি পচিয়া অতি তেজস্কর সার হয়। এই সার প্রস্তুত করিতে হইলে লতা, পাতা, ডাল প্রভৃতি একত্র করিয়া অল্প জল বিশিষ্ট কোনও গর্ত্তে ফেলিয়া রাখিবে। তথায় ১২।১৩ মাস পচিলে ঐ সকল সাররূপে পরিণত হয়। কিন্তু জল অধিক থাকিলে শীঘ্র পচিবে না।

এইরূপ সারের একটী দোষ এই যে, উহা চারার মূলে প্রদান করিলে এক প্রকার কীট জন্মিয়া কখন কখন চারার শিকড় কাটিয়া ফেলে।

যত প্রকার উদ্ভিজ্জসার আছে, তাহাদের মধ্যে খইল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। খইল সংযোগে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হয়। সাম্বৎসরিক চারার পক্ষে খইল বিশেষ উপকারী, কিন্তু অতিরিক্ত হইলে ইহা দ্বারা চারার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। প্রতি বিঘায় এক মণ খইল ছড়াইলে যথেষ্ট হয়। খইল ছড়াইতে হইলে প্রথমতঃ উহাকে গুঁড়া করিবে। পরে ঐ গুঁড়ার সহিত ঘুঁটের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া চাস দেওয়া ভূমিতে ছড়াইয়া দিলে তাহার পর যাহাতে খইল কেবল মাত্র চাপা পড়ে, এরূপ ভাবে চাষ দিয়া জল দিয়া মৃত্তিকা ভিজাইয়া দিবে। কয়েকদিন পরে পুনর্ব্বার কিছু খইল ছড়াইয়া চারা রোপণ করিবে। চারা বড় হইলে আর একবার খইল দেওয়া আবশ্যক। সর্ষপ, মসিনা, তিল, ভেরাণ্ডা প্রভৃতির খইল উৎকৃষ্ট। খইল সারে উদ্ভিদ্ সমূহের ফল বড় হয়। নীলকুঠির চৌবাচ্চায় যে সিটা পাওয়া যায়, তাহাও উত্তম সার মধ্যে গণ্য।

প্রাণিসার।—প্রাণীদিগের চর্ম্ম, মাংস, শোণিত, অস্থি, শৃঙ্গ, নখ, প্রভৃতি পচিয়া উত্তম সার প্রস্তুত হয়। এই সার প্রস্তুত করিতে হইলে, মৃত জন্তুর শরীর মৃত্তিকা গর্ত্তে ফেলিয়া, তদুপরি চূণ ছড়াইয়া দিবে। পরে মাটি চাপা দিয়া দুই মাস তদবস্থায় রাখিবে। অনন্তর তাহা তুলিয়া দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য পুনর্ব্বার চূণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবে।

প্রাণিদিগের অস্থিচূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত থাকে। কিন্তু অস্থিগুলি অত্যন্ত চূর্ণ হইলে প্রথম বৎসরে অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়, তৎপরে উহার আর সেরূপ তেজ থাকে না। অতএব অস্থি চূর্ণ করিবার সময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত না করিয়া কিছু স্থূলখণ্ড রাখা কর্ত্তব্য। ইহার সংযোগে মৃত্তিকা অত্যন্ত আল্‌গা থাকে। শৃঙ্গের গুঁড়া, অস্থিচূর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ আল্‌গা ও উত্তাপিত, প্রাণিসার তাহার পক্ষেই বিশেষ উপকারী, কিন্তু যে ক্ষেত্রে চিক্কণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক, তাহাতে এই সার অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে না দিলে উপকার দর্শে না।

মিশ্রসার। উদ্ভিজ্জসার, প্রাণিসার এবং ধাতুসার এই ত্রিবিধ সার মিশ্রণে যে সার উৎপন্ন হয়, তাহাকে মিশ্রসার বলা যায়। আমাদের দেশে গো, মেষ, মহিষ, ঘোটক, গর্দ্দভ, শূকর, কপোত এবং কুক্কুট প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর বিষ্ঠা মিশ্রসারের মধ্যে প্রধান রূপে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে গোময় ও অশ্ববিষ্ঠাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু উহা পুরাতন ও পচা হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ ছয় মাস না পচিলে সার ভাল হয় না। এই সার ক্ষেত্রে ছড়াইবার পূর্ব্বে ভূমি চষিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করিবে ও তাহাতে মই দিবে। গামলায় যে সকল চারা জন্মান যায়, তাহাদের মূলে এই সার দিলে তাহারা শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। গোমূত্র পচাইয়া তাহাতে খইলের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে একপ্রকার উৎকৃষ্ট মিশ্রসার প্রস্তুত হয়। (ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সহজ কবিরাজী গৃহ-চিকিৎসা।

ভূমিকুষ্মাণ্ড—(বিদারী) স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, বলকর, ধাতুপোষক, রসায়ন, বাত পিত্তনাশক।

ভৃঙ্গরাজ—(ভীমরাজ) চক্ষুরোগের ও কেশের হিতকর এবং কফ,পাণ্ডুজ্বর ও মেহনাশক।

মদন ফল—(ময়না) বমনকর, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও গুল্মনাশক।

মধুরী বা মৌরী—দীপক, রুচিকর, দাহ, তৃষ্ণা, আধ্মান ও রক্তপিত্তনাশক।

মনসা ক্ষীর—অগ্নিতুল্য, রেচক, বহুদোষযুক্ত উদররোগে ইহার প্রয়োগ হয়।

মরিচ—রুচিকর, আগ্নেয়, উষ্ণ, পিত্তকর, ছেদক, শ্বাস, শূল, ক্রিমি ও কফ, বাতনাশক।

মসিনা—উষ্ণ, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক এবং ব্রণ, পাককারক এবং ইহার জল জ্বালাযুক্ত মেহনাশক।

মঞ্জিষ্ঠা—শ্লেষ্মা, শোথ, রক্তাতিসার, দূষিত রক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ, মেহ এবং চক্ষু, কর্ণ ও যোনিরোগের শান্তিকারক।

মালতীপুষ্প—কফ, পিত্ত, মুখরোগ ব্রণ ও ক্রিমিনাশক।

মাষপর্ণী—(মাষাণী) ধাতুপোষক, বাতপিত্তনাশক।

মুদ্গপর্ণী—(মুগানী) বলকর ও নয়নের হিতজনক।

মুক্তাবর্ষী—(মুক্তঝুরী) বমন ও বিরেচনকর এবং কফ বাতনাশক।

মুস্তক—(মুথা) আগ্নেয়, শীতল, ধারক, পাচক, কফপিত্ত, রক্তজ পীড়া, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি, আম ও আমরক্তনাশক।

মুণ্ডিতিকা বা মুণ্ডি—ক্রিমি, পিত্ত, কফনাশক ও রক্তপরিষ্কারক।

মৃগনাভি—বলকর, শোষ ও শ্লেষ্মানাশক এবং উত্তেজক।

মেথী—ধারক, রক্তপিত্ত, অর্শ, আম ও বায়ুনাশক।

মোচরস (শাল্মলী বৃক্ষের আঠা)—শীতল, ধারক, বৃষ্য, আম, অতিসার, আমরক্ত ও রক্তপিত্তনাশক।

যজ্ঞডুমুর—শীতল, ধারক, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক।

যবক্ষার—মলও মূত্রের বদ্ধতানাশক,বাতশ্লেষ্মা, অর্শ,শ্বাস,গুল্ম,গ্রহণী, পাণ্ডু,ওপ্লীহানাশক।

যষ্টিমধু—কফনিঃসারক, শুক্রল, বলকর, কেশবর্দ্ধক, বায়ু, পিত্ত, তৃষ্ণা, শোথ, বমি এবং ক্ষয়নাশক।

যোয়ান—অগ্নিবর্দ্ধক, শূল, বায়ু,কফ ও ক্রিমিনাশক।

রক্তচন্দন—রক্তপিত্ত, জ্বর ও ব্রণনাশক ও চক্ষুর হিতকর।

রঙ্গণপুষ্প—রক্তপিত্তনাশক ও রক্তরোধক।

রসাঞ্জন—শ্লেষ্মঘ্ন, চক্ষুরোগ, শ্বেতপ্রদর ও মেহনিবারক।

রাখালশসা—(বিশালা) কফ ও পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর এবং মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

রাস্না—বায়ু, শোথ, শ্বাস, শূল ও আমবাতনাশক।

রেণুক—আগ্নেয়, কফ, বায়ু, কণ্ডূনাশক ও রজঃকারক।

রোহিতক (বড়া)—সারক এবং যকৃৎ ও প্লীহানাশক।

লক্ষণা—পুত্রোৎপাদক, বলকর ও রসায়ন।

লজ্জালু—কফ, রক্তপিত্ত, অতিসার ও যোনিরোগনাশক।

লতাকস্তুরী—চক্ষু এবং মুখরোগ, তৃষ্ণা, শ্লেষ্মা, বস্তিরোগনাশক।

লবঙ্গ—আগ্নেয়, বমি, উদরাধ্মান, শূল ও কাসনাশক।

লাক্ষা—রক্তদোষ, হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ উরঃক্ষত, যক্ষ্মা, ভগ্ন, বিসর্প ও ত্বকদোষনাশক।

লোধ—ধারক, রক্তজপীড়া, রক্তস্রাব, অতিসার ও কফপিত্তনাশক।

শঠী—ধারক, শ্বাস, কাস, মুখমল, জ্বর ও ব্রণনাশক।

শতমূলী—রসায়ন, পুষ্টিকর, মেধাবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, দৃষ্টি, শুক্র, বল ও স্তন্যবর্দ্ধক।

শলুসা (শতাহ্বা)—আগ্নেয়, বায়ু, আমশূল, তৃষ্ণা ও বমিনাশক।

শালপাণি—ধারক, বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক।

শ্যামালতা—বাত, পিত্ত, জ্বরনাশক, অনন্তমূলের তুল্য।

শিরীষছাল—বিষ, বিসর্প, ঘর্ম্ম ও ত্বকদোষনাশক।

শুণ্ঠী—আগ্নেয়, ধারক, শূল, আম, কফ ও বায়ুনাশক।

শেফালিকা—জীর্ণজ্বর, বাতশ্লেষ্মা, পিত্ত ও কাসনাশক।

সজিনা (শোভাঞ্জন)—শোথ ও বিদ্রধিনাশক।

সমুদ্রফেন—চক্ষুষ্য, সারক ও শোষক এবং কর্ণের বেদনা, কফ ও পিত্তনাশক।

সপ্তপর্ণী—(ছাতিম) সারক, কুষ্ঠ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, বাত, রক্তজপীড়া, গুল্ম ও কীট নাশক।

সাচিক্ষার—যবক্ষার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ।

সিদ্ধি—ধারক, পাচক, উষ্ণ, পিত্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, হর্ষকর, শ্লেষ্মা ও শোথনাশক।

সোঁদালী—(ছাল) অত্যন্ত স্রংসন এবং হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, বাত, উদাবর্ত্ত, শূলরোগনাশক। (ফল) স্রংসন, রুচিকর, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, কুষ্ঠ ও ত্রিদোষনাশক।

সোমরাজী—পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শোথ ও ত্বকদোষনাশক।

সোহাগা—তীক্ষ্ণ, আগ্নেয়, শূল, বায়ু, ও শ্লেষ্মানাশক এবং রজোনিঃসারক।

সোনামুখী—বিরেচক। যকৃত, প্লীহা, বদ্ধমল, শূল, বিষমজ্বর, ও কামলানাশক।

হবুষা—দীপন, পিত্তোদর, অর্শ, গুল্ম, গ্রহণী, ও শূলনাশক।

হরিদ্রা—কফ, পিত্ত, রক্তজপীড়া, শোথ,গাত্রকণ্ডূ, কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু এবং ব্রণনাশক।

হরিতকী—পঞ্চরসযুক্ত, লবণরসবিহীন, আয়ু, চক্ষুষ্যতা, মেধাবর্দ্ধক, সারক, আগ্নেয়, অনুলোমকর, রসায়ন। শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, ক্রিমি, স্বরভঙ্গ, গ্রহণী, বিবন্ধ, বিষমজ্বর, গুল্ম, আধ্মান, ব্রণ, বমি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাতরোগ এবং

ত্রিদোষনাশক। ইহা লবণের সহিত ভক্ষণে কফরোগ, শর্করার সহিত ভক্ষণে পিত্তরোগ, ঘৃতের সহিত ভক্ষণে বায়ু-রোগ এবং গুড়ের সহিত ভক্ষণে সর্ব্বরোগ নাশ করে।

হাফরমালী—বিষ, কুষ্ঠ ও নাড়ীব্রণনাশক।

হিঙ্গু—(হিং) পাচক, আগ্নেয়, কফ, বায়ু, শূল, অজীর্ণ, যকৃত, প্লীহা, মলবদ্ধনাশক এবং রজঃকারক।

হিলমোচি বা হিংচেশাক—সারক, তিক্ত এবং কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক।

ক্ষেতপাপড়া—ঈষৎ ধারক, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহজ্বরনাশক এবং কফশোষক।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গো-পালন বিধি।

গোরুর পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।

পূর্ব্ব কথিত ঔষধগুলি বসন্ত রোগাক্রান্ত ছাগ ও মেষকে দেওয়া গিয়া থাকে, কিন্তু ঔষধের পরিমাণ ছয় ভাগের এক ভাগ জানিতে হইবে।

এসো ঘা এক প্রকার সংক্রামক জ্বর। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মুখে, পায়ে ও পার্শ্বদেশে ফুস্কুড়ী বাহির হয়। এই ফুস্কুড়ী কোন কোন পশুর মুখে, কোন পশুর পায়ে এবং কোন কোন পশুর প্রথমে পায়ে, শেষে মুখে হইয়া থাকে।

গো, মেষ, ছাগ, শূকর ও মুরগীরও এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি, এই রোগাক্রান্ত গোরুর দুগ্ধ পান করিয়া মনুষ্যেরও এই রোগ হইয়া থাকে।

অধিকাংশ স্থলে সংক্রামক রূপে এই রোগ আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন আপনা হইতেও এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে বলেন, গোরুকে যেখানে সর্ব্বদা রাখা হয় সেই স্থানের মাটী ময়লা থাকাই ইহার প্রধান কারণ। ফলতঃ ইহা অবধারিত হইয়াছে যে, গোরুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে ও অন্য পশুর সহিত চরিতে না দিলে এই রোগ জন্মিতে পারে না।

লক্ষণ। কম্প দিয়া জ্বর হয়, মুখ, সিং ও পা সকল গরম হইয়া উঠে, মুখ দিয়া লাল পড়ে, পরে মুখে ও পায়ে ফুস্কুড়ী দেখা যায়।

(ক্রমশঃ।)

সংবাদ।

ডাকাতি।

২৪ পরগণা বারুইপুর সীতাকুণ্ডু গ্রামে শ্যামাচরণ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে। ১৫।১৬ জন ডাকাত ইহার বাড়ী ঢুকিয়া, উঠানে বিস্তর কাপড় জামা প্রভৃতি একত্র করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল; পরে শ্যামাচরণ এবং তাহার স্ত্রীকে খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিয়া নগদে ও গহনায় প্রায় দুই হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

বরিশাল-গাজিপুরার বাজারের ডাকাতিতে দস্যুদল প্রাণবল্লভ পাল, মরাল পাল, অভয়-চরণ কুণ্ডু, এবং সীতানাথ কুণ্ডুর বাড়ীর ও দোকানের লোহার ও কাঠের সিন্দুক ভাঙ্গিয়া সর্ব্বরকমে দুই হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। জব্বরালি নামক এক মুসলমান ঢালের আড়ালে থাকিয়া ইহাদের সম্মুখীন হইয়াছিল। ইহারা জব্বরালির উরুতে বন্দুকের গুলি মারিয়াছে।

ইসলামপুরের ডাকাতিতে দস্যুদলের গুলিতে একজন গ্রামবাসী নিহত এবং দুইজন অল্প-পরিমাণে আহত হইয়াছে। ডাকাতেরা দলে ছিল দশ জন। ইহারা মূল্যবান্ সকল দ্রব্যই লইয়া যাইতে পারে নাই।

২৪ পরগণা-ভাঙ্গোড়-কারিডাঙ্গা গ্রামের রঘুনাথ সর্দ্দার নামক এক ব্যক্তির বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে। প্রায় কুড়িজন ডাকাত নগদে এবং গহনায় বিস্তর টাকা লইয়া গিয়াছে। দস্যুদলের বাড়ী প্রবেশকালে বাড়ীর কয়েকজন পুরুষ বাধা দিয়াছিল, ফলে উভয় দলে মারামারি বাধিয়াছিল। কিন্তু বাড়ীর পুরুষেরা সকলেই পরাজিত এবং আহত হইয়াছিল।

হুগলী জেলার ধনেখালি থানার অধীন চাঁদপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার কোয়ার নামক এক ব্যক্তির বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে। ১০।১২ জন ডাকাত নগদে ও গহনায় ছয় শত টাকা লইয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরা সরাইল থানার অধীন এক গ্রামে শ্রীযুক্ত পাণ্ডবচন্দ্র কুণ্ডু নামক এক পাট-সদাগরের বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে। প্রকাশ,—জন চব্বিশ ভদ্রবংশীয় ছদ্মবেশে রিভলভার প্রভৃতি লইয়া ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল। গ্রামবাসীরা বাধা দিবার জন্য একত্র হইয়াছিল, কিন্তু অগ্রসর হইতে পারে নাই। দস্যুদল ক্রমাগত গুলি ছুড়িতেছিল। দস্যুদল গহনায়, নগদে ও নোটে পাঁচহাজার টাকা লইয়া গিয়াছে।

জলপাইগুড়ি-ধুপগুড়ি থানার অধীন বানারহাট বি,ডি, রেলওয়ের নিকট এক ধনী মহাজনের ঘরে সশস্ত্র কতকগুলি ডাকাত পড়িয়া ৬।৭ জনকে ঘরে জখম করিয়াছিল; তন্মধ্যে তিনজনের আঘাত গুরুতর হইয়াছিল। এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

চালসা বি, ডি, রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট রেলগুদামের সামনে ১৫।১৬ জন সশস্ত্র দস্যু একজন মাড়োয়ারীর দোকানে তবিল মিল করিবার সময় দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল, ফলে ৪ ব্যক্তিকে মারপিট ও উহার মধ্যে এক ব্যক্তিকে গুরুতর রূপে আহত করিয়াছে। ইহারা নগদ টাকা, গহনা ও বন্ধকী গহনা সর্ব্ব সমেত ৩০০০৲ লইয়া গিয়াছে; একটী বন্দুক ও গুলিবারুদ লইয়া গিয়াছে। আহত-দের নিকট প্রকাশ,—ডাকাতেরা জাতিতে পাঞ্জাবী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তিনি কোন মীমাংসাতেই উপনীত হইতে পারিলেন না। অবশেষে এ চিন্তার কবল হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন এবং একটা আলোক লইয়া তাঁহার শয়নকক্ষের অভিমুখে চলিলেন।

শয়ন প্রকোষ্ঠটী বেশ প্রশস্ত। চারিধারে জানালা। একটা গবাক্ষ প্রাঙ্গণের দিকে—অপরটা দিয়া পরিখা এবং প্রাকার পার হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ময়দানের মুক্ত সৌন্দর্য্য নেত্রপথে পতিত হয়। গৃহখানি উত্তমরূপে সজ্জিত, এখানে বসিয়া চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক শোভা বেশ উপভোগ করা যায় বলিয়া, কাপ্তেন লি ইহাকে দিবসে বৈঠকখানা এবং রাত্রে শয়ন-কক্ষ-রূপে ব্যবহার করেন। তাকের উপর বই—আলমারিতে পোষাক—টেবিলের উপর লিখিবার সরঞ্জাম—যেখানে যেটী শোভা পাইয়াছে, সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। টেবিলের উপর একখানি খাতায় কতকগুলি হস্ত-লিখিত কবিতা—কবিতাগুলি লরেন্সের লেখা। রণক্ষেত্রে তাঁহার অসিলতার ভীমাবর্ত্তনে কেবলই যে বিদ্যুল্লতার বিস্ফুরণ বহির্গত হয়, তাহা নহে,—অবসর কালে তাঁহার লেখনীর মসীময়ী জিহ্বায় প্রশান্ত কাব্য-রসের উৎসও উৎসারিত হয়।

শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া লি দেখিলেন, চক্ষে নিদ্রার লেশমাত্র নাই। রাত্রি মোটে দশটা—তিনি একখানা বই খুলিয়া বসিলেন কিন্তু পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোনরূপেই মনোসংযোগ করিতে পারিলেন না। আলোকটী নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া কাঁপিতে লাগিল—অন্যমনস্ক ছিলেন, বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে রাত্রি এগারটায় সহসা নিভিয়া গেল।

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী না হইলেও একেবারে অন্ধকার নয়। আজ আর চাঁদ উঠে নাই—তারাকুলের ক্ষীণালোকেই যাহা কিছু আলোকিত হইয়াছে। সে ক্ষীণালোকও আবার গগণবিহারিণী কাদম্বিনীকুলের পক্ষাচ্ছাদনে সময়ে সময়ে ঢাকা পড়িতেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—শীঘ্র যে একপশলা বৃষ্টি হইবে, তাহার সূচনা করিতেছে। আলোটী নিভিয়া যাইবা মাত্র, লরেন্স নিকটবর্ত্তী একটী গবাক্ষের সমীপে উপনীত হইলেন এবং তাহার পর্দ্দাটী সরাইয়া দিলেন। এতক্ষণ কক্ষের মধ্যে বসিয়া ছিলেন, বাহিরের বিপর্য্যয় বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে বাতায়নে বিলম্বিত পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরে প্রকৃতির বিপর্য্যয় দেখিয়া, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন মেঘমালা বায়ুসঞ্চালিত হইয়া, বেগে ছুটাছুটি করিতেছে। সহসা তাঁহার চক্ষু অট্টালিকাশ্রেণীর রুদ্ধাংশের উপর নিবদ্ধ হইল। তাঁহার কক্ষ যে স্থানে অবস্থিত—সেইস্থানের দক্ষিণাংশে উক্ত অবরুদ্ধ অট্টালিকাশ্রেণী। অপরাংশে ফটকের উপর সেই পাহারা-ঘর। সম্মুখভাগে একটী উচ্চ প্রাচীর। ঐ প্রাচীর দুর্গ-প্রাঙ্গণ এবং উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। রাই হাউসের পরিখা-পরিবৃত-স্থলের সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

লরেন্স বদ্ধদৃষ্টিতে ঐ অবরুদ্ধ অংশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপ ভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে, তাঁহার যেন মনে হইতে লাগিল, উক্ত অট্টালিকাশ্রেণীর সর্ব্বনিম্নতলে একটী কক্ষের কোন ছিদ্রপথ দিয়া অতি ক্ষীণ একটী আলোক-রেখা বাহির হইতেছে। পুনঃ পুনঃ সেইদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা আলোকচ্ছটা কি তাঁহার বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া তাহা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। এই সময় একটা দ্বার উন্মোচনের শব্দ হইল—যে দ্বার দিয়া সন্ধ্যার সময় তিনি, ডাচেস এবং তাঁহার খুল্লতাত প্রাঙ্গণে বাহির হইয়াছিলেন—সেই দরজাটাই উন্মুক্ত হইল বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। এইবার মুহূর্ত্তের জন্য সেই আলোকচ্ছটা প্রদীপ্তভাবে পরিদৃষ্ট হইল—তাহার পর সমস্তই অন্ধকার।

লরেন্স এখনও সেইস্থানে সেইভাবে দণ্ডায়মান। সত্যই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঐ রহস্য-বিজড়িত প্রকোষ্ঠের মধ্যে নিশ্চয় নূতন রকমের কিছু একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিতেছে। তাঁহার কক্ষ অন্ধকার—তিনি অন্ধকারে দণ্ডায়মান। বাহিরে অন্ধকার হইলেও—নক্ষত্রমালার স্তিমিত-জ্যোতিঃ আছে—সে আলোকে বাহিরের বস্তু অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে কিন্তু বাহিরের কেহ তাঁহার জানালার দিকে চাহিলেও, তাঁহাকে দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থায় দাঁড়াইয়া তিনি বাহিরের প্রত্যেক ঘটনাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন, সেই মুক্তপথে একজন লোক বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু লোকটা কে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। একবার তাঁহার মনে হইল, এ মূর্ত্তি—তাঁহার খুল্লতাতের। তিনি সন্দেহ নিবারণের জন্য বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—কিন্তু সে অন্ধকারে তাঁহার স্বরূপতা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরক্ষণে আর এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল—তাহার স্কন্ধে একটা বোঝা—তাহার আকৃতি অনেকটা থলের মত। এ লোকটাই বা কে? কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রথম এক ব্যক্তি দ্বার বন্ধ করিয়া, তাহাতে তালা বন্ধ করিল। তাহার পর উভয়ে প্রাঙ্গণ পার হইয়া, প্রাচীরের গায়ে উদ্যানের দরজায় উপনীত হইল। এই দ্বার,—লরেন্স যে গবাক্ষে দণ্ডায়মান, তাহার ঠিক পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। লোক দুইজন দরজা খুলিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর আর তাহাদিগকে দেখা গেল না।

এতক্ষণ তিনি স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি কি করিতেছেন, তাঁহার এমন ভাবে দণ্ডায়মান থাকা কর্ত্তব্য কি

না,—তাহা ভাবিবার অবসর পান নাই। এক্ষণে লোক দুইজন—তাহারা যেই হউক, তাঁহার নেত্রপথের বহির্ভূত হইয়া যাইলে, তিনি চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন। এখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? যদি ঐ লোক দুইজনের মধ্যে একজন তাঁহার খুল্লতাত, এবং অপর তাঁহার অধীন কোন ভৃত্য হয়,—তবে এইখানেই তাঁহার কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি। তাঁহার খুল্লতাতের কার্য্যের উপর তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু যদি উহার মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহার খুল্লতাত না হয়—তবে সে কে? বাড়ীর মধ্যে ডাকাতি হইতেছে? তাহারা কি থলে বোঝাই করিয়া, ধন-রত্ন বা মূল্যবান সামগ্রী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে? তাহা যদি হয়, তাঁহার হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তাই বা কিরূপে সম্ভব? ডাকাতে কি লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইবার পর, যত্নের সহিত তালাচাবি বন্ধ করিয়া যায়? আর তাহারা চাবিই বা পাইবে কোথায়?

তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার গোলযোগ বাড়িতে লাগিল—তিনি সহসা কোন একটী বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইতে পারিলেন না। অবশেষে এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার একটা পন্থা দেখিতে পাইলেন। তিনি স্যার উইলিয়মের শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত যাইতে মনস্থ করিলেন। যদি তাঁহাকে তথায় দেখিতে পান, যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তাঁহার গোচর করিবেন। যদি তাঁহাকে তথায় দেখিতে না পান, তাহা হইলেন বুঝিবেন, তাঁহার সন্দেহ অমূলক নয়—যে দুই জন লোক অন্ধকারে সন্দিগ্ধভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহার খুল্লতাত স্যার উইলিয়ম। এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি শয়ন-প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন এবং একটা দালান পার হইয়া, তাঁহার খুল্লতাতের কক্ষ-দ্বারে উপনীত হইলেন। অতি ধীরে রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিলেন কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। এবার তাহা অপেক্ষা জোরে ধাক্কা মারিলেন—তথাপি কোন সাড়া পাইলেন না। দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না—ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। তবে কি তিনি প্রকৃতই ঘরে নাই? না গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত? এবার আরও জোরে ধাক্কা মারিলেন—তবু কেহ উত্তর দিল না। তিনি ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হৃদয়ে যে সংশয়ের বোঝা লইয়া গিয়াছিলেন—তাহার কিছুমাত্র নিরসন করিতে পারিলেন না। প্রকৃত পক্ষে স্যার উইলিয়ম সুষুপ্তি-সমাচ্ছন্ন হইয়া আছেন কি না—তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতেও সাহস করিলেন না, কারণ পাছে তাঁহার খুল্লতাত বিবেচনা করেন, তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীর উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেছেন। সকল দিক বিবেচনা করিয়া তিনি—নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করিলেন। তথাপি তিনি নিশ্চিন্ত মনে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেন না—তাহার পরে আর কি ঘটে, দেখিবার জন্য, গবাক্ষ-সন্নিধানে বিলম্বিত-পর্দ্দার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা তিনি সেই স্থানে সেই ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহার মধ্যে কাহাকেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিলেন না। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল—তাহারা এ বাড়ীর কেহই নয়—সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তনেরও কোন সম্ভাবনা নাই। শয়ন করিতে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ হইল। পূর্ব্বোক্ত দ্বারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, লোক দুইজন ফিরিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন—কিন্তু এবারেও তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। তবে এইমাত্র বুঝিলেন, একজন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি, অপর তাহার অপেক্ষা আকারে কিছু খর্ব্ব। এই খর্ব্বাকৃতির স্কন্ধেই সেবারে সেই বোঝাটা ছিল—এবারে কিন্তু কিছুই নাই। এতক্ষণের পর তাঁহার মনে হইল, ঐ খর্ব্বাকৃতি পুরুষ তাঁহাদের বৃদ্ধ ভৃত্য গ্রীমষ্টিড—তাহা হইলে অপর ব্যক্তি যে তাঁহার খুল্লতাত স্যার উইলিয়ম, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

লোক দুই জন যেই হউক—এবার আর তাহারা অট্টালিকার অবরুদ্ধ খণ্ডের দিকে অগ্রসর হইল না। যে খণ্ডে তাঁহার এবং তাঁহার খুল্লতাতের প্রকোষ্ঠ অবস্থিত—সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভৃত্যও সস্ত্রীক এই অংশের একটী কক্ষে বাস করে।

লরেন্স কিন্তু আর কোন দ্বার উদ্ঘাটন বা বন্ধ করিবার শব্দ পাইলেন না। হয় তাহারা তাঁহার দৃষ্টি-সীমার বহির্ভাগ দিয়া কোথাও চলিয়া গেল—নয় নিঃশব্দে অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নীরবে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। লরেন্স আর অধিক জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন না—নিজের আচরণে নিজেই অনেকটা লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলেন। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, শয্যায় শুইয়া পড়িলেন এবং নিদ্রাবেশে চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিলে, তমিস্রা রজনীর তমোরাশির মধ্য হইতে রহস্যময় অন্ধকারমূর্ত্তি সকল সমুদ্ভুত হইয়া, ঘোরতর পাপানুষ্ঠানের জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যানে।

প্রভাতে যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। নবোদিত রবিকর মুক্ত গবাক্ষ-পথে কক্ষমধ্যে সঞ্চারিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। রাত্রির দুর্য্যোগ কাটিয়া গিয়াছে—মেঘমালা অন্তর্হিত হইয়াছে—প্রকৃতি আবার মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। রাত্রে এক পশলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—সে বৃষ্টি-ধারায় তরু-লতার মরকত-সৌন্দর্য্য আরও মধুরতা ধারণ করিয়াছে।

সেই স্ফুরিত-সৌন্দর্য্য বিধৌত তরুকুঞ্জের পত্রান্তরালে বসিয়া বিবিধ বিহগ মধুর কুজনে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছে।

বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া কাপ্তেন লি বৈঠকখানায় নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার খুল্লতাত তখনও প্রাতর্ভোজনের জন্য নীচে আসেন নাই। তিনি উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাল রাত্রে সেই ঘটনা দেখিয়াছেন বলিয়াই যে, আজ প্রাতঃকালে উদ্যান ভ্রমণে আসিলেন, তাহা নহে—তিনি প্রতিদিনই এই ভাবে বাগানে খানিক বেড়াইয়া থাকেন। বাগানে দুইজন মালি কাজ করিতেছে। তাহারা পিতা পুত্র। পিতা বৃদ্ধ—পুত্র তরুণ-যুবক। বৃদ্ধের কার্য্য ফুলগাছের তত্ত্বাবধারণ করা। পুত্র শাক-সবজীর উৎপাদন লইয়া ব্যস্ত থাকে। বৃদ্ধের নাম ক্লার্ক—অল্পভাষী এবং কতকটা কর্কশ-প্রকৃতি। পুত্রের স্বভাব ঠিক তাহার বিপরীত। তাহার আপক্ষা যাহারা বয়সে বড়—দেখা পাইলেই শিষ্টাচার প্রদর্শন করে—সমবয়স্কের সঙ্গে হাসিয়া কথা কহে—যখন একা থাকে—কাজ করিতে করিতে মৃদু-গুঞ্জনে গান করে। প্রকৃত সে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল—সদাই হাস্য-মুখ—সদাই রঙ্গপ্রিয়। তাহার বয়ঃক্রম বড় জোর পঁচিশ বৎসর। ক্লার্কের ব্যবহার অপরের প্রতি যেমনই হউক—কাপ্তেন লির প্রতি তাহার আচরণ ভদ্রতাসঙ্গত এবং নম্র। তাহারা পিতা-পুত্রে সার উইলিয়মের অধীনে এ বাগানে অল্প দিনই কাজ করিতেছে। গ্রীমষ্টেড এবং তাহার পত্নী ভিন্ন অন্য সকল লোকজনই নূতন।

কাপ্তেন বৃদ্ধের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "ক্লার্ক! তোমার এ ফুলগাছের চারাগুলি আজ বেশ সতেজ দেখাইতেছে—কাল রাত্রের বৃষ্টিতে ইহাদের বেশ উপকার হইয়াছে দেখিতেছি।"

ক্লার্ক। হাঁ মহাশয়! যে যে স্থান পায়ের দ্বারা দলিত হয় নাই, সেই সেই স্থলের গাছ এবং ফুলের বেশ উপকার হইয়াছে।

লি। পদ-দলিত! বল কি? কে এমন অসাবধান নির্ব্বোধ যে ফুলগাছগুলিকে দলিয়া নষ্ট করিয়াছে? কৈ, আমি ত কোন চিহ্ন দেখিতেছি না?

ক্লার্ক। এই দেখুন! আমার বোধ হয়, কাল রাত্রে কেহ এখানে আসিয়াছিল—অন্ধকারে পথ চিনিতে না পারিয়া, গাছগুলিকে দলিত করিয়া ফেলিয়াছে। শুদ্ধ ঐ একস্থানে নয়—এই দেখুন, এদিকে কত পায়ের দাগ।

কাপ্তেন লি দেখিলেন, বাস্তবিকই অন্ধকারে কে বা কাহারা কতকগুলি কোমল কুসুমকে দলিত—ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। গত রাত্রের ঘটনা তাঁহার মনে পড়িল—ইহার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ আছে—তাহাতে আর তাঁহার কোনই সংশয় রহিল না কিন্তু মালীর সমক্ষে মুখ ফুটিয়া কোন কথা কহিলেন না। ক্লার্ক পুনরায় কহিল, "শুদ্ধ ইহাই নয়—আরও একটা কিছু অদ্ভুত রকমের ঘটিয়াছে।"

লি। বল কি! কি হইয়াছে?

ক্লার্ক। কাল রাত্রে যন্ত্র-ঘরে কে ঢুকিয়াছিল।

লি। কেমন করিয়া জানিলে? কিছু কি চুরি গিয়াছে?

ক্লার্ক। না—চুরি হয় নাই। চোরে কি আর বাগানের যন্ত্র চুরি করিতে আইসে? কিন্তু ও ঘরে কাহারও যে পদার্পণ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। একখানা শাবল একটা কোদাল এবং একখানা কাস্তে স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে—আমি কাল যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলাম—তাহারা সেস্থানে নাই, কেহ নড়াইয়া রাখিয়াছে। শুধুই কি তাই! তাহাদের গায়ে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে।

লি। তাইত! বড়ই অদ্ভুত ঘটনা। অন্য লোক যখন নিদ্রিত—তখন এমন লোক কে আছে, মাটী খুঁড়িয়া আমোদ উপভোগ করিবে।

ক্লার্ক। তাহারই অনুসন্ধান করিতেছি। সমস্ত বাগানটা ঘুরিয়া আসিলাম—কিন্তু কোন স্থানে মৃত্তিকায় কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। হয় খুব কৌশলে এ কার্য্য করিয়াছে—নয় রাত্রে যে ভারি বৃষ্টি হইয়াছিল—তাহাতেই সকল নিদর্শন চাপা পড়িয়াছে।

এই বলিয়া বৃদ্ধ পুনরায় নিজের কার্য্যে মনোনিবেশ করিল, লিও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন কিন্তু কোন স্থানে, রাত্রে যে মৃত্তিকা খনিত হইয়াছে,—তাহার কোনই নিদর্শন পাইলেন না। গতরাত্রে যাহা দেখিয়াছেন, আর আজ যাহা শুনিলেন,—যতই একত্র গ্রথিত করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনের মধ্যে গোলযোগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। গত রজনীতে যে দুইজনকে দেখিয়াছেন, বাস্তবিকই তাহারা তাঁহার খুল্লতাত এবং তাঁহার ভৃত্য গ্রীমষ্টেড? ভৃত্য যে বোঝাটা স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেইটাই কি ভূগর্ভ মধ্যে প্রোথিত হইয়াছে? তাহাতে আছে কি? মনে মনে এই প্রশ্ন করিয়া, নিজেই তাহার উত্তর দিলেন। লোকে গভীর রাত্রে—অন্ধকারে সচরাচর দুইটী জিনিষ পুতিয়া রাখে। একটী—ধন-দৌলত, অপরটী—স্বকৃত মহাপাতকের জ্বলন্ত নিদর্শন! সার উইলিয়ম ব্রাণ্ডের এমন কোন দ্রব্য গোপন করিবার আবশ্যক হইয়াছে—মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই। তদ্ভিন্ন সে বোঝাটা বেশী বড়ও নয়—তাহার মধ্যে গুপ্ত ঘাতকের নির্দ্দয় অস্ত্রাঘাতে পতিত কোন নর-দেহের সংস্থানও সম্ভব নয়। তবে কি উহার মধ্যে ধন-রত্ন ছিল? তাহাই সম্ভব। তাঁহার খুল্লতাতের অর্থ-লোলুপতা এবং কৃপণতার বিষয় তিনি সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু আর একটা বিষয়ে তাঁহার খট্‌কা লাগিল। লোকে ধন-রত্নাদি গোপনেই লুকাইয়া রাখে—সার উইলিয়ম তাঁহার ভৃত্যকে এ গুপ্ত ধনের সন্ধান জানিতে দিলেন কেন? কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া, তিনি বৈঠকখানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সার উইলিয়ম ইতিমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার মনে হইল, খুল্লতাতের চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সংস্থিত হইয়া, আনত হইয়া পড়িল। উভয়েই আহারে বসিলেন। সার উইলিয়ম বড়ই অল্পভাষী—আহারে বসিয়া উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা বড় বেশী হইল না।

আহারান্তে লি তাঁহার মাছ ধরিবার ছিপ প্রভৃতি লইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। গত রজনীর ঘটনাবলী এখনও তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে—নদী-তীরে আসিয়া রুথের কমনীয় মুখখানি মনে পড়াতে, সব ভুলিয়া গেলেন। সেই মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে রাই-হাউসের অভিমুখে চলিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "নদীর এই ধারটাই মাছ ধরিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।" কেহ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও, আত্মপক্ষ-সমর্থনার্থ তিনি পূর্ব্বেই এই কৈফিয়ৎ দিয়া রাখিলেন। যাহারা প্রথম প্রেমের সুখময় আস্বাদ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে—যাহাদের হৃদয়ে নবানুরাগের কনক-কিরন-রেখা প্রথম নিপতিত হইয়াছে—তাহারাই প্রিয়জন-সমাগম-সম্ভাবনায়—এই-ভাবেই অন্তরে গুপ্তভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে।

গত কল্য সর্ব্ব প্রথমে আমরা তাঁহাকে যে স্থানে বসিয়া মাছ ধরিতে দেখিয়াছিলাম বেলা প্রায় এগারটার সময় আজও তিনি সেই স্থানে উপনীত হইলেন এবং ঘনপত্র ছায়া-স্নিগ্ধ একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া নদীতে ছিপ ফেলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি কিন্তু ফাৎণার দিকে কমই ছিল—চঞ্চল চক্ষু রাই-হাউসের দিকে—তটিনীর উভয় তীরে সদাই সঞ্চালিত হইতেছিল। এক ঘণ্টা অতীত হইল কিন্তু ছিপে একটীও মাছ পড়িল না। তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ছিপ ফেলিয়া, একখানা বই হাতে করিয়া সুকোমল তৃণ-বিমণ্ডিত নদী-পুলিনে শুইয়া পড়িলেন। এ অবস্থায় পাঠ অসম্ভব। পুস্তকে মনোসংযোগ করিতে উদ্যত হইলেই, রুথের সুন্দর মুখখানি মানস-পটে সমুদিত হইয়া, বিষম গোলযোগ উপস্থিত করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন, আজ দিবাভাগ পরম রমণীয়—স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে আজ প্রকৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। এ শোভা দেখিতে রুথ কি বাহির হইবে না? যদি বাহির হয়, নদীর এ দিকে কি আসিবে না?

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, লরেন্স লি যে স্থানে শুইয়া আছেন, সেখান হইতে রাই-হাউসের দূরত্ব সিকি মাইলের ঊর্দ্ধ হইবে না। সুতরাং এ স্থান হইতে রাই-হাউস বেশ দৃষ্টিগোচর হয়, কেবল যে খণ্ডের সন্মুখে পান্থাবাস অবস্থিত—সেই অংশটা দেখা যায় না। নদীর উপর যে সেতু আছে,—তাহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

শুইয়া শুইয়া দেখিলেন, কে একজন সেতু পার হইয়া, নদীর অপর তীরে অগ্রসর হইতেছে। মূর্ত্তি কোন রমনীর। আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। মূর্ত্তি যে কাহার, দূর হইতে তাহা বুঝিতে না পারিলেও, সুখ-প্লাবনে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। রমণী-মূর্ত্তি ক্রমশঃ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আরও নিকটবর্ত্তিনী হইলে বুঝিলেন, তাঁহার আশালতা মুকুলিতা হইয়াছে। তটিনীর অপর তীরবর্ত্তিনী রমনী তাঁহার চিত্তবিহারিণী মোহিনী রুথই বটে। তিনি বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি প্রবাহিনীর এ পারে—আর রুথ অপর তীরে। নিকটে নদী পার হইবার আর কোন উপায়ও নাই। অপর তীরে উপস্থিত হইতে হইলে, ঐ সেতু দিয়া পার হইতে হইবে। সে যে অনেক পথ! জলে নামিয়া—সাঁতার দিয়া—নদী পার হইয়া তাঁহার নিকট যাইবেন কি? কি বলিয়া যাইবেন? তাঁহার সহিত সেই একদিনের আলাপ—সেই আলাপে এতখানি করা কি ভাল? হায় হায়! কেন তিনি আজ এ তীরে বসিয়াছিলেন? বিরক্তিভরে অধর দংশন করিলেন। কামিনী আরও নিকটবর্ত্তিনী। তাঁহার পার্শ্বে উপনীত হইতে না পারিলেও, এ পারে বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সুযোগ ঘটিবে—এই আশাতেই আশান্বিত হইলেন। তাঁহার মধুময় কণ্ঠধ্বনি আকর্ণন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রুথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। এখন উভয়ের মধ্যে দূরত্ব একশত গজের অধিক হইবে না—কিন্তু যুবতীর দৃষ্টি এখনও তাঁহার উপর নিপতিত হয় নাই। এই সময়ে আর একটী বিষয়ের উপর তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এক অশ্বারোহী, নদীর উপর সেতু যে স্থানে অন্য পথের সহিত মিশিয়াছে,—সেই পথ হইতে যাইয়া রুথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে ভাদ্র, ১৩২২ সাল। ইং ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সাল। [৫ম খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গো-পালন বিধি।

গাভীর এই রোগ হইলে পার্শ্বে ও বাঁটে ফুস্কুড়ী হইয়া থাকে। ঐ ফুস্কুড়ী সিঙ্গের ধারে ফোস্কার মত হয়। কখন কখন নাকের ঝিল্লিতে হইতে দেখা যায়। ফুস্কুড়ি বাহির হইবার ১৮ কিম্বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুস্কুড়ি ফাটিয়া বা দেখা দেয়. উহা শীঘ্র ভাল না হইলে নালী হয়।

মুখের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রায়ই জিহ্বাতে ঐরূপ ফুস্কুড়ী হইয়া থাকে। কখন কখন দাঁতের গোড়ায়, টাকরায় ও গালের ভিতর হয়।

পায়ে ফুস্কুড়ী হইলে খুরের সঙ্গে যে স্থানের চর্ম্মের যোগ থাকে সেখানে খুরের জোড়ের মধ্যে হইয়া থাকে।

মুখের বেদনা ও জ্বর থাকিতে পশুটী খায় না ও যে পায়ে ঘা সেই পায়ে খোড়াইয়া চলে।

বলদ হইলে তাহাকে যদি খাটান যায় তবে আরও কঠিনতর হইয়া উঠে, পা ফুলিয়া যায়, অনেক অনেক স্থলে খুর খসিয়া পড়ে, কখন কখন পায়ে ফোড়া হয়।

পালান ও বাঁটে ফুস্কুড়ী হইলে তাহা ফুলিয়া উঠে ও স্পর্শ করিবা মাত্র বেদনা বোধ করে। বাছুর ঐ গাভীর দুগ্ধ চুষিয়া খাইলে তাহারও এই রোগ হয়।

পয়স্বিনী গাভীর এই রোগ হইলে দোহন করিবার সময় দোয়ালের হাত ফোস্কায় লাগিয়া অধিক টাটাইয়া উঠে। না দুহিলে পালান ফুলিয়া যায় ও তাহাতে দাহ জন্মে।

দোয়ালেরা রুগ্ন গরু দুহিয়া যদি ভাল করিয়া হাত না ধোয়, তবে সুস্থ গোরুর পালান স্পর্শ করিলে তাহারও এই রোগ হয়।

কখন কখন ভ্রমক্রমে এই রোগ বসন্ত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে উদরাময় এই রোগের লক্ষণের মধ্যে নহে। বসন্ত হইলে উদরাময় ও রক্তামাশয় হইয়া থাকে। অধিকন্তু বসন্ত হইলে পায়ের রোগ হয় না।

রুগ্ন জন্তুর উপযুক্ত যত্ন হইলে তিন চারি দিনে জ্বরের সকল লক্ষণ লোপ পায় ও অধিক ক্লেশ না হইয়া দশ পনের দিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু যত্নের ত্রুটি হইলে বা রোগ সত্ত্বে গোরুকে খাটাইলে জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ক্ষুধামান্দ্য হয় এবং ক্ষুর ও পায়ের মধ্যে যে ঘা থাকে, তাহাতে ক্ষুর খসিয়া পড়িতে পারে। পা অধিক ফুলিয়া উঠে, তাহাতে ফোড়া হয় ও দশ বার দিন মধ্যে গোরু মরিয়া যায়।

চিকিৎসা—রুগ্ন গোরুকে ঘরের ভিতর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিতে হইবে। সেই ঘরের মধ্যে যেন উত্তমরূপে বায়ুর গতিবিধি থাকে ও ময়লা শূন্য হয়।

প্রতিদিন দুই তিনবার গরম জল ৷৷• সের ও ফট্‌কিরি ১ তোলা একত্র মিশাইয়া সেই জলে মুখ ধুইয়া দিবে।

সকাল সন্ধ্যায় গরম জল দিয়া পা ধুইয়া সমস্ত ময়লা বিশেষতঃ খুরের মাঝে খাঁজের ময়লা বাহির করিয়া সেক দিতে হইবে। তাহার পর কর্পূর এক ভাগ, তার্পিণ তৈল সিকি ভাগ, মসিনার তৈল চারি ভাগ, উত্তমরূপে মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইয়া দিবে। মাংস বৃদ্ধি হইলে ঐ ঔষধে তুঁতের গুঁড়া মিশ্রিত করিবে।

পালান, বাঁট প্রভৃতি যে সকল স্থানে ঘা হয়, সেই সকল স্থান পরিষ্কার রাখা ও বারম্বার ঐ ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে মক্ষিকা কোন উপদ্রব করিতে পারিবে না।

অধিক জ্বর হইলে কর্পূর ৷৶• আনা, সোরা ১ তোলা, মদ্য আধ ছটাক, ১ সের শীতল জলের সহিত খাওয়াইবে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় অগ্রে মদের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া তবে তাহার সহিত জল মিশাইতে হইবে, নতুবা কর্পূর জলে ভাসিয়া বেড়াইবে।

অথবা সোরা ১।০ তোলা, লবণ ২॥০ তোলা, চিরতার গুঁড়া ২॥০ তোলা, গুড় দেড় ছটাক, আধসের জলের সহিত খাওয়াইতে হইবে।

পথ্য—দূর্ব্বাঘাস কিম্বা মটরের ডগি ও অন্যান্য নরম টাট্‌কা দ্রব্যাদি।

চাউল ৶০ পোয়া, জল ⁄৫ সের, দেড় ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিবে, তাহার পর যখন দেখিবে ঠাণ্ডা হইয়াছে, তখন তাহাতে অল্প লবণ মিশ্রিত করিয়া দিবে।

শোথজ্বর।

ইহাও সংক্রামক রোগ, ইহাতে চর্ম্মের নীচে কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ দাবনা ও পার্শ্বে, গলা ও জিহ্বা স্ফীত হয়। ফুলা স্থানটী বায়ুপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় ও টিপিলে চড় চড় করে। রুগ্ন জন্তুকে অন্য জন্তু স্পর্শ করিলে তাহারও এই পীড়া হইতে পারে। মানুষে স্পর্শ করিলে সাংঘাতিক কুকুরী জন্মে।

গোরু অনেক দিন অপকৃষ্ট বা ঘাসশূন্য জমিতে চরিলে তাহার পর চরিবার উত্তম স্থান পাইলে সচরাচর এই রোগ হইয়া থাকে। বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবা পশুর রক্ত শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, এজন্য অল্প বয়স্ক গোরুর এই রোগ অধিক হয়। রক্ত হঠাৎ গাঢ় হইলে দূষিত হইবার সম্ভাবনা এবং শরীরের কোমল মাংস শিথিল থাকে, তজ্জন্য সেই স্থানের শিরা হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়। যদি কোনও গোরু কৃশ অবস্থা হইতে হঠাৎ পুষ্ট হইতে থাকে, তবে সেই গোরুর এই রোগ প্রায়ই হইতে দেখা যায়। বৎসরের যে সময়ে দিবাভাগে গ্রীষ্ম এবং রাত্রিকালে শীত হয়, সে সময়ে গোরুকে ফাঁকে রাখিলে এই পীড়া হইতে পারে। আমাদের দেশে জলাভূমিতে চরিলেও গোরুর এই রোগ জন্মে। পালের মধ্যে একটী গোরুর এই জ্বর হইলে অন্য সকলেরও হইবার সম্ভাবনা থাকে; অতএব ইহা সংক্রামক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

লক্ষণ—সচরাচর হঠাৎ এই রোগের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশিত হয়। যে গরুকে সুস্থ স্বচ্ছন্দ দেখা যায়, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে ম্লান ও আড়ষ্ট হইয়া পা নাড়িতে কষ্ট বোধ করে। কিছুক্ষণ পরে শরীরের কোন অঙ্গে, যথা দাবনা, পার্শ্ব, গলা ও জিহ্বার নিম্নভাগ ফুলিয়া উঠে, কখন কখন বুকে, পেটে এবং মজ্জাতেও এই রোগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। চর্ম্মের নীচে ফুলা স্থান টিপিয়া ধরিলে বুজবুজ করে ও তাহা বায়ুপূর্ণ বোধ হয়, এবং তাহাতে এক প্রকার তাপ জন্মে। গলায় ফুসফুসে পীড়া হইলে শ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ করে। মজ্জাতে হইলে গোরু অচেতন থাকে, পেটে ও প্লীহাতে হইলে সেই সেই স্থানে বেদনার লক্ষণ দেখা যায়, পায়ের কোন স্থানে এই রোগ হইলে গোরু প্রায় পা তুলিয়া চলিতে পারে না, অবশেষে নিশ্চল ভাবে একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে। আক্রমণ কালের অব্যবহিত পরেই রোগ বৃদ্ধি হইয়া উঠে এবং ফুলা স্থান সত্বর আরও অধিক ফুলিতে থাকে ও অল্পকাল মধ্যেই পশুকে চলিতে অশক্ত করে। তখন ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস হয়, কোঁথ পাড়িতে থাকে, নাড়ী বেগে চলে, শীঘ্র বল হ্রাস হইয়া আইসে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গোরুর প্রাণ সংহার করে। এই রোগ দুই ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে।

চিকিৎসা—ফুলা অধিক হইলে শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হওয়ায় ফুসফুস্ রক্তপূর্ণ জানা গেলে চিকিৎসায় ফল হয় না। শরীরের কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে গোরুর এই রোগ হইয়াছে জানিতে পারা যায়, তৎক্ষণাৎ মসিনার তৈল এক ১ পোয়া, গন্ধকের গুঁড়া আধ পোয়া, শুঁঠের গুঁড়া ১ পোয়া, আধ সের তপ্ত মাড়ের সঙ্গে গোরুকে খাওয়াইয়া দিবে। অথবা লবণ দেড় ছটাক, মুসব্বর ১।০ তোলা, গন্ধকের গুঁড়া ৫ তোলা খাওয়াইবে।

শুটের গুঁড়া ২॥০ তোলা, গুড় আধপোয়া, তপ্তজল ⁄১ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। যতক্ষণ দাস্ত হইতে আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ ৮।১০ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ দিতে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত মদ্য ১ ছটাক, কর্পূর ৶০ আনা এক পোয়া ভাতের মণ্ডের সহিত উত্তমরূপ মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর এক একবার খাইতে দিবে।

পশুটাকে ঘরের ভিতর রাখিয়া সামান্য লবণের সহিত উত্তম পরিষ্কার জল খাইতে দিবে।

পালের একটি গোরুর রোগ হইলে অপর সকলের হইবার সম্ভাবনা, অতএব তাহাদিগকে যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য অন্যান্য গোরুকে লবণ আধপোয়া, গন্ধকের গুঁড়া দেড় ছটাক, শুঁটের গুঁড়া ১।০ তোলা, গুড় দেড় ছটাক, গরম জল ⁄২ সের, ভাল করিয়া মিশাইবে, তাহার পর সেই জল শীতল হইলে একটু সোরা মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। পালের সুস্থ গোরুগুলিকে কেবল ঘাস দিবে এবং সর্ব্বদা যাহাতে রক্ত চলাচল হয়, এজন্য তাহাদিগকে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে হইবে। রুগ্ন পশুর চিকিৎসা করা অপেক্ষা ঐ রোগ যাঁহাতে না হইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে বা যে গোরুর এই পীড়া হয়, সেই স্থান বা সেই গোরুর নিকট হইতে সুস্থ গোরুগুলিকে দূরে রাখা যুক্তিযুক্ত।

মেষের এই রোগ হইয়া থাকে। তাহার চিকিৎসা প্রণালী একই প্রকার, কেবল মাত্র মাত্রার পরিমাণ অল্প দিতে হয়।

স্থানিক পীড়া।

ফুস্‌ফুসের প্রদাহ—এই রোগ ফুস্‌ফুস্ ও বক্ষাবরণ ঝিল্লিতে হইয়া থাকে এবং সংক্রামক মধ্যে পরিগণিত। সঞ্চারের পর এক মাস অবধি চারি মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। সংক্রামকত্বই ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ—গো-চিকিৎসকেরা ফুস্‌ফুসের উপর কান রাখিয়া ও টোকা মারিয়া রোগের লক্ষণ জানিতে পারেন। তদ্ভিন্ন পশুটী স্বাভাবিক অপেক্ষা সুস্থ এবং কখন কখন পুষ্ট দেখায়, তাহার কিয়দ্দিন পর গোরু কাঁপিতে থাকে, নাড়ী বেগবতী, মুখ গরম ও ওষ্ঠ শুষ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, শুষ্ক কাশি, অরুচি এবং দুগ্ধবতী গাভীর এই পীড়া হইলে দুগ্ধ কমিয়া যায়। জ্বরের লক্ষণ দেখা যায়, গা শিহরিয়া উঠে, শ্লেষ্মক ঝিল্লি কুঞ্চিত হয়, শ্বাসে গন্ধ বাহির হয়, কষ্টে ঘন ঘন শ্বাস পড়ে, নাড়ী প্রতি মিনিটে ৮০ হইতে ১০০ বার পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, পরে অতি ক্ষীণ হয়, নাকের ছিদ্র বড় ফাঁক হয়, দাঁড়াইবার সময় হাঁটু বাকিয়া যায়, শয়ন করিবার সময় চিৎভাবে থাকিবার চেষ্টা করে, যে দিকের ফুস্‌ফুসের পীড়ার আক্রমণ হয়, তাহার অপর দিক চাপিয়া শয়ন করে। কখন কখন চক্ষু ও নাসিকায় অল্প অল্প পিচুটি পড়ে, পা, শির ও চর্ম্ম শীতল হইয়া উঠে, পরে আস্তে আস্তে ঘন ঘন কাশিতে থাকে, চর্ম্ম অতিশয় শুষ্ক হয় এবং ক্রমে তাহা অস্থি চর্ম্মসার হইয়া পড়ে।

পাঁজরের হাড়ের মধ্যস্থলে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে লাগে, গোরু গোঁ গোঁ করে ও কোঁত পাড়ে। রোগের শেষাবস্থায় উদরাময় হয়। এই রোগে সর্ব্বদাই অল্প বা অধিক জ্বর থাকে, জ্বর কমিয়া গেলে ক্ষুধা বাড়ে, কিন্তু আহার করিলে অজীর্ণ হইয়া কাশ বৃদ্ধি করে। ক্রমে বুক ভার হইতে থাকে ও পরিশেষে শ্বাস ফেলিতে অসমর্থ হইয়া মারা যায়। আরম্ভাবধি ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত এই রোগ থাকিতে দেখা গিয়াছে।

চিকিৎসা—গোরু রুগ্ন হইলে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক ঘরে রাখিয়া শুশ্রূষা করিতে হইবে। সেই ঘরে যাহাতে অধিক নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করে, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিতে হইবে। পথ্যের মধ্যে টাট্‌কা ঘাস, কোমল ও রেচক দ্রব্য, ভাতের মাড় ও পরিষ্কার জল খাইতে দেওয়া উচিত। বিচালি বা অন্য প্রকার শুষ্ক ঘাস দেওয়া বিধি নহে।

জ্বর হইয়া নাড়ী বেগবতী হইলে কর্পূর ৵০ আনা, সোরা ৵০ আনা, ধুতুরার বীজ চূর্ণ ।৵০ আনা ও মদ্য আধ ছটাক ভাতের পাতলা মাড় আধ সেরের সহিত খাওয়াইতে হইবে।

পেট আটিয়া গেলে হীরাকসের গুঁড়া ।৵০ আনা, চিরতার গুঁড়া ১।০ তোলা, আধ সের ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে।

শ্বাস ফেলিতে অধিক কষ্ট হইলে, তপ্ত জলে ফ্লানেল কিম্বা কম্বল ভিজাইয়া ১৫ মিনিটের অধিক ৩০ মিনিটের অনধিক কাল সেক দিবে। কিন্তু যে স্থানে সেক দিবে, সেই স্থানে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে এরূপ সাবধানতা লইবে। সেক দিবার পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা সেই স্থান ভাল করিয়া মুছিয়া সরিষার তৈল ৪ ভাগ, তার্পিণ তৈল ২ ভাগ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে।

পেট আটিবার লক্ষণ দেখিলে মসিনা দেড় পোয়া, জল ৪ সের এক ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া জুড়াইলে কাপড়ে ছাকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইবে এবং তাহাতে এক ছটাক গুড় ও এক ছটাক লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২ বার খাওয়াইবে।

পশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে ভাতের মাড় এক সেরের সহিত এক ছটাক মদ্য মিশ্রিত করিয়া দিনে দুইবার খাইতে দিবে।

এই রোগ হইতে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। কদাচিত দেখিতে সুস্থবোধ হইলেও শরীর গতি চিরকাল দুর্ব্বল থাকিবে।

গলা ফুলা ও গলার ঘা—এ রোগটী বড়ই সাংঘাতিক এবং সংক্রামক। এক প্রকার বিষ হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

লক্ষণ—জ্বর, কণ্ঠ ও কাণের নিম্নভাগ ও চোয়ালের মধ্যে যে গ্রন্থি থাকে, তাহা ফুলিয়া উঠে, মুখ হইতে লাল পড়ে, জিহ্বা ও মুখের পশ্চাদ্ভাগ ফুলিয়া উঠে, ঢোঁক গিলিতে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়। নাকের ছিদ্র ও চক্ষের প্যাত্তার পরদা লাল হইয়া উঠে, ক্রমে ঐ সকল উপসর্গই বৃদ্ধি পায়। গলা ঘড় ঘড় করে, শ্বাসে বড় দুর্গন্ধ হয়, জিহ্বা মুখের বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে ও কাল ক্ষতযুক্ত হয়, স্থানে স্থানে পুঁযও বাহির হয়, এরূপ অধিকক্ষণ থাকিতে হয় না, শীঘ্রই মরিয়া যায়। এই রোগ উর্দ্ধ সংখ্যা তিন দিন থাকে। শতকরা ২০টি গোরু এই রোগে বাঁচে কি না সন্দেহ।

চিকিৎসা—এই রোগ অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, এজন্য সত্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন গোরুর আহার গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয় দেখিবে, সেই সময় পূর্ব্বাধ্যায়ে যে জোলাপের কথা বলা হইয়াছে সেই জোলাপ দিবে। পরে কণ্ঠের রোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তজ্জন্য কণ্ঠার চারিদিকে এক কানের মূল হইতে অন্য কানের মূল পর্য্যন্ত কণ্ঠনালীর উপরিভাগে দুই তিন ইঞ্চি স্থান ব্যাপিয়া তিন চারিবার লাল করিয়া লৌহ পোড়াইয়া দাগ দিবে এবং চোয়ালের নীচে ও মধ্যে স্থানের এক কাণের মূল হইতে অন্য কাণের মূল পর্য্যন্ত ঐরূপে দাগ দিতে হইবে। তাহার পর তেলাপোকা ১ ভাগ, মশিনার তৈল ৬ ভাগ, মোম ৬ ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া মালিশ করিবে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় অগ্রে মোম গালিয়া তাহাতে মশিনার তৈল মিশাইবে পরে তেলাপোকা বাটিয়া তাহাতে দিবে।

অথবা জয়পালের তৈল ১।০ তোলা, সরিষার তৈল আধপোয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে।

এই দুই ঔষধে ব্লিষ্টারের কায করে।

উহাদের প্রয়োগে যদি বিশেষ ফল পাওয়া যায়, তবে সুলক্ষণ জানিতে হইবে।

তদনন্তর ফট্‌কিরি ৮০ আনা, গুড় আধপোয়া, জল আধসের একত্র করিয়া মুখ ধুইয়া দিবে।

পশ্চাৎ ধুতুরার বীজচুর্ণ ।৴০ আনা, কর্পূর ৮০ আনা, মদ্য আধ পোয়া, ভাতের তপ্ত মাড় এক সেরের সহিত খাওয়াইবে।

ঔষধ খাওয়াইবার সময় বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে, যেন ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে গলায় না লাগে, কেন না বেদনাসত্বে গলায় ঔষধ আটকাইলে গোরুর বিলক্ষণ কষ্টের সম্ভাবনা, এমন কি তাহাতে গোরু মরিয়া যাইতে পারে।

কণ্ঠরোধ—এই রোগে আহারীয় গিলিতে কষ্টবোধ করে, কিম্বা একেবারেই গিলিতে পারে না।

কারণ—আহারকালে খাদ্যদ্রব্য গলার যে নলী দিয়া পাকস্থলীতে যায়, তাহার পশ্চাৎ বা মধ্যভাগে কোন দ্রব্য আটকাইয়া গেলে এই রোগ হইয়া থাকে।

লক্ষণ—ইহাতে গোরু কাশিতে থাকে, মুখ দিয়া লাল পড়ে, জল খাইলে সেই জল নাক দিয়া বাহির হয়। গোরু অতিশয় অস্থির হয়, মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ পায়, ঘাড়ের মাংস পেশী খেঁচিতে ও খিল ধরিতে থাকে, ত্বরায় আরোগ্যলাভ না করিলে পেট ফুলিয়া উঠে।

চিকিৎসা—তিসির তৈল আধ পোয়া গরম করিয়া এক ছটাক মদ্য মিশাইবে, তাহার পর অতি সাবধানে সেই মিশ্রিত দ্রব্য খাইতে দিবে। ইহাতে গলার নলী ও গলায় আটকান ভুক্তদ্রব্য পিচ্ছিল হইয়া উদরস্থ হইবে।

আটকান দ্রব্য কণ্ঠার পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে হাত দিয়া সরাইয়া দিতে হইবে। গলার নলীতে আটকাইয়া থাকিলে উপরোক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া বাহিরে যে স্থান ফুলিয়া থাকিবে, সেই স্থানটীর চারিধার অঙ্গুলি দ্বারা ধীরে ধীরে টিপিয়া দিতে হইবে, তাহাতে এ আটকান দ্রব্য সম্পূর্ণ সরিয়া না গেলে, আবার একটু মদ্য ও তৈল উপরোক্ত পরিমাণে সেবন করাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিবে।

সিমলা—ইহার অপর নাম পশ্চিমা। পাকস্থলী বাষ্প ও বায়ুতে ফাঁপিয়া উঠিলে এই রোগ জন্মে।

কারণ—অনিয়মিত আহার জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বে যে দ্রব্য না খায়, এমন দ্রব্য খাইলে এই রোগ হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে তৃণাভাবে ও তাহার পর বর্ষাকালে নরম ঘাস ও বৃক্ষপল্লব ভক্ষণ করিলেও এই রোগ জন্মিতে পারে, পালের মধ্যে একটি গোরুর এই পীড়া হইলে অবশিষ্ট গোরুগুলিরও হইতে পারে। কখন কখন কণ্ঠরোধ পীড়ার ন্যায় পশ্চিমা বা সিমলা রোগ দেখা দেয়।

লক্ষণ—পেটের বামদিকের পশ্চাদ্ভাগ ফুলিয়া উঠে, অঙ্গুলি দ্বারা তাহার উপর টোকা মারিলে পাকস্থলীতে বায়ু জমিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, মাথা সোজা করিয়া রাখে, গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করে, আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, বোধ হয়, যেন আর নড়িতে চড়িতে পারিবে না। শীঘ্র পেট আরও অধিক ফুলিতে থাকে, অন্যান্য লক্ষণ ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর দেখা যায়। পাকস্থলীতে যে বায়ু জমিয়া থাকে, তাহা বাহির করিয়া না দিলে, পেট অতিশয় ফুলিয়া গোরুকে বড় কষ্ট দেয় এবং পশু আর দাঁড়াইতে পারে না, পড়িয়া যায় ও শ্বাস বন্ধ হইয়া মারা পড়ে।

অনেক সময়ে এই রোগ, ভ্রমক্রমে অন্য রোগের ন্যায় বোধ হয়। কখন কখন বিষ খাওয়ান বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে, রোগ কঠিন হইলে গোরু এক হইতে তিন ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—মদ্য আধপোয়া, শুঠের গুঁড়া ১ ছটাক, গোলমরিচের গুঁড়া ১।০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া আধসের গরম জলের সহিত খাওয়াইয়া দিবে। গো-বৎসের এই পীড়া হইলে এই ঔষধ অর্দ্ধ মাত্রায় দিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সহজ কবিরাজী গৃহ-চিকিৎসা।

ধাতু ও রস।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারদকে রস কহে। আর গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, স্রোতোঞ্জন, সোহাগা, রাজাবর্ত্ত, চম্বক, স্ফটিক, শঙ্খ, খড়ি, গিরিমৃত্তিকা, হিরাকস, রসমাণিক্য, কড়ি, বালি, কেলা, কঙ্কুষ্ঠ ও সৌরাষ্ট্রী, ইহাদের মধ্যে পারদের কিছু কিছু গুণ বিদ্যমান আছে বলিয়া ইহাদিগকে উপরস কহে।

হীরা, পান্না, ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, বৈদুর্য্য ইহাদিগকে রত্ন বা মণি বলে।

শুক্তি, কাচ, কর্পূরাশ্মা প্রভৃতি উপরত্ন নামে অভিহিত হয়। আর বৎসনাভ, হরিদ্রা, মণ্ডুক, প্রদীপন, সৌরাষ্টক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হলাহল, ব্রহ্মপুত্র ইহাদিগকে বিষ বলে। আকন্দ, মনসার আটা, বিষলাঙ্গলা, করবী গুঞ্জা, আফিং ও ধুতুরা এই সকল উপবিষ।

ঐ সকল ধাতুরস প্রভৃতি আবশ্যক মত উত্তমরূপে শোধন, জারণ ও মারণ বা ভস্ম না করিয়া ঔষধে ব্যবহার করা অবিধেয়। শোধিত ধাতু প্রভৃতির গুণাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বর্ণ—শীতল, বলকর, রসায়ন, চক্ষুষ্মতা, কান্তি ও স্মৃতিপ্রদ, বয়ঃস্থাপক, মেধাবর্দ্ধক, শোষ, ক্ষয়, উন্মাদ ও ত্রিদোষজ্বরনাশক।

রৌপ্য—ঈষৎ সারক, শীতল, স্নিগ্ধ, আয়ুবর্দ্ধক, পিত্ত, প্রমেহ ও অজীর্ণনাশক।

তাম্র—সারক, পিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক। উষ্ণ, ব্রণরোপণকর, পাণ্ডু, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, কৃমি, বিষ, যকৃত, প্লীহা, উদরশূল, আমবাত ও গ্রহণীনাশক।

রঙ্গ—বিংশতিপ্রকার মেহনাশক, দেহের সৌখ্য ও পুষ্টিকর, ইন্দ্রিয়গণের বলদাতা, ক্রিমি, মেদ ও শ্লেষ্মানাশক।

দস্তা—দৃষ্টিবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত, মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসনাশক।

সীস—অত্যন্ত বলকর, বীর্য্য, আয়ু, কান্তি ও অগ্নিবর্দ্ধক।

লৌহ—অর্দ্ধাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গ বাত, পরিণাম শূল, বমি, পীনস, পিত্ত, শ্বাসরোগে উপকারক, বল, বীর্য্য, পুষ্টিবর্দ্ধক; এবং গুল্ম, উদর, অর্শ, শূল, আম, আমবাত, ভগন্দর, শোথ, কামলা, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, যকৃত, অম্লপিত্ত ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগনাশক।

হরিতাল—পিণ্ড ও পত্র নামক দুই প্রকার হরিতাল আছে। পিণ্ড হরিতাল—অল্প সত্ত্ববিশিষ্ট ও হীনগুণ, শুক্র ও রজোরোধক। পত্র হরিতাল—উষ্ণ, কান্তি, বীর্য্য ও ওজোবর্দ্ধক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিষ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ ও পিত্তনাশক।

মনঃশিলা—সারক, লেখনকর, বিষ, কাস, শ্বাস, মূর্চ্ছা, কফ ও রক্তদোষনাশক।

স্রোতোঞ্জন—(কৃষ্ণ সরমা) চক্ষুষ্য, লেখনকর, স্নিগ্ধ, ধারক, শীতল এবং কফ, পিত্ত, বমি, বিষ, সিধ্ম, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক।

সৌবীরাঞ্জন—(শ্বেত সরমা) কৃষ্ণ সরমা অপেক্ষা হীনগুণ।

ফটকিরি—যোনি সংকোচকারী, ত্রিদোষঘ্ন, ধারক, বিসর্প ও ব্রণনাশক।

রাজাবর্ত্ত—প্রমেহ, ছর্দ্দি ও হিক্কানাশক।

চুম্বক—লেখন, শীতল এবং মেদ, বিষ ও বিষদোষনাশক।

গিরিমৃত্তিকা—(গেরিমাটী) শীতল, দৃষ্টির হিতকর এবং দাহ, রক্তপিত্ত, কফ, হিক্কা ও বিষদোষনাশক।

খড়িমাটী—শীতল ও মধুর।

বালুকা—লেখন, শীতল, এবং ব্রণ ও উরঃক্ষতনাশক।

হীরাকস—কেশজনক, বাতশ্লেষ্মা, নেত্রকণ্ডু, বিষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরি এবং প্লীহানাশক।

পঙ্ক—শীতল, সর এবং দাহ, পিত্ত, শোথ নাশক। উদরপ্রলেপে—মূত্রকর।

গন্ধবোল—দীপক, পাচন, ত্রিদোষঘ্ন ও স্বেদনাশক।

হীরক—আয়ু, পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও সৌখ্যজনক এবং ক্ষয় প্রভৃতি বহুরোগনাশক।

রত্ন—শীতল, সর, দৃষ্টিবর্দ্ধক, বিষদোষনাশক।

মুক্তা—শীতল, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, বর্ণ ও পুষ্টিদায়ক এবং ক্ষয়নাশক।

কড়িভস্ম—আগ্নেয়, বলকর এবং অম্ল, পরিণামশূল, ক্ষয়, বাত, গ্রহণী ও কফনাশক।

স্বর্ণমাক্ষিক—রসায়ন, চক্ষুষ্য, ত্রিদোষঘ্ন, এবং বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ ও কণ্ডুনাশক।

রৌপ্যমাক্ষিক—রসায়ন, ত্রিদোষঘ্ন এবং বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয় ও কফনাশক।

তুঁতে—বমনকর, কফ, পিত্তনাশক ও অশ্মরী, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ক্রিমিনাশক ও ভেদন।

খর্পর—গুরু ক্লেদকর এবং ক্ষয় ও নেত্ররোগনাশক।

পিত্তল—রুক্ষ, তিক্ত, পিত্তকর, লবণরস, শোধনকর, আলেখন, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক।

সিন্দুর (মেটে)—উষ্ণ, ভগ্নসন্ধানকর, ব্রণের শোধক, রোপণকর এবং বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষনাশক।

শিলাজতু—রসায়ন, কফ, মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, বাত, অর্শ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর ও ক্রিমিনাশক।

পারদ—ষড়রসসংযুক্ত, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন তেজঃ, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রভা, বল, কান্তি, দৃষ্টি, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং সর্ব্বব্যাধিবিনাশক।

গন্ধক—অত্যন্ত রসায়ন, কণ্ডু, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বাতনাশক, পাচক, আগ্নেয়, আমশোধক ও নাশক, বিষঘ্ন, পারদের বীর্য্যবর্দ্ধক, স্ত্রীদিগের ঋতুপ্রদ।

হিঙ্গুল—কফ, পিত্ত, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও বিষদোষনাশক এবং অগ্নি ও বলবর্দ্ধক।

অভ্র—রসায়ন, কান্তি ও বীর্য্যবর্দ্ধক, দেহ দৃঢ় ও সবলকারক এবং জরা ও মৃত্যুনাশক। ধাতুবর্দ্ধক, ত্রিদোষঘ্ন, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, ব্রণ, বিষ ও ক্রিমিনাশক।

শঙ্খভস্ম—আগ্নেয় এবং উদরাময়, শূল, অম্লপিত্ত, আধ্মান ও মেহনাশক।

রসমাণিক—বাতরক্ত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, উপদংশ, নাসিকা ও মুখের উগ্রক্ষত, পুণ্ডরীক, কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ প্রভৃতি নাশক।

বিষ—কফ, বাতঘ্ন, আগ্নেয়, যোগবাহী, মদকারী, প্রাণনাশক। (শোধিত বিষ) প্রাণদায়ক, রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষনাশক, বৃংহণ, বীর্য্যবর্দ্ধক, বহু রোগান্তক।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কৃষি-শিক্ষা।

বাগানের ও ক্ষেত্রের মৃত্তিকা প্রস্তুতের নিয়ম।

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য জন্য মৃত্তিকা প্রস্তুত করিবার বিষয়ে বড় অযত্ন দেখা যায়। সাধারণতঃ আমাদের দেশের কৃষকেরা কোন স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতেই বীজ বপন বা চারা রোপণ করিয়া থাকে। ইহাতে ফসল ভাল জ...

না,—তাহা ভাবিবার অবসর পান নাই। এক্ষণে লোক দুইজন—তাহারা যেই হউক, তাঁহার নেত্রপথের বহির্ভূত হইয়া যাইলে, তিনি চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন। এখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? যদি ঐ লোক দুইজনের মধ্যে একজন তাঁহার খুল্লতাত, এবং অপর তাঁহার অধীন কোন ভৃত্য হয়,—তবে এইখানেই তাঁহার কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি। তাঁহার খুল্লতাতের কার্য্যের উপর তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু যদি উহার মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহার খুল্লতাত না হয়—তবে সে কে? বাড়ীর মধ্যে ডাকাতি হইতেছে? তাহারা কি থলে বোঝাই করিয়া, ধন-রত্ন বা মূল্যবান সামগ্রী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে? তাহা যদি হয়, তাঁহার হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তাই বা কিরূপে সম্ভব? ডাকাতে কি লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইবার পর, যত্নের সহিত তালাচাবি বন্ধ করিয়া যায়? আর তাহারা চাবিই বা পাইবে কোথায়?

তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার গোলযোগ বাড়িতে লাগিল—তিনি সহসা কোন একটী বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইতে পারিলেন না। অবশেষে এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার একটা পন্থা দেখিতে পাইলেন। তিনি সার উইলিয়মের শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত যাইতে মনস্থ করিলেন। যদি তাঁহাকে তথায় দেখিতে পান, যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তাঁহার গোচর করিবেন। যদি তাঁহাকে তথায় দেখিতে না পান, তাহা হইলেন বুঝিবেন, তাঁহার সন্দেহ অমূলক নয়—যে দুই জন লোক অন্ধকারে সিন্দগ্ধভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহার খুল্লতাত সার উইলিয়ম। এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি শয়ন-প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন এবং একটা দালান পার হইয়া, তাঁহার খুল্লতাতের কক্ষ দ্বারে উপনীত হইলেন। অতি ধীরে রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিলেন কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। এবার তাহা অপেক্ষা জোরে ধাক্কা মারিলেন—তথাপি কোন সাড়া পাইলেন না। দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না—ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। তবে কি তিনি প্রকৃতই ঘরে নাই? না গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত? এবার আরও জোরে ধাক্কা মারিলেন—তবু কেহ উত্তর দিল না। তিনি ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হৃদয়ে যে সংশয়ের বোঝা লইয়া গিয়াছিলেন—তাহার কিছুমাত্র নিরসন করিতে পারিলেন না। প্রকৃত পক্ষে সার উইলিয়ম সুষুপ্তি-সমাচ্ছন্ন হইয়া আছেন কি না—তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতেও সাহস করিলেন না, কারণ পাছে তাঁহার খুল্লতাত বিবেচনা করেন, তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীর উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেছেন। সকল দিক বিবেচনা করিয়া তিনি—নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করিলেন। তথাপি তিনি নিশ্চিন্ত মনে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেন না—তাহার পরে আর কি ঘটে, দেখিবার জন্য, গবাক্ষ-সন্নিধানে বিলম্বিত-পর্দার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা তিনি সেই স্থানে সেই ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহার মধ্যে কাহাকেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিলেন না। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল—তাহারা এ বাড়ীর কেহই নয়—সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তনেরও কোন সম্ভাবনা নাই। শয়ন করিতে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ হইল। পূর্ব্বোক্ত দ্বারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, লোক দুইজন ফিরিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন—কিন্তু এবারেও তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। তবে এইমাত্র বুঝিলেন, একজন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি, অপর তাহার অপেক্ষা আকারে কিছু খর্ব্ব। এই খর্ব্বাকৃতির স্কন্ধেই সেবারে সেই বোঝাটা ছিল—এবারে কিন্তু কিছুই নাই। এতক্ষণের পর তাঁহার মনে হইল, ঐ খর্ব্বাকৃতি পুরুষ তাঁহাদের বৃদ্ধ ভৃত্য গ্রীমষ্টিড—তাহা হইলে অপর ব্যক্তি যে তাঁহার খুল্লতাত সার উইলিয়ম, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

লোক দুই জন যেই হউক—এবার আর তাহারা অট্টালিকার অবরুদ্ধ খণ্ডের দিকে অগ্রসর হইল না। যে খণ্ডে তাঁহার এবং তাঁহার খুল্লতাতের প্রকোষ্ঠ অবস্থিত—সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভৃত্যও সস্ত্রীক এই অংশের একটী কক্ষে বাস করে।

লরেন্স কিন্তু আর কোন দ্বার উদ্ঘাটন বা বন্ধ করিবার শব্দ পাইলেন না। হয় তাহারা তাঁহার দৃষ্টি-সীমার বহির্ভাগ দিয়া কোথাও চলিয়া গেল—নয় নিঃশব্দে অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নীরবে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। লরেন্স আর অধিক জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন না—নিজের আচরণে নিজেই অনেকটা লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলেন। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, শয্যায় শুইয়া পড়িলেন এবং নিদ্রাবেশে চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিলে, তমিস্রা রজনীর তমোরাশির মধ্য হইতে রহস্যময় অন্ধকার-মূর্ত্তি সকল সমুদ্ভূত হইয়া, ঘোরতর পাপানুষ্ঠানের জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যানে।

প্রভাতে যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। নবোদিত রবিকর মুক্ত গবাক্ষ-পথে কক্ষমধ্যে সঞ্চারিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। রাত্রির দুর্য্যোগ কাটিয়া গিয়াছে—মেঘমালা অন্তর্হিত হইয়াছে—প্রকৃতি আবার মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। রাত্রে এক পশলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—সে বৃষ্টি-ধারায় তরু-লতার মরকত-সৌন্দর্য্য আরও মধুরতা ধারণ করিয়াছে।

যুদ্ধের জন্য লোকে লুট করিবে। এই ভয় নিবারণের জন্য তিনি তাঁহার ধনসম্পত্তি ও দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত বাক্সে রাখিয়া নদীরধারে প্রথিত করিলেন। যে চাকরটি তাঁহাকে এই কর্ম্মে সাহায্য করিয়াছিল তাহার প্রাণ নাশ করিয়া উক্ত নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। এই পাপের ফল তাঁহার কন্যা ভোগ করিল। কন্যাটি তিনবার বিবাহিতা হইয়া তিনবারই বিধবা হইল, ইহাতে কন্যাটির মাথা খারাপ হইল এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই পুল পার হইবার সময় সে অদৃশ্য হইল এবং আর কখনও তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

অনতিবিলম্বে তিনি যুবতীর সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং শিষ্টতা-সহকারে মস্তকের টুপি খুলিয়া, তাঁহাকে কি সম্বোধন করিলেন। পরক্ষণে তাঁহার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অশ্বারোহী—কলোনেল গ্রাহাম—তাঁহার সেনাদলের অধ্যক্ষ।

তবে কি কুমারী রামবল্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে? মনে মনে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই দেখিলেন, কলোনেলের কথায় কুমারীর সম্ভ্রমের অপচয় ঘটিয়াছে। তিনি সবিশেষ লজ্জিত হইলেও, তাঁহার আকার ইঙ্গিতে অবজ্ঞা এবং গর্ব্বের একটা প্রকট ছায়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে কলোনেল লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন, এবং বলপূর্ব্বক যুবতীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিলেন। রুথ সবলে তন্মুহূর্ত্তে হস্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া, অধিকতর অপমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় সেতুর অভিমুখে বেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই কলোনেল তাঁহার ক্ষীণ-কটি বাহু-বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিলেন।

চক্ষের পলক ফেলিতেও বিলম্ব হয়, কিন্তু লরেন্সের নদী-বক্ষে লম্ফ প্রদান করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। নদীস্রোত সে স্থানে প্রবল এবং গভীর হইলেও, তিনি সন্তরণ-কৌশলে অনায়াসেই অপর তীরে উঠিলেন এবং যে স্থানে বিপন্ন যুবতী এখনও কলোনেলের বাহু-বেষ্টন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে—তদভিমুখে নক্ষত্রবেগে ছুটিলেন। তাঁহার বলদীপ্ত একটা আঘাতেই কলোনেল গ্রাহাম সটান ভূতলশায়ী হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কাপ্তেন ও কলোনেল।

কলোনেল গ্রাহামের বয়স প্রায় চত্বারিংশৎ বৎসর। দেখিতে দীর্ঘাকৃতি, দেহ বলময় এবং সুপুরুষ। মাথার চুলগুলি কাল—গোঁফ দাড়ি মসৃণ এবং সযত্ন বিন্যস্ত। দশনাবলী সুন্দর—সুযোগ পাইলেই, তাহাদের মনোরম কান্তি সকলকে দেখাইবার জন্য কিছু ব্যস্ত। আকারে প্রকারে তিনি যে একজন সৈনিক—সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদের উপর তাঁহার দৃষ্টি একটু বেশী। অবিবাহিত—পানাসক্ত এবং অব্যবস্থিত চিত্ত। ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত—কোন উত্তমর্ণ অধিক চাপাচাপি করিয়া ধরিলে, অন্যত্র কর্জ্জ করিয়া যে কোন উপায়ে সে দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে সিদ্ধহস্ত। তাঁহার মনে মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাঁহার নিকট যে তিনটী অব্যর্থ অস্ত্র আছে,—যে স্থানে যথনই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করুন না কেন—জয় অবশ্যম্ভাবী। সে অস্ত্র তিনটী,—তাঁহার রূপ—মোলায়েম শিষ্টাচার এবং আলাপ-পদ্ধতির মোহিনী শক্তি। এই তিনটী অস্ত্রের সাহায্যে তিনি যে কোন যুবতীর মনোহরণ করিতে সমর্থ—এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা তাঁহার হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি একজন সুনিপুণ সাহসী যোদ্ধা—তাঁহার শিক্ষা-কৌশলে সৈন্যগণ সুশিক্ষিত—তাঁহার কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত এবং সম ব্যবসায়ী অপরাপর সেনানীর সহ যে কোন আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে সদাই বদ্ধপরিকর।

কলোনেল গ্রাহাম মনে মনে কাপ্তেন লিকে ঘৃণা করিতেন। কারণ তিনি শৌর্য্য-বীর্য্যশালী, ক্রীড়াসক্ত এবং আমোদপ্রিয় হইলেও, তাঁহার মত চরিত্রদোষে দুষ্ট ছিলেন না—তিনি কখনও দ্যূতক্রীড়া করিতেন না—কখনও কোন বিষয়ে বাজী রাখিতেন না—অধিক পরিমাণে সুরাপান করিতেন না কিংবা কোন সহচরের মুখে অবৈধ প্রণয়ের রহস্যময় কাহিনী বা কোন যুবতীর প্রতি নির্দ্দয় অত্যাচারের লোমহর্ষণ বিবরণ শুনিয়া, হাস্যবদনে উৎসাহ দান করিতেন না। সে সময়কার সৈনিক সেনানীরা ব্যভিচারিতাকে দোষের মধ্যে গণ্য করিতেন না। লরেন্সের চরিত্রে আরও অনেক গুরুতর দোষ ছিল,—তাঁহার বাহ্য প্রকৃতি ধর্ম্মের আড়ম্বরে পূর্ণ ছিল না—তিনি ক্রীড়া-কৌতুক ভালবাসিলেও, কোন নর-নারীর উপর অত্যাচার করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন না কিংবা চরিত্রহীনতা প্রকাশ পায়, এমন কোন কার্য্যে যোগ দিতেন না। মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন কিন্তু কখনও কাহারও নিকট ঋণ গ্রহণ করিতেন না, পরন্তু আবশ্যক হইলে বিপদে আপদে বন্ধু-বান্ধবকে অর্থ-সাহায্যও করিতেন। প্রকৃতির ঔদার্য্য এবং সরলতাবশতঃ মজলিসী গল্পে কাহারও মুখে লম্পটতা বা শঠতার সগর্ব্ব উক্তি শুনিলে, হৃদয়ের দারুণ অবজ্ঞা চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। কলহপ্রিয় ছিলেন না বলিয়া, এই সকল বিষয় লইয়া কখনও তাঁহার সহিত কাহারও বিবাদ হইত না সত্য কিন্তু এরূপ প্রকৃতির সহিত কলোনেলের

গ্রাহামের মত ব্যভিচারী লোকের কখনই মিলন সম্ভবপর হইতে পারে না। এই সকল কারণে কলোনেল তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না—মনে মনে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিলেও মুখে কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। কারণ তাঁহার খুল্লতাত সার উইলিয়ম ব্রাণ্ডের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণগ্রস্ত। ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া সার উইলিয়মের বিরক্তি উৎপাদনে তাঁহার সাহস নাই।

এবম্বিধ চরিত্রবান কলোনেল গ্রাহাম রুথের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, কুমারী তাঁহার রহস্যালাপে কখনই বিরক্ত হইবেন না। এই প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি তাঁহাকে সপ্রণয়ে সম্ভাষণ করিলেন। যুবতী কিন্তু তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিলেও, তিনি মনে করিলেন, এ তাঁহার কৈতব কোপ মাত্র। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন, সুন্দরীর অধর-সুধার আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া, তিনি কখনই প্রস্থান করিবেন না। রুথ তাঁহার কাপুরুষোচিত আচরণে বাধা দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মত একজন লোক অনুগ্রহ করিয়া, যাহাকে সম্মানিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে এক্ষণে সে অনুগ্রহের অপব্যবহার করাতে, তিনি আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া, বলপূর্ব্বক আরব্ধ কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এতদূর উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নদীবক্ষে অদূরে একজন ঝম্ফ প্রদান করিলেও, তাহা তাঁহার লক্ষীভূত হইল না। অবশেষে কাপ্তেন লি নিকটবর্ত্তী হইলে, তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—লয়েন্সলিকে চিনিতে পারিলেও হৃতগর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় রুথের কটী ত্যাগ করিলেন না। কাপ্তেন লি যে তাঁহার গাত্রে হস্তোত্তোলন করিবেন—এ চিন্তা একবারও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই,—সেই জন্য সহসা তাঁহার দ্বারা প্রহৃত হইয়া একেবারে বিস্ময়ে এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

রুথ কলোনেলের বাহু-বেষ্টন হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে করিতে নদীবক্ষে ঝম্প প্রদানের শব্দ শুনিয়াছিলেন এবং কে তাঁহার সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণকারী ভূশয্যাশায়ী হইবামাত্র কুমারীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা বীর যুবকের উপর ন্যস্ত হইল। তাঁহার আশঙ্কা-মলিন পাণ্ডুর বদন লজ্জা এবং ঘৃণায় আরক্ত হইয়া উঠিল, সেই আরক্ত-মাধুরীর কোলে কোমলতা এবং কৃতজ্ঞতার মধুর স্নিগ্ধতা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। তিনি এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া বিপর্য্যস্ত বেশ ভূষা সুবিন্যস্ত করিতে লাগিলেন।

কলোনেল গ্রাহাম মুহূর্ত্তে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে রক্তের চিহ্নমাত্র ছিল না। ক্রোধে এবং অপমানে অভিভূত হইয়া অস্পষ্টকণ্ঠে কহিলেন, "কাপ্তেন লি। তুমি তোমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর গাত্রে হস্তার্পণ করিয়াছ!"

লি। হাঁ করিয়াছি। কারণ তিনি কাপুরুষ দুর্ব্বৃত্তের মত আচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

গ্রাহাম। কাপুরুষ—দুর্ব্বৃত্ত! আমার প্রতি এই প্রকার দুর্ব্বাক্য ব্যবহার?

সঙ্গে সঙ্গে অসি অর্দ্ধ কোষোন্মুক্ত হইল।

লি। ইচ্ছা হয়, অস্ত্র চালান। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আমি নিরস্ত্র। উপস্থিত আমার পার্শ্বে কোন অস্ত্র নাই।

গ্রাহাম। সত্য। তদ্ভিন্ন আমি তোমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী—তোমার সহিত অস্ত্র-ব্যবহার আমার কর্ত্তব্য নয়। শোন—তুমি এই মুহূর্ত্তে তোমার সেনাদলে যোগ দিবে।

এই কথা বলিয়া, তিনি সগর্ব্বপদবিক্ষেপে তাঁহার অশ্বের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, নেদার হলের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, রুথ তাঁহার বিপদ-বন্ধুর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "কাপ্তেন লি! আমি দেখিতেছি, আপনি আমার জন্য আপনার সেনাপতির সহিত বিবাদ করিলেন।"

যুবতীর পদ্ম-নেত্র হইতে উদ্বেগ এবং আশঙ্কার ছায়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় তাঁহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য তাঁহার দিকে মৃণালসুন্দর ভুজদণ্ড প্রসারিত করিয়া দিলেন। যুবকও সাগ্রহে অথচ সসম্মানে তাহা আপনার উভয় করমধ্যে ধারণ করিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সে কর-কিশলয় যেন ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

৭ম বর্ষ।] ২৫শে আশ্বিন, ১৩২২ সাল। ইং ১২ই অক্টোবর, ১৯১৫ সাল। [৬ষ্ঠ খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কৃষি-শিক্ষা।

কলম।

বীজ দ্বারা চারা উৎপন্ন করিলে তাহার ফলের গুণ সেরূপ হয় না, এজন্য কলমে চারা করিয়া ফল ও ফুলের উৎকর্ষ সাধন করা হইয়া থাকে। সাত প্রকারে কলম প্রস্তুত প্রস্তুত হয়, যথা—(১) গুটিকলম, (২) মাটি-কলম, (৩) শাখাকলম, (৪) যোড়কলম, (৫) চোক কলম, (৬) চোঙ্গকলম, (৭) জিহ্বা-কলম। কিন্তু সকল প্রকার বৃক্ষ হইতে কল-মের চারা হয় না এবং সকল প্রকার কলম প্রস্তুতের প্রণালী সকল বৃক্ষে সমান নয়। বৃক্ষ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কলমের ব্যবস্থা আছে।

গুটি কলম।

গুটি কলম করিতে হইলে কোন শাখায় দুইটি পাত্রের মধ্যস্থলে যে পর্ব্ব (পাব) থাকে, তাহার চতুষ্পার্শ্বের ছাল ছুরি দ্বারা কিয়দংশ কাষ্ঠের সহি তুলিয়া ফেলিবে পরে পচা পাতার সার, গোময় অথবা খইল প্রভৃতির সার অল্প মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ স্থানের চারিদিকে দিয়া তদুপরি ছেঁড়া চট অথবা তদ্রূপ অন্য আবরণ বান্ধিয়া দিবে এবং একটা সচ্ছিদ্র ভার ঝুলাইয়া যাহাতে তাহার ঠিক উপরে সর্ব্বদা বিন্দু বিন্দু জল পতিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। এই প্রকারে দুই কি আড়াই মাস রাখিলেই বন্ধন স্থান হইতে শিকড় বাহির হইবে। তখন অতি সাবধানে ধীরে ধীরে শাখার যে স্থানে কলম বান্ধা গিয়াছে, তাহার নিম্নভাগে কাটিয়া রোপণ করিবে। কলম কাটিবার সময় অধিক নাড়া চাড়া লাগিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। উদ্যানে রোপণ করিয়া রাখিতে হয়। লেবু, লিচু, আম, জাম প্রভৃতি অনেক বৃক্ষে এইরূপে কলমে চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস গুটি কলম বান্ধিবার উপযুক্ত সময়।

মাটি কলম।

মাটি-কলম গুটি কলমের রূপান্তর মাত্র। ইহাদের পরস্পরের প্রভেদ এই যে, মাটি-কলম করিতে হইলে বৃক্ষের ডালকে নত করিয়া মৃত্তিকাপূর্ণ টবে পুঁতিতে হয়, আর গুটি কলম বৃক্ষের উপর মাটি তুলিয়া সেই মাটি ডালের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া বান্ধিতে হয়। যে শাখাকে নত করিয়া মাটি কলম করিতে হইবে, তাহার মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার উপযুক্ত অংশে ও মূলভাগে এক পত্র গাঁইট হইতে অপর পত্র গাঁইট পর্য্যন্ত ছুরিকার দ্বারা সমান অংশে চিরিয়া দিবে। ঐ চেরা অংশদ্বয় পুনরায় সংযুক্ত হইয়া না যায়, এ নিমিত্ত চেরার মধ্যস্থলে কঞ্চি বা কাষ্ঠ দিয়া মৃত্তিকায় এমত দৃঢ়রূপে প্রোথিত রাখিতে হইবে যে, শাখা কোন প্রকারে তথা হইতে উঠিতে না পারে। শাখার নির্দ্দিষ্টাংশ না চিরিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বের ছাল কিছু কাষ্ঠের সহিত তুলিয়া মৃত্তিকায় পুতিলেও হয়। অনন্তর তিন চারি মাস তদবস্থায় রাখিয়া মধ্যে মধ্যে জল দিলে উহা হইতে শিকড় বাহির হইবে। তখন সাবধান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শাখা হইতে উহাকে ছেদন করিয়া লইয়া উদ্যানে রোপণ করিবে। বৈশাখ মাস এই কলম করিবার উপযুক্ত সময়।

জোড় কলম।

এরূপ অনেক বৃক্ষ আছে, যে মাটি ও গুটি কলমে তাহাদের দ্বারা চারা অতি কষ্টে প্রস্তুত হয়, কিন্তু জোড় কলমে অনায়াসে তাহাদের চারা জন্মান যায়। এজন্য মালিরা কেবল জোড় কলম দ্বারাই সেই সকল বৃক্ষের চারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই কলম করিতে হইলে অগ্রে গামলায় বীজ-রোপণ পূর্ব্বক একটি চারা জন্মাইতে হয়। ঐ চারা উত্তমরূপে পরিপুষ্ট হইলে যে বৃক্ষে

কলম করিতে হইবে, তাহার এমন একটী শাখা বাছিয়া লওয়া আবশ্যক যে, সেই শাখার স্থূলতা চারার ডাঁটার ন্যায় হয়। চারার ডাঁটা অপেক্ষা শাখার স্থূলতা অধিক হইলে জোড় লাগিতে পারে, কিন্তু পরে চারার সরু ডাঁটা মোটা শাখার উপযুক্ত রস যোগাইতে না পারিয়া মরিয়া যায়। শাখা অপেক্ষা চারার ডাঁটা কিঞ্চিৎ স্থূল ও সতেজ হইলে কোন হানি হয় না, বরং কলম ভাল হয়।

চারা ও শাখা উভয়ের যে যে অংশ জুড়িতে হইবে, সেই সেই অংশ হইতে অন্যূন চারি অঙ্গুলি দীর্ঘে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠের সহিত ছাল তুলিয়া এরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে যে, জুড়িলে তাহার মধ্যে কিছুমাত্র ফাঁক না থাকে।

অনন্তর উভয়ের উক্ত অংশদ্বয়কে পরস্পর মিলিত করিয়া এক গাছি সরু দড়ি দিয়া পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত তদবস্থায় জড়াইয়া রাখিতে হইবে। পরে যখন উভয়ে উত্তম রূপে জোড়া লাগিবে, তখন জোড়ের নিম্নভাগে শাখা, উপরিভাগে চারার মস্তক কাটিয়া ফেলিতে হইবে। চারার মস্তক ছেদন না করিলে চারায় ও শাখায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল প্রসব করিবে এবং তাহাতে সংলগ্ন শাখা বল করিয়া বাড়িতে পারিবে না, সুতরাং জোড় কলমের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। এই কলম সকল সময়েই বাঁধা যাইতে পারে। শাখা ও চারা ভিন্ন জাতীয় হইলে প্রায় জোড় কলম হয় না।

এই কলম বান্ধিবার সময় শাখা ও চারার জোড় মুখের ছাল পরস্পর মিলিত না হইলে শাখা শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায় এবং চারার ডাঁটাটিও উপযুক্ত রসাকর্ষণে অসমর্থ হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএব কলম করিবার সময় যাহাতে উভয়ের ছাল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে, সে জন্য সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে।

অন্য চারা না পাওয়া গেলে এক জাতীয় দুই বৃক্ষের শাখায় শাখায়ও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রক্রিয়ায় জোড় লাগান যাইতে পারে, কিন্তু উহা সেরূপ উৎকৃষ্ট হয় না। আম, জাম, নিচু প্রভৃতি অনেক বৃক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে।

শাখা কলম।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বীজ হইতে উৎপন্ন চারার ফলের স্বাদ বৈলক্ষণ্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, অর্থাৎ যে ফলের বীজ হইতে চারা জন্মান যায়, সেই ফলের যে প্রকার আস্বাদ, তাহার প্রায় সে প্রকার হয় না। এজন্য লোকে কৌশল পূর্ব্বক বৃক্ষের শাখা দ্বারা চারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। শাখা দ্বারা চারা প্রস্তুত করিবার তিন প্রকার কৌশল উল্লেখ করা হইতেছে, এক্ষণে আর এক প্রকারের কথা লিখিত হইতেছে। এরূপ কলমকে শাখা কলম বলে। শাখা কলম জাত ফলের স্বাদের বৈলক্ষণ্য প্রায়ই ঘটে না; কিন্তু সকল গাছের শাখা কলম হয় না।

এই কলম প্রস্তুত করিতে হইলে চারি হাত লম্বা, দুই হাত প্রস্থ ও পাঁচ পোয়া উচ্চ একটী ইষ্টক নির্ম্মিত চৌকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এইরূপ চৌকা এমন স্থলে করা উচিত যে, তাহার উপর কোন প্রকার আচ্ছাদন না থাকে। প্রথমে ঝামা, ইট ভাঙ্গা অথবা খোলাকুচা দিয়া ঐ চৌকার অর্দ্ধহস্ত পূর্ণ করিবে, তাহার উপর ৫।৬ আঙ্গুল উচ্চ মাটি ফেলিবে, অবশিষ্টাংশ বালি দিয়া পূর্ণ করিবে।

বৃক্ষের যে সকল শাখা ঝুলিয়া পড়ে, সেই সকল শাখা হইতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখা বাহির হয়, সেই প্রশাখা গুলিকে শাখার কিয়দংশের সহিত কাটিয়া অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ রাখিবে, বক্রী কাটিয়া ফেলিবে এবং উহাদের নিম্নস্থ পত্রগ্রন্থির চারিদিক পরিস্কার করিয়া কাটিবে। কাটিবার পর চৌকা মধ্যে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া শাখাগুলি এরূপ ভাবে রোপণ করিবে, যেন তাহাদের পত্রোদ্গম হইলে একটীর পাতা আরটীর গায়ে না লাগে। এইরূপে রোপণ করিবার পর বেলগ্লাস বা লণ্ঠন দিয়া শাখাগুলিকে ঢাকা দিবে। তদ্বারায় কলম গুলির গোড়ার রস রোদে শুকাইবে না। গ্লাস ঢাকা দিবার পর দিবাভাগে চৌকার চতুর্দ্দিকে দর্ম্মা বা গোলপাতার আচ্ছাদন দিয়া রাখিবে, রাত্রিকালে খুলিয়া দিবে। চৌকার মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জল সেচন আবশ্যক, কিন্তু কোন মতে বৃষ্টির জল না পড়ে, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উদ্ভিজ্জের ভাব বুঝিয়া তদুপযুক্ত ধাতুতে শাখা কলম করিতে হয়। গোলাপের এই জাতীয় কলম শীতকাল ব্যতীত অন্যকালে হয় না। (ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সহজ কবিরাজী গৃহ-চিকিৎসা।

পরিভাষা-প্রকরণ।

পরিভাষা শব্দে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কতকগুলি বিস্তৃত বিষয়ের এবং কতকগুলি মিলিত দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত নাম বুঝায়।

ত্রিফলা—হরিতকী, বহেরা ও আমলকী এই তিন দ্রব্যের নাম ত্রিফলা।

ত্রিকটু—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদিগকে ত্রিকটু কহে।

ত্রিমদ—বিড়ঙ্গ, মুথা ও চিতামূল ইহারা ত্রিমদ।

ত্রিজাত—দারুচিনি, বড়এলাচী, তেজপাতাকে ত্রিজাত বলে।

পঞ্চকোল—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ এই পাঁচটীকে পঞ্চকোল কহে।

তুরম্ল—কুল, দাড়িম, তেঁতুল ও থৈকুল।

পঞ্চগব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র ও গোময় এই পাঁচটীকে পঞ্চগব্য কহে।

পঞ্চপিত্ত—বরাহ, মহিষ, ছাগ, রোহিত মৎস্য ও ময়ূর এই পাঁচটী জীবের পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে।

পঞ্চলবণ—সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিট লবণ, সমুদ্র লবণ ও উদ্ভিদ লবণ ইহাদিগকে একত্রে পঞ্চলবণ কহে।

পঞ্চমূল—(বৃহৎ) বেলছাল, যোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল এই পাঁচটীকে পঞ্চমূল কহে।

দশমূল—শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, বেলছাল, যোনাছাল, পারুলছাল, গাম্ভারীছাল গণিয়ারী ছাল এই কয়টীকে দশমূল কহে।

তৃণপঞ্চমূল—কুশমূল, কেশেমূল, শরমূল, উলুখড়মূল ও কৃষ্ণ ইক্ষুমূল এই পাঁচটীকে তৃণপঞ্চমূল কহে।

অষ্টবর্গ—মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভব, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি ইহারা অষ্টবর্গ।

জীবনীয়বর্গ—জীবক, ঋষভব, মেদ, মহামেদ, কাকোলী,ক্ষীরকাকোলী, মুগানী,মাষানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই দশটীকে জীবনীয় বর্গ বলে।

শোধণ ও জারণ।

অমৃত (মিঠা বিষ)—গরুর চোণায় তিন চারি দিন ভিজাইয়া রাখিবে, কিম্বা চোনায় দুই ঘণ্টা যাবৎ সিদ্ধ করিয়া লইবে। তৎপরে উপরকার ছাল ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে।

কড়ী ও শঙ্খ —লেবুর রসে ৩।৪ দিন ভিজাইয়া সরাব —ে ঘুঁটের আগুণে পোড়াইয়া লইবে।

কুঁচলে—দুগ্ধ মিশ্রিত জলে ৪।৫ ঘণ্টা সিদ্ধ করিবে।

গন্ধক—লোহার হাতায় সামান্য ঘৃত দিয়া গন্ধক গলাইয়া দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিবেন।

জয়পাল—বীজের মধ্যকার পত্রবৎ অংশ ফেলিয়া তিন দিন দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে।

পারদ—হলুদের গুঁড়া, ইটের গুঁড়া ও শুষ্ক চূর্ণ দিয়া মাড়িয়া পরে পানের রসে রৌদ্রে রাখিবে।

তুঁতে—কপোত বিষ্ঠার সহিত মাড়িয়া দশমাংশ সোহাগা মিশাইয়া ঘুঁটের আগুণে পোড়াইবে।

মনঃশিলা—বকফুল ও আদার রসে ৭ বার মাড়িয়া শুকাইবে।

ভেলা—থেঁতলো করিয়া তৎপরে ইটের গুঁড়া মাখাইয়া ২৪ ঘণ্টা পরে ধুইয়া ফেলিবে।

রসাঞ্জন ও হিঙ্গুল—চূর্ণ করতঃ গোঁড়া লেবুর রসে চার প্রহর রৌদ্রে রাখিবে।

হিং—সমান ঘৃতে ভাজিয়া লইবে।

লৌহ—তিলতৈল, ঘোল ও কাঁজিতে তিনবার করিয়া ফেলিয়া পরে গরুর চোণায় ভিজাইয়া রাখিবে। পরে পুনঃ পুনঃ চোণাসহ বাঁটিবে আর পোড়াইবে, এইরূপ অন্ততঃ শতবার করিবে। যত অধিক পোড়ান হইবে, তত অধিক গুণকর হয়।

অভ্র—আগুণে পোড়াইয়া ত্রিফলার কাথে ফেলিবে। পরে গোশালার পথে গোমূত্র নির্গমন পথের নীচে ছয় মাস পুতিয়া রাখিবে। তারপর উঠাইয়া গুঁড়া করিয়া পুনঃ পুনঃ বটছালের কাথে মাড়িবে আর পোড়াইবে।

তাম্র—লবণ, আকন্দদুগ্ধ ও নিশিন্দা পাতার রসে ফেলিয়া ৭ দিন রৌদ্রে রাখিবে বা একদিন সিদ্ধ করিবে। পরে লেবুর রস, গন্ধক ও সৈন্ধব চূর্ণ মাখাইয়া পুনঃপুনঃ পোড়াইবে।

রঙ্গ ও সীসক—আগুণে গলাইয়া চূণের জলে ঢালিবে, পরে উঠাইয়া লৌহ কটাহে রাখিয়া প্রচণ্ড অগ্নিযোগে ক্রমে ক্রমে যবানী, হরিদ্রা চূর্ণ ও তেতুলচটা চূর্ণ দ্বারা ঘষিবে।

স্বর্ণ—তিল তৈল, ঘোল ও কাঁজিতে সোণার পাত ৩ বার করিয়া ফেলিবে, পরে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া আকন্দ দুগ্ধে, দ্বিগুণ পরিমাণ কজ্জলী সংযোগে মাড়িয়া মুচির মধ্যে ৮বার পোড় দিবে।

রৌপ্য—তিল তৈলাদিতে নিক্ষেপ করিয়া লইবার পরে রৌপ্যের কুচি মনঃশিলা গন্ধক হিঙ্গুল ও আকন্দ দুগ্ধের সহিত ১২ বার মাড়িয়া ১২ বার পোড় দিবে।

মুক্তা প্রবাল—জয়ন্তী পাতার রস ও চুণের জলে বহুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া ঘুটের আগুণে পোড় দিবে। (ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গো-পালন বিধি।

স্থানিক পীড়া।

ঔষধে ফললাভ হইলে পশু অল্পকাল মধ্যেই ঢেঁকুর তুলিতে আরম্ভ করিবে। যত ঢেঁকুর তুলিবে পেট ফাঁপা ও শ্বাস ফেলিবার কষ্ট তত কমিয়া যাইবে।

পালের মধ্যে একটা পশুর এই রোগ হইলে অন্য গুলিকে কম করিয়া আহার দিয়া এই রোগের হাত হইতে মুক্ত করিবে।

পেট ফাঁপা ও পেট আকড়ানর অত্যন্ত পাকা উলুখড় বা খড়িমাটী মোটা শক্ত অথচ দুষ্পাচ্য দ্রব্য খাইলে পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠে। কখন অনেক দিন অনাহারে থাকিয়া একেবারে অধিক পরিমাণে সুস্বাদু পাইলে পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং একেবারে অনেক শস্য খাইলেও সেই রোগ জন্মে। আবার উপযুক্ত পরিমাণে জল খাইতে না পাইলেও এ রোগ হইয়া থাকে।

কারণ।—পাকস্থলী অধিক পূর্ণ হইলে প্রথমে তাহার কার্য্য শিথিলভাবে চলে, পরে

ক্রমশঃ মাংসপেশী ও আবরকের বামে ফুলিয়া উঠিলে পাকস্থলী শক্তিবিহীন এবং অবশ হইয়া পড়ে।

লক্ষণ।—বায়ু বা বাষ্প দ্বারা পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠাই সিমলা রোগের লক্ষণ। তজ্জন্য কখন কখন এই রোগকে সিমলা বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু এ রোগের লক্ষণ সকল সিমলা অপেক্ষা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে পশু প্রথমে ম্লান হয়, জাবর কাটে না, বামদিকের দাবনা ক্রমে ফুলিয়া উঠে, অঙ্গুলি দিয়া টোকা মারিলে বা টিপিলে সিমলা রোগের যেমন ঢ্যাপ ঢ্যাপ শব্দ হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না। কিন্তু আহারীয় দ্রব্যে পাকস্থলী পূর্ণ থাকায় শক্ত হয় এবং নরম মাটীতে অঙ্গুলি দিয়া টিপিলে অঙ্গুলি যেরূপে বসিয়া যায়, তেমনি টোল পড়া হয়। প্রায় এক ঘণ্টা মধ্যে লক্ষণ সকল বৃদ্ধি পায়, সহজে শ্বাস টানিতে না পারিয়া হাঁপাইয়া উঠে, বারম্বার গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে, শয়ন করিতে হইলে পশু দক্ষিণ পার্শ্বের উপর ভর দিয়া শয়ন করে, অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে পারে না, শুইয়া থাকিলে শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, এজন্য দাঁড়াইয়া উঠে, কোঁৎ পাড়ে, দাঁত কড়মড় করে, নাড়ী অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, ক্রমে শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এই রোগ একদিন হইতে তিন দিন থাকে।

চিকিৎসা।

ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে জমা হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর যাহাতে পাকস্থলীতে ক্রিয়া হইতে থাকে, এরূপ প্রক্রিয়া করিতে হইবে। এজন্য অবিলম্বে লবণ দেড় ছটাক, মুসর্ব্বর (গরম জলে ভালরূপ মিশ্রিত করিয়া) ১।০ তোলা, মসিনার তৈল ৵০ দুই ছটাক, শুঠের গুড়া ১।০ তোলা, মদ্য ৴০ এক ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই সের গরম জলের সহিত খাওয়াইবে। এই ঔষধ অত্যন্ত বিরেচক, এজন্য পূর্ণ বয়স্ক গোরুর পক্ষে উপরোক্ত পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল জানিতে হইবে, অর্দ্ধ বয়স্ক পশুর জন্য অর্দ্ধেক মাত্রায় দিবে এবং মেষের পক্ষে ছয় ভাগের এক ভাগ।

২ সের, গরম জলে সাবান ফেনাইয়া তাহাতে দেড় ছটাক সরিষার তৈল দিয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিবে এবং তদ্দ্বারা ১৫ মিনিট অন্তর পিচকারি দিতে হইবে। তাহার পরে গোরুর বামদিকে সরিষার তৈল ৪ ভাগ, তার্পিণ তৈল ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিবে। ইহাতে দাস্ত না হইলে পাকস্থলীর উপর গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া সেক দিবে এবং সুরা দুই ছটাক, শুটের গুড়া ১।০ তোলা, গোলমরিচের গুড়া ১।০ তোলা, গুড় দেড় ছটাক, মসিনার তৈল ১ ছটাক উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া ১ সের গরম জলের সহিত ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। এইরূপ করিতে করিতে ২০ ঘণ্টার মধ্যে জোলাপ না হইলে, জয়পালের বীজচূর্ণ ৵০ আনা, লবণ ৴০ ছটাক একত্রে খাওয়াইবে, কিন্তু পিচকারী দেওয়া বন্ধ না হয়। পশু ম্লান ও অচেতন হইবার চিহ্ন দেখিলে মসিনার তৈল বাদে উপরোক্ত মতে সুরা, শুঠের গুড়া, গোলমরিচের গুড়া ও গুড় একত্র করিয়া খাওয়াইবে। এই সময় তপ্তজলে বা তিসির পাতলা মাড় যত ইচ্ছা খাইতে দিবে।

দাস্ত আরম্ভ হইলে রোগের যাবতীয় লক্ষণ কমিয়া যাইবে। তাহার পর কয়েক দিন কেবল মাত্র তিসির মাড় কিম্বা ১ ছটাক লবণের সহিত ভূসির জাব খাইতে দিবে এবং অল্প করিয়া কাঁচা ঘাস খাওয়াইতে পার, কিন্তু সাবধান যেন উক্ত পথ্য কোন মতে অপরিমিত না হয়।

প্রস্রাবের পীড়া—এই রোগের অপর নাম রক্তমূত্র। রক্তদোষে এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

ভুক্ত দ্রব্য ভাল রূপে পরিপাক না হইলে দূষিত রক্ত জন্মিয়া এই রোগ হইয়া থাকে। ইহা কর্তৃক পশু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ক্রমে অস্থিচর্ম্মসার হয়। ছাগ ও মেষাদিরও এই ব্যাধি হইতে দেখা যায়। জল সঞ্চিত ভূমির তৃণাদি ভোজন এই রোগের অন্যতম কারণ। অপর কারণ ঘোলা জল পান।

লক্ষণ।—পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। পা শিহরিতে থাকে; চর্ম্ম শুষ্ক ও হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে, পৃষ্ঠদেশ কুব্জ হয়, পাল ছাড়িয়া একা অন্য দিকে যায়, প্রথম পাতলা মল নির্গত হয়, পরে একেবারে দাস্ত বন্ধ হইয়া থাকে, দাবনা বসিয়া যায়, পশু দুর্ব্বল হয়, চক্ষু বসিয়া যায়, মুখ, কাণ, ও পা ঠাণ্ডা হয়, পরিশেষে উত্থান শক্তি বিহীন হইয়া মারা পড়ে। এই রোগ ১৩ দিন হইতে ২৫ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থায় লবণ ।৵০ ছটাক মুসর্ব্বর ১।০ তোলা গন্ধকের গুড়া ৫ তোলা, শুঁটের গুঁড়া ২॥০ তোলা, গুড় ৵০ ছটাক, গরম জল ৴১ সের একত্র করিয়া জোলাপ দিবে। দাস্ত পরিষ্কার হইলে শুঠের গুঁড়া ১।০ তোলা, চিতার গুঁড়া ১।০ তোলা, গোলমরিচের গুড়া ১।০ তোলা, যমানির গুড়া ১।০ তোলা, লবণ ৴০ ছটাক, সমস্ত দ্রব্যের মত ওজন তাহার সিকিভাগ গুড় গরম মাড়ের সহিত খাওয়াইবে। যদি প্রথমবার জোলাপ দিলে দাস্ত না হয়, তবে ঐরূপ মাত্রায় আর একবার উপরোক্ত ঐ ঔষধ খাওয়াইবে।

পথ্য।—ভাল তিসির বা ভাতের মাড় ও পুষ্টিকর কাঁচা নরম ঘাস দেওয়া যাইতে পারে। ভাল মাড়ের সঙ্গে দেড় ছটাক গুড় ও ৴০ ছটাক দেশী মদ প্রতিদিন ২।৩ বার দিতে হইবে।

উদরাময়।—এই রোগে ঘন ঘন দাস্ত হইতে থাকে, কখন কখন পাকস্থলীর প্রদাহ অনুভূত হয়। কদর্য্য খাদ্য, বিষময় গাছগাছড়া কিম্বা ঘোলা জল খাইলে এই রোগ জন্মে। ফুসফুসের প্রদাহ ও অন্যান্য রক্তজন্য রোগের চরম অবস্থায় এই রোগের

উৎপত্তি হইয়া থাকে। শৈত্য প্রযুক্ত অথবা অত্যন্ত গরমের পর ঠাণ্ডা পড়িলে এই রোগ জন্মিতে পারে, কখন কখন রৌদ্রের উত্তাপ হইতে জন্মিয়া থাকে। প্রথম বর্ষার পরে যে নূতন ঘাস জন্মে, ঐ ঘাস খাইলেও গবাদির উদরাময় হয়।

লক্ষণ—বারম্বার বায়ুর সহিত জলবৎ দাস্ত হয়, রোমন্থনে নিবৃত্তি জন্মে এবং পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধের অল্পতা হইয়া থাকে। কখন কখন গোবরের সঙ্গে রক্তের ছিটাও দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

পকেটে গৃহস্থালী।

মিষ্টার টি, এইচ্, হোল্ডিং সম্প্রতি এক নূতন আবিষ্কার বাহির করিয়া বিজ্ঞান জগতকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। কিরূপভাবে তিনি আপনার বিছানাপত্র এক পকেটে এবং ঘর বাড়ী অন্য পকেটে বাহিয়া যান। তিনি সম্প্রতি লণ্ডন সহরে প্রকাশ করিয়াছেন মিঃ হোল্ডিং এর বয়স ৭০ সত্তর বৎসর। ইনি জীবনের অধিকাংশ সময় ক্যান্‌ভাসের নীচে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন রৌদ্র বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম তুষার প্রভৃতি হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য ১২ বার আউন্স পরিমাণ ...মের তাঁবুর দরকার হয়। এই তাঁবুর তিনি ...ের পকেটে করিয়া লইয়া যান। ইহাতে ...২ ধরা ছিপের মত একটি দণ্ড এবং ১২টি ...লুমিনিয়ামের পেরেক আছে। যদিও এই ...ুটি ১১ × ৪ হঞ্চ মোড়কে মোড়া যাইতে ...র তথাপি ইহার মধ্যে দুইজন লোক বেশ ... স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারে। যে সকল ...সের দ্বারা সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধিত হয়, সেই ... অসংখ্য জিনিসের মধ্যে তিনি এমন ... তৈয়ার করিয়াছেন যে তাহার ভার ...লিলেই হয়। বাটী থালা প্রভৃতি এরূপ প্রস্তুত যে দরকার না হইলে তাহাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যে সকল জিনিসপত্র আছে তাহার ওজন কয়েক আউন্স মাত্র।

মিষ্টার হোল্ডিং আরও বলেন যে সাদাসিদে ভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে একজন মানুষের সরঞ্জামের ওজন ✓৩॥০ সাড়ে তিন সের মাত্র হইবে। এই সরঞ্জামের মধ্যে রান্না করিবার জিনিস, উনান, দুই গ্যালন জলের বালতি, চুল আঁচড়ান ব্রুস, চিরুণী, আয়না, কয়েকটি থলে এবং অন্যান্য ছোট ছোট জিনিস আছে। উনানটি তৈলে জলিবে এবং ইহার ওজন অর্দ্ধ সেরের বেশী হইবে না এবং জলের বালতিটিকে মুষ্টি পরিমাণ স্থানেই রাখা যাইতে পারে। একদা মিষ্টার হোল্ডিং বলিয়াছিলেন "ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কত বড় কার্য্য সাধিত হইতে পারে।" এই কথার প্রত্যুত্তরে অন্য ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "মহাশয়, আপনার আবিষ্কৃত দ্রব্য বর্ষার দিনে সুবিধাজনক হইবে না।" ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "যে লোক সাদাসিদে-ভাবে জীবন যাপন করে সে আর হাওয়ার দিকে তত দৃষ্টিপাত করে না। আমার এই তাঁবুর মধ্যে থাকিয়া বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিতে এবং ১২ ডিগ্রি তুষার সহ্য করিতে ও ধৈর্য্যের সহিত তুষার পতন সহ্য করিতে পারি।"

আমেরিকার পোষ্টম্যান।

আমেরিকার সহরের পোষ্টাফিসের পিয়নদিগকে গড়ে দৈনিক ৯৫৬০টী সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হয়।

বিনাতারে টেলিফোন।

বিনাতারের টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্ত্তা মার্কান সাহেব আবার বিনাতারে টেলিফোন চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

চোরের দান।

ফিলাডেলফিয়ার একটী বিখ্যাত চোর গত তিন বৎসরে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা সমস্তই দুইটী গরিব বালিকার শিক্ষার জন্য দান করিয়াছে।

মাতাল শূন্য সহর।

নরদামটন সায়রের অনডল সহরে মাত্র ১২০০০ লোকের বাস। কিন্তু বিগত বর্ষে একটী লোকও অতিরিক্ত পরিমাণে মদ খাওয়ার অপরাধে শাস্তি পায় নাই।

ডাক্তারের কৃতিত্ব।

ফরাসী ডাক্তার—লোকোলএটার একটি যমজ এবং জোড়া বালিকার উপর কাটাকুটী করিয়া তাহাদের দুইটী বালিকা দাঁড় করাইয়াছেন। বালিকা দুইটীই বাঁচিয়া আছে।

বৃহৎ এয়ারোপ্লেন।

রুষিয়ার মিঃ সিকরস্কি নামক জনৈক বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ৬০,০০০ টাকা মূল্যের একখানা এয়ারোপ্লেন বা পুষ্পক রথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই রথে ৬ জন লোকের বেড়াইবার বসিবার ও শুইবার জন্য পৃথক-ভাবে সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

নূতনোপায়ে প্রাণদণ্ড।

পারিস কলেজ ডি ফ্রা... যোগ দি... বিদ্যার অধ্যাপক প্র... বন ভাবনা ...সর রাসায়ণিক প্রতি "কার্ব্বন অ... উইলি... ...ণদণ্ড প্রাপ্ত কয়েদীর প্রস্তাব করিয়া... তবে ...মাইড" প্রয়োগ করিতে হইলে কয়েদীর... বার ...ছন। এই আইন প্রবর্ত্তিত করিতে পারি... নে। ...া মৃত্যু যন্ত্রণা কিছু অনুভব ... যখন ...ব না। তখন

বাদ্যযন্ত্রের টেক্স।

...া স... সুইজারল্যাণ্ড টিসিনো সহরে যেমন ...। প্রত্যেক বাদ্য যন্ত্রের উপর একটী নির্দ্দিষ্ট টেক্স ধার্য্য আছে, সেইরূপ টেক্স বসাইবার জন্য আমেরিকার নিউইয়র্ক, চিকাগো ও ফিলাডেলফিয়ার ন্যায় বড় বড় সহরে ঐরূপ টেক্স ধার্য্য করিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

মৌচাকের কথা।

আমার সায়ার—ক্যাসেল হিলের ছাদ হইতে সম্প্রতি একখানি মৌচাক ভাঙা হইয়াছে। মৌচাক খানির বয়স ৫০ বৎসর এবং উহা হইতে মধু আহরণ করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ অর্দ্ধ টন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

তিনি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "কুমারি! জগতে এমন কি বিপদ আছে, যাহা আমি তোমার জন্য বক্ষঃ পাতিয়া লইতে প্রস্তুত নহি? তোমার প্রতি এই অযথা কাপুরুষোচিত অত্যাচারে আমি যারপর নাই মর্ম্মাহত হইলেও—বিপৎকালে তোমার সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া, মনে মনে আনন্দ এবং গৌরবানুভবও করিতেছি। চল তোমায় বাড়ীতে রাখিয়া আইসি।"

রুথ কহিলেন, "হাঁ—চলুন। রাই-হাউসে উপস্থিত হইলে, আপনার সিক্ত বসন পরিবর্ত্তনেরও ব্যবস্থা হইবে—এবং আমার যে মহদুপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য পিতা আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন।"

তাঁহারা রাই-হাউসের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিপুলকায়া শেপার্ডজায়া পান্থাবাসের দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিলেন। সিক্তবস্ত্রে কাপ্তেন লিকে রুথের সহিত দর্শন করিয়া, তাঁহার বিস্ময় সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তাঁহাকে পান্থাবাসে আহ্বান করিলেন এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিরূপ দুর্ঘটনায় তাঁহার এরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইলেন না। কাপ্তেন শিষ্টাচারের সহিত তাঁহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া অগ্রসর হইলেন। শেপার্ড-পত্নী আরও বিস্মিত হইয়া পান্থাবাসমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সমস্ত দিন ঐ কথারই আলোচনায় এবং ঘটনার প্রকৃত তথ্য নিরূপণে মস্তিষ্ক চালনা করিলেন।

কাপ্তেন অবিলম্বে রুথের সহিত রাই-হাউসের দ্বারে উপনীত হইলেন। ঐ সময়ে কলোনেল কোথায় বাহির হইতেছিলেন—রুথ তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। কলোনেল তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যসহকারে, গুণমুগ্ধ প্রকৃত বীরের মত, যুবক সেনানীর হস্ত চাপিয়া ধরিলেন—এবং যে মহদুপকার করিয়াছেন, তাঁহার জন্য শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, যথাসত্বর তাঁহাকে তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া আসিলেন এবং এক প্রস্থ বস্ত্র তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তাঁহার বস্ত্র-পরিবর্ত্তনাদি পরিসমাপ্ত হইলে তাঁহাকে দিবসের অবশিষ্টাংশ তাঁহাদের সহিত যাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বসিলেন। কাপ্তেন লি যে একজন রাজকীয় সেনানী, একথা তিনি বিস্মৃত না হইলেও, ঘটনা-বৈচিত্র্যে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কাপ্তেন তাঁহার শত্রু—রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, তিনি তাঁহার দুহিতাকে কামাতুর পিশাচের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার স্বভাবের ঔদার্য্য বশতঃ বৈরিভাব বিস্মৃত হইয়া, মৈত্রী-স্থাপনে উদ্যত হইয়া পড়িলেন।

লি। বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক মতানৈক্যপ্রযুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব কতখানি প্রবল তাহা আমি অবগত আছি। আমাদের উভয়ের মধ্যে সে ভাবের অভাব না থাকিলেও, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিতেছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমার ধন্যবাদ। আমি সানন্দচিত্তে আপনার প্রস্তাবিত আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, আপনাকে আপ্যায়িত ভাবিতে পারিতাম কিন্তু কলোনেল গ্রেহাম আমাকে এই মুহূর্ত্তে সেনাদলে যোগ দিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। আপনি স্বয়ং একজন সামরিক কর্ম্মচারী—সুতরাং আমি যে কলোনেলের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে অক্ষম, তাহা আর আপনাকে বলিতে হইবে না। কলোনেল গ্রেহাম আমার উপর বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইলেও, এখন কোনরূপে আমাকে দণ্ডিত করিতে পারেন না কিন্তু যদি তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া, বিদ্রোহিতা প্রদর্শন করি, তাঁহাকে আমার প্রতি কোপ প্রকাশ করিবার অবসর দেওয়া হইবে।

কলোনেল। আপনার এই বীরোচিত কার্য্যের ফলে যদি বাস্তবিকই আপনার উপর কোনরূপ অত্যাচার হয়, আমার আর দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। যতটুকু সময় থাকা আপনি উচিৎ বিবেচনা করেন, তাহার অধিক থাকিবার জন্য আমি আর আপনাকে অনুরোধ করিব না। তবে যাইবার পূর্ব্বে, আমার এখানে আপনাকে কিছু খাদ্য এবং মদ্য গ্রহণ করিতেই হইবে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই দীন আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

লি। আমি এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে পারিব।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আর একবারও কি রুথের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না? তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কলোনেল তাঁহাকে অন্তঃপুরবৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। রুথ তাঁহার মাতার নিকট বসিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিতেছিলেন। কলোনেল-পত্নী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে খাদ্য পরিবেশিত হইল। কাপ্তেন লি আহারে বসিয়া, কথায় কথায় জ্ঞাত হইলেন, তাঁহার খুল্লতাত গতকল্য এখানে আসিয়াছিলেন এবং রাই হাউসের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

সার উইলিয়ম কিন্তু তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। তিনি আরও শুনিলেন, কলোনেল রামবল্ড তাঁহার নিকট অনেক টাকা ঋণী—এ সংবাদও তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন। সার উইলিয়ম কলোনেলের প্রতি কোমল ব্যবহারে প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার আর বিস্ময় রাখিবার স্থান রহিল না। তিনি জানিতেন, তাঁহার খুল্লতাত প্রজাতন্ত্রীদের উপর, বিশেষতঃ যাহারা প্রজাবিপ্লবের সময় অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি বিষম বিরক্ত কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার ব্যত্যয় ঘটিতে দেখিয়া, তিনি বড়ই বিস্মিত—বড়ই চমৎকৃত হইলেন।

আহার শেষ হইল—কাপ্তেনের বিদায় গ্রহণকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, কলোনেলের একবার বাহিরে আসবার আবশ্যক হইয়াছে। তদনুসারে তিনি বৈঠকখানায় প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পত্নীও হেনরিয়েটার অপরাহ্ণের জলযোগের ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

সে কক্ষে এখন আর কেহ নাই,—লরেন্স আর রুথ। যুবতী কলোনেল গ্রেহামের শত্রুতাচরণ ভাবিয়া কতই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

যুবক যুবতীর লজ্জাবিনম্র মুখকমলের দিকে সোৎসুকনয়নে চাহিয়া কহিলেন, "কুমারি! পুনরায় বলিতেছি, পরিণাম যতই ভয়ঙ্কর হউক, আমার উপর যে দণ্ডই অর্পিত হউক, আমি হৃষ্টান্তঃকরণে সহাস্যবদনে তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিব। আমি মনে করিয়াছিলাম—যে কয়দিন আমার অবসর আছে—তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আনন্দ উপভোগ করিব। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না—এই জন্যই যাহা কিছু আমার কষ্ট। আজই আমাকে হার্টফোর্ড সায়ারে যাইতে হইবে।"

যুবতীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল। জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাকে কি পত্র লিখিবেন না? কলোনেল আপনার উপর কিরূপ আচরণ করেন, জানিবার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিবেন।"

প্রফুল্লকণ্ঠে যুবক উত্তর করিলেন, "তুমি যখন বলিতেছ, নিশ্চয় লিখিব। সহস্র ধন্যবাদ! আমার জন্য তোমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ হইবে শুনিয়া, আমি যে কত আনন্দানুভব করিতেছি—কথায় কেমন করিয়া প্রকাশ করিব? আমি যদি দণ্ডিতও হই—এই চিন্তা আমার যন্ত্রণায় সময়েও সান্ত্বনা দান করিবে।"

যুবতীর স্বর আরও কম্পিত—গণ্ডে রক্তিম-মাধুরী আরও গভীর ভাবে অঙ্কিত হইল। আনত-নয়নে কহিলেন, "আপনি আমার প্রতি যেরূপ মহত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আপনার বিপদ-সম্ভাবনায় আমার হৃদয় যদি বিচলিত না হয়, তবে আমার মত কৃতঘ্ন আর কে আছে?"

যুবক যুবতীর মুখপানে আগ্রহভরে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। অতি অল্প সময়ের আলাপে উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইয়াছে,—তাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার মনোভাব—তাহাকে যে ভালবাসিয়াছেন—তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। মুখে পারিলেন না বটে কিন্তু তাহার চক্ষু তাহা ব্যক্ত করিয়া দিল। সুন্দরী মুখ তুলিয়া চাহিলেন—দেখিলেন যুবকের কোমল সরল দৃষ্টি তাঁহার বদনের উপর সংস্থিত। যুবতী নিতান্ত সরলা—সংসারানভিজ্ঞা হইলেও এ দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। চারি চক্ষের মিল হইল—উভয়েই বুঝিলেন, কেহ কাহারও প্রতি বিরক্ত নয়।

উভয়ের হৃদয়মধ্যে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এক্ষেত্রে আর অধিক বর্দ্ধিত হইবার অবকাশ পাইল না। রুথের জননী এই সময়ে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে কলোনেলও তথায় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, তাহাদের সম্ভাষণে বাধা পড়িল। লরেন্স বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রুথের করাঙ্গুলিকা গ্রহণ করিয়া ঈষৎ নিপীড়িত করিলেন—যুবতীর চোখে মুখে কোনরূপ বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল না। কলোনেল তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কক্ষে আসিলেন। লরেন্সের বস্ত্রাদি শুষ্ক হইয়াছিল—তিনি নিজের পোষাক পরিয়া রাইহাউস হইতে বহির্গত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড।

নানা কারণে কলোনেল গ্রেহাম বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। যদি কাপ্তেন লির সহিত অকস্মাৎ তাহার বিবাদ না বাধিত—তিনি প্রহৃত বা অপমানিত হইয়া এতটা বিরক্তি অনুভব করিতেন না। সার উইলিয়ম ব্রাণ্ডের নিকট যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পরিশোধের সময় হইয়াছে। তিনি সেই সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য নেদার হলে যাইতেছিলেন—পথমধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিল। কাপ্তেন লিকে দণ্ড দিবার জন্য, তাহাকে সেনাদলে যোগ দিতে আদেশ করিলেন কিন্তু এখন ভাবনা হইতেছে সকল কথা শুনিয়া সার উইলিয়ম যদি তাহার উপর কুপিত হন—তবে উপায়? উপায়—তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিবেন।

কলোনেল যখন নেদার হলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না, তথাপি যথাসাধ্য সহর্ষভাব ধারণ করিয়া সার উইলিয়মের সমক্ষে উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে সার উইলিয়মের বিলম্ব হইল না। তাঁহার শিষ্টাচার প্রদর্শন এবং সুমিষ্ট সম্ভাষণের আধিক্য দেখিয়া আরও বুঝিলেন, কলোনেল ঋণ পরিশোধের উপায় করিতে পারেন নাই। পুনঃ পুনঃ কথার খেলাপি হওয়াতে, তিনি

তাঁহার উপর পূর্ব্ব হইতেই চটিয়াছিলেন, সেই জন্য এবারে তাঁহাকে শূন্যহস্তে সমাগত দেখিয়া অস্বাভাবিক কঠোরতা এবং গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলেন।

কলোনেল কহিলেন, "আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনি আমার আগমনের কারণ অনুভব করিতে পারিয়াছেন?"

ব্রাও। আপনি বিভিন্ন সময়ে যে সব ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পরিশোধের সময় উত্তীর্ণ প্রায়। বোধ হয় আজ টাকা শোধ করিতে আসিয়াছেন।

কলোনেল। এ সম্বন্ধে আমরা পরে কথা-বার্ত্তা কহিতেছি। আপাততঃ আপনাকে একটা বিষয় জ্ঞাপন করা, আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।

ব্রাও। কি বলুন।

কলোনেল। আমি বরাবর নদীর ধারে ধারে আসিতেছিলাম—তাহার পর সেতুটা পার হইয়া এ পারে আসিয়া যাহা দেখিলাম—এমন বোধ হয় জীবনে কখনও দেখি নাই—আর কখনও দেখিব না। আহা কি চমৎকার তাম্রাভ অলকাবলীর কুঞ্চিত গুচ্ছ—কি সুন্দর নীল নলিনীর মত সেই দুই খানি চক্ষের স্নিগ্ধদৃষ্টি—প্রবালরক্তিম ওষ্ঠাধরের বাহারই বা কত—কি সুবলিত ললিত মাধুরীপূর্ণ আকৃতি—যেমন ক্ষীণ কটী—তেমনই উন্নত পীবর বক্ষ—

ব্রাও। আর বলিতে হইবে না—যাহার বর্ণনা করিতেছেন, নিশ্চয় মিষ্টার রামবল্ডের কন্যা।

কলোনেল। তা হইবে—আমি পূর্ব্বে তাহাকে চিনিতাম না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাজদ্রোহী প্রজাতন্ত্রী কুকুরের কন্যার এত রূপ! যাহা হউক—তাহার পর আমার কথাটা শুনুন।

ব্রাও। হাঁ—বলিয়া যান।

কলোনেল। আপনি যখন তাহাকে দেখিয়াছেন, তখন আমি যে তাহাকে দেখিয়া

করিতে পারি নাই—শুনিলে বোধ হয় আপনি বিস্মিত হইবেন না। সত্য কথা বলিতে কি মহাশয়! আমি বহু স্থলে এরূপ করিয়াছি—কিন্তু কখনও কোন স্থলে এমন ব্যর্থচেষ্ট হই নাই। ছুঁড়ীটে বড়ই লাজুক—অদ্ভুত রকমের লজ্জাশীলা। কোন রকমেই তাহার অধর-সুধা দান করিতে সম্মত হইল না। যেখানে সহজে পাওয়া যায় না—বলপূর্ব্বক আদায় করিতে হয়। আমিও এই নীতির অনুসরণ করিতেছি—এমন সময়ে—তাহার সাহায্যার্থ একজন ছুটিয়া আসিল। সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া জল ঝরিতেছে—ইন্দুর জলে পাড়লে যেমন রূপ হয়—তেমনই হাস্যকর আকৃতি। ক্ষমা করিবেন আমার রঙ্গপ্রিয়তা—তাহার উপর বাস্তবিকই আমার কোন রাগ-দ্বেষ নাই—আমার মত আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের হিতৈষী বন্ধু জগতে আর দুটী নাই।

ব্রাও। তাহা হইলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রই রামবল্ড-নন্দিনীকে আপনার অশিষ্ট পাশবিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে?

সার উইলিয়মের মুখখানা একটু মলিন—একটু বেশী গম্ভীর হইয়া পাড়ল।

গ্রেহামের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল তথাপি সংযতস্বরে কহিলেন, "অনুগ্রহপূর্ব্বক এরূপ রূঢ়ভাবে আর ভর্ৎসনা করিবেন না। সকলে কিছু আর আপনার মত কঠোর সংযমী মহাপুরুষ হইতে পারে না। আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী—যাহাদের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে আপনার মত দমিত করিবার সামর্থ্য নাই—তাহাদিগকে আপনার মত লোকের ক্ষমার চক্ষেই দেখা কর্ত্তব্য।"

ব্রাও। তাহার পর কি ঘটিল বলুন।

কলোনেল। হাঁ বলিতেছি। সম্ভবতঃ কাপ্তেন লি নদীর অপর তীরে ছিল—তরুণীর সাহায্যার্থ সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া আসিয়াছিল। লি আসিয়াই নিতান্ত নির্দ্দয়-ভাবে—আমাকে একটা ঘুসি মারে—তাহার ফলে আমি পড়িয়া যাই। এখন আপনি

হা সয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। আমার কার্য্যাবলী যতই নিন্দনীয় হউক—যে যে চক্ষেই দেখুক,—অধস্তন কর্ম্মচারীর পক্ষে তাহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর গাত্রে হস্তার্পণ সকল সময়েই দোষাবহ। সে যাহাই হউক, আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ এবং কৃপাদৃষ্টির বিষয় স্মরণ করিয়া, আমি তাহাকে নাম মাত্র দণ্ডিত করিয়াছি। তাহার ছুটি নাকোচ করিয়া, তাহাকে অবিলম্বে সেনাদলে যোগ দিতে আদেশ করিয়াছি। আপনি যদি অনুরোধ করেন, তবে আমি আমার এ আদেশও প্রত্যাহার করিতে সম্মত আছি। তবে আমার বিনীত প্রার্থনা—আমার ব্যবস্থায় আর হস্তক্ষেপ করিবেন না—তিন চারি দিন পরে আমি নিজেই তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

(ক্রমশঃ)

REGD. No. C 621.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩২২ সাল। ইং ১১ই নবেম্বর, ১৯১৫ সাল। [৭ম খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কৃষি-শিক্ষা।

চোঙ্গ-কলম।

চোঙ্গকলম করিবার প্রথা এদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। থাকিলে এই কলম দ্বারা অনেক বৃক্ষের চারা উৎপাদনে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

কোন চারার মস্তক ছেদন করিয়া ডাঁটার উপরিভাগের দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান হইতে চারি দিকের ছাল তুলিয়া চড়কগাছের আলের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কাটিতে হইবে। অনন্তর সেই জাতীয় বৃক্ষের উপরোক্ত চারার মস্তকের উপযুক্ত স্থূল ও কোমল শাখা আনয়ন করতঃ তাহার যে স্থানে চোক আছে, সেই স্থানের ছাল প্রকৃতাবস্থায় রাখিয়া চারার মস্তকের আলের পরিমাণে উহার অভ্যন্তরের কাষ্ঠ কৌশলক্রমে উন্মোচন করিতে হইবে, কিন্তু ছাল ঠিক থাকিবে। অতঃপর উক্ত ছিন্নমস্তক চারার উপরিভাগে উহাকে এমত চাপিয়া বসাইতে হইবে, যাহাতে অভ্যন্তরে কিছুমাত্র ফাঁক না থাকে, অথচ চোঙ্গ ফাটিয়া না যায়। অভ্যন্তরে ফাঁক থাকিলে বা চোঙ্গ ফাটিয়া গেলে কদাচ কলম প্রস্তুত হইবে না। পরে ঐ চারাকে ছায়ায় রাখিয়া উপরে সছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া তাহাতে প্রতিদিবস জল দিতে হইবে। নতুবা সূর্য্যকিরণে উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে।

ধান্যাদি শস্য।

তণ্ডুল আমাদিগের প্রধান খাদ্য, তণ্ডুল ব্যতীত এক দিনও আমাদিগের জীবন রক্ষা হয় না; এজন্য অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে কিরূপে তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা সকলকে শিক্ষা করা উচিত।

যে কৌশলে ধান্য হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত হয়, বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু কিরূপে ধান্য উৎপাদন করিতে হয়, কৃষিজীবি ভিন্ন বোধ হয় অপর সাধারণে তাহা সবিশেষ জ্ঞাত নহেন। সংক্ষেপে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নিম্নে কয়েকটি স্থূল বিষয় লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

বীজবপন এবং ধান্যছেদনের সময়ের বিভিন্নতা হেতু ধান্য দুই জাতিতে বিভক্ত। এক জাতীয় ধান্য আশু অর্থাৎ শীঘ্র পাকিয়া উঠে, এজন্য তাহার নাম আশু বা "আউশ" অপর জাতীয় ধান্য হেমন্ত ঋতুর শেষভাগে পরিপক্ব হয়, এজন্য তাহার নাম হৈমন্তিক। আশু ও হৈমন্তিক ধান্য কিরূপে চাষ করিতে হয়, পশ্চাৎ ...

যাইতেছে। উক্ত দুই প্রকার ব্যতীত গ্রীষ্মকালে বাঙ্গালার দাক্ষিণাঞ্চলে ও জলাভূমিতে বোরো নামে এক প্রকার ধান্য জন্মে, দেখিতে অতি কদর্য্য এবং আহার করিলে পীড়াদায়ক হয়। জলপূর্ণ ভূমি ভিন্ন অন্যত্র বোরো ধান্য উৎপন্ন হয় না।

আশু।—বেলে মাটীতেই আউশ ধান্য উত্তম জন্মে, অন্যত্র প্রায়ই অজন্মা হয়। বৈশাখের শেষভাগে বৃষ্টি হইলেই কৃষকেরা লাঙ্গল দ্বারা উত্তমরূপে ভূমি কর্ষণ করে। ভূমিতে যত অধিক চাষ দেওয়া যায়, শস্যও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়, সাধারণতঃ কৃষকেরা আউশ জমিতে চারিটী চাষ দেয়। ইহাতেই মাটী পরিষ্কৃত হইয়া ধান্যোৎপাদনের উপযোগী হয়। চাষ দেওয়ার পরে যদি জমির "বাড়" থাকে, অর্থাৎ জমি এমন সরস থাকে যে, কাদাও নয় আর শুষ্কও নয়, তাহা হইলে এরূপভাবে বীজ ছড়াইতে হয়, যেন ভূমির সর্ব্বত্র সমান চারা উৎপন্ন হয়। বীজ বপনের দিবসেই মৈ দিতে হয়, তাহার এক দিবস পরেই একবার লাঙ্গল দিতে হয়। এরূপে লাঙ্গল দেওয়াকে কৃষকেরা 'উকুনী' দেওয়া কহে। উকুনী দেওয়ার সাত আট দিন পরেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা দেখা দেয়।

জন্মায়। সেই ঘাস নষ্ট করিবার জন্য চারা গুলি একটু বড় হইলে তাহার উপর একবার মৈ দেওয়া আবশ্যক হয়। তাহাতেও ঘাসগুলি সমস্ত নষ্ট হয় না, এজন্য ক্রমান্বয়ে তিন চারিবার বিদা দিতে হয়। বিদা দেওয়া শেষ হইলেও একবারে ঘাস নষ্ট হইয়া যায় না। এজন্য দাউলী দ্বারা একবার নিড়াইয়া দিতে হয়। তাহাতে সমস্ত ঘাস নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতেও যদি ভূমিতে নূতন ঘাস জন্মে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না, যে হেতু চারাগুলি ক্রমে বাড়িতে থাকে। পরে অর্দ্ধহস্ত বা তাহা অপেক্ষা কিছু বড় হইলে ভূমির যেখানে ঘন চারা থাকে, সেখান হইতে তুলিয়া যেখানে পাতলা থাকে, সেইখানে বসাইতে হয়। তাহার পরেই একবার বৃষ্টির আবশ্যক। সেই সময় বৃষ্টির অভাবও থাকে না, যেহেতু আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইয়া পড়ে। জল পাইয়া চারাগুলি সতেজ হইলে চারার গায়ে আঘাত না লাগে, এমনভাবে একবার কোদাল দিয়া মাটি উল্টাইয়া দিতে হয়। নিড়াইয়া দিবার পরে যদি নূতন ঘাস জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা দ্বারা তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে আর বড় কৃষকের যত্ন আবশ্যক করে না। মাঝে মাঝে বৃষ্টির সাহায্যে চারাগুলি বড় হইয়া শ্রাবণ মাসে ধান্য প্রসব করে। প্রসবকালে ঝড় বহিলে শস্যের বড় হানি হয়। ধান্য উত্তমরূপে পক্ক হইলে তখন চারাগুলি পীতবর্ণ হয়, সেই সময় কৃষকেরা তাহা ছেদন করিয়া দুই তিন দিন ক্ষেত্রে শুকাইয়া পরে খামারজাত করে। আউশ ধান্য উচ্চ জমিতে জন্মিয়া থাকে এবং হৈমন্তিক ধান্যের ন্যায় অধিক বৃষ্টি আবশ্যক করে না।

হৈমন্তিক।—হৈমন্তিক ধান্য বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রচুর জন্মে। বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই কৃষকেরা ভূমিতে হল চালনা করে, সেই সময় বর্ষা নয় যে সর্ব্বত্র বৃষ্টি হইবে, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির বিরতি হইলে প্রখর রৌদ্র হয়, এজন্য ভূমিতে চাষ দিবামাত্র মাটি শুকাইয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত যত বার বৃষ্টি হয়, কৃষকেরা সুবিধা অনুসারে ভূমিতে ততবার চাষ দেয়, ন্যূনকল্পে চারি পাঁচটি চাষের কম ভূমিতে প্রচুর শস্য জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে ভূমিতে যেমন চাষ দেওয়া হয়, অমনি যার যেমন আবশ্যক, ভাল জমিতে ঘন করিয়া সেই সেই মত বীজ বপন করিয়া রাখে। সেই বীজ ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ভূমিতে প্রায়ই দুই তিন বার চাষ দেওয়া হয়। যদি আষাঢ় মাসের প্রারম্ভে প্রচুর বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে ভূমি অকর্ষিত থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না। আষাঢ় হইতে বর্ষার আরম্ভ। প্রতিদিন প্রায়ই বৃষ্টি হয়, এজন্য ভূমি সর্ব্বদাই জলসিক্ত থাকে, সেই জমিতে চাষ দিবার বড় সুবিধা হয়। আষাঢ় মাসের মধ্যে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া জমি সকল জলপূর্ণ করিলে কৃষকেরা ভূমিতে চাষ দিয়া কাদা করে। তিন চারিটী চাষের পরেই ভূমির ঘাস পচিয়া যায়, পরে তাহাতে মই দিয়া জমি সমান করিয়া লয়, তদ্দ্বারা সর্ব্বত্র সমান জল রক্ষিত হয়। পরে পূর্ব্ব কথিত বীজগুলি উপড়াইয়া আঁটি বাঁধিয়া ক্ষেত্রে আনয়ন করে, এবং অনধিক এক এক হস্ত অন্তর চারাগুলি রোপণ করে, রোপণ কার্য্য আষাঢ়ের শেষে শ্রাবণের প্রারম্ভে সমাপন হইলেই ভাল হয়। শ্রাবণ মাসে জমীর কাণায় কাণায় জল থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে চারা গুলি কালিমা বর্ণ ধারণ করিয়া দিনে দিনে বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরে কিছু বড় হইলে তাহার নীচে যে ঘাস জন্মে, তাহা নষ্ট করিবার জন্য দুই তিন বার নিড়াইয়া দিতে হয়। ধান্যের সহিত আগাছা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে ধান্যের বৃদ্ধি হ্রাস হয়।

মধ্যে মধ্যে সামান্য বৃষ্টির সহিত ভাদ্র মাসের রৌদ্র ধান্যের পক্ষে বড় উপকারী। অনন্তর আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হইয়া যদি ভূমি জলপূর্ণ রাখে, তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই চারাগুলি ধান্যের শীষ প্রসব করিতে থাকে, আর কার্ত্তিক মাসে যদি গুঁড়ি গুঁড়ি বারি বর্ষণ হয় ও ঝড় না বয়, তাহা হইলে পুরা ফসল উৎপন্ন হয় এবং বিঘা প্রতি ষোল সতের মণ ধান্য অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কৃষি প্রবাদ—

"কর্কট ছরকট সিংগুকার কন্যা কানে কান।
বিনা বায় বর্ষে তুলা কোথা থোব ধান॥"

কর্কটে—শ্রাবণ ছরকট কাদা। সিং (সিংহ) ভাদ্র কন্যা আশ্বিন মাসে ধান জমির কানায় জল। তুলা—কার্ত্তিক মাসে বিনা বাতাসে বারি বর্ষণ হইলে প্রচুর ধান্য জন্মে।

আষাঢ় নবমী শুকপাখা।
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা॥
সকালে শুকা বিকালে বাণ।
মধ্যে বর্ষা ধানে ধান॥
দেখা দিয়ে সূর্য্য বসে পাটে।
চাষার গোরু বিকায় হাটে॥

আষাঢ়ী শুক্লানবমী দিবসে যদি সকালে বৃষ্টি হয়, তবে সে বৎসর শুকা হয়, বিকালে বৃষ্টি হইলে বান হয়। আর মধ্যাহ্নকালে বৃষ্টি হইলে খুব ধান্য জন্মে। আর অস্তকালে যদি মেঘ মুক্ত দেখা যায়, তাহা হইলে অজন্মা হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য সমুদয় পরিপক্ক হইয়া সোণার বর্ণে মাঠকে সুশোভিত করে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায় এবং মনে বড় আহ্লাদের উদয় হয়। পৌষ মাসে কৃষকেরা ধান্য ছেদন করিয়া আঁটি বাঁধে এবং ক্ষেত্রে তাহাদিগকে উত্তমরূপে শুষ্ক করে। তদনন্তর মাঠ হইতে লইয়া যায়।

ধান্য নানাজাতীয়; তন্মধ্যে বেঁণামুল, বাসমতি, গোবিন্দভোগ, মোশনোষ্ট প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট। এই সকল ধান্যে অতি সূক্ষ্ম তণ্ডুল প্রস্তুত হয় এবং তাহার গন্ধ অতিশয় মনোহর, এজন্য বড় সুখাদ্য। আর হরকলি নাপরা, জলকলমী প্রভৃতি ধান্য অপেক্ষাকৃত মোটা, পল্লিগ্রামেই এই সকল

চাউলই সকল গৃহস্থের দৈনিক খাদ্য। যশোহর, বাখরগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে যে তণ্ডুল প্রস্তুত হয়, তাহাকে বালাম কহে। বালেমেরও ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে।

ধান্য ব্যতীত অরহর, মুগ মটর, মসুর, বিরি, শরিষা প্রভৃতি অনেক প্রকার শস্য বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাদের চাষের বিষয়ে কিছুই জানিবার নাই, কেবল কার্ত্তিক মাসে অরহর বপন করিতে হয় ও শীতাবসানে কাটিতে হয়। যে সকল জমিতে আউস জন্মে, অগ্রহায়ণ মাসে তাহাতে একটি চাষ দিয়া মুগ, মটর, শরিষা প্রভৃতি ছড়াইতে হয়, অনন্তর শিশির ও সূর্য্যকিরণে কৃষকের যত্ন ব্যতীত দিনে দিনে বৃদ্ধি হইয়া শস্য উৎপাদন করে। ফাল্গুন মাসে ঐ সকল শস্য পাকিয়া উঠিলে কৃষকেরা গাছগুলি উপড়াইয়া আনে এবং গবাদির দ্বারা তাহা মাড়াইয়া শস্য বাহির করিয়া লয়, এতদ্ভিন্ন কৃষকদিগকে মুগ, মটর প্রভৃতির জন্য অধিক যত্ন লইতে হয় না। এই সকল শস্য রবিকিরণে উৎপন্ন এবং পরিপক্ক হয় বলিয়া তাহাদিগকে রবিশস্য বা রবিখন্দ কহা গিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গো-পালন বিধি।

চিকিৎসা।

নিত্য যে স্থানের ঘাস জল খাইয়া থাকে সে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইবে পরে চা খড়ির গুড়া ৩৶০ তোলা, পলাশ গঁদ ৶০ আনা, আফিং ।৵০ আনা, কিতার গুড়া ১।০ তোলা উত্তম রূপে গুড়াইয়া /০ ছটাক সরাপ দিয়া রাখিবে, এবং ১ সের ভাতের মাড়ের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইবে। পেটে বেদনা ধরিলে বা মল নির্গমনের সময় বেগাধিক্য জন্মিলে ঐ ঔষধের সঙ্গে ৶০ আনা ওজনে আফিং দিতে হইবে।

রোগ কঠিন হইলে পথ্যস্বরূপ ভাতের মাড় কিম্বা ভুষির জাব দিতে হইবে। ঔষধে উপকার না দর্শিলে চা খড়ির গুড়া /০ ছটাক, খয়েরের গুড়া ২॥০ তোলা, শুঠের গুড়া ২।০ তোলা, আফিং ।৵০ আনা, সরাপ /০ ছটাক, জল ।৵০ পোয়া, একত্র মিশাইয়া খাওয়াইবে। উত্তমরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিলে দিন কতক জল খাইতে না দিয়া ভাত তিসি ও ময়দার মাড় একত্র করিয়া সেবন করাইবে। আরোগ্য লাভের পর পশু কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে হীরাকশের গুড়া ১।০ তোলা আধসের ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাইতে দিবে।

বহুদিনের পুরাতন পীড়া হইলে সফেদা ৵০ আনা, চা খড়ির গুড়া ২।০ তোলা, আফিং ৶০ তোলা, ভাতের মাড় ৵০ ছটাকের সহিত খাওয়ান বিধি।

রক্তামাশয়—এই রোগে গোবরের সহিত আম, রক্ত ও পুঁজ নির্গত হইয়া থাকে।

কারণ—উদরাময়ের পর পাকস্থলীর উত্তেজনা প্রযুক্ত জন্মিয়া থাকে। অথবা কদর্য্য ঘাস, বিষাক্ত উদ্ভিদ, ঘোলা জল খাইলে কিম্বা গ্রীষ্ম কালের রাত্রিতে ঘোলা বাতাসের শীতলতা শরীরে লাগিলে ও জলা ভুমিতে থাকিলে রক্তামাশয় জন্মে।

লক্ষণ—কম্প দিয়া জর হয়, বারম্বার দাস্ত হয়, জলবৎ মলের সঙ্গে রক্ত ও আম মিশ্রিত থাকে। ঐ আম ডিমের ভিতরের লালার মত।

চিকিৎসা—গরম জলে ফ্লানেল বা কম্বল ভিজাইয়া পেটে সেক দিবে, অথবা লৌহ পোড়াইয়া পেটে দাগ দিতে হইবে। মল নির্গমনের বেগ অধিক হইলে কটিদেশ বেষ্টন করিয়া এক গাছি দড়ি দিয়া বাঁধিবে ও মধ্যে মধ্যে ভাতের মাড় ১ সের, আফিং ৶০ আনা, ভালরূপ মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দিবে। দুই এক দিন ভেদ বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। যাহাতে পরিষ্কার হইয়া দাস্ত হয়, তাহার জন্য ধুতুরার বীজ চুর্ণ ।৵০ আনা, কর্পূর ৶০ আনা, মদ ৵০ ছটাক, এক সের গরম মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে।

তিসির মাড় অর্দ্ধেক, ভাতের মাড় অর্দ্ধেক ও কলাই সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিবে।

আমাশয় বন্ধ না হইলে সফেদা ৵০ আনা, চা খড়ির গুড়া ২॥০ তোলা, আফিং ৶০ আনা, ঘন মাড়ের সঙ্গে দিনে ২ বার খাওয়াইতে হইবে, এই সময়ে তিসি ও ভাতের মাড় সমান ভাগে মিশাইয়া খাইতে দিবে এবং কচি নূতন ঘাস ও অন্যান্য টাট্‌কা দ্রব্য বিশেষ উপকারী।

এই রোগে পশুকে শুষ্ক উচ্চ ছায়াযুক্ত অথচ বাতাস যায় এমন জায়গায় রাখিবে। রাত্রিতে শীত হইলে কম্বল দিয়া গোরুকে ঢাকা দিতে হইবে।

কৃমিরোগ—নিম্ন ও জলাবৃত ভুমিতে চরিলে গরুর এই রোগ জন্মে।

লক্ষণ—পশু এই রোগে আক্রান্ত হইলে ক্রমশঃ কৃশ হয়, দাবনায় বা তাহার দুই দিকের পাঁজরায় হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে চামড়ার ভিতর যেন বজ বজ শব্দ করে। প্রথমে চর্ম্ম বিকৃত হইয়া অত্যল্প পাংশুটে বর্ণ হয়।

লোম এমন আলগা হয় যে, টানিবামাত্র খসিয়া আসিবে। কিছুদিন পরে চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ ও তাহাতে কাল দাগলা দাগড়া দাগ দেখা যায়। থোপনার নীচে ফুলিয়া উঠে, চক্ষুর তেজ কমিয়া যায়, পৃষ্ঠদেশ বসিয়া পড়ে, পেট বড় হয়, অতিশয় তৃষ্ণা জন্মে, সর্ব্বদাই পেটুকের মত আহার করে, প্রায়ই কাশিতে থাকে, এই সকল হইবার পরে উদরাময় হয়, ক্রমশঃ দাস্ত বেশী হইতে হইতে অতিশয় শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া মারা যায়।

চিকিৎসা—যেখানে কটু ঘাস না জন্মে ও উচ্চ, সেই স্থানে চরাইবে ও যে স্থানে রাখিলে রোদ, বৃষ্টি না লাগে, এমন স্থানে রাখিবে। লবণ ॥০ তোলা ও হীরাকশের গুঁড়া ৵০ আনা একত্র করিয়া প্রতিদিন দুইবার খাওয়াইতে হইবে।

পথ্য—উচ্চ ভূমিতে শুষ্ক ঘাস, শস্য ও খইল এবং লবণ মিশান ভাতের মাড় খাইতে দিবে।

কাশরোগ—শ্বাসনলী ও তাহার যে শাখা

গুলি ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে প্রদাহ উপস্থিত হয়। তাহা হইতেই এই রোগ উৎপত্তি।

কারণ—বাছুর ভঁয়েষ চরিবার সময় ঘাসের সঙ্গে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সুতার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির ডিম উদরের ভিতরে গিয়া কৃমি জন্মে। সেই কৃমি শ্বাস নলীতে গেলে কাশরোগ উৎপন্ন হয়। যুবা ও বৃদ্ধ পশুদিগের গাত্রে গরমের পর শীতল বাতাস লাগ্‌লে সর্দ্দি ও গলাফুলা রোগ হইয়া তাহা কালরূপে পরিণত হয়।

লক্ষণ—প্রথমে শুকনো কাশি ও গলায় গর্ গর্ শব্দ হয়, হাঁসফাঁস্ করে ও গলার নীচে কাণ রাখিলে ফোঁস ফোঁসানি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। শ্বাসনলীতে শ্লেষ্মা পূর্ণ হওয়ায় গলা ঘড় ঘড় করে, কাশিলে নাকের ছিদ্র ও মুখ দিয়া শ্লেষ্মাও নির্গত হয়। চিকিৎসা না করিলে গোরু ক্রমশঃ কৃশ হইয়া মরিয়া যায়।

চিকিৎসা—গলার নীচে সমুদয় স্থানে লোহা পোড়াইয়া দাগ দেওয়া কর্ত্তব্য, অথবা তেলা পোকা ১ ভাগ, মশিনার তৈল ৬ ভাগ, মোম ৬ ভাগ একত্র করিয়া ব্লিষ্টার প্রস্তুত করিয়া কণ্ঠদেশে মালিশ করিয়া দিবে। মনে রাখা উচিত যে, অগ্রে মোম গলাইয়া মশিনার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে, পীড়া কঠিন হইলে উভয় প্রক্রিয়াই করা যাইতে পারে।

তার্পিণ তৈল /০ ছটাক, মশিনার তৈল ⅟০ ছটাক ভালরূপে মিশাইয়া এক সের গরম মাড়ের সঙ্গে ২।৩ দিন অন্তর খাওয়াইতে হইবে এবং যেখানে নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালিত হয়, সেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে গোরুকে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

হীরাকশের গুড়া ৵০ আনা, চিরতার গুড়া ১।০ তোলা, ভাতের,তিসর কিম্বা ভূষির মাড় আধসেরের সঙ্গে মিশাইয়া দুই তিন বার খাইতে দিবে। রাত্রিতে শীত হইলে ভাল শুকান বিচালী বিছাইয়া তাহার উপর পশুকে

রোগের লক্ষণ—সমুদায় অন্তর্হিত না হইলে ব্লিষ্টারের উপর সরিষার তৈল ও তার্পিণ তৈল সমান ভাগে লইয়া দিন দুইবার করিয়া মালিশ করিতে হইবে। ইহাতে ব্লিষ্টারের শক্তি প্রবল থাকিবে।

শ্বাস-নলীতে সূতার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট জন্মিয়া বাছুর কিম্বা মেষ শাবকের কাশির পীড়া হইলে বাছুরের জন্য তার্পিণ তৈল /০ ছটাক ও মশিনার তৈল ⅟০ ছটাক এক সের ভাতের মাড়ের সহিত ২।৩ দিন অন্তর খাইতে দিবে, আর মেষের জন্য মশিনার তৈল /০ ছটাক ও তার্পিণ তৈল ১ তোলা মিশাইয়া খাওয়াইবে।

এক কালে অনেক পশুর এই রোগ হইলে তাহাদিগকে কোন ঘেরা ঘরে রাখিয়া সেই ঘরে একটি লোহার হাতায় আগুণ দিয়া আধ ঘণ্টাকাল গন্ধক পোড়াইবে। গন্ধকের ধূমে পশুগুলি যতক্ষণ না কাশে ততক্ষণ গন্ধক পোড়াইবে।

বিষ খাওয়ান।

কখন কখন গোরুরা খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে হঠাৎ বিষ ভক্ষণ করে, কখন বা তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইলে তাহারা মরিয়া যায়। আমাদের দেশের মুচিরা চামড়া বিক্রয়ের লোভে গোরুকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া থাকে। গৃহস্থের গোরু বাড়ীর বাহিরে বা মাঠে থাকিলে দুর্ম্মতিরা ঘৃত কিম্বা ময়দার সঙ্গে সেকো, হরিতাল, ধুতুরা ও কুচিলা প্রভৃতি দ্রব্য কলাপাতের ভিতরে রাখিয়া গোরুকে খাইতে দেয়, তাহাতেই তাহারা মরিয়া যায়।

কখন কখন ভেরেণ্ডার গাছ ও বীজ এবং তৃণাভাবে কচুগাছ গাছড়া খাইয়া মরিয়া গিয়া থাকে।

লক্ষণ—বিষাক্ত দ্রব্য খাইলে গরু কাঁপিতে থাকে, তলপেট বেদনা করিতে থাকে, পশ্চাতের পা ও শিং দিয়া পেটে গুঁতা মারে, বার বার পাঁজরের দিকে দৃষ্টি করে, মুখ দিয়া [illegible] অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ করে, খেঁচিতে থাকে, অনবরত দাস্ত হয়, তাহার সহিত রক্ত নির্গত হয় এবং ২।৪ ঘণ্টা মধ্যে মরিয়া যায়।

চিকিৎসা—অধিক পরিমাণ বিষ খাওয়াইলে চিকিৎসা প্রায় বিফল হয়। অল্পপরিমাণে বিষ খাওয়াইলে গন্ধকের গুড়া /০ ছটাক, মশিনার তৈল ৵০ ছটাক, ভাতের গরম মাড় ॥০ সের খাওয়াইবে, অথবা মসিনার তৈল এক পোয়া, গন্ধকের গুড়া ৵০ ছটাক, শুঁঠের গুড়া ১।০ তোলা, ভাতের গরম মাড় ॥০ সেরের সহিত খাইতে দিবে। ইহাতে দাস্ত হইতে থাকিবে। তিসির মাড় অধিক করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু যতক্ষণ বেদনা নিবারণ, কি দাস্ত বন্ধ না হয় ততক্ষণ জল দিবে না। অল্প কলাই সিদ্ধ করিয়া তাহার সঙ্গে ভুষির জাব দিতে হইবে, দুই এক দিন পরে কাঁচা ঘাস দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ঘাস কোন মতে শক্ত না হয়।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

ভিক্ষুকের জবাব।

উইলিয়ম জারফে নামক জনৈক লোকের ভিক্ষা করিবার অপরাধে ইষ্টবোর্ণ কোর্টের বিচারে ১৪ দিন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। উইলিয়ম মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বলিয়াছে যে এখনও তাহার বিরুদ্ধে ৪১৫টী মোকদ্দমা ঝুলিতেছে এবং প্রায় ১২০০ পুলিসের চোক তাহার উপর আছে।

নিরুপায়ের উপায়।

মিস এমিলি কিনার্ড লণ্ডনের কোন সভায় হোটেলে বালিকা রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এক লণ্ডন সহরেই ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্কা চাকুরি জীবি বালিকার সংখ্যা ১৮০০০ ইহা ছাড়া পোষাক ও কেসের কার্য্যে ১১০,০০০ ও ৩৩০০০ কেরানী আছে।

অদ্ভুত বিচার।

হাল কাউন্টি কোর্টে সম্প্রতি একটী স্ত্রীলোক ও তাহার ৭টী বালক বালিকার বিরুদ্ধে ঘরভাড়া বাবদ ২২॥০ টাকার দাবীতে এক নালিশ হয়। বিচারক মাসিক ভাড়া বাবদ ভাড়া /০ আনা করিয়া ডিক্রী দিয়াছেন। ঐ অনুতাপে বাকী টাকা আগামী ১৯৪৪ সালে শোধ হইবে এইরূপ হুকুম দিয়াছেন।

রক্ত পরিষ্কারের যন্ত্র।

আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার আবেল, ডাক্তার রাউনট্রি ও ডাক্তার টারনার বিষাক্ত রক্ত পরিষ্কার করার এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ধমনী হইতে দেহের এক রক্ত এক নলের দ্বারা যন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহা সুকৌশলে পরিষ্কৃত করা হয়, এবং যন্ত্রের আর এক নল দিয়া তাহা দেহের শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

নূতন পোষ্টকার্ড।

যুক্ত রাজ্যের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল এক রূপ পোষ্টকার্ড প্রচলনের মত করিয়াছেন এই সমস্ত পোষ্টকার্ড পত্র গৃহীতার টেলিফোন নম্বর থাকিবে। এই সমস্ত পোষ্টকার্ডের মূল্য হইবে ৫ সেণ্ট। এই পোষ্টকার্ড পোষ্টাফিসে পৌঁছিলে পোষ্টাফিসের লোকেরা পত্র গৃহীতাকে টেলিফোঁ দ্বারা সংবাদটী জানাইবে। পরে সাধারণ প্রচলিত নিয়মানুসারে পত্র বিলি হইবে।

৭ এর দৌরাত্ম্য।

ওয়ারচেষ্টার সায়ারের ওল্ড সুইন ফোর্ড বাসী মিঃ এবং মিসেস নাইটের পরিবারের সহিত ৭এর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ খুব বেশী। মিঃ নাইটের একটী শিশু কন্যা সেভেন ষ্টার হোটেলে বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিনের বেলা ৭ ঘণ্টার সময় জন্ম গ্রহণ করে। জন্ম সংবাদ জানাইবার সময় ৭ জন … উপস্থিত ছিল। শিশুর ক্রিশ্চিয়ান নামে ৭টী অক্ষর আছে। পিতা ৭ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং মাতা ৭ জনের কনিষ্ঠ।

নূতন আবিষ্কার।

ক্যালিফোর্ণিয়া ভ্যালেজোবাসী মিঃ ই নরম্যান নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক নূতন রকমের এক কাঁচ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে ২।৩ মাইল দূরস্থিত পাহাড় পর্ব্বতের ছায়া পড়ে। এমন কি সমুদ্র মধ্যস্থিত পাহাড় ইত্যাদি যাহা জাহাজ ধ্বংশের প্রধান কারণ তাহারও স্পষ্ট ছায়া এই কাঁচে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই কাঁচের শক্তি ঝড় বৃষ্টি কুয়াসা ইত্যাদি কিছুতেই নষ্ট হইবে না। এই কাঁচের প্রচলন হইলে ট্রেণ সংঘর্ষ ও জাহাজ ডুবির ভয় হইতে কতকটা বাঁচা যাইবে।

দীর্ঘনিশ্বাসে বিপদ।

আমেরিকার মিঃ জে, ই, জোন্স নামক জনৈক সমৃদ্ধিশালী লোক এক ভোজে তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। নিঃশ্বাসের জোরে তাহার ওয়েষ্টকোর্টের একটী বোতাম দুই খণ্ডে পরিণত হইয়া এক খণ্ড পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধু ক্রাইষ্টোফার স্মিথের চক্ষে লাগিয়া তাহার চক্ষু জন্মের মত নষ্ট করিয়া দেয়। অপর খণ্ড মিঃ স্মিথ নামক অপর এক ভদ্রলোকের গালে ঘসিয়া যায়। গাল হইতে ঐ বোতাম বাহির করিতে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ স্থান কাটিতে হয়। মিঃ জোন্স ওজনে ২৫০ পাউণ্ড বা ৩ মণ ৫ সের।

ডিপথেরিয়ার নূতন সিরাম।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ডিপথেরিয়া রোগের প্রতিষেধক সিরাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে পারিস নগরে প্রতি বৎসর ঐ রোগে ১৭২১ জনের মৃত্যু হইত। … বেশী লোকের মৃত্যু হয় নাই। ১৮৯৫ সনে পারিস নগরে সর্ব্বপ্রথমে সিরামের ব্যবহার আরম্ভ হয়। সে বৎসর এক লক্ষের মধ্যে ৯৭ জনের ডিপথেরিয়া রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। ইউরোপের অন্য কোন দেশে তখন ঐ ঔষধ ব্যবহার করা হয় নাই। সে বৎসর লণ্ডনে প্রতি লক্ষ লোকে ৫৫·৬ জন, বার্লিনে ৬০·১ জন ও সেণ্টপিটার্সবর্গে ৪৯·৯ জনার মৃত্যু হইয়াছিল।

বিবির কুসংস্কার।

লণ্ডন ইষ্ট এণ্ড ষ্ট্রীটে দুইটি বালিকা এক বাগানে এক আনা মূল্যের কিছু গাজর শিকড় কিনিতে আসে। বাগানের মালীক "ইহা দ্বারা কি হইবে" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোনই জবাব পায় নাই। এক সপ্তাহ পর, তাহারা পুনরায় ঐ বাগানে উপস্থিত হইলে বাগানস্বামী কিছুতেই ঐ শিকড় দিতে স্বীকার হয় নাই। অতি কষ্টে বালিকারা প্রকাশ করিয়াছে যে "একটী যুবক আমাদের মধ্যে একজনকে ভালবাসিত কিন্তু বর্ত্তমানে সে আমাদের চায় না। প্রত্যেক শুক্রবার রাত্রে গাজরের শিকড় পোড়াইলে যুবক অনুতপ্ত হৃদয়ে আবার আমাদের দ্বারে আসিবে।"

বিবাহ ভঙ্গের কথা।

বিগত ২০ বৎসরে মার্কিন মুলুকে ১০ লক্ষ বিবাহ ভঙ্গ (ডাইভোর্স বা তালাক) হইয়াছে। প্রতি বৎসর সমস্ত পৃথিবীর সভ্য দেশে যত বিবাহ ভঙ্গ হয়, তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক একা মার্কিন যুক্ত রাজ্যে ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক ষ্টেটের বিবাহ ভঙ্গের আইন বিভিন্ন। কেণ্টাকতে যদি স্বামী সর্ব্বদা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শক্ত কথা বলে, তাহাতে বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে; মেইন এবং উত্তর ডাকোটায় আফিম কোকেন এবং ক্লোরালাদি নেশা করিলেও হইতে পারে। উত্তর ক্যারোলিনাতে একজন তাহার পত্নীকে রাগ করিয়া বাটীর

উটা নামক ষ্টেটে "স্ত্রী পুরুষের মনের মিল না ঘটায় একত্রে শান্তভাবে থাকা অসম্ভব হওয়া" বিবাহভঙ্গের উপযুক্ত কারণ বলিয়া স্বীকৃত। "স্ত্রীর নির্দ্দয় ব্যবহারে জীবন দুর্ব্বিসহ হওয়া'র উল্লেখে পেনসিলভেনিয়ায় এক ব্যক্তি বিবাহ ভঙ্গ করিয়া লইয়াছে। "অত্যন্ত মাতলামির" জন্য এবং খোরপোষ না দেওয়ার জন্য অনেক ষ্টেটেই বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে। জর্জ্জিয়া ষ্টেটে দুই দল জুরি একমত হইলে তবে বিবাহ ভঙ্গ হয়। ওয়াশিংটনের একজন জজ সম্প্রতি রায় দিয়াছেন প্রাতে এবং সায়াহ্নে পত্নীকে চুম্বন না করিলে নির্দ্দয়তা প্রকাশ করা হয় এবং তাহার জীবন এরূপ কষ্টকর করিয়া দেওয়া হয় যে বিবাহ ভঙ্গের হুকুম পাইতে পারে।

আমাদের যৌথ কারবার।

১। এদেশের যৌথ কারবারে কেন লাভ হয় না? এদেশের যাঁহারা যৌথ কারবারের উদ্যোগী, তাঁহারা সমাজের যাঁহারা বড় লোক তাঁহাদিগকে ডাইরেক্টর করেন, তাঁহাদিগের কার্য্য পরিচালনের সক্ষমতা অক্ষমতা বিচার করেন না। এমন কি, ডাইরেক্টরগণ যে কারবারের ভার লয়েন, তাহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন কিনা সন্দেহ। এই জন্য কারবারের উন্নতি হয় না, অচিরে লোকের বিশ্বাস হারাইতে বাধ্য হইয়া পড়েন।

২। যৌথ কারবারের মাথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহ লাভ লোকসানের দিকে লক্ষ্য রাখেন না, আফিসের কেরাণীগণ যাহা বুঝাইয়া আসে, তাহাই বুঝিয়া যান।

৩। বলা বাহুল্য, অধিক লাভ লোকসানের দিকে লক্ষ্য রাখেন না, আফিস সাজান ও কেতা দুরস্ত হইলেই হইল।

৪। খাতিরে, উপরোধে, যত অকর্ম্মণ্য ও বস্তাপচা লোককেই আনা হয়। বাঙ্গালীর যৌথ কারবারে তাহারা অনায়াসে স্থান পায়, তাহার ফলে মরকং অনিবার্য্যং।

৫। পাঁচ ভূতের কাণ্ড, যখন ক্ষতি হয়, তখন সরিয়া পড়ে, জ্বালা চুকিয়া যায়। সাধারণে এ সকল ব্যাপার বুঝিয়াছে, সেইজন্য বড় কেহ ডিভিডেণ্ট পাইবার প্রলোভনে আর ভুলে না। তারপর দেশের হাতটান রোগ আছে,যদি দেশের নীতি এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি হয়,হাত টান কমে,তবে লোকে বিশ্বাস করিয়া টাকা দিতে পারে। যৌথ কারবারের উন্নতি না হইলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। সভ্য পশ্চাত্য জাতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অংশীদারগণ যাহাতে কিছু কিছু ডিভিডেণ্ট লাভ পায়, সে জন্য প্রাণপণে অতি সতর্কতার সহিত কাজ করে। এদেশে যে রক্ষক, সেই ভক্ষক, এক কপর্দ্দক দিবার জন্য অনেকে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস না করিবার কারণও অনেক। গলদ এইখানে। এখন বড় বড় নামজাদা ভদ্রলোকদের নাম শুনিলে লোকে চমকিয়া উঠে। সুতরাং নাম শুনিয়াই মন প্রাণ আর বাস্তবিকই যাহা ছিল তা অনেকে দিতে চায় না। খুবই লজ্জার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা স্বার্থপর, তাহারা চোরার ন্যায় কখন ধর্ম্মকথা শুনে না। শুনিলে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় না। অবশ্য সকল যৌথ কারবারের এরূপ অবস্থা না হইতে পারে, কিন্তু সাধারণে ঠেকিয়া শিখিয়া আর ভাল মন্দ বাছিয়া উঠিতেই পারে না। কাজেই যৌথ কারবারের উপরে এক সাধারণ ঘৃণা জন্মান অসম্ভব নয়, বরং স্বাভাবিক। প্রতিকারের উপায় ঐ আগেই বলা হইয়াছে। দেশের হিতের জন্য এদেশের কেহ কিছুত করে না, দেশ দেশ—সেটা লোকঠকানির ফন্দিমাত্র। হা ভগবান! এদেশের সর্ব্বনাশ হইবে না ত হইবে কাহার? এত হীন নীতি আর কোন্ দেশে আছে?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

ব্রাণ্ড। সে এখন কোথায়?

কলোনেল। সেই ছুঁড়ীর কাছেই আছে, আসিতে আসিতে একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, সপ্রেমে তাহার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমার সুখে বাধা দিয়া নিজেই এখন উপভোগ করিতেছে।

ব্রাণ্ড। সত্য নাকি! আর কি দেখিলেন?

কলোনেল। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারা রাই হাউসের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড মনে মনে কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, "আপনার আদেশ অনুচিত হয় নাই। টাকা কড়ির দেনাপাওনা লইয়া আপনার সহিত আমার বাধ্যবাধকতা থাকিলেও, আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি না। আপনার গায়ে হাত তোলা তাহার খুবই অন্যায় হইয়াছে। আজই সে সৈন্যদলে যোগদান করিবে—আপনার সহিত আমার এ বিষয়ে যতদিন না পুনরায় কোন কথাবার্ত্তা হয়, ততদিন আর তাহাকে অবকাশ দিবেন না। ঋণের জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না—আপনাকে তিন মাস সময় দিলাম। উক্ত সময়ের অন্তে আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং সে আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে,—আমাকে জ্ঞাপন করিবেন।"

ঘটনার এইরূপ অসম্ভাবিতপূর্ব্ব পরিণতি-দর্শনে কলোনেল যুগপৎ আনন্দিত এবং বিস্মিত হইলেন। সার উইলিয়ম কখনও কাহারও প্রতি দেনা-পাওনা সম্বন্ধে অনুকম্পা প্রকাশ করেন না। সুতরাং এত সহজে এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়াতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দণ্ডিত করাতে, মনে মনে যে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহারও নিরসন হইল। দোষটা এখন তাঁহা-

রই স্কন্ধে গিয়া পড়িল। সার উইলিয়মের এবম্বিধ আচরণের কারণ বুঝিতে গ্রেহামের বিলম্ব হইল না। পাছে কাপ্তেন লি রুথের রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহার প্রণয়পাশে জড়িত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কাতেই তিনি তাহাকে অবসর দিতে নিষেধ করিলেন। মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "প্রিয় বন্ধু! আপনি যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, সেইরূপই কার্য্য হইবে। আমার আচরণে এবং আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি কঠোর ব্যবহারে আপনি যে আমার প্রতি বিরক্ত হন নাই, তজ্জন্য আমি বড়ই সুখী হইলাম। এখন আমি কি করিব শুনুন,—আমি এক স্থানে গোপনে রুথের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব—আমি তাহাকে আমার কথায় কর্ণপাত করিতে বাধ্য করিব—প্রণয়ের অভিনয়ে তাহাকে মুগ্ধ করিব—এমন কি বিবাহ করিতে শপথ পর্য্যন্ত করিব—কিন্তু ভগবান জানেন, বিবাহ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার নাম যদি গ্রেহাম হয়, আমি নিশ্চয় তাহাকে উধাও করিয়া লইয়া যাইব। তাহা হইলে চিরকালের জন্য আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের আশায় ছাই পড়িবে।"

ব্রাণ্ড। মহাশয়! আমি আমার টাকা ফেলিয়া রাখিব না—এখনই এই মুহূর্ত্তে সুদে আসলে আমার পাওনা মিটাইয়া দিন।

কলোনেল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সহসা আপনার মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি? এইমাত্র আপনি আমাকে আরও তিন মাস সময় দিয়া অনুগৃহীত করিলেন—

ব্রাণ্ড। সত্য কিন্তু আপনি কি মনে করেন, সম্ভ্রান্ত ঘরের কুলমহিলাদিগকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমি আমার টাকার সদ্ব্যবহার করিতে দিব? প্রজাতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া কি তাহারা ভদ্রবংশজাত নয়?

কলোনেল। এই যদি আপনার মত পরিবর্ত্তনের কারণ হয়, নিশ্চিন্ত হউন, আমি কখনই এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না—কুমারী রুথের উপর আর কখনও নজর দিব না।

ব্রাণ্ড। উত্তম। তাহা হইলে, আমার পূর্ব্ব কথামতই কার্য্য হইবে।

কলোনেল। তবে এখন আমি বিদায় হই। কাপ্তেন লি এখনই ফিরিয়া আসিবে—তাহার সহিত আমার এখানে সাক্ষাৎ হওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

ব্রাণ্ড। একটা কথা—আমি যে তাহার প্রতি দণ্ডাদেশ বাহাল রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি, এ কথা কাপ্তেন লিকে কোনরূপে জানিতে দেওয়া হইবে না। আমাদের মধ্যে যে টাকাকড়ির সম্বন্ধ আছে, সে তাহা জানে না। অন্ততঃ আমি তাহাকে বলি নাই।

কলোনেল। আমিও না।

ব্রাণ্ড। ভালই হইয়াছে। তাহাকে এ কথা জানাইবারও আবশ্যক নাই। তাহাকে সদাসর্ব্বদা সেনাবারিকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন—আমার ইঙ্গিত না পাইলে, তাহাকে এক দিনের জন্য এমন কি এক ঘণ্টার জন্যও অবকাশ দিবেন না।

কলোনেল। পুনরায় বলিতেছি, আপনার কথামতই কার্য্য হইবে।

কলোনেল বিদায় গ্রহণ করিলেন। সার উইলিয়ম তাঁহাকে সামান্য জলযোগ কি এক পাত্র সুরা গ্রহণ করিতেও অনুরোধ করিলেন না। ইহাতে গৃহস্বামীর আতিথ্য-সৎকারে অবহেলা বা তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাভাব ব্যক্ত হইলেও, তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না। কারণ তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে—যে জন্য এখানে আসিয়াছিলেন, সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। নেদার হল হইতে বহির্গত হইয়াই, তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় বিস্মৃত হইলেন। রুথের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিবেন না বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, পথে আসিয়া সে প্রতিজ্ঞা-পাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রুথের রমণীয় রূপে তাঁহার অন্তরে লালসার যে প্রবলানল প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাধা পাওয়াতে সে অনলের প্রশমন না হইয়া বরং আরও দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিল। প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যাওয়াই তাঁহার স্বভাব। কখনও উদ্দাম প্রবৃত্তির গতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন নাই—এবারও করিতে পারিলেন না। বরং বহু অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিলেন। এমন অনেক যুবতীই লজ্জাবশে তাঁহার আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইতে সম্মত হয় নাই—এমন অনেকেই ত অবজ্ঞাভরে তাঁহার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিয়া শেষে আবার চরণ-তলে গড়াইয়া পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রেই বা তাহার ব্যত্যয় ঘটিবে কেন? পূর্ব্বপদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিলে, নিশ্চয় রুথ তাহার লজ্জা-জাল বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রেম-সম্ভাষণে মুখরা হইয়া উঠিবে। এই শুভ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে, তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। তিনি একজন গোঁড়া রাজভক্ত—এ কার্য্যে সাফল্য লাভ করিলে, বিপক্ষ-দলভুক্ত রামবন্ডের হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত করা হইবে। অপরন্তঃ তাঁহার এই কীর্ত্তি সমপ্রকৃতি কদাচারী বন্ধুবান্ধবের মধ্যে জয়কিরীটের মত শিরে শোভা পাইবে। শুদ্ধ ইহাই নয়—আরও একটা গুরুতর কার্য্য এই সঙ্গে সাধিত হইবে। কাপ্তেন লিকে বরাবরই তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, আজ সেই ঘৃণার মাত্রা কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়াছে। সম্ভবতঃ যুবক যুবতী পরস্পরকে ভালবাসে। যদি রুথ তাহাকে পূর্ব্বে ভাল না বাসিত—আজিকার এই ঘটনায় তাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সহিত অনুরাগের কুসুম ফুটিয়া উঠিবে। এ স্থলে যদি তিনি রুথকে ছলে বলে হস্তগত করিতে পারেন, তাঁহার চির-ঘৃণ্য শত্রুর বক্ষে শেল বিদ্ধ হইবে—তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে। কলোনেল গ্রেহামের মত অব্যবস্থিতচিত্ত নষ্ট-চরিত্র লোকের পক্ষে এরূপ কল্পনা বড়ই প্রীতি-কর—বড়ই আমোদ-জনক।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কলো-

লেন উপস্থিত বিষয়ে একরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত হইলেন। রুথের গতিবিধির উপর নজর রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কাপ্তেন লি সম্ভবতঃ এখনও রুথের সঙ্গে আছে—সুতরাং আজ আর কিছু করা হইবে না। তিনি কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় স্থির করিতে করিতে, হার্ড-ফোর্ড শায়ারের অভিমুখে চলিলেন।

লরেন্স রাই-হাউস হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর নদীতীরে আসিলেন, সেখানে তাঁহার ছিপ প্রভৃতি পড়িয়া ছিল, সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া, নেদারহলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং খুল্লতাতের কক্ষে উপনীত হইয়া, সকল বিষয় বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। বাধা দিয়া সার উইলিয়ম কহিলেন, "সব কথাই আমি শুনিয়াছি। তোমাদের সেনাধ্যক্ষ এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি নেদারহলে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন,—পথিমধ্যে উক্ত দুর্ঘটনা ঘটায় বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন।"

লি। তাঁহার নিজের ব্যবহারে তাঁহার লজ্জিত হওয়াই উচিত ছিল। আজ যদি তিনি একটা সামান্য দারিদ্রকৃষক বালার উপর ঐরকম অত্যাচার করিতেন—আমি কথনই তাঁহার উপর ইহার অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করিতাম না।

ব্রাও। হাঁ—তাঁহার কার্য্যটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে। তুমি যাহা করিয়াছ—খুব ভালই করিয়াছ। আমি তোমার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিলাম—তাঁহার ক্রোধ উপশমের অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার উদ্দীপ্ত ক্রোধানল শান্ত হইল না। সে যাহাই হউক, তিনি তোমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী—যখন তাঁহার হুকুম বাহির হইয়াছে,—পালন করিতেই হইবে। তুমি যাও—আমি তাঁহাকে আবার পত্র লিখিব।

লি। না—তাঁহাকে পত্র লিখিবেন না। লোকের নিকট আমার জন্য আপনার অনুনয় বিনয় করা কথনই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

ব্রাও। আমার অনুরোধ কলোনেলের সহিত আর দুর্ব্যবহার করিয়া, তাঁহার ক্রোধোদ্দীপন করিও না। তাহা হইলে, হয় তিনি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবেন—নয় সামরিক বিচারালয়ে তোমাকে অভিযুক্ত হইতে হইবে।

লি। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার দ্বারা কোনরূপ আইন-বিগর্হিত কার্য্য হইবে না।

এই সময়ে কক্ষের দ্বার খুলিয়া প্রধান মালি ক্লার্ক তথায় উপস্থিত হইল। তাহার হাতে বস্ত্রাবৃত কি একটা গোলাকার পদার্থ, তাহার চোখে মুখে কেমন একটা উদ্বেগের ভাব—কেমন একটা আশঙ্কার ছবি।

তাহার সহসা আগমনে বিরক্ত হইয়া কর্কশকণ্ঠে সার উইলিয়ম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাতে ও কি ক্লার্ক?"

"কি দেখুন!"—বলিয়া ক্লার্ক বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিল—তাহার হাতে একটা কঙ্কাল ময় নরমুণ্ড!

লরেন্সের মুখ দিয়া আশঙ্কা এবং বিরক্তিপূর্ণ একটা শব্দ নির্গত হইল। সার উইলিয়মের মুখ মলিন হইল। তিনি অচঞ্চল ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,"এ কোথায় পাইলে?"

মালি উত্তর করিল, "কপির ক্ষেত্রে!"

এ মুণ্ড যাহার, অনেক দিন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কঙ্কাল কাল হইয়া আসিয়াছে—কাপড় খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিবা মাত্র, খানিকটা খসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে গত রাত্রির সকল ঘটনা লরেন্সের মনে পড়িল। খুল্লতাতের চরণে সকল কথা বিবৃত করিয়া, এই দুর্ভেদ্য রহস্যের অভ্যন্তরে কি নিহিত আছে, জানিবার জন্য অনুরোধ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে আর একবার তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার খুল্লতাতের মুখের উপর পড়িল। সে মুখে এখন আর কোন মালিন্য বা উদ্বেগ-আশঙ্কার ছায়া দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার মনে হইল

সার উইলিয়ম ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "নেদারহলের প্রাচীন কাগজ-পত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে অনেককেই উদ্যানমধ্যে সমাহিত করা হইয়াছে। কোন কোন মৃত্তিকাস্তর এমনই উপাদানে গঠিত যে, তাহার মধ্যে প্রোথিত থাকিয়াও, নর-কঙ্কাল সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত বা তাহার সহিত মিশিয়া যায় না। ক্লার্ক! এটাকে লইয়া একস্থানে পুঁতিয়া ফেল।"

বৃদ্ধ কোন দ্বিরুক্তি করিল না। নর-মুণ্ডটা পুনরায় বস্ত্রাবৃত করিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার পূর্ব্বে কিন্তু একবার লরেন্সের মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ:—"যে যাহাই বলুক, কাল রাত্রে যাহারা আমার সাবল কোদাল লইয়াছিল এবং ফুলগুলাকে পদদলিত করিয়াছিল—তাহাদের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।"

(ক্রমশঃ)

REGD. No. C 521.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল। ইং ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১৫ সাল। [৮ম খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কৃষি-শিক্ষা।

কার্পাস।

ইহার চলিত নাম কার্পাস, প্রায় সকল মৃত্তিকাতেই জন্মে, তন্মধ্যে যে মৃত্তিকায় বালির অংশ অপেক্ষা চিক্কণ মৃত্তিকার অংশ অধিক, ইহার মধ্যে সেই মৃত্তিকাই বিশেষ উপযোগী।

কার্ত্তিক মাসে প্রথমে জমিতে জল সেচন করিয়া একবার লাঙ্গল দিবে; পরে সেই জল টানিয়া গেলে পুনরায় জল সেচন করিয়া ২।৩ বার লাঙ্গল দিবে এবং গোময়ের সার ছড়াইবে। জমি উত্তম পাট হইলে বীজ বপন করিয়া মৈ টানিবে। বপনের পূর্ব্বে বীজগুলিকে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে, পরে জল হইতে ছাঁকিয়া গোময় ও ঘুঁটের ছাইএর সহিত মাটিতে ফেলিয়া এরূপে ঘর্ষণ করিবে, যেন তাহাদের মুখের কাঁটা ভাঙ্গিয়া যায়। কার্পাসের চারা ৬।৭ আঙ্গুল উচ্চ হইলে একবার জল দিবে এবং তাহার এক মাস পরে পুনরায় জল সেচন করিয়া সিঞ্চিত জল টানিয়া গেলে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে। চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এরূপ করিতে হইবে। বৈশাখ মাসে ফল সকল পরিপক্ক হইয়া ফাটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় ফলগুলিকে তুলিয়া লইবে।

তামাক।

তামাক চাষের নিমিত্ত বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকা অতিশয় উপকারী; কারণ যে পর্য্যন্ত চারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা হইতে রস পাইতে পারে। এইরূপ মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত মৃত্তিকার সহিত নীল কুঠির চৌবাচ্চায় যে সিটা পাওয়া যায়, সেই সিটা কিম্বা গোময়ের সার মিশাইবে।

অন্য ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তমরূপে খুঁড়িয়া ভাদ্র মাসে তথায় তামাকের বীজ বপন করিবে। অত্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিলে ঐ স্থানের উপরে উপযুক্ত আবরণ তুলিয়া দিবে, কারণ বৃষ্টির জল লাগিলে বীজের বিশেষ উপকার হয়। বীজ বপনের ২০।২৫ দিন পরেই চারা জন্মিয়া থাকে। চারাগুলিতে যখন ৫।৬টি পাতা ধরিবে, তখন তাহাদিগকে নাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। আশ্বিন মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে রোপণ কার্য্য শেষ করা উচিত; তৎপরে যে সকল চারা রোপিত হয়, তাহারা উপযুক্তরূপে বাড়িতে পারে না। রোপণ সময়ে দেড় হাত অন্তর শ্রেণী করিয়া প্রতি শ্রেণীতে পরাপর ঐ পরিমিত ব্যবধানে চারাগুলি পুঁতিবে। মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া গেলে যতদিন ইহাদের শিকড় নামিবে, ততদিন জল সেচন করিবে এবং সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রৌদ্রের সময় কলাগাছের খোলা দ্বারা ঢাকিয়া দিবে।

চারা সকল বাড়িতে থাকিলে মধ্যে মধ্যে গোড়ার মৃত্তিকা খুঁড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। পাঁচ ছয়টা বড় বড় পাতা জন্মিলে, চারায় পুষ্পমুঞ্জরী সকল ভাঙ্গিয়া দিবে; তাহাতে যে সমুদয় নূতন ফেকড়ী ও পল্লব গজিয়া উঠিবে, তাহারা না বাড়িতে বাড়িতে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। এরূপ করিলে পাতাগুলি অতি দীর্ঘ ও পুরু হইয়া উঠে। অতঃপর চারার নীচে যে সকল ছোট পাতা থাকিবে তাহা ভাজিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে।

যখন বড় বড় পাতা সকল ঈষৎ পীতবর্ণ হইবে, তখন তাহাদিগকে গাছের কিয়দংশ ছালের সহিত কাটিয়া লইবে।

ইক্ষু।

যে ভূমি বন্যার জলে ডুবিবার সম্ভাবনা নাই এবং যাহাতে অধিক বড় গাছ নাই, সেই ভূমিই ইক্ষু চাষের উপযুক্ত। ঐ স্থানের মৃত্তিকা দোয়াস হইলে ভাল হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ঐরূপে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দ্বারা

চারি পাঁচবার চাষ দিয়া উত্তমরূপে পাটী করিবে। পাটী করিবার সময় মৃত্তিকার সহিত খইল ও গোময় সার মিশাইবে। মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে এক এক হাত অন্তরে আধ হাত চৌড়া এবং আধ হাত গভীর করিয়া জুলি প্রস্তুত করিবে। জুলি খুঁড়িতে যত মাটি উঠিবে, তাহা দুই দুইটা জুলির মধ্যে আলির আকারে রাখিবে; কারণ পরে ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় ঐ মাটী সহজে লওয়া যাইতে পারিবে। এই প্রকারে জমি প্রস্তুত হইলে জুলির মধ্যে এক এক হাত অন্তরে ইক্ষুর ডগা বসাইবে। প্রত্যেক ডগায় অন্ততঃ তিনটী চোক থাকা আবশ্যক। সেই চোক উপরের দিকে রাখিয়া তদুপরি আড়াই অঙ্গুলি পুরু করিয়া এরূপে মাটী চাপা দিবে যে, সমুদয় ডগাটী যেন ঢাকিয়া যায়। মাটি চাপা দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ জল সেচন করিবে। ডগা রোপণের পূর্ব্বে জুলির মধ্যে পাতলারূপে খইলের গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

কোঁড়া বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দুইদিন অন্তর জল সেচন করিবে। যখন কোঁড়াগুলি সম্যক প্রকারে জন্মিবে, তখন ১২।১৩ দিন অন্তর জল দিলেই চলিবে, সিঞ্চিত জল একটু টানিয়া গেলে, অপর পার্শ্বস্থ আলির মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে। তাহাতে পুনরায় জল সেচন করিলে বা বৃষ্টি হইলে, ঐ মৃত্তিকা ধৌত হইয়া জুলির মধ্যে পড়িবে, সুতরাং চারার গোড়ায় মৃত্তিকা দেওয়ার কাজ হইবে।

ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে। আশ্বিন মাসে আলি সকলে যে মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা খুঁড়িয়া সমান করিয়া দিবে, অর্থাৎ তখন আর আলি রাখিবে না।

এই সময়ে ক্ষেত্রে একবার খইল ছড়ান আবশ্যক এবং এখন ১৫।২০ দিন অন্তর জলসেচ প্রয়োজন হয়। জলসেচের দুই এক দিন পরে মৃত্তিকা অল্প অল্প করিয়া খুঁড়িয়া দিবে।

চারাগুলিতে যখন ৫।৬টা পাতা ধরিবে, তখন অবধি নীচের পাতাদ্বারা তাহাদিগকে জড়াইতে আরম্ভ করিবে, এবং গাছ ক্রমে যত বাড়িবে, তত জড়াইয়া দিবে।

ইক্ষুর যে সকল চারা রোপিত হইয়া থাকে, রোপণের পূর্ব্বে তাহাদিগকে হাপরে ফেলিয়া রাখিতে হয়। হাপরে রাখার নিয়ম এই, কোন স্থানে এক হস্ত গভীর একটী গর্ত্ত করিবে। অনন্তর পুকুরের পাঁক, ছাই ও বালি মিশ্রিত করিয়া উহার গর্ত্তের কিয়দংশ পূর্ণ করিবে। এইরূপে হাপর প্রস্তুত হইলে, ইক্ষু ডগা সকল অল্প হেলাইয়া সাজাইয়া বসাইবে। তৎপরে তাহার চারিপার্শ্ব মৃত্তিকা দ্বারা এরূপে ঢাকিয়া দিবে যে, গোড়ায় বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, কিন্তু এই মৃত্তিকার আবরণ যেন ডগার উপরিভাগ পর্য্যন্ত না উঠে, অর্থাৎ উপরে কিয়দংশ বাকি রাখিয়া মৃত্তিকা ঢাকা দিবে। অনন্তর রোপণের উপযুক্ত সময় হইলে, ডগাগুলিকে হাপর হইতে উঠাইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুঁতিয়া দিবে।

দেশীয় শব্জী।

পটল।

ইহার বীজ হয় না, মুখ হইতে চারা জন্মে। এই জাতীয় লতার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হইয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করে। সর্ব্বদা জলে ডুবিয়া যদি পচিয়া যাইতে না দেওয়া যায়, তবে পটলের লতা (পলতা) বারমাসই থাকে। কিন্তু একবার যদি তাহার ফল জন্মে, পর বৎসর আর তাহার সেরূপ তেজ থাকে না, এজন্য তাহাতে ফলও উৎপন্ন হয় না।

পূর্ব্বোক্ত পলতা লতায় গাঁইটের উভয় পার্শ্বে ও শিকড়ের ৩।৪ আঙ্গুল রাখিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে। সেই শিকড়গুলিকে সার গোময়ের জলে একদিন আর্দ্র করিয়া রাখিবে। পরে দোঁয়াস মাটিবিশিষ্ট ক্ষেত্রে উত্তমরূপ চাষ দিয়া মৃত্তিকাকে ধূলিবৎ করিবে। সেই সময় খইল ও গোময়ের সার ছড়াইতে হইবে। মাটি উত্তমরূপ প্রস্তুত হইলে তিন হাত অন্তর পরোলাল্য কাটিয়া তাদের উপর মাটির স্তূপ করিতে হইবে। সেই স্তূপের উপর তিন তিন হাত দূরে গর্ত্ত করিয়া এক একটি গর্ত্তে ২।৩টী শিকড় রোপণ করিবে। অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া না যায়, এজন্য চারা বাহির হওয়া পর্য্যন্ত পাতলা খড়ের চাল দিবে ও প্রত্যহ ভূমিতে অল্প অল্প জল সেচন করিবে। চারাগুলি বড় হইলে আর দিন দিন জল দেওয়া আবশ্যক করে না, মাটি শুকাইয়া না যায়, এরূপভাবে মধ্যে মধ্যে জল দিলেই যথেষ্ট হইবে। কার্ত্তিক মাস পটল চাষের উপযুক্ত সময়। পটল পিত্তনাশক, খাইতে মিষ্ট, শিকড় বড় ভেদক।

বেগুণ।

জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে ২।৩ হস্ত ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়, দুই তিন ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া বপন করিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

বীজগুলি যতদিন অঙ্কুরিত না হয়, ততদিন রৌদ্রের সময় তাহাদের উপর কলাপাতা ঢাকা দিয়া রাখিবে, বৃষ্টি না হইলে প্রতিদিন জল দিতে হইবে। চারাগুলি একটু বড় হইলে বেগুণক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া জমিতে এক হস্ত অন্তর জুলি করিবে এবং সেই জুলির ভিতর এক হস্ত ব্যবধানে চারাগুলি পুঁতিবে। যে পর্য্যন্ত না চারার শিকড় মাটিতে শক্তরূপে বসিয়া পাতাগুলি স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট না হয় সে পর্য্যন্ত মাটি সরস রাখিবার জন্য জল দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর দুই একবার ঘাস নিড়াইয়া দিবে।

গোল আলু।

গোল আলুর চাষ করিতে হইলে দোঁয়াস মাটির প্রয়োজন। কার্ত্তিক মাসে উত্তমরূপে মাটির পাইট করিয়া ধুলিবৎ করিবে এবং তাহাতে খইলের সার ছড়াইতে হইবে। তাহার আধ হাত অপেক্ষা কিছু অধিক অন্তরে জুলি কাটিয়া মধ্যস্থলের মৃত্তিকা আইলের মত উচ্চ করিতে হইবে। সেই আইলের উপরে আধ হাত অন্তরে আলুর বীজ বসাইয়া অল্প মাটী ঢাকা দিবে। সেই সময়ে জল সেচন করিয়া মাটী সরস রাখিবে, সেই সময়ে ১০।১২ দিন মধ্যে বীজ হইতে চারা বাহির হইবে। তাহার পর নিয়ত জল সেচনে মাটীর সরসতা রক্ষা ও মাটী উল্টাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এরূপ করিলে আলুগুলি ক্রমে বড় হইতে থাকিবে।

শাঁক আলু।

দোয়াসলা বা বালি মাটিতে উত্তম জন্মে। গোল আলুর চাষের মত ইহার চাষ করিতে হয়। কেবল সময়ের ইতর বিশেষ এই যে এই আলুর চাষ বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। শ্বেত শাঁক আলু বীজ বড় অপকারী, খাইলে মনুষ্যের জীবন নষ্ট হইতে পারে।

পালঙ্ শাক।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাস ইহার চাষের সময়। দুই এক দিন বীজগুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর কিছু ফুলিয়া উঠিলে তাহাদিগকে জল হইতে তুলিবে। তুলিয়া অপর পাত্রে ছাই মিশাইয়া রাখিবে এবং সেই ছাই পাত্রের মুখ ঢাকা দিবে। তাহাতেই তাহাদের অঙ্কুর বাহির হইবার উপক্রম হইবে। তখন ক্ষেত্রে ছড়াইয়া প্রতিদিন বৈকালে জল দিতে থাকিবে। চারাগুলি একটু বড় হইলে যেখানে ঘন আছে, উপড়াইয়া পাতলা করিয়া দিবে। টক্ পালঙের চাষও এইরূপে করিতে হয়। বলা বাহুল্য যে মাটিতে চাষ দিলে চারা তেজস্বী হইয়া থাকে।

আদ্রক (আদা) ও হরিদ্রা।

আদার মূল খণ্ড করিয়া এক খণ্ড পুঁতিয়া দিলে গাছ হয়। উর্ব্বরা দোঁয়াস মাটিতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ভূমিতে চাষ দিয়া এক হাত অন্তর আইল প্রস্তুত করিবে এবং তাহাদিগকে ৮।১০ অঙ্গুলি ব্যবধানে পুঁতিয়া দিবে। চারা বাহির হইলে মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিতে হইবে। আমআদার চাষও এইরূপে করিতে হয়, কেবল ইহার মূল রোপণের সময় ফাল্গুনের শেষ হইতে আষাঢ়ের শেষ পর্য্যন্ত।

হরিদ্রার চাষও প্রায় এইরূপ। কেবল শীতের পূর্ব্বে ইহাকে রোপণ করিবে ও চারা বাহির হইলে মৃত্তিকা উল্টাইয়া দিতে হয়, শীত পড়িলে আর সেরূপ করিতে হয় না, ফাল্গুন মাসে যখন গাছগুলি শুকাইয়া যায়, তখন মাটি খুঁড়িয়া হরিদ্রা বাহির করিয়া লইতে হয়।

(ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

তামার জিনিষে কলাই করা।

তামার ডেকচী ও রেকাব প্রভৃতিকে কলাই করিয়া তবে তাহাতে পোলাও, মাংস প্রভৃতি রন্ধন করা উচিত কিন্তু কলাই চটিয়া যাইলে, কদাচ সে পাত্রে রন্ধন করা উচিত নয়। সমস্ত খাদ্য বিষাক্ত হইয়া এককালে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলিকাতার ভবানীপুরে একবার এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছিল, এবং বড় বড় লোক মৃতপ্রায় হইয়াছিল এবং মরিয়াছিল সেই জন্য পল্লীগ্রামের লোকের যাহাদের কলাই করাইয়া লইবার সুবিধা নাই, তাহাদের কলাই করা জানিয়া রাখা মন্দ নহে।

কলাই করিবার প্রণালী।

প্রথমে বাসনটীকে তেঁতুল ও বালি দিয়া মাজিয়া খুব পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। তাহার পর পাত্রটীকে আগুণে চড়াইয়া যখন খুব গরম হইয়া উঠে, তখন তাহাতে নিশাদল চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া, সেই গরম অবস্থায় রাং দিয়া ঘসিতে হয়। যখন রাং গলিয়া পাত্রে লাগিতে থাকে, সেই সময় ন্যাকড়া দ্বারা ঐ দ্রবীভূত রাংকে বেশ সমভাবে পাত্রে লাগাইয়া দিতে হয়। গরম হইতে নামাইলে শীতল হইলে তামার ভিতর রাং জমিয়া রূপার মতন হইয়া যায়। তখন ইহাতে রান্না হইলে আর তাম্র দ্বারা বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। ন্যাকড়া দ্বারা দ্রবীভূত তামাটাকে চারাইয়া সকল স্থানে লাগাইবার কারণ অন্য কিছুই নহে, হাতে তাত লাগে না। এই প্রকার সহজসাধ্য পদ্ধতি দ্বারা বহু মুসলমান এই কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

দধি প্রস্তুত প্রণালী।

দধি প্রস্তুত করিবার পাত্র ফুটন্ত জলে উত্তমরূপ ধৌত করিয়া লইতে হয়। পাত্রের গায়ে কোন প্রকার অপর জীবাণু থাকিলে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। একটি কটাহে দুগ্ধের সহিত কিছু জল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। দুগ্ধ জাল দিয়া নামাইবার সময় দেখিতে হইবে, যেন দুগ্ধে জলের ভাগ কিছুমাত্র না থাকে। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত পাত্র ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে এক চামচে দধ্যম্ল মিশাইতে হয়। দধি প্রস্তুত করিবার জন্য যে পুরাতন দধিটুকু দুগ্ধের সহিত মিশান যায়, তাহাকে দধ্যম্ল বলে। মাটির পাত্রে দধি পাতা ভাল। দধ্যম্ল মিশাইবার সময় দধ্যম্ল পাত্রের গাত্রে একস্থানে অল্পে অল্পে মিশাইতে হয়। এবং অবশেষে একবার সমুদয় দুগ্ধটী সেই চামচে দ্বারা নাড়িয়া দিতে হয়। দধ্যম্ল মিশাইবার পর পাত্রটী ঈষদুষ্ণ স্থানে ঢাকিয়া রাখিলে এবং ৮ কিম্বা ১০ ঘণ্টা নাড়া চাড়া না করিলে

উক্ত সময়ের মধ্যে দধি বসিয়া যাইবে। মাটির পাত্রে দধি পাতিলে দুগ্ধ স্থিত জলীয়াংশ যাহা দধি বসিবার সময় বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহা পাত্রের গাত্রে শোধিত হয় এবং দধি বেশ ঘন কাটারি কাটার মত হয়।

দধ্যম্ল ব্যতীত লেবুর রস, তেঁতুল প্রভৃতি অন্য অম্ল সংযোগে দধি পাতা যায়, কিন্তু দধির অম্লে যে জীবাণু থাকে, তাহাই অধিকতর উপকারী, সেই দধ্যম্ল দ্বারা দধি পাতাই শ্রেয়ঃ।

দধির গুণ।

দধিতে কেসিন বা ছানার ভাগ জমাট অবস্থায় থাকে বলিয়া দধি পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়, দুগ্ধ ইহা অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক হইয়া থাকে। দধি কিন্তু অন্য ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে। দধি পতিবার সময় দধ্যম্লের পরিমাণ অধিক হইলে সেই দধি ব্যবহারে অনিষ্ট হয় এবং এরূপ দধি খাইলে সর্দ্দি, অম্লজনিত রোগ জন্মিতে পারে। বিশুদ্ধ দধি কিন্তু পরম উপকারী আহার। ইহাতে যে জীবাণু থাকে, তাহা শরীরের অনিষ্টকারী জীবাণুগণকে নষ্ট করিয়া শরীরের সমতা রক্ষা করে। দধিতে যে অম্ল থাকে, তাহার ইংরাজী নাম Lactic acid। এই ল্যাকটিক অম্লের ও অনিষ্টকারী জীবাণুর ক্রিয়া প্রতিহত করিবার ক্ষমতা আছে। এই কারণে দধি কিম্বা ঘোল নিয়মিত ব্যবহার করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, এবং সহজে লোকে জরাগ্রস্ত হয় না।

গার্হস্থ্য সহজ-শিল্প।

স্মেলিং সল্ট্।

মাথা ধরিলে, অধিকক্ষণ মানসিক পরিশ্রমের পর শিরঃপীড়া হইলে, মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার জন্য প্রত্যেক সংসারে স্মেলিং সল্ট একটা থাকা মন্দ নয়, তাহা ছাড়া যেরূপ হিষ্টিরিয়ার বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে স্মেলিং সল্টের যেন প্রত্যেক ঘরেই আবশ্যক হইতেছে। বিক্রয় করিবারও ইহা একটী ভাল জিনিস।

প্রস্তুত প্রণালী।

কার্ব্বনেট্ অফ্ অ্যামোনিয়া—১ পাউণ্ড লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছোট ছোট গ্লাসষ্টপার্ড শিশিতে পুরিতে হইবে, সেইজন্য শিশির মুখের আয়তন বুঝিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে।

এই খণ্ডগুলিকে একটি কাচ পাত্রে রাখিয়া অয়েল লাভেণ্ডার ২ আউন্স, এসেন্স অফ্ বারগামট্ ১ আউন্স, লবঙ্গের তৈল ২ ড্রাম, এই সকল দ্রব্য দিয়া খণ্ড খণ্ড আমোনিয়াগুলিকে শোষণ করাইয়া শিশিতে পুরিয়া কর্ক বন্ধ করিতে হইবে। তাহার পর লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। মূল্য ৵০ আনা করিলেই যথেষ্ট লাভ হইবে। ষ্টেশনারি দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে। মাল মসলাগুলি কলিকাতার ভাল ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকট পাওয়া যায়।

বাতিগালা প্রস্তুত প্রণালী।

একটি তামার পাত্রে বাতিগালা ৪ আউন্স দিয়া গলাইয়া ভিনিস টার্পেটাইন ১০ আউন্স দিয়া মিশ্রিত করিবে, একটু পরে ইহাতে ১ আউন্স চিনের সিন্দুর দিয়া নাড়িয়া যখন একটু শীতল হইতে থাকিবে, তখন একটা প্লেন তক্তার উপর ফেলিয়া ডলিয়া গোলাকার বাতির মত লম্বা করিয়া ইহার উপর নিজের নামের শীল করিয়া ৬ ইঞ্চ পরিমিত লম্বা রাখিয়া কাটিবে। ১২টী করিয়া এক একটী কাগজের বাক্সে রাখিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে। এইটী হইল, লাল বাতি গালা। বাতি গালা নানা রঙ্গের হয়, যথা—সবুজ, নীল, কাল ইত্যাদি। এই প্রকার বাতি গালাইয়া উৎকৃষ্ট। কিন্তু সুলভ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায়ে রঞ্জনাদি মিশাইয়া সুলভ করা হইয়া থাকে। সে সকল প্রক্রিয়াও পরে পরে দেখান যাইতেছে।

২য় প্রকার।

ধুনা ৪ পাউণ্ড,
পাতগালা ২ পাউণ্ড,

প্রথমে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ভিনিস টাপিন ১৸০ পাউণ্ড ও মেটে সিন্দুর ১৸০ পাউণ্ড দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে।

৩য় প্রকার।

উৎকৃষ্ট চাচ গালা ৪ আঃ
ভিনিস্ টার্পেণ্টাইন ২ আঃ
ম্যাগনেসিয়া ১৸০ ড্রাম

দিয়া গলাইয়া ইহাতে কলোফোনি ১৸০ আউন্স ও সিন্দুর ১৸০ আঃ দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবে।

ইহাতে সিন্দুর দিলে যেমন লাল হইবে, কাল করিতে হইলে ভুষা দিলে কাল হইবে। কিন্তু সবুজ ও নীল করিবার প্রক্রিয়ার পার্থক্য আছে।

নীল।

পাত গালা ৪ আঃ
ডামার ধুনা ৪ আঃ
বর্গাণ্ডী পীচ ২ আঃ
ভিনিস টার্পিন ২ আঃ
আলট্রামেরিন ৬ আঃ

অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ভিনিস টার্পিন প্রস্তুত প্রণালী।

কৃষ্টবর্ণ ধুনা ৪৮ পাউণ্ড, অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ইহাতে ২ গ্যালন টারপিন তৈল মিশ্রিত করিলে, ভিনিস টারপিন প্রস্তুত হয়। ইহা বাজারেও ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

পশমী কাপড় কীট দ্বারা দষ্ট না হইবার সহজ উপায়।

১। সিন্দুক বা কাপড়ের পাটের মধ্যে স্পিরিট টারপেন্টাইন কাগজে মাখাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ের পাটের মধ্যে মধ্যে দিয়া রাখিলে, কীটদষ্ট হইবে না। কিটিংস

পাউডার ছড়াইয়া কাপড় রাখিলেও পোকা লাগিবে না। ১ কৌটা কিটিংস পাউডারের (Keating's Insect Powder) দাম ।০ ।৵০ আমাদিগকে লিখিলেও পাঠাইয়া দিতে পারি, ইহা দ্বারা ছারপোকা মরিয়া যায়।

২। বস্ত্রাদিতে তৈল বা আলকাতরা লাগিলে উঠাইবার উপায়।

এক সের আন্দাজ জলে আধ ছটাক আন্দাজ পটাস্ এবং লেবুকে ছোট ছোট ফালি করিয়া কাটিয়া নিংড়াইয়া সেই রস উত্তমরূপে মিশাইয়া ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে, তাহার পর সূতা বা রেশমী কাপড়ের যে যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে, সেই সেই স্থানে উক্ত আরক লাগাইয়া রগড়াইয়া ধৌত করিলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

রেশমী কাপড়ের দাগ তুলিতে হইলে শুদ্ধ সেই অংশে স্পিরিট তারপিন তৈল লাগাইয়া রগড়াইলেই দাগ উঠিয়া যায়।

সংবাদ।

জমিদার খুন।

বরিশাল কাউখালি থানার অন্তর্গত সুবিদ খালি গ্রাম নিবাসী নাজেমালি নামে জনৈক ধনাঢ্য জমিদারকে কে বা কাহারা লেজা অর্থাৎ বর্শার আঘাতে খুন করিয়াছে। পুলীশ কয়েকজন লোককে আসামী সন্দেহে চালান দিয়াছে।

রেলে কাটা।

হুগলী কোন্নগর ষ্টেশনে একজন কুলি রেল পার হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় একখানা ট্রেণ তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। কুলি আহত হইয়া হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল; মারা গিয়াছে।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে।

কলিকাতা-জানবাজারের অন্তর্গত গোয়ালটুলি নিবাসী বুদ্ধরাম নামে এক ব্যক্তির কন্যা একটী পুত্র প্রসব করে। পঞ্চম দিবসে শিশুটী মারা যায়। স্থানীয় ডাক্তার শিশুর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তাহাকে গোরস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। পত্রান্তরে প্রকাশ, সেখানে শবদেহ কবরস্থ করিবার পূর্ব্বে দেখা যায়, যেন শিশুটীর শরীরে আবার প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরাইয়া আনা হয়। তদবধি শিশুটি বেশ সারিয়া উঠিতেছে। বিধাতার লীলা বিচিত্র!

উৎকোচ মামলার জের।

মেদিনীপুরের সবজজ আদালতে ঈশ্বর মুদেলিয়ার নামে এক পশ্চিমা সদাগর এক মামলা রুজু করিয়াছিলেন। ঈশ্বর মুদেলিয়ার এই মামলা সম্পর্কে সবজজের নামে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, সবজজ অপর পক্ষের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। জেলা-জজ এই অভিযোগের তদন্ত বিচার করিয়াছিলেন। তদন্ত-বিচারে অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। ফলে, ঈশ্বর মুদেলিয়ার এবং তাঁহার উকীল মিথ্যা অভিযোগ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ সকল সংবাদ আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছি। মেদিনীপুরের সংবাদে প্রকাশ,—বিচারে উকীল অব্যাহতি পাইয়াছেন; ঈশ্বর মুদেলিয়ারের মামলার বিচার গত ২৫শে নবেম্বর আরম্ভ হইয়াছিল। বিচারক মেদিনীপুরের অফিসিয়েটিং জেলা-জজ সিটন সাহেব। এক প্রস্থ শুনানী হইয়া গিয়াছে। ১০ই ডিসেম্বর আবার দিন পড়িয়াছে।

প্রহারের মামলা।

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি মাজিষ্টর সুইনহো সাহেবের এজলাসে ৩নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীটের ডিরিটি নামক এক সাহেব অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগ,—দুর্গাদাস মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে ঘুষি ও লাথি মারা। অভিযোগে প্রকাশ,—আসামীর কুকুর রাস্তায় ফরিয়াদীকে কামড়াইতে গিয়াছিল; —ফরিয়াদী হাত দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়াছিল;—কিন্তু আসামী মনে করিল, ফরিয়াদী তাহার কুকুরকে মারিয়াছে। এই মনে করিয়াই আসামী ফরিয়াদীকে বেদম লাথি ঘুষি প্রভৃতি মারিয়াছে। দুইজন সাহেব ফরিয়াদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহারা আদালতে সাক্ষ্যও দিয়াছিলেন; আর আসামী আদালতে ঘুষি মারার কথা স্বীকারও করিয়াছিল। মাজিষ্টর আসামীর পনর টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন; আর বলিয়াছেন, দশ টাকা ফরিয়াদী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইবে।

চলন্ত ট্রেণে চুরি।

হাওড়া উলুবেড়িয়া মহাকুমা মাজিষ্টরের এজলাসে রহমতুল্লা নামে একব্যক্তি চলন্ত ট্রেণে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, গত ১৩ই নবেম্বর বেঙ্গল নাগপুর রেলের রাঁচি এক্সপ্রেস গাড়ী বাগনান ষ্টেশনে পৌঁছিলে রহমতুল্লা একখানা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠে। ঐ গাড়ীতে তখন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ইউ, এন, সেন নিদ্রিত ছিলেন। তিনি চোরের আবির্ভাব বুঝিতে পারেন নাই। গাড়ী বাগনান ছাড়াইয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশন কুলগাছিয়ার নিকট একবার দাঁড়াইল; কারণ, তখন তাহার সম্মুখে একখানা মালগাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। এই অবসরে রহমৎ ব্যারিষ্টারের গ্লাডষ্টোন ব্যাগটী ও একটী পুটুলি হাতে লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে। পুটুলিতে সেন মহাশয়ের পোষাক পরিচ্ছদ ছিল। চোর ঐ সকল জিনিসপত্র সহ কুলগাছিয়া ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হয়। সে আদালতে আপন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। পুলীশ তদন্তে ইহাও জানা গিয়াছে যে, একদল দস্যু হাওড়া হইতে খড়্গপুর পর্য্যন্ত রেলপথে মাঝে মাঝে যাত্রিগণের জিনিসপত্র অপহরণ করিয়া থাকে। আসামী রহমতুল্লা তাহাদেরই মধ্যে অন্যতম।

উহাদের মধ্যে কেহ কিছুদিন পূর্ব্বে বাগনান ষ্টেশনে দমুর্দ্দ্রের ষ্টেট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত অর্জ্জুন ভূঞ্জার জিনিসপত্র চুরি করিয়াছিল। রেল-পুলীশের এই সকল চোরের উপদ্রব দমন করা কর্ত্তব্য।

বিষম ডাকাতি।

ময়মনসিংহ জেলার ধল্লা রেল ষ্টেশনের তিন মাইল দূরবর্ত্তী রসুলপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দে নামক এক ব্যক্তির বাড়ী গত ২৭শে নবেম্বর রাত্রে ভয়ঙ্কর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা দলে ছিল ১৫।১৬ জন যুবক। ইহারা বন্দুক লইয়া আসিয়াছিল। ইহারা লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ দেড় শত টাকা এবং কিছু গহনা লইয়া গিয়াছে। এক জন পশ্চিমা বাধা দিতে গিয়াছিল। ডাকাতেরা তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। ডাকাতেরা ভবথেলের নিকট কালাবাজারের টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছিল।

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী মাধিয়া গ্রামে রাজনারায়ণ গোপ নামক এক ব্যক্তির বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে ডাকাতেরা দলে ছিল ১৫ হইতে ৩০ জন। ইহারা সর্ব্বরকমে দুই শত হইতে তিন শত টাকা লইয়া গিয়াছে।

ময়মনসিংহ-জামালপুর-নন্দিনাহাটে এক নৌকার উপর ডাকাতি হইয়াছে। দস্যুদল নৌকায় নিদ্রিত লোকগণকে প্রহার করিয়া নূতন কাপড়ের গাঁটরী প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

ক্লার্কের প্রস্থানের পর সার উইলিয়ম কহিলেন, "নরেন্দ্র! তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নয়। অন্যথা বিলম্বে কর্ণেল গ্রাহামের ক্রোধ আরও বাড়িতে পারে। এই লও—তোমার আমোদ-প্রমোদের জন্য টাকার দরকার হইতে পারে।"

এই বলিয়া খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে এক তোড়া মুদ্রা গুঁজিয়া দিলেন। নরেন্দ্র তাঁহার কণ্ঠস্বরে এবং ব্যবহারে এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার সন্দেহ নিরসন করিবার আর কোন অবসর পাইলেন না। ইহার এক ঘণ্টা পরেই, তিনি তাঁহার সুন্দর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন—তাঁহার ভৃত্য একটা পোর্টমেণ্ট লইয়া, অপর একটা অশ্বে তাঁহার অনুগামী হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরিচ্ছদাগার।

কভেণ্ট গার্ডেনের সান্নিধ্যে—ঠিক সদর রাস্তার উপর নয়—একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে পোষাকের একটা প্রকাণ্ড দোকান। এখানে সকল রকম পোষাকই তৈয়ারি কিনিতে বা ভাড়া পাওয়া যায়। বিবিধ রকমের—বিবিধ বর্ণের—বিবিধ আকৃতির পোষাক-পরিচ্ছদ সকল গায়ের উপযুক্ত সকল সময়ে প্রস্তুত। বালক, বৃদ্ধ,যুবা,স্ত্রী, পুরুষ—সকলেরই আছে। যেমনটী চাহিবেন, ঠিক তেমনটী পাইবেন। সবই যে নূতন তাহা নহে—পুরাতনও আছে। যেমন অল্প দামের মোটা কাপড়ের আছে, তেমনই আবার বহু মূল্যের চিকণ কাজের সুন্দর উপাদানে গঠিত সাজেরও অভাব নাই। কোনটা দুই একবার ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনটা আধ ময়লা, কোনটা একেবারে পুরাতন, আবার কোনটা সম্পূর্ণ নূতন—একেবারে টাট্‌কা—ঝক্ ঝক্ করিতেছে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিবিধ রকমের মাথার সাজ—মুখের অবগুণ্ঠন—গায়ের বডিস—পায়ের মোজা এবং জুতা। তাহাদের বৈচিত্রাই বা কত—শোভাই বা কত! তাহার পাশেই পুরুষের টুপী, শিরস্ত্রাণ, কোট, ওয়েষ্টকোট, বুট। অস্ত্র শস্ত্র, মুখের মুখস—তাহাও অভাব নাই। প্রত্যুত যাহার যে রকমের আবশ্যক, নূতন বা পুরাতন, এখানে আসিলেই পাওয়া যাইবে।

রাত্রি নয়টা। দোকানদার এবং তাঁহার পত্নী,—উভয়েই প্রৌঢ়ে পদার্পণ করিয়াছেন,—দোকান-পাট বন্ধ করিয়া, দুই এক ঘণ্টা কোন স্থানে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক অশ্বারোহী দোকানের সম্মুখে আসিয়া বল্গা সংযত করিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহীর বেশভূষা অতি কদর্য্য—অতি মলিন। অশ্বটী কিন্তু যেমন সুন্দর—তেমনই তেজস্বী। এক অভুক্ত দরিদ্র বালক সে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, আগন্তুক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাহাকে ঘোড়াটা ধরিতে দিয়া, দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কিছু কিনিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ধূলিপটলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, এবং পরিচ্ছদে তাঁহার দারিদ্র্য প্রকটিত হইলেও, তিনি যে একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন, তাহা তাঁহার আকৃতি হইতে বেশ বোঝা যায়। দীর্ঘাকৃতি—উচ্চতায় প্রায় ছয় ফিট। দেহ বেশ বলময়, সুবলিত এবং একটা অঙ্গের সহিত আর একটার বেশ সামঞ্জস্য আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রচণ্ড রবিকরতলে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার জন্য মুখবর্ণ স্পেনবাসীর মত ধূম্রাভ ধারণ করিয়াছে। মস্তকের কেশ দীর্ঘ কুঞ্চিত এবং ঘোর কাল। এক গাছিও পাকে নাই। শ্মশ্রু গুম্ফের অবস্থাও ঐরূপ—মসি-নিন্দিত কাল। ওষ্ঠাধর রক্তাভ—তাহার মধ্যে মুক্তার মত ঝকঝকে দশনাবলির ধবলকান্তি। দাঁতের এমন বাহার সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। চক্ষু দুইটী কৃষ্ণতারকমণ্ডিত এবং উজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট। ভ্রূযুগল বঙ্কিমায়ত। অক্ষি-পল্লবের অগ্রবর্ত্তী কেশগুলি কিন্তু কিছু বেশী দীর্ঘ—স্ত্রীলোকের অক্ষি পল্লবের মত ঘন পক্ষযুক্ত। এই দীর্ঘ অবিরল পল্লব-প্রান্তশায়ী লোমাবলীর অস্তিত্ববশতই নেত্রের প্রদীপ্ত অনলদীপ্তির কতকটা প্রশমন হই-

আছে—কঠোরতাপূর্ণ মুখভাবের কতকটা কোমলতা সংসাধিত হইয়াছে। তাঁহার বয়স কত, অনুমান করিয়া বলা বড়ই কঠিন। চক্ষের বহির্কোণে একটা ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু উহা এত অস্পষ্ট যে, সহজে লক্ষ্য করা যায় না। কিছুদিন বিশ্রাম করিলে—সুখ-স্বচ্ছন্দতার মধ্যে নিয়মিত পানাহার পাইলে, নিশ্চয় ও চিহ্ন লুপ্ত হইবে। যাহাই হউক, তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বা তাহার কিছু কম হইবে।

এই প্রকারের একটী লোক, কিছু কিনিবার অভিপ্রায়ে, দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বেশ সুন্দর নির্ভুল ইংরাজী বলিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করিয়া—বিদেশী লোকের সংসর্গে তাহাদের ভাষা ব্যবহার করিয়া, কণ্ঠস্বর কিন্তু ঈষৎ বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়াছে। স্বর গম্ভীর—মিষ্ট কিন্তু বেশী উচ্চ নয়। স্বভাবে সর্ব্বদা একটী স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্যভাব পরিস্ফুট।

বস্ত্র-ব্যবসায়ী এবং তাঁহার পত্নী কিন্তু আগন্তুকের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া কতকটা বিচলিত হইলেন—তাঁহাদের চক্ষে নবাগতের আকৃতি প্রীতিকর প্রতীয়মান হইল না। এই সময়ে চোর ডাকাতের বড়ই উপদ্রব। তাহাদের পথে ঘাটে চুরি ডাকাতির সুবিধা না হইলে, এমন কি দিবা দ্বিপ্রহরেও সদর রাস্তার উপর কোন দোকানে বা গৃহস্থের আলয়ে প্রবেশ করিয়া, যাহা সম্মুখে পাইত, লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। গলি-ঘুঁজির ত কথাই নাই—এমন ঘটনা নিত্য ঘটিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরণী আবৃত—নিকটে কোন পুলিস কর্ম্মচারীর সাহায্যের সম্ভাবনা নাই—এরূপ স্থলে—এমন সময়ে প্রৌঢ় দম্পতী আগন্তুকের সহসা আগমনে যে ভীত হইয়া উঠিবেন—তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। বাড়ীতে একটী দাসী ভিন্ন আর দ্বিতীয় লোক নাই। আগন্তুক যদি কোন কু-অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়া থাকে তাহাকে বাধা দিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। তাঁহারা সন্দিগ্ধনয়নে তাঁহার দিকে চাহিলেন—তাঁহার নিকট কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই দেখিয়া, তাঁহারা কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। আগন্তুক তাঁহাদের ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিবিনিময় এবং সসঙ্কোচ ভাব অবলোকন করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আপনারা কি আমাকে কোন তস্কর মনে করিয়াছেন? না—না, আমি দস্যু তস্কর নই। বরং—যাউক, সে কথার আবশ্যক নাই। আমি যাহা লইব, তাহার মূল্য দিব।"—এই বলিয়া একটা টাকার তোড়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

পতি পত্নীর মধ্যে আর একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। দোকানদার অনেকটা নির্ভীকস্বরে কহিলেন, "আসুন, বসিতে আজ্ঞা হয়—যাহা আবশ্যক পাইবেন—এখানে কোন প্রবঞ্চনার ভয় নাই।"

আগন্তুক অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আমার একটা অশ্বারোহী যোদ্ধার বেশ চাই—আপনার দোকানে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই বাহির করুন। ঐ যে একটা বেগুণে মখমলের কোট রহিয়াছে—যাহার আস্তেন ছোট—বড় বড় কফগুলা গুটান—আমার বোধ হয়, ঐটা আমার গায়ে ঠিক হইবে। চুনট যেন পছন্দসই হয়। গলাবন্ধ যেন লেশের দ্বারা শোভিত এবং নীচের দিকটা যেন চোকনা হয়। জুতার যেন বগলস থাকে—উহাই আমার পছন্দ। তাহার পর মোজা জোড়াটা কোটের উপযুক্ত এবং টুপীর সম্মুখ ভাগে যেন একটা পালক দুলিতে থাকে।"

অপরিচিত সহজভাবে এই সকল কথা বলিতে বলিতে, যাহা যাহা তাঁহার মনোনীত হইল, অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন। এক সুট কম দামী আটপৌরে পোষাক এবং সার্ট কিনিয়া, কত মূল্য পড়িবে জিজ্ঞাসা করিলেন। দোকানদার যতদূর পারিলেন দর চড়াইয়া হাঁকিলেন। ক্রেতা তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না, বরং এমনই ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন তাহাদের সুলভতায় কতই বিস্মিত হইয়াছেন। কহিলেন, "আপনার ও দামটা মিটাইয়া দিলে, এখনও আমার নিকট উদ্বৃত্ত থাকিবে। তাহা হইলে, এখনও কয়েকটা জিনিস খরিদ করিতে পারিব। আপনার এখানে সকল শ্রেণীর ব্যবহারোপযোগী জহরতাদি পাওয়া যায় না?"

দোকানদার উত্তর করিলেন, "অতি সামান্য রকম আছে বটে, কিন্তু—এখন—এত রাত্রে—"

আগন্তুক হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসিতে ঘৃণা এবং প্রফুল্লতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তিনি কহিলেন, "এখনও কি বিশ্বাস হয় নাই, আমি দস্যু তস্কর নই? যদি তা হইয়া থাকে, এখানে ত অস্ত্রের অভাব নাই—একখানা গ্রহণ করিয়া আপনার সম্পত্তি রক্ষা করুন। অস্ত্রের উল্লেখ করিতে গিয়া আরও একটা কথা মনে পড়িল—আমার একখানা ভাল তরবারি চাই।"

দোকানদারের আশঙ্কা অনেকটা অপনীত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং একটা বাক্স লইয়া আসিলেন। তাহার মধ্যে ঘড়ি, চেন, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি মূল্যবান হীরকাদিখচিত দ্রব্যজাত ছিল। আগন্তুক দুই চারটী মনোনীত করিয়া মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার নিকট যে অর্থ ছিল, তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট—আর অধিক সংকুলান হইবে না। এখন তাঁহার নিকট তিন চারিটী স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট রহিল মাত্র। দোকানদারকে কহিলেন, "আমি কোন জিনিষের দর কসাকসি করি নাই, সুতরাং আমি যে একজন ভাল গ্রাহক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন আপনাকে একটী কাজ করিতে হইবে—অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য আপনার একটী কক্ষ আমায় ছাড়িয়া দিতে হইবে—আমি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া লইব।"

দোকানদার তাঁহার হিসাব-পত্র মিটাইয়া লইয়া তাঁহাকে দ্বিতলের একটি কক্ষে লইয়া গেলেন। দোকানদার তাঁহাকে তথায় রাখিয়া নীচে আসিতেছিলেন, অপরিচিত তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, "আপনার এখানে ব্যাগও আছে দেখিতে পাইলাম, আর এক প্রস্থ কাপড় এবং এটা উহার মধ্যে পুরিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক ঘোড়ার জিনের সহিত বাঁধিয়া দিন।"

দোকানদার তাহাই করিলেন, এবং পত্নীর নিকট আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "টাকাকড়ি মিটাইয়া দিলেও—লোকটা যে দস্যু, তাহাতে আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

পত্নীটী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, কম্পিতকণ্ঠে বিশীর্ণবদনে কহিলেন, "তবে কি হইবে? যদি আমাদিগকে খুন করিয়া, যতদূর পারে আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়?"

স্বামী। না, তাহা পারিবে না। এখন সে উপরে—ইত্যবসরে আমরা যদি পুলিসে সংবাদ পাঠাইয়া চৌকিদার আনিয়া নিকটে কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিতে পারি—তাহার মনে এমন একটা আশঙ্কা আছে। না—না, সে কখনই আমাদের অনিষ্ট করিবে না। কিন্তু যে টাকাটা আমাদের বাক্সে উঠিল—নিশ্চয় কোন পথিকের সর্ব্বনাশ করিয়া আনিয়াছে।

স্ত্রী। তাহাতে আমাদের কি!

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আগন্তুক নীচে নামিয়া আসিলেন। নূতন পোষাকে তাঁহার আকৃতির সুন্দর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তাঁহার তরবারি তাঁহার পার্শ্বে দুলিতেছে—শিরে পক্ষশীর্ষ শিরস্ত্রাণ শোভা পাইতেছে। তাঁহার চাল চলনে বেশ বোঝা যায়—এ রকম পোষাক-পরিচ্ছদাদি ধারণে এক সময়ে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।

দোকানদারের হস্তে একটী রৌপ্যমুদ্রা দিয়া কহিলেন, "এইটী দাসীকে দিবেন—সে আমাকে গরম জল এবং সুবাস সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। তাহার পর আমাকে একটা ভাল পান্থাবাসের সংবাদ বলিয়া দিন। নিশ্চয় জানিবেন, আমি আপনার বিশ্বাসের কোনরূপ অপব্যবহার করিব না। আমি বহুদিন লণ্ডন ছাড়া—কোথায় কি আছে, ভাল চিনিতে পারিতেছি না।"

বিষণ্নকণ্ঠে এই শেষোক্ত কথা কয়টী বলিয়া, মনে মনে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর সহসা কহিলেন, "আমি যে দস্যু-তস্কর নই—বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি একজন ভাগ্য নিপীড়িত, সংসারের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত দুর্ভাগ্য ব্যক্তি। আমি সংসারে নূতন করিয়া প্রবেশ করিতেছি—ভাগ্য-দেবতার প্রসাদ লাভে পুনরায় চেষ্টা করিতেছি। এরূপ ক্ষেত্রে যদি আমার উপর অযথা সন্দেহের বশে—ভ্রান্ত ধারণায়—পান্থাবাসের সংবাদ দিয়া, গোপনে তাহার নিকট সংবাদ পাঠান যে, এইরূপ এক ব্যক্তি জীর্ণ জরা পোষাক ছাড়িয়া, মুক্ত খোলস সর্পের মত নূতনবেশে তোমার ওখানে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা হইলে আমার বাঞ্ছিত পথে কণ্টকার্পণ করা হইবে—দুঃখ নিপীড়িতকে অধিকতর নিপীড়ন করিয়া কেবল প্রত্যবায় ভাগী হইবেন মাত্র।"

আগন্তুকের এই সরলতাপূর্ণ সত্য কথাতেও দোকানদারের সন্দেহের অপনোদন হইল না। মনে মনে কহিলেন, "লোকটা যদি প্রকৃতপক্ষে সৎ লোকই হয়, কোন অনিষ্ট হইবে না কিন্তু যদি আমার অনুমান সত্য হয়, সে কিছু আর পান্থাবাসে গিয়া বলিবে না, কোথায় কাহার নিকট সংবাদ পাইয়া, সেখানে উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেখানে গিয়া যদি কোন লুঠতরাজই করে, আমার উপর কোন দোষ অর্শিবে না।" তাহার পর প্রকাশ্যে কহিলেন, "মহাশয় আপনি যেই হউন, নদী-তীরে—"এঞ্জেল" নামে যে পান্থশালা আছে, তথায় উপস্থিত হইলে, আহার-পানীয়, বাসের উপযুক্ত প্রকোষ্ঠ এবং অপরাপর যাহা আবশ্যক পাইবেন। আপনি আমাদের প্রতি যখন সুব্যবহার করিয়াছেন, তখন আমি বা আমার স্ত্রী কখনই আপনার বিষয় লইয়া পরের নিকট আলোচনা করিব না।"

আগন্তুক পুনরায় সহাস্যমুখে কহিলেন, "আপনার মাথায় যে ধারণাটা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এখনও তাহার অপনোদন হয় নাই দেখিতেছি। পুনরায় আমি শপথগ্রহণপূর্ব্বক বলিতেছি, আমি দস্যু তস্কর বা তদ্বিধ কোন কিছু নই। এখন তবে বিদায়—নমস্কার।"

দোকানদার ও তাঁহার পত্নীও সমস্বরে প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। দরিদ্র বালকের হাতে একটী রৌপ্যমুদ্রা দিয়া, অপরিচিত অশ্বারোহণ করিলেন এবং পান্থাবাসের অভিমুখে চলিলেন।

তাঁহার প্রস্থানের পর স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "লোকটা যতই বলুক না কেন—সে যে একজন ডাকাত, তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

(ক্রমশঃ)

REGD. No. C 521.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে পৌষ, ১৩২২ সাল। ইং ১০ই জানুয়ারি, ১৯১৬ সাল। [৯ম খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কৃষি-শিক্ষা।

ওল।

সমস্ত ফাল্গুন মাস ও চৈত্রের কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত ওল চাষের উপযুক্ত সময়। দোঁয়াস মাটির জমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া মাটিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, সেই সঙ্গে তাহাতে খইল ও গোময়ের সার ছড়াইবে। তাহার পর এক হাত অন্তরে আল প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক আলের উপর ১৫।১৬ অঙ্গুলি দূরে ওলের বেঁজি রোপণ করিবে। চারা বাহির হইলে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিতে হইবে। এই ওল তাদৃশ বড় হয় না। এজন্য যখন ওলের গাছ শুকাইয়া যায়, তখন কৃষকেরা ওলগুলিকে উপড়াইয়া বাড়িতে আনিয়া রাখে, পর বৎসর যথাকালে ক্ষেত্রে রোপণ করে। এইরূপে দুই তিন বৎসর করিলে ওল অতিশয় বৃহৎ হয়। ছায়াযুক্ত বা ভিজা জমিতে কোন মতে ওলচাষ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে রন্ধনে "কুটকুটে" দোষ যায় না।

কপি।

কপির চাষ বড় যত্নে করিতে হয়। ইহার বীজ বাছিয়া লওয়া বড় সহজ নহে। দেখা গিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কপির বীজ হইতে হয়ত একই রকম শাঁশ জন্মিয়াছে। এজন্য আমাদের দেশে কপিচাষ করিতে হইলে বিলাতী বীজই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে যে কপি বীজ জন্মে, তাহা কখন অঙ্কুরিত হয় না। বীজ টাট্‌কা হওয়া আবশ্যক। বাতাস লাগিলে বীজ নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য কৌটা বা বোতলের ভিতর রাখা উচিত।

উত্তম হাল্কা উর্ব্বরা মৃত্তিকা চাষ দিয়া ভাদ্র মাসে কপিবীজ বপন করিবে। চারা উৎপন্ন করিবার রীতি এই পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে যেরূপে লিখিত হইবে, তদ্রূপ করিবে। ক্ষেত্রটীর মাটি এরূপ ভাবে চারাইতে হইবে যে, বৃষ্টি হইলে একটুও জল না ক্ষেত্রে সঞ্চিত হইয়া চারার মূল পচাইতে পারে। চারাগুলি যখন ছোট থাকে, তখন বৃষ্টি হাওয়া লাগিলে নষ্ট হইতে পারে, এজন্য বৃষ্টির সময় তাহাদিগকে ঢাকা দিয়া রাখিবে, এই সময় মক্ষিকায় চারাগুলির বড় ক্ষতি করিয়া থাকে। তাহাদের উৎপাত নিবারণের জন্য অঙ্গার চূর্ণ চারাগুলির উপর ছড়াইয়া দিবে। আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিলেও তাহা হইতে শাক জন্মে, এজন্য কেট এন্ ফিল্ড লার্জ আক্ সার্ট ড্রামহেড জাতীয় কপির বীজ উপযুক্ত। চারাগুলির ছয়টি করিয়া পাতা বাহির হইলেই ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। এই কার্য্য করিবার পক্ষে সন্ধ্যাকালই প্রশস্ত, যখন সমস্ত চারা ক্ষেত্রে রোপণ করা হইয়া যাইবে, তখন উত্তমরূপে জল সেচন করিতে হইবে।

ছোট জাতীয় চারার পক্ষে ২০ বর্গ অঙ্গুলি স্থান আবশ্যক। এই স্থানের মধ্যস্থান ৩২ অঙ্গুলি বেড় বিশিষ্ট একটি গর্ত্ত করিবে। এই গর্ত্তের গভীরতাও ৩২ অঙ্গুলি হওয়া চাই। এই গর্ত্তের ২॥০ অঙ্গুলি বাকী রাখিয়া পুরাতন গোময়ের সার দিয়া পূর্ণ করিবে। তাহার উপর চারা রোপণ করিতে হইবে। বড় জাতীয় কপির জন্য এক বর্গ গজ স্থানের আবশ্যক। চারা রোপণ করিবার পর মৃত্তিকার সরসতা রক্ষা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কপি ক্ষেত্রে জল দিতে হইবে। জল শুকাইবার সময় পাতলা করিয়া সার দিবে।

লাল বাঁধা কপির চারা আশ্বিন মাসে এরূপ খোলাস্থানে চৌকা উচ্চ করিয়া রোপণ করিতে হয়, তদ্ভিন্ন চাষের ব্যবস্থা সকলই বাঁধা কপির মত।

ফুলকপি।

ফুলকপির জন্য অতিশয় উর্ব্বরা ভূমির আবশ্যক। আমাদের বাঙ্গালা দেশে প্রদেশ

জাত বীজে বেশ কপি জন্মে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জন্ম বিলাতী বীজ প্রয়োজন হয়।

প্রথমতঃ গামলায় বীজ রোপণ করিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লইবে। আমাদের দেশে আশ্বিন ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভাদ্র মাসে বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়। চারাগুলিতে চারিটি করিয়া পাতা বাহির হইলে তাহাদিগকে পাত্রান্তরে রোপণ করিবে। যখন তাহাদের ৮টী পাতা বাহির হইবে, তখন ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। রোপণ করিবার সময় ক্ষেত্রের মাটি বেশ নরম করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর ক্ষেত্রে জুলি কাটিয়া এক হাতের কিছু বেশী দূরে এক একটিকে বসাইয়া গোড়ায় মাটী চাপা দিবে। রোপণের পরে এরূপ ভাবে চারাগুলিকে চাপা দিবে, যেন তাহাদের গায়ে আলোক ও বায়ু স্পর্শ করিতে পারে। চারা পুতিয়া তাহার গোড়ায় পুরাতন সার দেওয়া উচিত, এবং অতি অল্প মাত্রায় পটাশ জলে গুলিয়া ছিটাইলে ফুল খুব বড় হয়।

যে সকল চারা ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, তাহাদিগকে উপড়াইয়া অন্য সতেজ চারা বসাইবে। যেমন করিয়া হউক চারাগুলির গোড়ায় প্রচুর জলে সেচন করিবে, তৎপক্ষে অন্যথা না হয়।

যখন ফুল বাহির হইবার উপক্রম দেখিবে, তখন একটি কপিপাতা ভাঙ্গিয়া উঠন্ত ফুলের উপর চাপা দিবে।

ফুলকপির বীজ কলিকাতায় অনেক বাগানে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পাটনার বীজ বড় প্রসিদ্ধ।

শালগম।

এই সব্জি অতি পুষ্টিকর। ইহার পাতা ও মূল উভয়ই আমাদের খাদ্য। যে শালগমের পাতা ভাল, তাহার মূল খারাপ এবং যাহার মূল ভাল তাহার পত্র প্রায়ই খারাপ হইয়া থাকে। বিদেশীয় বীজ এদেশে চাষের পক্ষে বড় উপযোগী। বীজ যত টাটকা হয়, ততই ভাল। উর্ব্বরা ও হাল্কা মাটিতে লবণ মিশ্রিত করিয়া চাষ করিলে উত্তম শালগম জন্মে। ইহার বীজ চৌকা মধ্যে রোপণ করিতে হয়। চারার যখন চারিটা পাতা বাহির হইবে, তখন তাহাকে ক্ষেত্রে পুঁতিবে। চারাগুলি একটি হইতে অপরটা, যেন ৮ অঙ্গুলি তফাতে বসান হয়। প্রতিদিন চারায় জল দিতে হইবে এবং ইহার মূলে ভাল রূপে মাটী ঢাকা দেওয়া আবশ্যক। শালগমে যত বাতাস ও আলোক লাগিবে, ততই ভাল। আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। মাছি এই উদ্ভিদের বড়ই শত্রু, এজন্য চারার গোড়ায় কাঠের ছাই দিবে।

গাজর।

এই জাতীয় উদ্ভিদ বিলাতে আপনা হইতে জন্মে। চাষের জন্য কোন আয়োজন করিতে হয় না। বালি মিশ্রিত ঝুরা মাটিতে গাজর উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। ইহার বীজ অতিশয় লঘু, অল্প বাতাসে উড়িয়া যায়। এ জন্য যে দিন বেশী বাতাস না হয়, সেই দিন বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। যে জমিতে গাজরের চাষ করিতে হইবে, উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তাহার মাটি ঝুরা করিবে। মাটি খনন যত অধিক হইবে, তত সুবিধা হইবে। মাটিতে যেন কাঁকর বা পাথর মিশ্রিত না থাকে, সেজন্য বিশেষ সাবধান হইবে; বীজ প্রোথিত করিয়া গামলায় জল দিবে। ৪।৫ দিনের মধ্যে বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া যখন তাহাদের চারিটী পাতা বাহির হইবে, ক্ষেত্রে তখন পাঁচ আঙ্গুল দূরে এক একটাকে রোপণ করিবে। চারাগুলি একটু বড় হইলে তাহাদিগকে স্থানান্তরে পুঁতিতে হইবে। এবারে পরস্পর ১২।১৩ আঙ্গুলি দূরে থাকে, এরূপ ভাবে রোপণ করিবে। চারায় যথেষ্ট জল দিতে হইবে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে গাজর বীজ বপন করিবে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে চারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উৎপাটন করিতে হয়। বীজ রাখিবার প্রয়োজন না হইলে গাজর চারা নাড়িয়া রোপণ করিতে হয় না।

আরুরুট।

আমাদের দেশের বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ প্রচুর হইতেছে। মনে করিলে সর্ব্বত্রই আরুরুটের চাষ করা যাইতে পারে। দোঁয়াস মাটিতে আরুরুট ভাল জন্মে, মাটী উত্তমরূপে চষিয়া ধূলিবৎ করিবে, তাহাতে পূর্ব্ব বৎসরের সার মিশাইয়া ১২।১৩ আঙ্গুলি অন্তর আইল প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ আইলের উপরে আধ হাত ব্যবধান রাখিয়া মূল রোপণ করিবে (কারণ ইহার বীজ হয় না)। মৃত্তিকা সরস থাকিলে সর্ব্বদা জল দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু সাবধান যেন মাটী একেবারে শুকাইয়া না যায়, তাহা হইলে সকল নষ্ট হইয়া যাইবে। চারা বাহির হইলে আইলের নিম্নস্থান হইতে মাটী তুলিয়া উহার মূলে ঢাকিয়া দিবে। শীতকাল আসিলে আর ঐরূপ মাটী দিতে হইবে না। বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত আরুরুট বসান যাইতে পারে। মধ্যে ফাল্গুন মাসে মূল সমেত গাছগুলি উৎপাটন করিলে সেই মূল হইতে আরারুট পালো প্রস্তুত হয়।

চীনের বাদাম।

চীনের বাদাম আমাদের দেশে মাষকলাই নামে প্রসিদ্ধ। চব্বিশ পরগণা ও খুলনা প্রভৃতি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে জন্মে। দোঁয়াস মাটী মাষকলাই চাষের পক্ষে উত্তম। জমিতে খুব ভাল করিয়া চাষ দিয়া মাটী ধূলার মত করিতে হইবে। এমন কি ফুল হইবার সময়ও যেন মাটি তদ্রূপ থাকে, যেননা গাছ বড় হইয়া মাটিতে ঝুলিয়া পড়ে এবং ফল জন্মিলে তাহা মাটির ভিতর প্রবেশ করে। চারা রোপণের পূর্ব্বে মাটিতে খইল ও গোময়ের সার দিতে হইবে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার চাষ আরম্ভ করিতে হয়। বলা বাহুল্য সকল ক্ষেত্রেই তৃণাদি আগাছা জন্মিলে তাহা উৎপাটন করা আবশ্যক।

গামলায় চারা উৎপাদনের নিয়ম।

কপি, ফুলকপি প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী ও বহুবিধ ফলের চারা অগ্রে গামলায় প্রস্তুত করিয়া তবে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। এজন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিলে তৎপক্ষে উদ্ভিদের কোন হানি না হইয়া উন্নতি হয়, তাহার বিষয় লিখিত হইতেছে।

উত্তম উর্ব্বরা হাল্কা মাটিকে ঝুরা করিয়া গামলা পূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের নিজের দোষে অনেক সময় আমরা ভাল চারা উৎপন্ন করিতে না পারিয়া বীজের দোষ দিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহা অন্যায়। উদ্ভিদের যত্ন লইতে ত্রুটি হইলে অবশ্যই আমরা উপযুক্ত ফললাভের অসমর্থ হইব। এজন্য সর্ব্বাগ্রে মৃত্তিকা পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে মাটি দিয়া গামলা পূর্ণ করিতে হইবে, তাহা এ প্রকার হইবে যে তাহা জল সেচন করিলে চাপ বান্ধিয়া কঠিন না হয়। সেরূপ মাটিতে যদিও বীজ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, কিন্তু অঙ্কুর বাহির হইতে অধিক সময় লাগে। ফলতঃ যদি মনের মত মাটি না পাওয়া যায়, তবে নিম্নলিখিত উপায়ে মাটি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কোন স্থান হইতে নূতন মাটি তুলিয়া তাহার সহিত সমানভাগে পচা পাতার সার ও তাহার আটভাগের এক ভাগ নদীর সরু বালি মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সেই মিশ্রিত মৃত্তিকা ভাল রকমে চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে কাঁকর ও অন্যান্য উদ্ভিদের শিকড় বাছিয়া ফেলিবে, এই প্রকারে যে মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবে তাহা অতিশয় নরম, সুতরাং তাহাতে বীজ মিশ্রিত করিবামাত্র সুন্দর বলিষ্ঠ চারা উৎপন্ন হইবে। শাক সব্জীর জন্য পচা পাতার রসের পরিবর্ত্তে মাটীর চারি ভাগের এক ভাগ পচা গোবর তাহার সহিত মিশাইলে চলে।

যে গামলায় বীজ বপন করিতে হইবে, তাহা উত্তমরূপে ধৌত করা আবশ্যক, পাত্র ভাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইলে ভাল চারা জন্মে না, জন্মিলেও তেমন সতেজ হয় না। গামলা পরিষ্কার হইলে তাহাতে যে ছিদ্র থাকে, তাহাতে খোলা বা ইটের কুঁচা দিয়া বন্ধ করিবে। তাহার পর গামলার উপর দুই আঙ্গুল বাদ রাখিয়া মাটি সর্ব্বত্র সমান করিয়া ধীরে ধীরে টিপিয়া একটু বসাইবে। এইরূপ করিয়া তাহার উপর বীজ ছড়াইবে। বীজ ঘন হওয়া ভাল নহে, বীজ বপন হইলে তাহার উপর অল্প করিয়া ঝুরা মাটি চাপা দিবে তাহাতে যেন কেবল মাত্র বীজগুলি ঢাকা পড়ে। এইরূপে ঝাঝরী-যুক্ত জলপাত্র দ্বারা সেচন করিয়া গামলা-টিকে এমন স্থানে রাখিবে, যেন তাহাতে রৌদ্র বৃষ্টি না লাগে। যতদিন বীজ হইতে চারা বাহির না হয়, ততদিন এই অবস্থায় রাখিবে এবং মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল দিবে। চারা বাহির হইলে কিয়দ্দিন প্রাতে ও বৈকালে গামলাটিকে বাহিরে রাখিবে। যখন চারা-গুলি তিন চারি অঙ্গুলি বড় হইবে, তখন প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে পাত্রান্তরে তুলিয়া রোপণ করিবে। এই সময় কিছু অধিক জল সেচন আবশ্যক এবং এই অবস্থায় গামলাটী সমস্ত রাত্রি বাহিরে রাখিবে। কিন্তু সাবধান যেন অধিক বৃষ্টির সময় উহা বাহিরে না থাকে। স্থান পরিবর্ত্তন হেতু যত দিন চারার দুর্ব্বলতা না যায় তত-দিন রৌদ্রের সময় ঢাকা দিয়া রাখিবে। তাহার পর যখন তাহারা আরও বড় হইয়া উঠিবে, তখন তাহাদিগকে কিছু মৃত্তিকার সহিত গামলা হইতে উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিবে ও সর্ব্বদা যত্ন লইবে, যেন কিছুদিন তাহাদের গায়ে অধিক রৌদ্র ও বৃষ্টি না লাগে।

গ্রাম্য দোকানদার এবং তাহাদের সহানুভূতির দাবী।

এ দেশের সহরের দোকানদারও যেমন বাহিরের খরিদদার ধরিবার জন্য বিজ্ঞাপনাদি দিতে অক্ষম, সেইরূপ পল্লী দোকানদার-গণও স্থানীয় সহানুভূতি পায় না। গ্রামে কাপড় ও মসলাদির দোকান থাকিতেও অনেক লোকই ব্যয় বাহুল্য করিয়া সহর হইতে জিনিস খরিদ করিয়া লইয়া যায় ও গ্রামের দোকানের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ পরে বুঝাইব। কিন্তু গ্রাম্য দোকানদারের দাবী কি আগে সেইটা দেখা যাউক। গ্রামের দোকানদারগণ বলে যে, আমরা বারমাস গ্রামে পড়িয়া থাকি, আমাদিগকে সাহায্য করা উচিত, কিন্তু এই যুক্তি কখন মানুষকে করায়ত্ত করিতে পারে না। মানুষ চায় সুলভে, সহরের মত টাট্কা ভাল জিনিস। এদেশের গ্রাম্য দোকানদার তাহা করে কি? সে সহর হইতে যত সুলভ বস্তাপচা, ভেজাল দ্রব্য সযত্নে গস্ত করিয়া লইয়া যাইবে, সহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জিনিসে ধুলা মিশাইয়া, তাহাতে জল দিয়া ভিজাইয়া, ভারি করিয়া লোককে প্রতারিত করিয়া বিক্রয় করিবে, এইরূপ দোকানদারগণের স্বগ্রামে বাস হইলেও কোন জন যে সেখানে স্বেচ্ছায় ক্রয় করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার গ্রাম্য দোকানদারের মস্তিষ্ক নাই। সেইজন্য সে স্থানীয় লোকের সহানুভূতি পাইতে পারে না।

গ্রাম্য দোকানদারের ব্যয় কম, সে অনায়াসে সহরের খুচরা দোকানের অপেক্ষা সুলভে নিশ্চয়ই বিক্রয় করিতে পারে, করাও উচিত। কিন্তু সেই স্থানে সে একটী দর চড়াইয়া জাল চালান নিজে প্রস্তুত করে, এবং লোককে তাহা দেখাইয়া বলে—এই তাহার কেনা দাম, ইহার উপর ৵০ আনা লাভ লইতেছি। এইরূপে প্রায় শতকরা ৩০্

টাকার হিসাবে লাভ করিয়া সেই সকল সহরের দোকানদারের পরিত্যক্ত দ্রব্য নিরীহ স্থানীয় লোককে বিক্রয় করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া শেষে গণেশ উলটাইয়া সরিয়া পড়ে।

এইরূপে কোন কারবারই বড় বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কারণ অবিলম্বে সে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস হারাইতেই বাধ্য হয়। কেমন করিয়া এদেশের কারবারের পাপের প্রতিফল হয়,তাহা বুঝাইতেছি। সহরের দোকানদারকে বাহিরের পাইকারের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। যখন গ্রাম্য ব্যবসায়ের অবস্থা মন্দ হয়, তখন সহরের দোকানদারেরও কপাল ভাঙ্গে, সেখানে না চলিলে সহরের মাল কাটে না। বহুদিনে সে সকল মাল নষ্ট হইতে বসে, তখন সে সুলভে ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিক্রয় বা না বেচিতে পারিয়া গণেশ উল্‌টাইতে অর্থাৎ ফেল হইতেই বাধ্য হয়। সুতরাং দেশের সমস্ত কারবারই দিনগত পাপে ক্ষয়ের ন্যায় কোন প্রকারে পড় পড়, মর মর অবস্থায় চলিতে থাকে। গ্রাম্য দোকানদার যদি বুদ্ধিমান হয়,তাহা হইলে সে যথাসম্ভব সহরের খুচরা দোকানদার অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় করিতে পারে,তখন স্থানীয় সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় না। সুতরাং গ্রাম্য দোকানের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে কি কি করিতে হইবে?

১। ভাল টাট্‌কা মাল রাখিতে হইবে।

২। সহরের খুচরা দোকান অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় করিতে হইবে।

৩। মাল যাহাতে পড়িয়া না থাকে, প্রাণপণে তাহার উপায় করিতে হইবে।

চালান জাল করিয়া কেনাদামের চালাকী এখন কেহ বিশ্বাস করে না—ও সকল বোকার চালাকী এখনকার চালাকযুগে চলে না, এটা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। এইরূপ সৎ এবং প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিলে ক্রমে গ্রাম্য ব্যবসায়ীর অবস্থা ফিরিবে, তখন Consumerএর বা কাট্‌তিকারীর দল বৃদ্ধি হইলেই সহরের কারবারগুলির অর্থ স্বাচ্ছল্য হইবে, দেশে তখন দেশীয় ব্যবসায়ীর অবস্থা ভাল হইবে। প্রত্যেক সপ্তাহেই সহরের বাজার দর এবং স্থানীয় দোকানদারের দর পাশাপাশী টাঙ্গাইয়া রাখিলে স্থানীয় লোকের চিত্তাকর্ষক হইবে।

নিতান্ত মামুলী অর্থাৎ পুরাতন প্রথায় দোকান করিলে এখন আর কারবার চালান দায় হইবে। সুব্যবস্থা কর, গ্রামেই বা কি আর সহরেই বা কি, সকল স্থলেই ব্যবসায় বাণিজ্যে লাভ হইবে। তোমার কথায় ত আমি নিজের ক্ষতি করিয়া তোমাকে সাহায্য করিতে পারি না, আমার সুবিধা ও দরে সুলভ হইলেই আমি অবশ্যই গ্রামেই খরিদ করিব। আমেরিকান দোকানদারগণের মত হইতেছে "Selling will be easer if the price is easy" দাম যদি সুলভ হয়, ব্যবসায়েও সুবিধা হইবে। পরিতাপের কথা, এদেশের ব্যবসায়ী এই নীতি জানে না, এবং এই জন্যই এত দুর্দ্দশা। বুঝেছ ভাই?

জমিতে চূণ পরীক্ষার উপায়।

কোন ক্ষেত্রে চূণের অভাব হইলে তাহার উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যায়। ক্ষেত্রে চূণ আছে কি না, তাহা পরীক্ষার সহজ উপায়, ক্ষেত্রের ২।৪ স্থানের ২।৪ কোদাল মাটী তুলিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া খুব সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে, এবং সমস্ত পৃথক পৃথকস্থানের মাটী একত্র মিশাইয়া একটা লোহার হাতায় লইয়া ২।৪ আউন্স আগুণে চড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে। সেই ভস্মগুলি যখন শীতল হইবে, তখন একটা কাচের গ্লাসে যথেষ্ট পরিমাণ জল দিয়া সেই চূর্ণগুলি ফেলিয়া দিয়া একটা কাটি দ্বারা বা কাচের দণ্ড দ্বারা নাড়িতে হইবে, এই যে আটার মত দ্রব্যটী হইল, ইহাতে ১ আউন্স হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যাহা মিউরেটীক অ্যাসিড অথবা স্পিরিট অফ্ সল্‌ট্ নামে বিক্রয় হয়, তাহাই মিশাইতে হইবে, এবং খুব ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। যদি এই পদার্থটা ফুটিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ক্ষেত্রে যথাযোগ্য চূণের অংশ বিদ্যমান আছে। আর যদি না ফুটিতে থাকে বা অতি সামান্য ফুটে, তাহা হইলে ইহার চূণ নাই বা চূণের অংশ অতি সামান্য আছে বুঝিতে হইবে, সুতরাং চূণ দেওয়া আবশ্যক আছে।

জাপানে শ্রমশিল্প।

জাপানীরা কি যুদ্ধ বিদ্যা, কি শিল্প, কি বাণিজ্য সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য জগতকে পর্য্যন্ত চমৎকৃত করিয়াছে। জাপানী বাণিজ্যের পসার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। অন্যান্য দ্রব্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া রেশম ব্যবসায়ের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, জাপান ১৯০৮ সালে প্রায় এক কোটি ২০ লক্ষ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। উক্ত বৎসরে তাহারা আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ৮৯,১৬২ বেল, ইউরোপে ৪১,২৬০ বেল রেশম রপ্তানি করিয়াছে।

জাপানীরা খুব অধ্যবসায়ী ও নিপুণ শিল্পী, কত প্রকারের মনোহারী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহারা কত পয়সা বিদেশ হইতে রোজগার করে। জাপানী ছাতা, জাপানী পাখা, জাপানী ল্যানটান্, জাপানী কাগজের রুমাল প্রভৃতি কত দ্রব্যই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। জাপানী দেশলাইয়ের বাক্সগুলিই অতি সুন্দর, দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয়। ঐ সকল দ্রব্য সস্তার চূড়ান্ত। ইহাদের শিল্প কুশলতা শিখিবার জন্য বাস্তবিক লোভ হয়।

গাঁদাফুলের উপকারিতা।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী ১৩১৪ সালের ১লা চৈত্র তারিখের 'বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটী বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয় বলিয়া কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হওয়া

আবশ্যক বিবেচনা করিয়া প্রবন্ধটী অবিকল উদ্ধৃত করিয়া "কাজের লোক" পত্রে মুদ্রিত হইবার জন্য প্রেরণ করিলাম।

বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, গাঁদা ফুল অনেক রোগের মহোপকারী ঔষধ। ইহার ন্যায় সুলভ অথচ এরূপ মহোপকারী ঔষধ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। গাঁদার পত্র ও পুষ্প উভয়ই যারপরনাই উপকারী। ফুলের বীজ (ফুলের যে কৃষ্ণাংশ পুতিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়) যাবতীয় শুক্রদোষ দূর করে। আকবর বাদশাহ আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসা শাস্ত্রে মিশাইয়া এক অপূর্ব্ব পুস্তক রচনা করাইয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে গাঁদাফুলের বীজ শুক্র স্তম্ভনের জন্য ব্যবহার বিধি আছে। একটী গাঁদাফুলের সমুদয় বীজগুলি প্রতিদিন চিনির সহিত সেবনে শুক্রমেহের (অজ্ঞাতসারে শুক্র স্খলন রোগের, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায়) আশ্চর্য্য উপকার হয়।

দেহের সার শুক্র বা ধাতু। এই ধাতু যে পরিমাণে দেহে রক্ষিত হইবে, মানবের সেই পরিমাণে দেহ মন সুস্থ এবং সতেজ থাকিবে। শুক্র ধাতুতে জীবনশক্তি বিশেষরূপে নিহিত থাকে বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন "শুক্র ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ।" তাহার অর্থ শুক্র ধাতুই প্রাণ স্বরূপ। আজকাল মার্কিন দেশে এক অদ্ভুত দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার নাম 'রবার্ট হিউলি লিঙ্ক কোম্ভি' এই ঔষধ দেহাভ্যন্তরে রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়কাশ), মৃগী, শূল, জরা প্রভৃতি রোগে সমধিক ফল হয়। শুক্র ধাতু ত্বকাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলে এ সকল দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

উপকার ব্যতীত কোন দোষের হইতে পারে না বিবেচনায় এই প্রসঙ্গে ২।১টী জন্তুর কথাও উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মুষ্কের ভূয়োভূয়ঃ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত—ডাক্তার ব্রাউন সেফার্ড সাহেব শশক মুষ্কের নির্য্যাস ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় যুবকের ন্যায় বলশালী হইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ মতেও পাঁটার মুষ্ক দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ঘৃতে ভাজিয়া ব্যবহার করিলে উত্তমরূপে সুফল লাভ করা যায়। এতদ্ব্যতীত গন্ধ মার্জ্জার অর্থাৎ খটাস প্রভৃতি জন্তুর মুষ্কেও সমফল দর্শে। এইরূপ অনেক জন্তুর শুক্র ধাতু ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিধি চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

এক্ষণে ফলকথা এই,—যাঁহারা শুক্র ধাতু রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা এই গাঁদা বীজে অশেষ ফল পাইবেন। মেধ, আয়ু, বল সমস্তই ধাতুর উপর নির্ভর করে। অনিচ্ছা সত্ত্বে শুক্র ধারণ বন্ধ করিতে ইহা একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

দেখিয়া দুঃখ হয়, আজকাল অনেক যুবা পুরুষ ক্ষয় রোগ প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহার কারণ আর কিছু নহে। পক্ষান্তরে আবার ইহাও দেখা যায়, অনেকেরই বীর হইবার চেষ্টা হইতেছে; ইহা অতি সুখের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, "ধীরো জিতেন্দ্রিয়ো বীরঃ।" ধীর ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষই বীর। অতএব এস্থলে দেখা উচিত যে, সেই বীরভাবরূপ কঠোর ব্রত পালন করিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে শুক্রধাতু রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। আমার বিশ্বাস, এই সামান্য ও সুলভ গাঁদা ফুলের বীজ ঐ মহাব্রতের অনেক সহায়তা করিতে পারে।

মূত্র যন্ত্রের উপর গাঁদা ফুলের ক্রিয়া,—মূত্র পরিষ্কার না হইলে ৪।৫টী গাঁদা ফুল, বিশেষতঃ লাল ও ছোট পাঁচনের ন্যায় জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার এবং যন্ত্রণা দূর হইবে। শোধিত শিলাজতুর সহিত গাঁদা ফুলের রস সেবন করিলে প্রস্রাব রোধ অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ অচিরে আরোগ্য হয়।

ক্ষত রোগে গাঁদা পাতা—পৃষ্ঠব্রণ এবং অন্যান্য দুষ্ট ক্ষতে গাঁদা পাতা বাঁটিয়া অল্প ময়দা বা সুজির সহিত মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করতঃ পুলটিস দিলে ব্রণের সমস্ত দোষ দূর হয়। এই পুলটিস দিতে দিতে পৃষ্ঠব্রণ ক্রমশঃ নরম হইয়া আইসে এবং পরে উহা হইতে সমস্ত দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া গিয়া শীঘ্রই আরাম হয়। ছোট গোয়ালে পাতার প্রলেপেও বিশেষ উপকার দর্শে বটে, কিন্তু উহাতে ব্রণ স্থান চুলকায়, গাঁদা পাতায় তাহা হয় না। যে কার্ব্বাঙ্কলে অর্থাৎ পৃষ্ঠ ব্রণে পিত্ত প্রকোপ অধিক থাকে, তাহাতে গুলঞ্চ বাটিয়া তাহার পুলটিস দিয়া, পরে গাঁদা পাতার পুলটিস দিলে অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

এইরূপ দেহের কোন স্থানে কোন কারণ বশতঃ বিশেষ আঘাত লাগিয়া যদি ঐ স্থান অতিশয় ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, কিম্বা ক্ষত হইয়া শোথ হয়, সহজে আরাম হওয়া অসম্ভব বোধ হয়; এমন কি, উহা সন্ধি স্থল হইলেও কতিপয় গাঁদা পাতা সিদ্ধির জলে বাটিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করতঃ সেই ক্ষতে, অথবা বেদনাযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষত না হইলে ঘৃতের প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার প্রলেপ দিলেই যথেষ্ট হয়।

ক্ষতের জন্য গাঁদা পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া বা উহার টিংচার জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত ধৌত করিলে অতি শীঘ্র উপকার দর্শে। যাঁহাদের আইডোফরম প্রভৃতি উগ্র ঔষধ সহ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে এই গাঁদা পাতা প্রয়োগ অতীব হিতকর।

অনেক দীনহীন ক্ষত রোগী এই সুলভ ঔষধের উপকারিতা ও ব্যবহার জানিতে পারিলে উপকৃত হইবেন এই আশায়, আমি এই প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম। অনেক ব্যয়সাধ্য ড্রেসিং যাঁহাদের ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহাদিগকে এই ঔষধের গুণ জানাইয়া দিয়া উপকার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্ষতাদি সারিয়া যায় এবং পুঁযাদি জন্মিতে পায় না। (কাজের লোক।)

তৈলপ্রদ ঘাস।

'কিউ' হইতে একজন বিশেষজ্ঞ তৈলপ্রদ ঘাস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে ১২ রকম ঘাসের উল্লেখ আছে। এই ১২টী ঘাসের মধ্যে ১১টী ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লেবুঘাস (Cymbopagon flexuosus) একটী, যাহা হইতে কোচিন ও মালাবার উপকূলে লেবুঘাস তৈল উৎপন্ন হয়। অপর একটী, উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতীয় লেবুঘাস আছে (C. Citratus)। এই ঘাসটীই ভারতবর্ষে অনেক বাগবাগিচায় চাষ করা হয়। খান্দেশে যাহা হইতে রসা তৈল (Rusa) প্রস্তুত হয়। অপর একটী লেবুঘাস আছে,তাহার নাম (C. Martini)। খস্‌খসও একটী তৈলপ্রদ ঘাস (Andropagon Muricatus)। ইহার মূল হইতে ভারতবর্ষে আতর ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য তৈয়ারি হয় এবং উহা ইউরোপে তৈল উৎপাদনের জন্য রপ্তানি করা হয়। খস্‌খসের বাঙ্গালা নাম বেনার মূল।

(কাজের লোক।)

সংবাদ।

আজ কাল সিগারেটের ধূমপান খুবই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে—সিগারেটের ধূমের সহিত নারকোটিন নামক এক প্রকার বিষ থাকে, উহা মানব শরীরে প্রবেশ করিয়া দেহের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। ষোল বৎসরের কম বয়স্ক বালক সিগারেটের ধূমপান করিলে তাহার শরীরের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, তার পর নানারূপ দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মে। তথাপি লোকে এই বিষ গলাধঃকরণ করে।

অনেকে মনে করেন যে, ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা হিম ভোগ করিয়া অনেকে সর্দ্দি কাশিতে পীড়িত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের এক ডাক্তার এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন হিমবাত সর্দ্দির কারণ নহে, বরং উহা আমাদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল। রুগ্ন গৃহের অবিশুদ্ধ তপ্ত বায়ুই সর্দ্দি বা ঐ জাতীয় রোগের কারণ। অনেক সময়ে ধূলির সহিত সর্দ্দি প্রভৃতি রোগের বীজাণু আমাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। এই বৈজ্ঞানিকের মতে শীতে আমাদিগের শরীর ভাল থাকে।

ডাক্তার গোল্ডবেরী বলিয়াছেন, সর্ব্বদা জামা গায়ে দিয়া থাকা ভাল নয়। ইহাতে স্বাস্থ্যহানি হয়। খোলা গায়ে থাকা খুব ভাল। আমাদের মনে হয়, ডাক্তার গোল্ডবেরীর কথা যুক্তিযুক্ত। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শরীরকে অস্বাভাবিক নিয়মের অধীন করিলে উহাতে মঙ্গল হইতে পারে না।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাই-হাউস্ প্লট।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জুয়ারীর দল।

চেরিংক্রস নামক স্থানে এঞ্জেল বা অপ্সরী হোটেল। ঐ হোটেলের মধ্যে একটা বিস্তৃত কক্ষে অনেক লোক জমা হইয়াছে। কক্ষটা যেমন সুসজ্জিত তেমনই উজ্জ্বলালোকে আলোকিত। টেবিল চেয়ার প্রভৃতি কাঠের জিনিষগুলি উত্তম পালিশ করা, তাহার উপর মখমল পাতা। প্রতি গবাক্ষে পর্দ্দা এবং কক্ষতলে সুকোমল কার্পেটের আসন বিস্তৃত।

গৃহের মধ্যে তিনটী টেবিল পাতা। কয়েক জন মধ্যবয়স্ক সৈনিক এবং কয়েকটী বিগত-যৌবনা বরবর্ণিনী প্রথম টেবিলটী অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা তাস খেলিতেছেন। দ্বিতীয় টেবিলের সম্মুখে অপেক্ষাকৃত তরুণের দল বসিয়াছেন, এখানে পাশা চলিতেছে—এখানে কোন মহিলার সমাগম নাই। শেষ টেবিলের উপর বিবিধ খাদ্য, মদের বোতল এবং গ্লাস সজ্জিত। সুবেশধারী দুই জন ভৃত্য মুহুর্মুহু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং যাহার যাহা আবশ্যক, তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করিতেছে। এই দলের মধ্যে যাঁহারা একটু বেশী পরিপক্ক এবং রসজ্ঞ—মহিলাকুলের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছিল।

বর্ত্তমানকালে কাফিখানা যেমন সকলের পক্ষে অবারিত-দ্বার, এ হোটেলের এ কক্ষটীও তেমনই তখনকার দিনে সাধারণের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের লীলাক্ষেত্র। সুতরাং ভদ্রমহিলা,—কুলের কুলবধূকে এমন স্থলে সমাগতা দেখিলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইতে হয়, কিন্তু তখনকার দিনে ব্যভিচারিতার প্লাবন সময়ে ইহাকে কেহ দূষ্য বলিয়া বিবেচনা করিত না ইহাতে কাহারও সম্ভ্রমের লাঘব হইত না। কিন্তু যাঁহারা চরিত্রবতী লজ্জাশীলা তাঁহারা কখনই এ সকল স্থানে পদার্পণ করিতেন না। তাঁহারা উন্মার্গগামিনী রমণীকুলের কুদৃষ্টান্তের অনুকারিণী হইতেন না। সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিতা, ধনে মানে সম্ভ্রমে সম্পূজিতা যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই প্রায় লাম্পট্য দোষে দুষ্ট, রাজানুগ্রহে পুষ্ট রাজ-সভাসদের দলভুক্ত। মহামারির দিনে সংক্রামক রোগের মত এই চরিত্রহীনতাও সহরের মধ্যবিত্ত অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। বয়স্থা রমণী, বিগত-যৌবনা গৃহিণী, এবং ঐশ্বর্য্যশালিনী প্রকাশ্য বারবিলাসিনী যাঁহারা—তাঁহারাই ঐ সময়ে অধিক পরিমাণে দ্যূতক্রীড়ানুরক্তা ছিলেন। নবীনা—নবরসে রসিকা যাঁহারা, তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে ইহাতে যোগ দিতে পারিতেন, কোন বাধা ছিল না। তবে তাঁহারা বলনাচে—আমোদোৎসবে—গল্প-গুজবের মজলিসে এবং মুখোস পরিয়া নৃত্য-গীতের রঙ্গাভিনয়ে তাঁহাদের অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন—সেই জন্য জুয়ার আড্ডায় বড় একটা

তাঁহাদিগকে দেখা যাইত না। অপেক্ষাকৃত প্রবীণা যাঁহারা, তাঁহারাই জুয়াখেলায় পুরুষের প্রতিযোগিতায় সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতেন। সকল স্থলেই যে ন্যায়ানুমোদিত খেলা হইত, তাহা নহে। পূর্ণমাত্রায় প্রতারণা প্রবঞ্চনা চলিত। যে যত প্রতারক, সে তত বাহাদুর; কিন্তু প্রতারণা ধরা পড়িলেই কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সাব্যস্ত অপরাধী পুরুষকে পদাহত করিয়া আড্ডা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত অথবা গবাক্ষপথে নিম্নে নিক্ষেপ করা হইত। অপরাধিনী রমণী হইলে—তাহাকে কেবল বহিষ্কৃত করিয়াই দেওয়া হইত—আর কখনও আড্ডায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না।

রাত্রি এগারটা। মাঝের টেবিলে পুরাদমে পাশা চলিতেছে। পনের কিংবা ষোল জন সুবেশী সুন্দর যুবক এখানে সমবেত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কয়েকজন সৈনিক-কর্ম্মচারীও আছেন। লণ্ডন দুর্গে যে সকল সৈন্য বাস করিতেছে—তাহাদের সেনানী অথবা অন্য কোন সেনাদলের কর্ম্মচারী অবসর গ্রহণ করিয়া লণ্ডনে আমোদ করিতে আসিয়াছেন। কেহ বা যোদ্ধৃবেশে, কেহ বা সাদা পোষাকে। সাদা পোষাক হইলেও, মাথার টুপিতে পালক দুলিতেছে—কটিতটে তরবারি ঝুলিতেছে—দেহে হীরকালঙ্কার শোভা পাইতেছে। এই দলের মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত কলোনেল গ্রেহামও আছেন। তিনি অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন।

কলোনেল পরিধানে সাদা পোষাক। ভাগ্য-লক্ষ্মী আজ তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। তিনি কয়েকটী মুদ্রা লইয়া খেলিতে বসিয়াছিলেন কিন্তু এখন তাঁহার সন্মুখে প্রায় পনের শত মুদ্রা স্তূপীকৃত হইয়াছে। তাঁহার বিপক্ষে যাঁহারা বসিয়াছিলেন, কেহ বা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সরিয়াছেন কাহারও বা প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীলিত হওয়াতে সতর্ক হইয়াছেন—অন্যে ভাবিতেছেন, আজ কলোনেলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাঁহার সহিত ক্রীড়ায় জয়ের কোন সম্ভাবনা নাই অথবা তিনি এমন একটা প্রতারণার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, যতদিন পর্য্যন্ত না তাহা ধরিতে পারা যাইবে, ততদিন তাঁহার সহিত ক্রীড়ায় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—সুতরাং কেহই আর তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া বসিতে সাহস করিতেছেন না।

অবশেষে কলোনেল চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কি! সকলেই ভাগিতেছে? কলোনেল কালক্রেগ! মানুষ বলিয়া যদি পরিচয় দিতে চাও—পুনরায় পাশা ধর!"

সম্বোধিত ব্যক্তি কহিলেন, "না ভাই! আজ আর নয়। তুমি আমার তিন শত জিতিয়া লইয়াছ! এইবার বেলহাবেনের সহিত খেল!"

বেলহাবেন উত্তর করিলেন, "না—আমার যথেষ্ট হার হইয়াছে—আর নয়। গ্রেহামের আজিকার অদৃষ্টটা বড়ই ভাল।"

তাহার পর গ্রেহাম, মেজর লেম্বটন, আরমিটেজ, অর্ম্মসলি এবং হনিউড—সকলকেই আহ্বান করিলেন—পরিহাসচ্ছলে তিরস্কার করিলেন—রাত্রি এগারটার মধ্যে খেলা ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে দুঃখ করিলেন কিন্তু কেহই অগ্রসর হইলেন না। তখন হতাশ হইয়া কহিলেন, "তবে কে আমার সহিত বাজি রাখিয়া দুই চার দান খেলিবে?"

"আমি খেলিব!"—সকলের চক্ষু এক আগন্তুকের উপর পড়িল, তিনি এই সময়ে কক্ষে পদার্পণ করিলেন মাত্র।

লোকটী যে কে, পাঠক হয় ত বুঝিতে পারিয়াছেন। কিছু পূর্ব্বে ইহাঁকেই আমরা সেই পোষাকের দোকানে দেখিয়াছি। সকলের চক্ষু তাঁহার উপর পড়িল। আগন্তুকের সুন্দর আকৃতি—মনোহর বেশ—সসম্ভ্রম-সগর্ব্ব পদ-বিক্ষেপ সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিল। কিন্তু কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। এরূপ ক্ষেত্রে পরিচয় লওয়াও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ভাবিয়া, কেহই তাঁহার পরিচয় লইতেও সাহস করিল না। তবে ইহার চাল-চলন, ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তিনি যে আজন্ম এরূপ সমাজে মিশিতে অভ্যস্ত—তাহা তাঁহারা সহজেই অনুমান করিয়া লইলেন।

খেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, গ্রেহাম কিন্তু নবাগতকে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। কারণ সেদিন তাঁহার জিৎ-পাল্লা—যে তাঁহার সহিত বসিবে, সেই হারিবে।

নবাগত উত্তর করিলেন, "সেজন্য আমি ভীত নই—আমি প্রথমে এই দুই মুদ্রা ধরিলাম।"

কলোনেল পাশা ফেলিয়া কহিলেন, "আপনারই জিৎ—আর খেলিবেন কি?"

নবাগত কহিলেন, "হাঁ খেলিব বৈ কি! চার মুদ্রা—আমার! আট মুদ্রা—ষোল, বত্রিশ—পুনরায় আমারই জয়!"

সকলেই দেখিলেন, এইবার স্রোতের গতি ফিরিয়াছে—কলোনেলের প্রতি ভাগ্য-দেবতার বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে! প্রতিবারেই আগন্তুক জয়ী হইতে লাগিলেন। প্রত্যেকবারই তিনি দ্বিগুণিত করিয়া বাজী ধরিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গ্রেহামের পার্শ্ব হইতে সমস্ত ধনরত্ন আগন্তুকের পার্শ্বে আসিতে লাগিল। গ্রেহাম যতই হারিতে লাগিলেন, ততই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ভৃত্য যতবার কক্ষের মধ্যে আসিল—ততবারই মদের জন্য চীৎকার করিলেন। নবাগতের হস্তেও যতবার মদ্যপাত্র দেওয়া হইল, ততবারই তিনি গ্রহণ করিলেন কিন্তু জয়ের উৎসাহে বা সুরাশক্তির উত্তেজনায় তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি স্থির-ধীর গম্ভীর। গ্রেহাম তাঁহার এই অচঞ্চল ভাব দেখিয়া আরও বিচলিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন—উত্তেজনার বশীভূত হইয়া যাহাই বাজী ধরিতে লাগিলেন, তাহাই হারিলেন। অপরাপর খেলুড়েরা নিজেদের খেলা ফেলিয়া তাঁহাদের খেলা দেখিবার জন্য তাঁহাদের চারিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

অবশেষে রাত্রি ঠিক দ্বিতীয় প্রহরের সময়, কলোনেল গ্রেহামের পার্শ্বে নগদ টাকা আর কিছুই রহিল না। কলোনেল উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "এইবার আমার ঘড়ি-চেন বাজী!"

নবাগত। উত্তম। এই দেখুন—এবারও আমার জয়।

গ্রেহাম। আংটী।

নবাগত। এবারও অদৃষ্ট আপনার প্রতি বিরূপ।

গ্রেহামের সর্ব্ব শরীর ক্রোধে—ক্ষোভে—হতাশায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হাজার টাকা ধার চাহিলেন।

বন্ধু কহিলেন, "মাপ কর বন্ধু! তোমার আর্থিক অবস্থার কথা যতটুকু জানিয়াছি—তাহাতে বুঝিয়াছি, ঐ চাকরিটুকু ব্যতীত ইহ-জগতে তোমার আর সিকি পয়সারও সংস্থান নাই।"

গ্রেহামের চোক মুখ লাল হইয়া উঠিল; মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সবলে টেবিলের উপর একটা মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সে আঘাতে টেবিলের উপর যাহা কিছু ছিল—মদের গ্লাস, পাশার বাক্স, পাশা, রৌপ্যময় প্রদীপাধার পর্য্যন্ত লাফাইয়া উঠিল। গ্রেহাম কহিলেন, "শয়তান সহায় হও! আমার সেই শেষ সম্বল চাকরিটুকু বাজী—যদি জিতিতে পারি, যাহা হারিয়াছি, সব ফিরাইয়া পাইব।"

অবিকৃতকণ্ঠে নবাগত কহিলেন, "যাহা আপনার অভিরুচি—সময়টা কাটাইবার জন্য যাহা হয় একটা কিছুত করিতে হইবে।"

গ্রেহাম একটা ভৃত্যকে ডাকিয়া কাগজ, কলম, কালী আনিয়া দিতে হুকুম করিলেন। ভৃত্য আদেশ পালন করিতে ছুটিল। গ্রেহাম উঠিয়া এক পাত্র সুরা ঢালিয়া উদরস্থ করিলেন।

দুই এক জন লোক কথায় কথায় নবাগতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এরূপ ভাবে খেলা বোধ হয় অভ্যাস আছে?"

নবাগত উত্তর করিলেন, "না মহাশয়! আমার জীবনে আমি আর কখনও এ খেলা খেলি নাই। আমি বহুদিবস যাবৎ দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—যেখানে ছিলাম, তাহাদের খেলিবার অবসর ছিল না। সুতরাং আমার খেলিবার লোভ বা অবসর কিছুই ঘটে নাই।"

সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—বিস্ময় স্তিমিতনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলেন। এই সময়ে ভৃত্য লেখনী প্রভৃতি লইয়া আসিল। গ্রেহাম বিশুষ্ক রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "মহাশয়! আমি এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী এবং সত্য-বাদী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমি এই মুহূর্ত্ত হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার নিয়োগনামা অর্থাৎ যে পার্চ্চমেণ্ট কাগজে আমার নিয়োগ-পত্র দেওয়া হইয়াছে—যদি এবারও আমি হারিয়া যাই—আপনার হস্তে অর্পণ করিব। এতদর্থে আমি এই দলিল লিখিয়া, তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি। আর ইঁহারা সকলেই সাক্ষী হইবেন।"

নবাগত অবিকৃতকণ্ঠে কহিলেন, "আমি এ সকল কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কারণ এই আমার হাতে খড়ি। আপনার কথার অর্থ আমি এই রূপ বুঝিতেছি, আপনি আপনার নিয়োগনামা—সাদা কথায় আপনার চাকরী-টুকু বাজী ধরিতেছেন—আমি যাহা জিতিয়া লইয়াছি—সেই সমস্তই আমাকে তাহার স্থলে পণ স্বরূপ ধরিতে হইবে—কেমন এই নয়? উত্তম, আমি সম্মত আছি। এই দেখুন, টাকা-কড়ি, ঘড়ি-চেন—সমস্তই মজুত রহিয়াছে, আমি এখনও উহা স্পর্শও করি নাই।"

প্রত্যুত্তরে কলোনেল কহিলেন, "দলিল খানা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া লউন—হাতের লেখাটা বড়ই অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—আমার হাত কাঁপিতেছে—"

বাধা দিয়া আগন্তুক কহিলেন, "সে জন্য কোন চিন্তা নাই। এত গুলি সাক্ষী রহিয়াছেন—ইহারা যদিও না থাকিতেন, আমি আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারিতাম।"

পাশা পড়িল। ভাগ্য নির্ণীত হইতে প্রায় এক মিনিট সময় লাগিল। সেই এক মিনিট সময় যে গ্রেহামের পক্ষে কিরূপ যন্ত্রণা এবং উদ্বেগের আকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। দর্শকমণ্ডলীও ঔৎসুক্যে উদ্‌গ্রীব—কেবল নবাগত অচঞ্চল—স্থির প্রশান্ত!

কলোনেল গ্রেহাম নিদারুণ মর্ম্মপীড়িত হইয়া, হতাশকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, —"সব গেল—আর আমার কিছু নাই—আমি পথের ভিখারী—হায় ভগবান!"

নবাগতের কোন বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই। পার্শ্বস্থ লোকগুলির সহিত কথা কহিতে কহিতে, টাকা, ঘড়ি, চেন একটী পকেটের মধ্যে রাখিলেন। দলিলখানা মুড়িয়া মুড়িয়া—যেন সেখানা একখানা যা তা কাগজ ওয়েষ্টকোটের পকেটের মধ্যে পুরিলেন।

গ্রেহাম সে স্থান হইতে উঠিয়া, এক কোণে গিয়া বসিলেন।

(ক্রমশঃ)

REGD. No. C 521.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে মাঘ, ১৩২২ সাল। ইং ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬ সাল। [১০ম খণ্ড।

নারিকেল ছোবড়া বা কয়ার।

বঙ্গে যথেষ্ট নারিকেল গাছ আছে। নারিকেল ফল আমাদের অনেক কাজে লাগে। ইহার ব্যবহার বঙ্গের লোকমাত্রেই জানেন। নারিকেল ফলের শস্য খাওয়া হয়, উহাতে তৈল হয়, উহা শুকাইয়া, উৎসবাদিতে (খুব্‌রী) পোড়ান হয়। নারিকেল খোলে হুঁকা হয়, ছোবড়ায় দড়ি হয়, গদী হয়, পাপোষ হয়, ঘোড়ার গাড়ীর গদী হয়, দড়ি ও কাছি হয়, নারিকেল পাতার কাটীতে ঝাঁটা হয় ইত্যাদি বহুপ্রকার কাজে এই উপকারী বৃক্ষ নিযুক্ত। এই নারিকেল ছোবড়ার সূতাকে (আঁশকে) ইংরাজীতে কয়ার বলা হয়।

কলিকাতা হইতে প্রচুর কয়ার ইয়ুরোপখণ্ডের বণিকেরা ক্রয় করিয়া থাকেন। ইহার রীতিমত বাণিজ্য চলে। আমাদের দেশে নারিকেল-দড়ি প্রভৃতির জন্য মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে লাখোদাগণ জাহাজে করিয়া গাঁট গাঁট নারিকেল ছোবড়া কলিকাতায় আমদানি করেন। উহা দ্বারা এদেশী অভাব মিটাইয়া আবার উহা কলিকাতা হইতে বিদেশে রাশি রাশি রপ্তানি হয়। বিদেশী বণিকেরা উহা ৬৲ মণ হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে ক্রয় করেন। দুঃখের বিষয়, এদেশে এত নারিকেল থাকিতে—উহার ছোবড়া থাকিতে এদেশবাসী উক্ত ছোবড়া নুটি পাকাইয়া তামাক খাইয়া দগ্ধ করে। এদেশে যে নারিকেল দড়ি দেখা যায়, তাহা এদেশের নারিকেল ছোবড়ার নহে। আমরা ডাব খাইয়া উহার খোলা ফেলিয়া দিই, উহা নষ্ট হয় মাত্র, কোন কাজে লাগে না।

আশা করি, ইহার কারখানা এদেশে করিবার জন্য যাঁহারা এই কাজ করেন, তাঁহারা চেষ্টিত হইবেন। শুনিলাম, উল্টাডিঙ্গিতে নারিকেল-দড়ি প্রস্তুতের কয়েকটী কারখানা আছে। তাঁহারা বিদেশী কয়ার বাজার হইতে ক্রয় করিয়া দড়ি করিয়া থাকেন। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, এখন হইতে তাঁহারা স্বদেশী কয়ার বাহির করিয়া তদ্দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করিবেন। কলিকাতার সন্নিকট বেগড়ী প্রভৃতি স্থানে হুঁকার খোলের কাজ অনেকের আছে। তাঁহারা বড় বড় ঝুড়ির মাপে নারিকেল ছোবড়া বিক্রয় করেন, গৃহস্থেরা উহা দ্বারা উনুন ধরাইবে বলিয়া লইয়া থাকেন। অধিকাংশ সময়ে হুঁকার কারবারওয়ালাদের ছোবড়া মাটীতে স্তূপাকারে থাকিয়া রৌদ্র, বৃষ্টি এবং মৃত্তিকায় নষ্ট হয়, অথচ আমরা বিদেশী ছোবড়ায় এদেশে অনেক কার্য্য করি। কেহ কেহ বলেন, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নারিকেলের অবস্থা উন্নত, এজন্য উহার আঁশ ভাল; তাই দেশী আঁশ ফেলিয়া, ঐ সকল দ্বীপের আঁশ এদেশে প্রচলিত। পরন্তু ঐ সকল দ্বীপও স্বদেশের মধ্যে পরিগণিত এবং ঐ সকল স্থানের ব্যবসায়ীরাও ভারতবাসী; যখন উহা চলিতেছে, তাহাতেও আপত্তি নাই।

আমাদের দেশের নারিকেল ছোবড়া বা যে কোন দ্রব্য প্রচুর থাকিতে নষ্ট হইবে, অথচ উহাই আমরা আবার ক্রয় করিব, তাহা কখনই হইতে পারে না। স্বীকার করি, উক্ত সকল দ্বীপপুঞ্জের কয়ার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, কিন্তু গদীর জন্য নাই বা উক্ত ভাল কয়ার ব্যবহার করিলাম. তাহাও কি এদেশী কয়ারে হইবে না? আপনারা এদেশী নারিকেলের আঁশ বাহির করুন, উহা যেরূপই হউক, নিশ্চিতই বিদেশী বণিকে ক্রয় করিবে, জগতে ভাল মন্দ দুই চলে।

পাড়ায় পাড়ায় আস্তাকুঁড়ে যে সকল ডাব নারিকেলের খোলা পড়িয়া থাকে, দুঃখী লোকের দ্বারা উহা সংগ্রহ করুন; তৎপরে রৌদ্রে শুকান, বেগরি হইতে ছোবড়া ক্রয় করিয়া আনুন। উহার উপরকার শুষ্ক ছাল ফেলিয়া দিয়া কুলির দ্বারা মুগুরের আঘাতে ভিতরের নরম আঁশের কুঁড়া ঝাড়িয়া বাহির করুন, বেশ সুন্দর কারবার হইবে।

দুগ্ধ পরীক্ষা।

প্যারিস প্লাসটার দুগ্ধে গুলিয়া কাদার মত করিতে হয়। উৎকৃষ্ট দুগ্ধ হইলে উক্ত প্লাসটার শক্ত হইতে ১০ ঘণ্টা, সিকিভাগ জল মিশ্রিত হইলে ২ ঘণ্টা, অর্দ্ধেক জল থাকিলে দেড় ঘণ্টা, তিন ভাগ জল থাকিলে ৩০ মিনিট লাগে। জল যত বেশী হইবে, প্লাসটার তত শীঘ্র শক্ত হইয়া যাইবে।

আমের আঁটির ও তেঁতুল বীজের ময়দা।

প্রকৃতির কোন দ্রব্যই উপেক্ষার বা অবহেলার যোগ্য নহে। এদেশে যে তেঁতুলের বীজ ও আমের আঁটি অব্যবহার্য্য বলিয়াই, আবর্জ্জনাস্তূপে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাও ব্যবহার করিতে পারিলে, বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। আমের আঁটির অভ্যন্তরস্থ কসি চূর্ণ করিয়া, ময়দার ন্যায়, ব্যবহার করা যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকে এই ময়দার দ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া আহার করে। প্রথমতঃ আমের কসি চূর্ণ করিয়া ছাতুর ন্যায় করিতে হয়; তৎপর, বিশেষরূপে বারম্বার ধৌত করিয়া, উহার কষায়ত্ব দূর করিলেই, উহা ময়দার ন্যায় ব্যবহার করা যায়। তেঁতুলের বীচি হইতেও ময়দা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ময়দা-প্রস্তুত প্রণালীও কষ্টসাধ্য নহে। প্রথমতঃ, বীচিগুলিকে সামান্য পরিমাণ ভাজিয়া লইয়া, জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তৎপর, জলে ভিজাইয়া, উপরিস্থ আবরণটা তুলিয়া ফেলিলেই, শ্বেতাংশ বাহির হইয়া পড়ে। ইহা রৌদ্রে শুকাইয়া, গুড়া করিলেই, ময়দা প্রস্তুত হয়। এই উভয় প্রকারের ময়দাই সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর। তেঁতুল বীজের ময়দার সহিত সামান্য পরিমাণ ডা'লের বেশম মিশ্রিত করিয়া লইলে, তাহা দ্বারা অনায়াসে নানাপ্রকার পিষ্টক কিম্বা রুটী প্রস্তুত হইতে পারে। তেঁতুল বীচি পল্লীগ্রাম হইতে অনায়াসেই সংগ্রহ করা যায়; সংগৃহীত বীজে ময়দা প্রস্তুত করাও কষ্টকর নহে।

এদেশে কোন কারবার চলে না কেন?

এক সময়ে অযোধ্যায় কোন ডিপুটী কমিশনার কোন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া সমবেত বালক মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাদের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্য কি? প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৫০টী বালক সমস্বরে বলিয়াছিল—"চাকরী করা" "চাকরী করিবার জন্যই আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা করা" "কমিশনার আরও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—"কিরূপ চাক্‌রী?" বালকগণ পুনরায় বলিয়াছিল "গবর্ণমেণ্ট চাক্‌রী" কমিশনার সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন :—"Alas! a nation of officials and lawyers would certainly starve" অর্থাৎ "হায় হায়,এইরূপ কেরাণী ও অফিসার জাতি অনাহারে মরিতেই বাধ্য"। এদেশের লোকের ধারণাই চাক্‌রী করিয়া জীবনাতিপাত করা। সেই জন্য ব্যবসায় বাণিজ্যে, কৃষি শিল্পে এদেশের আস্থা কম। একজন ইংরাজ লেখক ঠিকই বলিয়াছিলেন যে,

"So far as food, clothing and shelter are concerned, they (Indians) are not producers, but consumers" অর্থাৎ খাদ্য, পৌষাক, পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতি সকল কার্য্যেই ভারতবাসী কেবল ক্রেতার জাতি, ইহারা দেশে জিনিস জন্মাইতে পারে না। যে জাতি দেশজাত দ্রব্য হইতে নিজেদের অভাব মোচন করিতে অক্ষম, দীনতা, তাহাদের অনিবার্য্য পরিণাম ফল। এই জন্য এদেশের লোক যতদিন না কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষা করিবে, যতদিন না দেশের দ্রব্য হইতে আপনাদের অভাব পূরণ করিতে শিখিবে, ততদিন দীনতা ঘুচিতেই পারে না সে শিক্ষার জন্য দেশই দায়ী, দেশের লোককে তাহার পন্থা নিজেই দেখিয়া লইতে হইবে। শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জাপান, আমেরিকা ও জর্ম্মানীর উন্নতি দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক সাধারণ পাঠাগারের সহিত কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষা সংশ্লিষ্ট, তাহারা বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা করিবে, সঙ্গে সঙ্গে অতি অবশ্যই কোন না কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষা করিবে, যাহা দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে আপনার অন্নকষ্ট দূর করিতে পারিবে।

আমরা বলিতেছিলাম যে, সে শিক্ষার পন্থা দেশের লোকই নিজে নিজে দেখিতে বাধ্য। যে দেশের লোকে তাহা করিতে পশ্চাৎপদ, তাহারা দেশের উন্নতির জন্য কোন কল্পনা করিতেই পারে না।

যেমন গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ এবং সাহায্যের আবশ্যক, তেমনি দেশের লোকেরও স্বার্থত্যাগ এবং অর্থেরও আবশ্যক। তখন সদাশয় গবর্ণমেণ্টের এবং দেশবাসীর উৎসাহ ও অর্থে দেশের শিল্প, কৃষি বাণিজ্যের উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিবে। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্য-সমষ্টি একত্র হইলে এই কার্য্য করা দুরূহ হইয়া উঠে না। কিন্তু এদেশের সে দিকে ত প্রবৃত্তি নাই, উকিল হইতে হইবে, না হয় চাক্‌রী করিতে হইবে এই ধারণার উপরই ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া এদেশের লোকে শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। সেই জন্য কেহ শিল্প পুস্তক পড়িতে চাহে না, কোন শিল্প বিদ্যালয়ে নিজেদের ছেলেদিগকে পাঠাইতে চাহে না। কাজেই এদেশের শিল্পের উন্নতি সহজে হইতেই পারে না।

লোক সংখ্যায় ভারতবাসী কম নহে, প্রত্যেক সংসার হইতে মাত্র।০ আনা পয়সা সংগৃহীত হইলে ক্রোড় ক্রোড় টাকা উঠিয়া যায়, কিন্তু দেশে এমন বিশ্বাসী লোক প্রায় একজনও নাই যে, তাহার হস্তে এই জাতীয় মূলধন ন্যস্ত করিয়া লোকে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে! এদেশের প্রায় অনেকেই যাঁহারা

জননায়ক বলিয়া আখ্যা লইয়া থাকেন, লোকে এখন তাঁহাদিগকে ভালরূপই চিনিয়াছে, আর অৰ্দ্ধ পয়সা দিয়া বিশ্বাস করিতে নারাজ। সুতরাং দেশের সকল ভাল কার্য্যের উদ্যোগের মূলেই একেবারে কুটারাঘাত করা হইয়াছে। যে দেশের এত গলদ, সে দেশের কিছু হয় না হইতেও পারে না। ইহাও এদেশের অবনতির অন্যতম কারণ; এবং প্রধান উপসর্গ। সুতরাং উচ্চ শিক্ষিত নামজাদা ব্যক্তিগণ আমাদের মাথায় থাকুন, তাঁহাদের কাছ হইতে আশার বড় একটা কিছু নাই। জনসাধারণ বলে,—

কোন রূপে গোল মাল তুলিয়া কিছু হস্তগত করিয়া সরিয়া পড়াও এদেশে অনায়াস সাধ্য একটা ব্যবসায় মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। যে দেশের শিক্ষিতের চরিত্রবল এত হেয়, সে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচে কি?

যাক, এমন অবস্থায় আমাদের কৰ্ত্তব্য কি? সকলেই আমরা চাকরী পাই না, সকলে উকিল বা এটর্ণি হইতে পারি না, অথবা হইয়াও আমরা কিছু করিতে পারি না। তাহা হইলে আমাদের অন্নকষ্টের উপায় কি?

উপায়—শিল্প এবং কৃষির উন্নতি সাধন। যদি তেমন কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ সাহায্য করিতে অক্ষম হয়েন, তাহা হইলে দেশের যে যেমন বিষয়ে শিক্ষিত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া, তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে, শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সূত্রধর, কৰ্ম্মকার প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণের দ্বারা এখনও ত আমাদের অভাব পূরণ হইতেছে, তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, কেন না সাধারণের সহানুভূতি কম, লোকের সাহায্য পায় না, নিজের গ্রামের শিল্পীর জিনিস লোকে কিনে না। যদি তাহাদিগকে স্থানীয় লোকেই সাহায্য করে, তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাদের কারখানা গুলিই এক একটী হাতে হেতেরে শিখিবার বিদ্যালয় হইয়া দাঁড়াইতে পারে। জল্পনা কল্পনা করিয়া চিরজীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা এই পন্থায় ভাল হইবে। যাহা নিজ গ্রামে জন্মে, তাহাই সেখানকার লোকের ক্রয় করা উচিত। চাকরী স্থান হইতে তেমন জিনিস লইয়া যাইতে যে ব্যয় পড়ে, নিশ্চয়ই তাহা গ্রামে লইলে সুলভ হইবে। না লাভ হইলেও দেশের শিল্পীকে রক্ষা করা হইবে।

মূলধনের জন্য প্রত্যেক গ্রামবাসীর গবর্ণমেণ্টের প্রণোদিত কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটী স্থাপন করিলে সুফল হইবে, ইহার বিষয় "কাজের লোকে" আমরা ইতিপূৰ্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছিলাম। গ্রামের ছোট বড় সকলে একত্র হইয়া এইরূপ ক্ষুদ্রাকারে প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুফল ও আসল কাজ হইবে।

গ্রাম্য শিল্পগণ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে কারণ চাকরীপ্রাণ সৌখীন বাবুরা গ্রামে যাইবার সময় উচ্চ মূল্যে বহুব্যয়ে দেশে সে জিনিস পাওয়া যাইলেও লইয়া যান। কাজেই গ্রামের শিল্পী খাইতে না পাইয়া কাৰ্য্যান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এই জন্যই গ্রাম্য শিল্প লোপ পায়। সকল গ্রামেই তাঁতি, ছুতার, কামার, কুমার ছিল, অসংখ্য ডোম বাঁশের কাজ করিত—সে সকল এখন বহু গ্রাম হইতেই লোপ পাইয়াছে। উৎসাহ না পাইলে, প্রস্তুত জিনিস কেহ না কিনিলে তাহারা কেমন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে?

যাহাদের যেমন অবস্থা, তাহাদের সেইরূপ কার্য্যের জন্যই হস্ত প্রসারণ করাই সঙ্গত। এইকার্য্য প্রত্যেক গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া করিতে পারেন—সেইস্থানে ছেলেদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ ক্ষেত্রে বেতন দিয়া শিক্ষা করাও মন্দ নহে। শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিয়াও লাভ হইতে পারে, তেমন ভাল উদ্যম দেখিলে জেলাবোর্ড হইতেও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। অন্য দেশের আদর্শ দেখিয়া দাঁড়কাক হইয়া খঞ্জনের নাচ দেখাইতে যাইবার আমাদের এখন আবশ্যক নাই।

তোমার ঘরের শিল্প লোপ পায়, তুমি সহরে যাইয়া আমেরিকানদের মত, ইংরাজদের মত জাপানীদের মত চাল চালিতে যাইয়া সমস্ত গোল করিয়া ফেল। যেমন অবস্থা, যেমন সামর্থ্য, সেইরূপ কাজ করাই সঙ্গত নহে কি? জাপান আমেরিকার মত শিল্প বিদ্যালয় হউক, সভাসমিতি হউক, সেইরূপ বক্তৃতা হোক, এ সকল খেয়াল মাত্র। কখন রাধাও নাচিবে না, আর সাত মন তৈলও পুড়িবে না। তাহাদের মত প্রাণটা বড় কিনা, তাহা বুকে হাত দিয়া কেহ দেখিয়াছ কি?

তাহার পর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে চরিত্র সংশোধনের আবশ্যক হইতেছে। হৃদয়টাকে একটু বড়, ছাতি একটু চওড়া করিতে আগে শিখিতে হইবে। এজন্য অপরকে উপদেশ দিতে যাওয়া অপেক্ষা ব্যক্তিগতভাবে নিজে নিজে সংশোধিত হইতে হইবে, একটু সাঁচ্চা হইতে হইবে। ঝুঁটো প্রাণ লইয়া লোক ঠকাইয়া নিজের দেশের বা দশের কোন কার্য্যই সাধন করা যায় না, হুজুক তুলিয়া লোক ঠকাইয়া আর কাজ নাই, যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ ব্যবসায়ে জাতীয় অবনতি ও নিজের অবনতি হয়। দোহাই তোমাদের, নিজে নিজেকে ঠিক কর, এই অনুরোধ, প্রার্থনা ও ভিক্ষা। চাল ছাড়, নিজে নিজের গ্রামের উন্নতি আগে কর দেখি। বাজে কথায় জীবন কাটাইলে কাজ করিবে কখন? ঢোঁড়া ধরিতে পার না, কেউটে ধরিতে চাও কোন সাহসে? (কাজের লোক)

বাঙ্গালার শিল্পীকূলকে রক্ষা করিতে হইবে।

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশ শিল্প গৌরবে পৃথিবীর মুকুটমণি ছিল—এখন প্রাচীন শিল্পীকুল ধ্বংশ পাইতে বসিয়াছে। মালদহে এক সময়ে সকল জাতির মধ্যে বয়ন প্রথার প্রচলন ছিল। পুরাতন মালদহের অধিবাসী তেলীজাতি দ্বারা যে রেশম ও সূত্র মিশ্রিত উৎকৃষ্ট থান প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমানে কাল-

প্রভাবে উহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রাচীন শিল্পীগণের বংশধরগণের মধ্যে এখন ২।৩ জন অবশিষ্ট আছেন, ইঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে মালদহী থানের বিলোপ ঘটিবে। মালদহের মৃলতান সেখ নামক এক ব্যক্তি রেশম ও সূত্রমিশ্রিত উৎকৃষ্ট কোটের কাপড় প্রস্তুত করিত। ৭।৮ বৎসর পুর্ব্বে ইহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটীও বিলুপ্ত হইয়াছে। মালদহে পূর্ব্বে বহু কাগজের কারখানা ছিল, এই কাগজ নানা স্থানে রপ্তানী হইত। মালদহের মৃগাপুর গ্রামে "কাগজীয়া" বলিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল—এখন ঐ গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। "কাগজীয়া"গণের বংশধরদিগের কেহ থাকিলেও তাহারা প্রাচীন ব্যবসায় ভুলিয়া গিয়াছে। দেশীয় গাছ গাছড়ার ফুল, ফল ও পত্রাদি হইতে যে রঙ্গ প্রস্তুত হইত, তাহা এক সময়ে খুব গৌরবের সহিত ব্যবহৃত হইত,—মালদহের রঞ্জনশিল্পের জন্য বিখ্যাত রংরেজ বাজার এখন ইংরেজ বাজারে পরিণত হইয়াছে। সাহাপুরে রঞ্জনশিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ ২।১ জন লোক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সুলভ মূল্যের বিদেশী রং দেশে প্রচলিত হওয়ায় সকলে এই প্রাচীন প্রথা ভুলিয়া যাইতেছে। প্রাচীন গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার-ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টি করিলে মালদহের উন্নত শিল্প গৌরবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ের তুলসীমন্দির বা মনুমেণ্ট পিরু সা নামক জনৈক শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আমরা বাঙ্গলার অতীত শিল্পগৌরবের নিদর্শন স্বরূপ একটী মাত্র জেলার শিল্পসম্ভারের পরিচয় প্রদান করিলাম। এইরূপে কত জেলার কত প্রাচীন শিল্প কালের প্রভাবে লোপ পাইয়া যাইতেছে। আমরা যদি আমাদিগের দেশের লোককে বাঁচাইতে না পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমাদিগকেই অপরাধী হইতে হইবে।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপান শিল্প-গৌরবে ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু জাপানের লোক কল কারখানার সঙ্গে দেশের প্রতি গৃহকে এক একটী শিল্পাশ্রমে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। জাপানের রমণী ও বালক বালিকাগণ গৃহে বসিয়া ছোট ছোট তাঁতের ও যন্ত্রের সাহায্যে যে বস্ত্র ও শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করে, তাহাই বিদেশের বাজারে কত আদরে বিক্রীত হয়। বাঙ্গালায় গৃহে গৃহেও এক সময়ে চরকার প্রচলন ছিল। তখন নিরাশ্রয়া বিধবা রমণীও আপনাকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতেন। এক একজন স্ত্রীলোক এই স্বল্প উপার্জ্জনের সঞ্চয় হইতেই অনেক সৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রতি গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের প্রচলন করিতে পারিলে, উহার ফলে প্রতি গৃহকে এক একটী স্বাধীনতার দুর্গ বিশেষে পরিণত করা যায়—প্রতি পরিবার তাহার ধর্ম্ম, শিক্ষা দীক্ষা ও আত্মস্বাধীনতায় উন্নত হইয়া উঠে। আর ইহার জন্য প্রাচীন শিল্পীকুলকে বাঁচাইতে হইলে তাহাদিগের মধ্যে উন্নত শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে—যাহারা অর্থাভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদিগকেও ক্রমে অর্থ সাহায্য দ্বারা সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

জেলার নেতাগণ এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করুন—প্রকৃত কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া এক এক জেলার ভার গ্রহণ করুন। ইহার ফলে বাঙ্গলার পল্লীভূমি বাঁচিয়া উঠিবে। বাঙ্গালার আবার সুখের দিন দেখা দিবে। (কাজের লোক)

গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা।

ম্যাজিক পালিস পাউডার।

যে কেহ এই জিনিস প্রস্তুত করিয়া অবকাশ সময়ে নিজের আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন। প্রথম উদ্যমে আগে ১ ডজন আন্দাজ কাগজের কার্ডবোর্ডের বাক্স সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী।

হোয়াইটিং ৪ পাউণ্ড
ক্রিম অফ্ টারটার সিকি পাউণ্ড
ক্যাল্‌সাইন ম্যাগনেসিয়া ৩ আউন্স।

এই গুলিকে পিষিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহার পর উপরোক্ত কার্ডবোর্ডের বাক্সগুলি পূর্ণ করিয়া লেবেল দিতে হইবে—"ম্যাজিক পাউডার" বা ঐরূপ যাহা ইচ্ছা বা সুবিধা হয়। আমেরিকায় ইহার অসম্ভব কাট্‌তি, এক এক বাক্স ২৫ সেণ্ট করিয়া বিক্রয় হয়, এখানে স্বচ্ছন্দে ॥• আনা ।৶• আনায় বিক্রয় করা যাইতে পারে। এই পাউডার দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, পিতল, কাচ, টিন, ইস্পাতের জিনিস অথবা যে কোন জিনিস যাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক, তাহাকে সুন্দর পালিশ করা যাইতে পারিবে, এই চূর্ণ মাখাইয়া সাময় লেদার বা কোমল বস্ত্র দিয়া ঘর্ষণ করিবামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে হাই পালিস এবং উজ্জ্বল হইবে। দ্রব্যগুলি ভাল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

ডাক্তার ডিউক্স লোমনাশক পাউডার।

চুণ ১০ আউন্স,
হরিতালচূর্ণ ১ আউন্স,
ষ্টার্চ্চ চূর্ণ ১৪ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ জলদ্বারা লোমে লাগাইলে উঠিয়া যায়। কিন্তু এ সকল ব্যবহার করা অনেক সুচিকিৎসকের মতে বিপজ্জনক।

লিকুইড্ গ্লু—বা তরল শিরীষ।

১ পাউণ্ড ভাল শিরীষকে গলাইয়া তাহাতে ২ পাউণ্ড নাইট্রিক ইথার দিয়া "লিকুইড্ গ্লু "Liquid Glue" নাম ও লেবেল দিয়া ।• আনা দামে ২ আউন্স শিশি বিক্রয় করা যায়।

সংবাদ।

একজন বাঙ্গালী আমেরিকায় ডাক্তারি পড়িতে গিয়াছিলেন, তথায় কিছুদিন থাকিবার পর তথাকার কোন এক ধনবানের যুবতী কন্যার সহিত তাহার প্রেমালাপ হয়। রমণী তাহার পিতার নিকট ভাবী ডাক্তারকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় ধনবান পিতা সে বিষয়ে নিজের অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাহার পর একদিন সেই কন্যা বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া পিতার অজ্ঞাতসারে নিকটবর্ত্তী গির্জ্জায় গিয়া সেই বাঙ্গালীকে বিবাহ পাশে বদ্ধ করে। এখন উভয়ই আমেরিকা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বসবাস করিতেছেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

দুঃখের প্রথম বেগ প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে—এতক্ষণ মুখমণ্ডলে—কপোলে উত্তেজনার যে একটা রক্তিমাভা জ্বরের প্রদাহের মত বর্ত্তমান ছিল—তাহা এক্ষণে মিলাইয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে হতাশার পাণ্ডুর আভা আসিয়া আসন পাতিয়া বসিয়াছে। চক্ষু বিস্ফারিত, ললাট কুঞ্চিত,—ওষ্ঠাধর দৃঢ় সংবদ্ধ। মনের দারুণ উৎকণ্ঠা, হৃদয়ের সকল চিন্তা যেন কোন একটা,—নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে একীভূত হইয়াছে। তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই বোধ হয়, যেন কোন একটা উৎকট অভিসন্ধি—আত্ম-জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিবার একটা প্রবল বাসনা ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তিষ্ক মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছে।

ভাগ্যদেবীর প্রসাদপুষ্ট আগন্তুক ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান, এবং একপাত্র সুরা ঢালিয়া, গ্রেহামের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র গ্রেহামের তিমিরাচ্ছন্ন হৃৎ-কন্দরে সহসা আশার বাতি জ্বলিয়া উঠিল। তবে কি নবাগত তাঁহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন? জয়লব্ধ অপরাপর সামগ্রী রাখিয়া, তবে কি তাঁহাকে তাঁহার নিয়োগনামা প্রত্যর্পণ করিবেন? কে জানে, তাঁহার অন্তরে কি আছে? গ্রেহাম আশার আশ্বাসে আশান্বিত হইয়া, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

আগন্তুক তাঁহার পার্শ্বে উপনীত হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "কলোনেল! আপনার অস্তকার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। সে যাহা হউক, আপনি হতাশ হইবেন না। কাল প্রত্যুষে আমার কক্ষে আপনার নিমন্ত্রণ রহিল,—আমি এই হোটেলেই বাস করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কলোনেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কাহাকে আমি অনুসন্ধান করিব,—কি নাম বলিব?"

"নাম? হাঁ—সত্যই ত, আমার নাম! ভৃত্যকে কাপ্তেন উইলদারের বৈঠকখানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিবেন।" এই বলিয়া তিনি, সকলকে অভিবাদন করিতে করিতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কাপ্তেন উইলদার।

পরদিন প্রভাতে কলোনেল গ্রেহামের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, কাল রাত্রিতে যে তেমন একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সমস্তই তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অবশেষে বহুক্ষণের পর, যখন তাঁহার মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্পাদিত হইল,—তিনি বুঝিতে পারিলেন,—কাপ্তেন উইলদারের অনুকম্পার উপর তাঁহার শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পথে দাঁড় করাইতে পারেন। তিনি একজন পাকা জুয়ারী—কাংশই জুয়ার আড্ডায় ব্যয়িত করিয়া আসিতেছেন। জুয়ার দেনা শোধ করিতে আপনাকে ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু একবারও তাঁহার এরূপ দুর্গতি ঘটে নাই। কপর্দ্দকশূন্য হইয়া—একজন অপরিচিতের অনুকম্পার মুখাপেক্ষী একবারও তাঁহাকে হইতে হয় নাই। কাপ্তেন উইলদার আশ্বাস দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে আশ্বাসের পরিণতি কোথায়—কি ভাবে তিনি তাঁহার প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিবেন—কি ভাবে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন—এখন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

কলোনেল এইরূপ দুশ্চিন্তায় কালহরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভৃত্য হাম্প্রি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ভৃত্যটী যুবক, দেখিতে সুশ্রী এবং চতুর। কলোনেল তাঁহাকে কাপ্তেন উইলদার লোকটা কে—তাহার সম্বন্ধে কোন সন্ধান রাখে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভৃত্য। মহাশয়! লোকটা কে বলিতে পারি না। কাল রাত্রি দশটার সময় এই অপ্সরা হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং একটা গোটা ঘর ভাড়া লইয়াছেন। তাঁহার ঘোড়াটী বড় চমৎকার,—ঘোড়ার জিনের সঙ্গে একটা ব্যাগ বাঁধা ছিল মাত্র,—সঙ্গে কোন লোকজন আসে নাই।

প্রভু। বল কি? এমন একটা লোকের সঙ্গে একটাও ভৃত্য নাই?

ভৃত্য। না মহাশয়! শুনিলাম সহরে প্রবেশ করিবার কিছু পূর্ব্বে কোন বিশেষ ঘটনাবশতঃ ভৃত্যের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। হোটেলের কর্ত্তাকে একজন ভাল অনুচর দেখিয়া দিতে অনুরোধ করিতে শুনিয়াছি।

ভৃত্য আর কোন কথা কহিল না। প্রভুর মনও তখন অন্যদিকে ছিল—তিনিও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। হোটেলের একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কাপ্তেন

কাপ্তেন আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন। পূর্ব্ব দিন তিনি দুই প্রস্থ পোষাক কিনিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পরিধানে সেই অল্প মূল্যের দ্বিতীয় প্রস্থ পরিচ্ছদ রহিয়াছে। গত কল্য যে, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন, জুয়ার আড্ডায় বসিয়া আসব-পান করিয়াছেন—আজ তাঁহার চেহারা দেখিলে, তাহা কিছুমাত্র বোঝা যায় না। মাথার চুলগুলি স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মসৃণোজ্জ্বল হইয়া তেমনই শোভিতেছে—নয়নে তেমনই উজ্জ্বলদীপ্তি বিভাসিত হইতেছে—সৌরকরদগ্ধ উচ্চ ললাটে উদারতা এবং সরলতার রত্নসিংহাসন তেমনই ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। এই সকল গুণ-গরিমা বা সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইলেও—তাঁহার বাহ্য ভাব দেখিয়া, তাঁহার অন্তরের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার কাহারও শক্তি ছিল না। তিনি কলোনেল গ্রেহামকে খাতির করিয়া, শিষ্টাচার জানাইয়া বসিতে আসন দিলেন। কলোনেলের আত্মসম্মান এবং অহমিকা চূর্ণ হইয়াছে—তিনি এখন কাপ্তেন উইলদারের করুণার প্রত্যাশী, সুতরাং তিনি যে তাঁহার প্রতি নম্রভাব প্রকাশ করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

টেবিলের উপর বিবিধ প্রাতর্ভোজ্য সজ্জিত ছিল। কাপ্তেন উইলদার কহিলেন, "আসুন—আহারে বসা যাউক। কাল রাত্রে একটু অধিক জাগরণ বা আসব সেবন হইয়াছে বলিয়া, ক্ষুধার যে কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহা হয় নাই। বিশেষতঃ অনশনে কি কষ্ট, যে একবার অনুভব করিয়াছে, টেবিলের উপর খাদ্য সুসজ্জিত দেখিলে, সহজেই তাহার রসনা রসার্দ্র হইয়া উঠে।"

গ্রেহাম। আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, জীবনে দুর্ভাগ্যের সহিতও পরিচিত হইয়াছেন।

উইলদার। হাঁ, একটু আধটু হইয়াছে বৈ কি! এক দিন নয়—দুই দিন নয়, উপর্য্যুপরি এমন অনেক দিন গিয়াছে,—যখন পকেটে সুবর্ণ মুদ্রার অভাব না থাকিলেও, সামান্য দুই একটা কন্দ-মূল ভিন্ন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার উপযোগী আর কোন দ্রব্যই সংগ্রহ করিতে পারি নাই—জলাভূমির কর্দ্দমাক্ত জলবিন্দু ব্যতীত পিপাসার সময় আর কিছুই পাই নাই। একবার নয় দুইবার নয়—জীবনে এমন দুর্ঘটনার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে।

গ্রেহাম। আপনার আকৃতি দেখিলে বোঝা যায় অনেক দূরতম প্রদেশ আপনি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

উইলদার। শুদ্ধ ভ্রমণ নয় যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। দুইবার অসভ্য আমেরিকাবাসী আমার কেশাকর্ষণ করিয়া শিরচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—দুইবার তাহাদের উদ্যত পরশু আমার মস্তককে দ্বিধাকৃত করিতে গিয়াছিল—কিন্তু আমি সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, আজ লণ্ডনের মত সহরের অপ্সরা হোটেলে বসিয়া সুখ-সম্ভোগের প্রাবল্যে কখনও যে আমি ভার্জিনিয়ার জলাভূমিতে বিচরণ করিয়াছি—তাহা ভুলিতে বসিয়াছি।

গ্রেহাম। বুঝিয়াছি—আপনি আমেরিকার ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে তাহা হইলে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

উইলদার।—হাঁ—এবং নবাবিষ্কৃত পৃথিবীর অপরাপর অংশেও পদার্পণ করিয়াছি। আমাকে বাক্‌সর্ব্বস্ব—গর্ব্বী ভাবিবেন না। আত্মশ্লাঘার মত পাপ পৃথিবীতে আর নাই। যখন আমি অতীত পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, আমার স্বভাবে মার্জ্জার প্রকৃতির প্রাবল্য দেখিতে পাই। আমার জীবনে নয়টী—নয়টী কেন নিরেনব্বইটী জীবনের সমবায় দেখিয়া মুগ্ধ হই। একটা ঘটনা বলি,—একদা ছয়জন সহচরের সহিত ঘোরান্ধকার রজনীতে কোন জলাময় প্রান্তরে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হই। বিষাক্ত বাষ্প সেবনে সকলেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একে একে সকলেই প্রাণ হারাইল। প্রভাত তপনের প্রথম কিরণে চাহিয়া দেখিলাম, দলের সকলেই কালের কবলশায়ী হইয়াছে—কেবল একমাত্র আমিই বাঁচিয়া আছি। আর একবার অন্য আশ্রয়াভাবে কোন নদীর তীরে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হই। নদী-পুলিনে শ্যামায়মান তৃণ-শয্যায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে ছিলাম—বিষধর-গর্জ্জনে সহসা সভয়ে জাগিয়া উঠিলাম। সর্পগুলার কেহ আমার গায়ে উঠিয়াছে—কেহ আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে—সর্পাঘাতে আমার মৃত্যু নাই—তাই সেই সকল কৃতান্ত-কিঙ্কর সম মহা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত বিষধরের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি। ভীষণ ভল্লুকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রজনী যাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি—কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর জন্তুও আমার অনুসরণ করিয়া উপরে উঠিয়াছে। বিশাল বিটপী-শাখায় আরোহণ করিয়া, নিরাপদে নিশি যাপন মানসে বৃক্ষকাণ্ডের স্থূলগ্রন্থির উপর মস্তক স্থাপন করিয়াছি। রাত্রির অন্ধকারে প্রচুর পত্রান্তরালে যাহাকে বৃক্ষের স্থূলগ্রন্থি মনে করিয়া উপাধানের অভাব মোচন করিতেছিলাম—সহসা নড়িয়া উঠিতে জানিতে পারিলাম—সেটা বৃক্ষগ্রন্থি নয়—শাখারূঢ় কুণ্ডলীকৃত এক বিপুলকায় অজগর সর্প। দেখুন তবুও আমার মৃত্যু হয় নাই—আমি অক্ষতদেহে এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

গ্রেহাম। যেরূপ বিপদের কবল হইতে আপনার জীবন রক্ষা হইয়াছে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমি এই সুরাপাত্রে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার স্বাস্থ্যপান করিতেছি।

উইলদার। বাস্তবিকই কলোনেল! কতবার যে আমি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তাহা বলা যায় না। জলাভূমির বিষাক্ত বাষ্প—দাবাগ্নি—ভল্লুকের আক্রমণ—বিষধরের দংশন—আমেরিকাবাসীর ভীষণ

পরশু এবং বিষাক্ত তীর এবং বন্যা জলের ভীষণ মৎস্যবিশেষ—সকলেই আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু আমি প্রত্যেকেরই কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

গ্রেহাম। কাপ্তেন উইলদার! রাক্ষস বলিয়া কি কোন জীব আছে? আমিত ও সকল কাল্পনিক গল্প বলিয়া মনে করি।

উইলদার। না—না, কাল্পনিক কথা নয়—সত্যই তাহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। তাহার আকৃতি ভীষণ কচ্ছপের মত, মাতঙ্গের মত বৃহদাকার—সর্ব্বাবয়ব অভেদ্য কঠিন ত্বকে আবৃত—নদীর কর্দ্দমাক্ত পঙ্কিল সলিলে অথবা হ্রদের তটোদ্ভূত গুল্ম বা দীর্ঘাকৃতি ঘাসের মধ্যে বাস করে। তাহাদের ব্যাদিত মুখের আকৃতি মনে হইলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জলাভূমি বা কর্দ্দমাক্ত নদী-প্রবাহ উত্তীর্ণ হইবার সময়ে কতবার আমার অশ্ব তাহাদের ভীষণ কবলে কবলিত হইয়াছে,—কতবার আমি লম্ফ প্রদান করিয়া আত্মজীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। নদীগর্ভে শোণিতশোষক মাকড়সার মত আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার অতি ভীষণ বৃশ্চিক বাস করে। তাহাদের দেহের ব্যাস প্রায় এক ফুট। এই সকল ভয়ঙ্কর জন্তু একবার কোন অশ্বের পদে কামড়াইয়া ধরিলে, তাহার আর নিস্তার নাই। নদী-প্রবাহ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তাহার শরীরস্থ প্রত্যেক রক্তবিন্দু শোষিত করিয়া লইবে। রক্তক্ষয়ে হতভাগ্য ঘোটক দুর্ব্বল হইয়া সেই স্থানেই পড়িয়া যায়,—আরোহী আত্মরক্ষার্থ লাফাইয়া পড়ে। হাঙ্গর কুম্ভীর আসিয়া অশ্বটীকে লইয়া যায়। কর্ণেল এ সকল জীবে কি রাক্ষসী ধর্ম্ম বর্ত্তমান নাই? ইহারা কি রাক্ষস নয়? এ সকল পর্য্যটকের আজগুবি গল্প নয়—প্রকৃতই সত্য ঘটনা।

গ্রেহাম। আমি আপনার প্রত্যেক কথা বিশ্বাস করি। অপরাপর সেনানীর মুখেও ঐরূপ ভাবের আমি অনেক কথাই শুনিয়াছি। ভার্জিনিয়ার উপনিবেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তাহারা সেই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়াছিলেন। আপনিও বোধ হয়, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তথায় গিয়াছিলেন?

উইলদার। হাঁ ঐ ভাবেই বটে।

গ্রেহাম। কবে আপনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন?

উইলদার। পরশ্ব তারিখে পোর্টসমাউথে পঁহুছিয়াছি,—গতকল্য সন্ধ্যার সময় বহুকালের পর—লণ্ডনে পদার্পণ করিয়াছি।

গ্রেহাম। তাহা হইলে জন্মভূমির অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন?

উইলদার। বাস্তবিকই সব যেন নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। লণ্ডনের উপস্থিত হইবার জন্য আমি এত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, পথিমধ্যে কোথাও অবস্থান করিয়া কোনও কিছুর অনুসন্ধান করিবারও অবসর পাই নাই। তবে পথে আসিতে আসিতে এই মাত্র শুনিয়াছি,—মানন্দপ্রমত্ত রাজা দ্বিতীয় চার্লস এক পাল সুন্দরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন এবং তাহাদের কাহারও কাহারও উপর নাকি সম্মানের মণিময় মুকুট এবং রাজকরের বিপুলাংশ অর্পিত হইয়াছে।

গ্রেহাম। যাহা শুনিয়াছেন—তাহা মিথ্যা নয়। রাজসভার কলঙ্কের আরও যদি কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, আমি আপনাকে বলিতে পারি। রাজধানীতে যখন বাস করিবেন, তখন এ সকল কথা আর কিছু আপনার অজ্ঞাত থাকিবে না। অশ্বসাদীর বরং অশ্বের অভাব হইতে পারে—তরুণ ফুটফুটে যুবকের বরং একটী উপপত্নী না থাকিতে পারে কিন্তু রাজধানীতে বাস করিয়া রাজ-সভার কেলেঙ্কারীর কথা না শুনিয়া অবস্থান করা অসম্ভব।

উইলদার। বেশ বেশ আপনি বলিয়া যান আমি নিবিষ্টমনে বাধ্য ছাত্রের মত শুনিয়া যাই। তাহার পর যে জন্য আসিয়াছেন, কথাবার্ত্তা কহিব।

গ্রেহাম। আমাদের নৃপতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলে গ্রহবিশেষ—তাঁহার চারিদিকে সতীত্বে না হউক, রূপের প্রভায় দশদিক আলোকিত করিয়া, বহু নারী উপগ্রহের মত সতত বিচরণ করিতেছে।

উইলদার। আমার মনে পড়ে, রাজসিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরেই—যখন আমি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যাই,—তখনও কতকগুলি রূপবতী উপগ্রহ রাজার চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছিল।

গ্রেহাম। হাঁ সিংহাসনে উপবেশন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল উপগ্রহের আবির্ভাব হইয়াছে। কতকগুলি হীনদীপ্তি হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে খসিয়া পড়িয়াছে—কতকগুলি এখনও কিরণ বিতরণ করিতেছে। আবার কতকগুলি ইহার মধ্যে নবাবিষ্কৃত তারকার মত আসিয়া দেখা দিয়াছে। আমি একে একে সকল কথা বলিতেছি।

উইলদার। বলুন—কোনরূপে গল্পগুজবে সময়টাত কাটান চাই।

গ্রেহাম। এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রথম তারকা—সুন্দরী বারবারা ভিলারস। ইনি রোজার পামর নামক এক ধনীর গৃহিণী, পরে ক্লিভল্যাণ্ডের ডাচেস আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাহার পর নেলগয়েন। ইনি যেমন রসিকা তেমনই চরিত্রহীনা—রাজসভায় সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি তাঁহার তত মমতা ছিল না—তাঁহার বৃত্তির অধিকাংশই বিতরণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার একটী সন্তান আছে—বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ—উপাধি আর্ল অব বারফোর্ড। তাহার পর মেরি ডেভিস,—তাহার পর লুসি ওয়ালটার্স—তাহার পর——

উইলদার। কিন্তু বর্ত্তমান প্রধানা কে? শুনিয়াছি ডাচেস অব পোর্টস মাউথ নাকি সকলের শীর্ষস্থানে আসন লাভ করিয়াছে?

গ্রেহাম। অত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? আমি একে একে পরে পরে নাম করিয়া যাইতেছি। আমার তালিকার সর্ব্ব নিম্নে তাঁহার নাম হইলেও, তিনি রূপে অতুলনীয়া—শক্তি সামর্থ্যে অদ্বিতীয়া।

উইলদার। শুনিয়াছি ডাচেস কোনরূপ সৎকার্য্যে তাঁহার শক্তি সামর্থ্য অপব্যয়িত করেন না?

গ্রেহাম। রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী—তাঁহারাই উক্ত প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

উইলদার। মনে করিবেন না, আমি আপনার রাজনৈতিক মতামতের পরীক্ষার্থ এ প্রশ্ন করিতেছি। আপনি যখন রাজপক্ষভুক্ত সৈনিক—তখন আপনার এ সম্বন্ধে সতর্কতার সহিত মতামত প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য।

গ্রেহাম। আমি ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের ভক্ত—একান্ত হিতৈষী। রাজকুলের এ সকল দুর্ব্বলতা এবং পাপ অন্য পক্ষ যে চক্ষেই দেখুক না কেন—আমার চক্ষে এ সকল মহা পুণ্যময় মহৎ কার্য্য।

উইলদার। আপনার মুখে এবম্বিধ রাজভক্তির প্রশংসার্হ যুক্তি শুনিয়া আমি সুখী হইলাম। আমার মতামতের কথা ধর্ত্তব্য নয়—কারণ আমি এখন এ বিষয়ে শিক্ষানবীশ ছাত্র মাত্র।

গ্রেহাম। লুই ডি কুইয়ারোলিস তাঁহার জন্মভূমির প্রতি যে একটু অধিক মাত্রায় পক্ষপাতিনী—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আপনি যে আশ্চর্য্য হইলেন?

উইলদার। না আশ্চর্য্য হই না, কিন্তু আপনি ডাচেসের কথা বলিতে বলিতে অন্য লোকের কথা পাড়িলেন কেন?

গ্রেহাম। কে বলিল অন্য লোকের কথা? কেন আপনি কি জানেন না লুই ডি কুইয়ারোলিস এবং ডাচেস অব পোর্টস মাউথ একই জনের নাম?

কাপ্তেন উইলদার এক চুমুক মদ্য পান করিয়া স্বাভাবিক স্বরে কহিলেন, "সত্য নাকি তাহা আমি জানিতাম না। হুঁ—ডাচেস অব পোর্টস মাউথ রাজার উপর এতদূর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে!"

গ্রেহাম। প্রভুত্ব কি বলিতেছেন কাপ্তেন সাহেব! ডাচেস সর্ব্বেসর্ব্বা—সর্ব্বশক্তিময়ী। রাজ্যমধ্যে যাহাকে ইচ্ছা রাখিতে পারেন—যাহাকে ইচ্ছা মারিতে পারেন। যাহার উপর প্রসন্না হন, তাহার সুখ-শতদলে ফুটিয়া উঠে—যাহার উপর বিরূপা হন, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। অতি দীন—অতি দুর্ভাগ্য যে, যদি কোনরূপে একবার ঐ মহিয়সী মহিলার করুণা লাভে সমর্থ হয়—রাজ্যমধ্যে যে কোন উন্নত পদবীতে অধিরূঢ় হওয়া, তাহার পক্ষে অতি সহজ। তিনি খুব আড়ম্বরের সহিত বাস করিতে ভাল বাসেন—তিনি যে অট্টালিকায় বাস করেন, তাহা একটী ছোট খাট রাজপ্রাসাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অসংখ্য দাসদাসী তাঁহার ভবনের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রায়ই প্রীতিভোজে বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন! আগামী কল্য রাত্রে তাঁহার ভবনে একটা প্রীতিভোজের উৎসব আছে। আমারও নিমন্ত্রণ আছে—তাই আজ আমায় লণ্ডনে দেখিতেছেন।

উইলদার। এ দৃশ্য দেখিবার সামগ্রী বটে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বোধ হয় অল্পই হইবে?

গ্রেহাম। আর একটা কথা আমি আপনাকে বলিতে ভুলিয়াছি। এ উৎসবে একটু আমোদ আছে—একটু মজাও আছে। যাঁহারা নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন, সকলকেই কোন না কোন ছদ্মবেশ ধরিয়া, মুখে মুখোস আঁটিয়া যাইতে হইবে। আমি লণ্ডনে আসিয়াই পোষাকের বায়না দিয়াছি—কিন্তু কি করিয়া যে পোষাকটা লইয়া আসিব—তাহা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি।

উইলদার। কেন—কি হইয়াছে?

গ্রেহাম। কেন আপনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, আমার নিকট যাহা অর্থ এবং হীরকালঙ্কারাদি ছিল, সমস্ত গত রাত্রে আপনার হস্তগত হইয়াছে?

উইলদার। বাস্তবিকই ও কথাটা আমার মনেই ছিল না।

গ্রেহাম। আমি কিন্তু ভুলি নাই। কাপ্তেন উইলদার লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া, সকল কথা আপনার গোচর করা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। সম্প্রতি আমার আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা অধিক হওয়াতে, আমি কতকটা জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছি। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে পোষাক আমার চাই কিন্তু দোকানদার নগদ দাম না পাইলে, পোষাক ছাড়িবে না। বড়ই লজ্জার কথা। ডাচেসের ভবনে যদি নিমন্ত্রণে না যাইতে পারি, তাহা হইলে, তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার ভাল। ডাচেসের নিমন্ত্রণ রাজাদেশের নামান্তর মাত্র। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে স্বয়ং নৃপতিও উৎসবে যোগ দিবেন। সকল কথাই আপনাকে খুলিয়া বলিলাম—এখন একমাত্র আপনার করুণার উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।

উইলদার। কলোনেল! যখন আপনি জুয়া খেলিতে বসেন—জিতিবার অভিপ্রায়েই তাহাতে প্রবৃত্ত হন এবং যাহা কিছু জিতিয়া লইতে সমর্থ হন, তাহা নিজের নিকটেই রাখিয়া দেন।

(ক্রমশঃ)

REGD. No. C 521.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে ফাল্গুন, ১৩২২ সাল। ইং ৮ই মার্চ্চ, ১৯১৬ সাল। [১১শ খণ্ড।

পরিত্যক্ত পদার্থ।

ভারতবর্ষে যেরূপ জিনিসের অপচয় হয়, পৃথিবীর আর কোনও উন্নত দেশে বোধ হয় সেরূপ হয় না। ইহার কারণ প্রথমতঃ অজ্ঞানতা ও শিক্ষাহীনতা, এবং দ্বিতীয়তঃ জাতি বিচার। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, আজ কত শতাব্দী ধরিয়া মৃত পশুর হাড়গুলি মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার ব্যবসায়ে যে লাভ হইতে পারে, তাহা কাহারও মনে আসে নাই। এই হাড় হইতে যে উৎকৃষ্ট সার ও গৃহস্থালীর কত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এ দেশের লোকে তাহা জানিত না। ইংরাজগণ আজ যে ১৫০ বৎসর এই দেশ অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রথমতঃ হাড়ের গুণ বুঝিতে পারেন নাই। ২০ বৎসর হইল, ভারত প্রবাসী ইংরাজগণ হাড়ের গুণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহারা যখন দেখিলেন যে, বিদেশে বহু পরিমাণে এই হাড় রপ্তানি হইতেছে এবং ইহার অনেক ক্রেতা আছে, তখনই ইহার মূল্য বুঝিতে সমর্থ হইলেন। হাড় গুঁড়া করিবার জন্য ভারতবর্ষে দুইটি কি একটী কারখানা হইয়াছিল। কিন্তু এই গুঁড়া হাড়ও ভারতে বিক্রয় হইল না, বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতে লাগিল। ইহার কারণ জাতি বিচার। বোধ হয় এই জন্যই বোতাম বা ছুরির বাঁট তৈয়ারী করিতে হাড় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আজ বিলাত হইতে আমদানি হাড়ের বাঁটের ছুরি বা হাড়ের বোতাম বিনা আপত্তিতে ব্যবহার করিতেছেন। ইহা হাস্যকর বিষয় বটে।

ভারতে খুব ভুট্টা হয়। তাহার শস্য বাহির করিয়া লইয়া শীষ ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহা আর একটি অপব্যয়। ভারতে ভুট্টার চাষ অতি বিস্তৃত। করদ রাজ্য সমূহে প্রায় ৬০ লক্ষ বিঘা জমিতে ও ইংরেজাধীন ভারতে ১ কোটি ৮১ লক্ষ বিঘা জমিতে ইহার চাষ হয়। এই হিসাব হইতে কত পরিমাণ ভুট্টার শীষ প্রতি বৎসর নষ্ট হয়, তাহা হিসাব করিয়া দেখিবার বিষয়। মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ও ইয়ুরোপে এই পরিত্যক্ত শীষ হইতে গবাদির খাদ্য প্রস্তুত হয়। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে পশুর খাদ্যের উপযুক্ত জিনিষ প্রচুর পরিমাণে আছে। এগুলিকে প্রথমে পিষিয়া ফেলিয়া তাহার সহিত স্বল্প মূল্যের শস্য মিশাইয়া দিলে, অতি মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। জর্ম্মণীতে ভুট্টার শীষ হইতে অল্প মূল্যের স্পিরিট প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে যাহারা গবাদির খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে, তাহারা খুব ধনশালী হইতেছে। আফ্রিকার অন্তর্গত রোডেসিয়া নামক স্থানে এইরূপ এক পদার্থ হইতে এলকহল প্রস্তুত করিবার জন্য লণ্ডনে এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, ইহা হইতে যে স্পিরিট প্রস্তুত হইবে, তাহার প্রতি গ্যালন আট আনা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন, এবং মোটরকার প্রভৃতিতে পেট্রলের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করিতে পারা যাইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পেট্রল অপেক্ষা ইহার মূল্য সস্তা হইবে। মোটরকারে পেট্রলের খরচই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভারতে শিল্পের আদর থাকিলে, এই ভুট্টার শীষ হইতে স্পিরিট প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আয়োজন হইতে পারিত।

বর্ত্তমানে ছোলার গাছ ও তাহার পাতা সবই ফেলিয়া দেওয়া হয়; এমন কি ছোলার খোসা পর্য্যন্তও ফেলা যায়। ইহার সবই গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার পাতা ও ডালে অনেক পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে; এবং পশু ও মানুষের পক্ষে নাইট্রোজেন, খাদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান জিনিষ। নানাপ্রকার ডাল ও তিল গাছ হইতে ডাল ও তিল বাহির করিয়া লইয়া, আমাদের দেশে তাহার ডালপালা হয় ফেলিয়া দেয়, অথবা তাহা দ্বারা রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। ইহাও আর একপ্রকার অপব্যয়। ইহার সকলগুলি হইতেই গবাদির উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। এইগুলি

যদি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতে অতিবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির সময় পশুগণের খাদ্যের জন্য ক্লেশ পাইতে হয় না।

কাগজ বা পিচবোর্ড প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, এরূপ অনেক জিনিষ বর্ত্তমানে নষ্ট হইতেছে। কাগজের কলওয়ালাগণ তাহার কোন খবরই জানেন না; তাঁহারা কাগজ প্রস্তুত করিতে এক সাবাই ঘাস ও পাটের পরিত্যক্ত অংশ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ১৯১০-১১ সালে ভারতে যে ৮০ লক্ষ বিঘা জমিতে তিসি রোপিত হইয়াছিল, তাহার শিকড় ও বৃন্ত সকল কোথায় গেল? তিসি বাহির করিয়া লইবার পর তাহার গাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ১৯১০-১১ সালে সমগ্র ভারতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বিঘা জমিতে তিল রোপিত হইয়াছিল, তিলের গাছ হইতে বেশ কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ভারতের নানা স্থানে এইরূপ কত জিনিষ যে নষ্ট হইতেছে, তাহা বলা যায় না; এইগুলি হইতে কতপ্রকার যে লাভজনক ব্যবসা হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। (কাজের লোক)

পাশ্চাত্য জাতির বিবিধ জীবনোপায় পন্থা।

ছবি মেরামত।

অনেকে অয়েলপেন্টিং ছবি মেরামত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া বেড়ায়। বেশ ভাল একটী গোল আলুকে দ্বিখণ্ড করিয়া, আগে অয়েল পেন্টিং ছবিখানির সমস্ত ময়লা ঝাড়িয়া এই এক খণ্ড আলু দ্বারা ছবিখানির উপর হইতে নিম্নদিকে গোলাকারে সার্কেল করিয়া মৃদু ঘর্ষণ করিতে থাকে, সমস্ত ময়লা উঠিয়া গিয়া নূতনের মত হইয়া যায়। ছবির আকার বুঝিয়া ৫ শিলিং হইতে তদূর্দ্ধ পর্য্যন্ত চার্জ্জ করিয়া সুখে দিনাতিপাত করে।

ফটোগ্রাফ টচিং।

বহু নরনারী ফটোগ্রাফ টাচ করিয়া জীবনাতিপাত করে। ফটোগ্রাফ্ তোলা হইলে টচিং পেনসিল দিয়া ইহারা কেবল ফটোগ্রাফারদের দোকানে এই কাজ অবসর সময়ে করিয়া বেশ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

পুরাতন পুস্তক ক্রয় বিক্রয়।

বহু নরনারী বিশ্রাম সময়ে পুরাতন পুস্তক ক্রয় বিক্রয় করিয়া দৈনিক আয় বৃদ্ধি করে। ইহারা বসিয়া থাকিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করে না।

গ্রাফোলজী বা হস্তাক্ষর দেখিয়া চরিত্র পাঠ।

এই এক অদ্ভুত কাজ অনেক নরনারী করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। লোকে ইহাদের নিকট হাতের লেখা পাঠাইয়া দেয়, ইহারা সেই লেখা দেখিয়া চরিত্র স্বাস্থ্য প্রভৃতি বলিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে ভাল ভাল পুস্তক আছে, ইহারা তাহা পড়িয়া শিক্ষালাভ করে, এদেশেও বই পাওয়া যায়। কিন্তু পড়ে কে?

লেটার বাক্স সরবরাহ।

পিয়ন ডাক বিলি করিতে যাইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকে। কতকগুলি বিলাতি লোকের কাজ তাহারা ঘরে ছোট বড় নানা রকমের লেটার বাক্স প্রস্তুত করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

প্রস্তুত দ্রব্য গৃহদ্বারে পাইলে সকলেই ক্রয় করে। এদেশের কি সে অভাব নাই। বিলাতের লোক আবশ্যকের সৃষ্টি করিয়া কেনা বেচা করিয়া বেড়ায়। এদেশ যে অলস।

থিয়েটরের টিকিট বিক্রী।

বিলাতের বহু নরনারী এই কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া বেড়ায়। ইহারা টিকিট থিয়েটার হইতে লইয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করে এবং কমিশন পায়। বিলাতের থিয়েটারে অসম্ভব ভীড় হয়, লোকে ঘরে বসিয়া টিকিট পাইলে তৎক্ষণাৎ ক্রয় করে। এদেশেও কি চলে না? কিন্তু কেবল হাত টানের ভয়ে থিয়েটারের ম্যানেজার কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না।

খবরের কাগজ এবং মাসিক পত্রের গ্রাহক সংগ্রহ।

এই কাজটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোকেই করে। বিশ্রাম সময়ে অনেক মাসিক পত্রের নমুনা লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়া গ্রাহক করে, কমিশন পায়।

কপি করা।

ভাল হাতের লেখা হইলে কতক লোক বিশ্রাম সময়ে লোকের বাড়ী বাড়ী চিঠি, আদালতের কাগজ দরখাস্ত নকল করিয়া বেড়ায়, বিশ্রাম সময়টায় বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হয়।

আর এদেশে বিশ্রাম সময়ে গাল গল্প, তাস পাশা, আলবোলা তামাকের ব্যবস্থা। তা যার অবস্থা ভাল সেও করে; যার অতি দৈন্য দশা, সেও তাই করে। অর্থ উপার্জ্জন না করিলে যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, বিলাতের লোকে সেটা বোঝে, তাই একতিল সময় নষ্ট করা তাহারা পাপ মনে করে। বিলাতি লোকের ঐরূপ অসংখ্য উপায় দেখাইব। শুদ্ধ পড়িয়া যাইবেন না—একটু ভাবিবেন।

গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা।

জল সহনশীল আরক।

ইহা কোন দ্রব্যে মাখাইয়া দিলে সহসা তাহাতে জল ধরে না, চামড়ার জিনিস, কাপড় ইহা দ্বারা "ওয়াটার প্রুফ" করিতে পারা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী।

(১ম প্রকার)

ইণ্ডিয়া রবার, ফুটন্ত মসিনা তৈল, এই দুইটি দ্রব্য এইরূপ আরক প্রস্তুতে আবশ্যক হইবে। প্রথমে রবারগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া খুব সূক্ষ্ম হইলেও ক্ষতি নাই, এইরূপে কাটিয়া লইতে হইবে। তাহার পর এই রবারগুলির ১ আউন্স আন্দাজ ওজন করিয়া লইয়া ১ পাঁইট মসিনার তৈলতে দিয়া ফুটাইয়া গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর ইহাতে আর ১ পাঁইট ফুটন্ত তৈল ঢালিয়া দিয়া খুব ঘন ঘন নাড়িয়া মিশাইতে হইবে। যখন শীতল হইবে, তখন ব্যবহারোপযোগী হইবে।

(২য় প্রকার)

মৌচাকের মোম	২ আউন্স
হল্‌দে রঙ্গের রজন	৩ আউন্স

১ পাইট ফুটন্ত তৈলে গলাইয়া ফেলিলেই শীতল হইলে ব্যবহারোপযোগী হইবে।

৩য় প্রকার।

শ্বেত মোম	১ আউন্স
স্পারমাসেটী	১ আউন্স
ভেড়ার চর্ব্বী	৪ আউন্স

১ পাইট অলিভ বা হুইট অয়েলে গালাইয়া ফেলিলেই প্রস্তুত হইবে।

ব্যবহার বিধি :—এই সলুইসনগুলি যে জিনিসে লাগাইয়া ওয়াটার প্রুফ করিতে হইবে, তাহাকে সামান্য উত্তপ্ত করিয়া লাগাইতে হইবে, তাহার পর বাতাসে শুষ্ক হইলে আর উহার উপর জল লাগিবে না।

মাছধরা সূতাকে ওয়াটার প্রুফ করিবার উপায়।

মাছধরা সূতা ক্রমাগত জলে ভিজিয়া পচিয়া যায়, কিন্তু ইহাকে ওয়াটার প্রুফ করিতে পারিলে সহজে ইহাতে জল ধরে না, সুতরাং পচিয়া যায় না।

প্রস্তুত প্রণালী।

ফুটন্ত মসিনা তৈল	২ ভাগ
গোল্‌ড্ সাইজ	১ ভাগ

ফুটাইয়া একত্র মিশিয়া যাইলেই মাছ ধরা সূতাতে ফ্লানেল দ্বারা লাগাইয়া বাতাসে রাখিলেই শুষ্ক হইয়া যাইবে। গোল্‌ড্ সাইজটা কি? তাহা বলিতেছি,—

লিন্‌সিড্ বা মসিনা তৈল	আধ পাউণ্ড
গম্ এনিমি	৩ আউন্স

গম্ এনিমিকে সূক্ষ্ম চুর্ণে পরিণত করিয়া তৈলের সহিত ফুটাইয়া খুব ঘন করিতে হইবে এবং আল্‌কাতরা অপেক্ষাও ঘন হইবে। তাহার পর মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে সিন্দুর দিয়া ঘুঁটিয়া ঘন করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে, ইহাকে তরল করিতে হইলে টারপিন তৈল সংযোগ করিলেই তরল হইয়া তুলিতে ভাল সরিবে। ইহার নাম "গোল্‌ড্ সাইজ্" সম্ভবতঃ গম্ এনিমি (Gun Animi) রং ঔষধওয়ালার দোকানে পাওয়া যাইতে পারে। Gold Sizeও বিক্রয় হয়, পাওয়া যাইতে পারে।

জাপানিজ গোলড্ সাইজ।

ফুটন্ত তৈল	৩ কোয়ার্টস্
লিথার্জ্জ	১ পাউণ্ড
গম শেল্‌লাক	১ পাউণ্ড

একত্রে সমস্তগুলি গলাইয়া ফেলিয়া অগ্নির উত্তাপ হইতে নামাইয়া ইহাতে ১ কোয়ার্ট টারপিন তৈল দিয়া ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয়।

ইণ্ডিয়া রবার বার্ণিশ্।

ইহা দ্বারা দুই টুকরা রবারকে জুড়িতে পারা যায়, এবং বুট জুতার উপরে লাগাইলে জল সহনশীল বার্ণিশ করাও হইয়া থাকে।

প্রস্তুত প্রণালী।

রবারের টুকরা ১ আউন্স, বেঞ্জোইন (Bengoin) ১ পাইট একটা বোতলের মধ্যে দিয়া ৪।৫দিন মধ্যে মধ্যে ঝাঁকরাইলে দ্রব হইয়া যাইবে। যদি অধিক পাতলা হয়, গাঢ় করিবার জন্য ইহাতে আরও রবারের টুকরা দিতে হইবে। কোন জিনিসে বসাইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যাইবে। যে সকল রবার ভলকানাইজ করা নহে, তাহাই ব্যবহার করা উচিত।

লেবেলের জন্য বার্ণিস।

এই বার্ণিস প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। নানাপ্রকার লেবেল ছাপার পর সেই কাগজকে এই বার্ণিশ দ্বারা বার্ণিশ করিলে সুন্দর বিলাতি লেবেলের মত হইয়া থাকে।

সাণ্ডারাক	৪ আউন্স
রেজীন বা রজন	২ আউন্স
কর্পূর	১ আঃ
আল্‌কোহল	২৪ আঃ

উপরোক্ত দ্রব্য গুলিকে চুর্ণ করিয়া আল্‌কোহল বা সুরাসারে ফেলিয়া দিলেই গলিয়া যাইবে। ২ দিন এইরূপে রাখিয়া তাহার পর কোমল তুলিদ্বারা লেবেলে লাগাইতে হইবে। ধূলা না লাগে, সাবধানে শুষ্ক করিতে হইবে।

রঙ্গীন ছাপার উপর বার্ণিশ করিবার জন্য বার্ণিশ।

কানাডা বাল্‌সম	১ আউন্স
স্পিরিট্ টারপিন	২ আউন্স

গলাইয়া ১টা শিশিতে রাখিতে হইবে।

রঙ্গিন কালিতে ছাপা কোন জিনিসের উপর বার্ণিশ করিতে হইলে প্রথমে Ising glass জলে গলাইয়া ঐ ছাপার উপর একবার তুলি দ্বারা টানিয়া জমী করিয়া লইতে হইবে, শুষ্ক হইয়া যাইলেই ক্যামেল হেয়ার বা উষ্ট্রের লোম দ্বারা প্রস্তুত চ্যাপ্‌টা তুলি দ্বারায় সমান ভাবে মাখাইয়া শুষ্ক করিলেই অতি সুন্দর চাক্‌চিক্যময় হইবে। ঔষধের লেবেলাদি

এইরূপে সহজে বার্ণিশ করা যাইতে পারে। উপরোক্ত দ্রব্যগুলি সমস্ত রঙ্গের দোকানে পাওয়া যাইতে পারে।

ছবির বার্ণিশ।

ছবির উপর বার্ণিশ করিতে হইলে প্রথমে ৪টী ডিম্বকে ভাঙ্গিয়া তাহার শ্বেতাংশকে লইয়া তাহার সহিত ২আউন্স লোফ্ সুগার চুণের জল দিয়া ফেটাইয়া ফেটাইয়া মিশাইতে হইবে যখন বেশ মিশিয়া যাইবে এবং বুঝিতে পারা যাইবে যে, তুলির মুখে সরিতেছে, তখন তুলি দ্বারা লাগাইতে হইবে। যদি পাতলা করিবার ইচ্ছা হয়, চুণের জল মিশাইয়া পুনরায় ফেটিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

গোল্ড্ ল্যাকার বার্ণিশ কেমন করিয়া প্রস্তুত হয়।

শুদ্ধ এসেন্স আর মাথার তেল করিলেই দেশের দুঃখ ঘুচিবে না, আরও আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীও শিখিতে হইবে। গ্রাহকগণের অনেকেই মাথার তৈল, আর এসেন্স প্রস্তুতের জন্যই ব্যস্ত, কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্য কিছু শিখিতে নারাজ। দেশে মাথার তৈল, কালির পাউডারের অভাব নাই, এসেন্স,তৈল এ সকল বিলাসিতার সামগ্রী, দেশের লোকে বিলাসিতা বৃদ্ধির জন্যই বদ্ধপরিকর। যাক্ কেমন করিয়া গোল্ড ল্যাকার বার্ণিশ প্রস্তুত হয় বলিব।

স্পিরিট অফ্ ওয়াইন ১ কোয়ার্ট, হলুদ চূর্ণ ২ আউন্স, গাম্বুজ চূর্ণ ২ড্রাম, গম সাণ্ড্রাক ৭ আঃ, শেল্ল্যাক ২আউন্স, যখন উত্তমরূপে গলিয়া মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন ছাঁকিয়া বোতলে রাখিয়া দিতে হইবে। টীনের দ্রব্যে, চামড়ার উপর এই বার্ণিশ দ্বারা বার্ণিশ করিলে সোণার মত রং দেখাইবে।

টীনের জন্য ল্যাকার।

টীনের লণ্ঠন প্রভৃতির উপর ল্যাকারিং করিয়া রং করা হয়। সেই ল্যাকার প্রস্তুতের প্রণালী নিম্নে বলিতেছি। উপরোক্ত গোল্ড ল্যাকারিং দ্বারাও এইরূপ রং করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্যয় বাহুল্য হয়। সেইজন্য সুলভ প্রক্রিয়াও প্রদত্ত হইল।

হলুদ চূর্ণ ১ আউন্স, খুন খারাপী (Dragoons blood) ২ ড্রাম,স্পিরিট্ অফ ওয়াইন ১পাঁইট। প্রস্তুত প্রণালী পূর্ব্ববৎ। ইহা সুলভ হইবে। লণ্ঠনাদিতে লাগান যাইবে।

অগ্নিনির্ব্বাপকারী আরক।

অগ্নি নির্ব্বাণকারী আরক নিতান্ত আবশ্যকীয় বস্তু। ইহা হ্যাণ্ড পম্প বা পিচকারী দ্বারা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে ঘরে আগুন লাগিয়াছে, তাহাতে দূর হইতে দিতে পারিলে আগুন নিবিয়া যায়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

জল — ৭৫ ভাগ

(Crude Calcium Chloride)
ক্রুড ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড্ — ২০ ভাগ

সাধারণ লবণ — ৫ ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দাও, বিপদের সময় ইহা দ্বারা মহৎ উপকার হইতে পারে। প্রতি বোতল ৷৷০ ও ৷৷৵০ ও ১৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলেও ক্ষতি নাই।

কাপড় পরিষ্কারক আরক।

কাল পুরাতন গরম ও সুতার পোষাককে নূতনের ন্যায় করিবার আরক,ইহাকে বলে— "Cloth Reviver".

ওয়াশিং সোডা — ১ পাউণ্ড

ফুটন্ত জল — ১ গ্যালন।

সাধারণ আকারের অক্স গলনট্ চূর্ণ ৪টা।

এই সলুইসনে কাপড় চুবাইয়া লইয়া নিংড়াইয়া শুকাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট নূতনের ন্যায় রং হইবে, তাহার পর ইস্তিরি করিয়া লইতে হইবে।

প্যারিসের দন্ত-ধাবনের আরক।

খুবই ভাল জিনিস, দাঁত শক্ত ও মুখের বাস্তবিক দুর্গন্ধ নষ্ট করে।

প্রস্তুত প্রণালী।

অরিশ রুট্ চূর্ণ — ২ আউন্স,

পেরুভিয়ান বার্ক — ১ আউন্স,

ওক্ গাছের ছাল — ১ আউন্স,

জল — ১ কোয়ার্ট।

আল্কোহল — ১ কোয়ার্ট।

কোন একস্থানে উপরোক্ত মাল মসলাগুলি দিয়া ১২ দিন রাখিয়া দাও, তাহার পর ফিল্টার করিয়া ৪ আউন্স বা ৮ আউন্স শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া পড়্তা বুঝিয়া বিক্রয় কর, ভাল জিনিস। পাউডার অনেকেই করিয়াছে, কিছু নূতন কর, তবে ত কিছু হইবে।

পারফেক্ট্ টুথ পাউডার।

কোন্ সাহেবের, তাহা বলিবার যো নাই, প্রস্তুত প্রণালী বলিতেছি।

চূর্ণ চিনি — ১ আউন্স,

চারকোল বা কাষ্ঠের কয়লা চূর্ণ — ১ আউন্স,

পেরুভিয়ান বার্ক বা
সিঙ্কোনার ছাল চূর্ণ — অর্দ্ধ আউন্স,

ক্রিম অফ্ টারটার — অর্দ্ধ আউন্স,

খুব সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া কৌটায় করিয়া বিক্রয় কর। খুব ভাল দাঁতের মাজন। মাল মসলা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

পারল্ পাউডার।

পারল্ পাউডার বলিয়া একটা পাউডার যাহা বিলাত হইতে এদেশে আসিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে,তাহাতে কি আছে জান ? কেবল

খড়ির অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ,তাল পুষ্পসারে সুবাসিত করা মাত্র। লেবেল কৌটা ইহারই যাহা মূল্য পড়ে, কিন্তু বিক্রয় হয় ॥০ আনা ।৵০ আনায়, ইহাও দাঁতের মাজন। সৌখিন নাম দেখে আমরাও কিনি। বিলাসিতার দাম কত দেখ্‌লেন? বেশ্‌।

রুম অফ রোজ।

খুব ভাল কারমাইন ৪ আউন্স, আমোনিয়া (লাইকার) সলুইসন ৪ আউন্স, একত্র একটী গ্লাস ষ্টপার্ড বোতলে পুরিয়া ২ দিন শীতল স্থানে রাখিয়া দাও, এবং মধ্যে মধ্যে বোতলটা ঝাঁকরাইয়া দাও,তাহার পর ইহাতে ২ পাইন্ট্ ভাল গোলাপ জল, ৮ আউন্স এসেন্স অফ রোজ দিয়া এক সপ্তাহ কোন স্থানে রাখিয়া দাও। ইহার নীচে তলানি পড়িতে পারে, আস্তে আস্তে তরল অংশ ঢালিয়া লইয়া ১ আউন্স শিশিতে পূরিয়া প্রত্যেক শিশি।০ আনায় বিক্রয় কর, বেশ লাভ হইবে। ইহা সুন্দর ছেলেমেয়ে, সুন্দরী মহিলাগণের গালে ও ঠোঁটে তুলিদ্বারা লাগাইয়া দিলে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় দেখায়।

এ সকল জিনিসের জন্য সুন্দর শিশি এবং লেবেল আবশ্যক। কাগজের বাক্সের মধ্যে ১ ডজন করিয়া সাজাইয়া বিক্রয়ার্থ মণিহারির দোকানে দিলে বিক্রয় হইবে।

চামড়া ওয়াটার প্রুফের পেষ্ট।

ঘোড়ার সাজ, জুত', চামড়ার ব্যাগ এই সকল জিনিসে লাগাইলে জল পড়িলেও সহসা ভিজিবে না।

প্রস্তুত প্রণালী।

প্যারাফিন্ ওয়াক্স ৩ আউন্স
প্যারাফিন্ অয়েল ১ কোয়ার্ট

উত্তাপে এই দুইটীকে মিশাইয়া ফেলিয়া ১ সপ্তাহ একস্থানে রাখিয়া দাও, একটু পরে অবশ্যই জমিয়া যাইবে। তাহার পর চামড়ায় লাগাইয়া দাও, ওয়াটার প্রুফ্ বা জল সহনীয় হইয়া যাইবে। ইহাও বিক্রয় হইবে না কেন? বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ "আবশ্যকের" সৃষ্টি করিয়া জিনিস বিক্রয় করিয়া বাণিজ্য করে। কে লইবে ভাবিও না, জিনিস বাজারে বাহির হইলেই আবশ্যকেরও সৃষ্টি হইবে। আলস্যে বসিয়া দিন কাটাইতে নাই—বেশী ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজই বা কখন করিবে, আর কখনই বা উপার্জ্জন করিবে, অনেক উপায়ই ত দেশের লোককে দেখাইয়াছি, কিন্তু কে কি করিলেন, তাহা ত বুঝিতে পারি না। কেহ কিছু করিলে শ্রম সার্থক হইত।

(কাজের লোক)

সংবাদ।

কোন এক শিক্ষিতা বিধবা রমণী তাহার স্বামী সঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ টাকা লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হয়, অবশেষে গয়াধামে উপস্থিত হইয়া এক জুয়াচোর পাণ্ডার আশ্রয় লয়; পাণ্ডা ঠাকুর শিকার পাইয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া রমণীকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেয়; রমণী অনেক কষ্টে বাঁকিপুর পর্য্যন্ত রাস্তার টিকিটের দাম সংগ্রহ করেন। বাঁকিপুরে আসিয়া একটী শিল্পকরের দোকানে মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে পশমের নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যের জন্য চাকরী পায়। তথায় কাজ করিয়া মালিকের এত উন্নতি দেখাইয়াছিল যে, শেষে তাহাকে দোকানের অর্দ্ধেক অংশীদার করিয়া লইল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

উইল্দার। কাল যদি আমি হারিতাম, আপনি আর কিছু আমাকে আপনার জয়-লব্ধ সামগ্রী প্রত্যর্পণ করিতেন না। সে যাহা হউক, কোন একটা সামগ্রীর পরিবর্ত্তে আমি এ সকলের বিনিময় করিতে পারি। কেমন এ কথা ভাল নয়?

গ্রেহাম। হাঁ খুব ভাল।

উইলদার। আপনি যদি আমার একটী সর্ত্তে সম্মত হন, আমি আপনার অলঙ্কার, থৎ এবং লব্ধমুদ্রার অর্দ্ধেকাংশ আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি।

গ্রেহাম। সে সর্ত্তটী কি?

উইলদার। কাল সন্ধ্যার সময় ডাচেসের ভবনে উৎসবে উপনীত হইবার উপযোগী একখানি নিমন্ত্রণ পত্র যে কোন উপায়ে আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিবেন। এ আমার একটা খেয়াল মাত্র। আমার এ খেয়াল পূর্ণ করা আপনার ইচ্ছাধীন।

কলোনেল চক্ষে আঁধার দেখিলেন। তাঁহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। বিষণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "কাপ্তেন সাহেব! আপনি আমাকে বড় বিপদে ফেলিলেন। নির্দ্ধারিতসংখ্যক কতকগুলি লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, প্রবেশ দ্বারে তাঁহাদের প্রত্যেককেই একখানি "কার্ড" বা টিকিট দাখিল করিতে হইবে। এ কার্ড হস্তান্তরিত করা নিষিদ্ধ। যাঁহার নামের কার্ড, তিনিই প্রবেশ করিতে সমর্থ—তাঁহার পরিবর্ত্তে সেই কার্ডের সাহায্যে অপরের প্রবেশ করা গর্হিত। কোথায় কাহার নিকট একখানি কার্ড পাইব, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাদিগকে কার্ড দেওয়া হইয়াছে—তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ নিমন্ত্রণে না যান—তবে সেই কার্ডের সাহায্যে—নীতিবিরুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ হইলেও, কোনরূপে প্রবেশ করা যায়, কিন্তু এরূপ লোক কোথায় পাইব? আমার সেনাদলের আর দুইজন মাত্র এই কার্ড পাইয়াছে। একজন মেজর কেবেণ্ডিস—তাহাকে ত আমি এ কথা বলিতেই পারিব না,—অপর কাপ্তেন লরেন্স লি—তাহার সহিত আমার সদ্ভাব নাই।"

উইলদার। যে দুইজনের নাম করি-

লেন, তাঁহারা কি কাল জুয়ার আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন?

গ্রেহাম। কাপ্তেন লি রাজপক্ষীয়—আমার সেনাদলভুক্ত হইলেও কখনও জুয়ার আড্ডায় প্রবেশ করে না।

উইলদার। তাহা হইলে আপনার সৈন্য-দলে অন্ততঃ একজনও সন্নীতি-পরায়ণ যুবক আছে? এরূপ লোক কিরূপে তাহার কলোনেলের বিরাগভাজন হইল?

গ্রেহাম। একটী যুবতীকে লইয়া তাহার সহিত আমার মনোবিবাদের এই উদ্ভব। আমার বোধ হয়, ছোঁড়াটা কলোনেল রামবল্ডের দুহিতার প্রেমে মজিয়াছে।

উইলদার। কলোনেল রামবল্ড? ক্রম-ওয়েলের একজন বিখ্যাত সেনানী নয়?

গ্রেহাম। হাঁ, সেই বটে। এক্ষণে নেদারহলের সন্নিকটবর্ত্তী রাই-হাউস নামক স্থানে বাস করিতেছে।

উইলদার। যে দুইটী স্থানের নাম করিলেন,—উহারা লী নদীর তীরে অবস্থিত নয়?

গ্রেহাম। হাঁ, তাই বটে, কিন্তু আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম—

উইলদার। কাপ্তেন লির মত নীতি-পরায়ণ যুবক আমার বোধ হয়, কখনই মুখস পরিয়া আমোদে যোগ দিতে উপস্থিত হইবে না। আপনি তাহার নিকট চেষ্টা করিলেই কার্ডখানি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

গ্রেহাম। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, তাহার সহিত আমার বিবাদ।

উইলদার। হাঁ—হাঁ—একটা স্ত্রীলোক লইয়া নয়?

গ্রেহাম। হাঁ, আমি নেদারহলে উইলিয়ম ব্রাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে নদীর ধারে কিশোরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়,—তখন আমি তাহাকে জানিতাম না। তাহার অধরে সুধার রাশি সঞ্চিত রহিয়াছে দেখিয়া, আমি তাহার আস্বাদ-সুখ উপভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আমার এ কার্য্য নিষ্পাপ এবং স্বাভাবিক হইলেও, কাপ্তেন লি বর্ব্বরের মত আসিয়া আমাকে বাধা দেয়। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেনাদলে যোগ দিবার আদেশ দেই। আজ এখানে নিমন্ত্রণ না পাইলে—তাহার সাধ্য কি যে, আমার আদেশ অমান্য করিয়া সেনা-বারিক হইতে স্থানান্তরে যায়।

উইলদার। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, রামবল্ড দুহিতাকে আপনি এখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কাপ্তেন লিকে তাহার প্রণয়িনীর পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করাই আপনার অভিপ্রায়। বাঃ বেশ মতলব আঁটিয়াছেন।

এই বলিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। কলোনেলও হাসিতে লাগিলেন। কাপ্তেনকে কোনরূপে সন্তুষ্ট করাই এখন তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি বলিলেন, "আপনার অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। আর আপনিই কোন ওরূপ রূপলাবণ্যময়ী কামিনীর সৌন্দর্য্য সুধা উপভোগ এবং তাহার হাস্যলহরী লাভের জন্য একটু চেষ্টা না করেন?"

উইলদার। নিশ্চয়—নিশ্চয়! রূপের মোহে যে মুগ্ধ হয় না বা রমণী রত্ন লাভের জন্য সচেষ্ট হয় না,—তাহার মত দুর্ভাগ্য এবং দুঃশীল জগতে আর দুইটী নাই। আপনার সহিত এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে।

গ্রেহাম। আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা সখ্যতা-সূত্রে বদ্ধ হইতে পারিব। আমার অভিপ্রায়টা শুনুন,—আমি ঐ যুবতীকে ছলে বলে অপহরণ করিয়া, কাপ্তেন লিকে তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে মনস্থ করিয়াছি।

উইলদার। বিবাহ করিবেন না কি?

গ্রেহাম। না না, আপনি আমাকে তেমন পাগল মনে করিবেন না। বিবাহে আমার প্রবৃত্তি নাই—তবে যদি কোন ধনবতী কুমারী পাই—তবে বিবাহ করিতে পারি। যাউক এখন সে বিষয়টার কি হইবে বলুন?

উইলদার। সে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাকে একখানি নিমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলেই, আপনি আপনার ঘড়ি, চেন, আংটী, অর্দ্ধেক টাকা এবং থং ফেরত পাইবেন।

গ্রেহাম। যদি সংগ্রহ করিতে না পারি?

উইলদার। যাহা আমি জিতিয়াছি,—আমার নিকটেই থাকিবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চুক্তিনামার যেমন লিখিত আছে, আপনার চাকরির নিয়োগনামাখানি আমার নিকট দিয়া যাইবেন।

গ্রেহাম। এই যদি আপনার সর্ত্ত হয়,—তাহা হইলে, আর আমি সময় নষ্ট করিব না।

এই বলিয়া কলোনেল গ্রেহাম সগর্ব্বে অভিবাদন করিয়া সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ছদ্মবেশোৎসব।

পরদিন রাত্রি নয় ঘটিকার সময়, বহুসংখ্যক সুন্দর শকট সুদৃশ্য অশ্ব সংযোজিত হইয়া, হোয়াইট হলের মধ্য দিয়া রাজ-প্রাসাদের অভিমুখে ছুটিতেছে। পথের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য নরনারী দাঁড়াইয়া, এই মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিতেছে। অনেক অশ্বযানই কাহার দেখিবামাত্র চেনা যায় সত্য, কিন্তু যানাভ্যন্তরে কে বা কাহারা উপবিষ্ট, চিনিবার কিছুমাত্র উপায় নাই,—কারণ প্রত্যেক নরনারীর মুখে মুখে মুখোস আঁটা—প্রত্যেকেরই পরিধানে ছদ্মবেশ। বহুসংখ্যক অশ্বারোহী—তাঁহারাও ছদ্মবেশে—প্রাসাদাভিমুখে ডাচেসের নিকেতনে চলিতেছেন। অনেক মহিলা—যাঁহাদের সেরূপ সুন্দর শকট নাই—ঠেলা গাড়িতে অগ্রসর হইতেছেন।

রাজার দেহরক্ষী একদল সৈন্য এবং কতকগুলি রাজভৃত্য হোয়াইট হলের প্রবেশ-পথে

দণ্ডায়মান হইয়া সুব্যবস্থা করিতেছে। যানাদি উপস্থিত হইবামাত্র, আরোহীদিগকে নামাইয়া দিলে, তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া, অপর শকটাদির দাঁড়াইবার বন্দোবস্ত করিতেছে। এ সকল ত্যাগ করিয়া, আইস পাঠক-পাঠিকে একবার প্রাসাদাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করি। রাজপ্রাসাদের মধ্যেই একটা মহলে ডাচেসের বাস। রাণী মহোদয়ার শয়নকক্ষের সহচারিণীরূপে ডাচেস এই পুরীমধ্যে স্থান পাইয়াছেন। সতী সাধ্বী কিন্তু তাঁহার সাহচর্য্যের বড় একটা অপেক্ষা করেন না—যতদূর সম্ভব তাঁহার সহবাস হইতে দূরে অবস্থান করেন। রাজ-পুরীর এ অংশ উত্তমরূপে সুসজ্জিত, এবং প্রত্যেক দ্রব্যে ধনৈশ্বর্য্যের প্রচুর মাহাত্ম্য পরিস্ফুট। কক্ষমধ্যে একপার্শ্বে টেবিলের উপর যে সকল বহুমূল্য সুদৃশ্য রজতপাত্র স্তরে স্তরে সজ্জিত, তাহাদের মূল্যসমষ্টি ধরিলে, যে কোন নরপতির বার্ষিক আয়ের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। কারুকার্য্যখচিত সুবর্ণমণ্ডিত সে সকল পাত্রের সৌন্দর্য্যই বা কত! মুক্তামণ্ডিত হৈমকার্য্যশোভিত অসংখ্য ঘটিকাযন্ত্র। দেওয়ালে দেওয়ালে বৃহদায়তন রজতমণ্ডিত উজ্জ্বলদীপ্তি দর্পণ। জাপানী দেরাজ—তাহাদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। তাহাদের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত পুষ্পাধার,—কাহারও মধ্যে বিকসিত অগণিত সুরভিকুসুম—কাহারও মধ্যে মনোহরগন্ধ পুষ্পসারের সমাবেশ—সে সকল গন্ধে কক্ষবায়ু সুরভিত হইয়া, কক্ষবিহারী নরনারীর চিত্ত প্রফুল্লিত করিয়া মৃদুল হিল্লোলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খ্যাতনামা চিত্রকরের কলানৈপুণ্যে পরিপুষ্ট বহুচিত্র দেওয়ালে শোভা পাইতেছে। কক্ষতলে মখমলমণ্ডিত হৈমকার্য্যখচিত এক একখানা কেদারার বাহারই বা কত। রাত্রিকালে অসংখ্য রজতাধারে প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকালোক যখন এই সকল চেয়ার, টেবিল, দেরাজ পুষ্পাধার এবং দর্পণের উপর প্রতিফলিত হয়, তখন সেই আলোক-তরঙ্গে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে—তাহা নির্নিমিষ-নয়নে চাহিয়া দেখিবার সামগ্রী বটে।

এই সুসজ্জিত মহলেই অগুকার উৎসব সুসম্পন্ন হইবে। রাত্রি নয়টা বাজিবামাত্র ডাচেস তাঁহার শয়ন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার রূপ-মাধুর্য্যের বিষয় আর বেশী করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই—তবে আজ তিনি যে ভাবে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন, তাহা এ উৎসব ক্ষেত্রের উপযুক্তই বটে। মনোহর বেশ ভূষার সমাবেশে তাঁহার সৌন্দর্য্য আরও শতগুণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই রূপতরঙ্গের মধ্যে যুবতী-সুলভ চাপল্যের সমাবেশ কিন্তু একটুও নাই—সমস্ত মুখখানিতে—সমস্ত অবয়বে শৈশবের কোমলতা যেন মাখান রহিয়াছে। তাঁহার পশ্চাতে দুইজন সহচরী সম্ভ্রান্ত কুলের কুল-মহিলা। কলুষিত স্বার্থ সাধনার উন্মাদনায় কুলাঙ্গনাও আজি রাজ-গণিকার সেবা-পরায়ণা সহচরী—এরূপ অপকার্য্যে ইহাঁদের পিতামাতা গৌরব ভিন্ন অপমান বোধ করেন না।

রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল, আমন্ত্রিতগণে কক্ষগুলি ততই পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেক নবাগত উপনীত হইয়াই সর্ব্বপ্রথমে অগুকার নৈশরাণীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক, কক্ষান্তরে আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে যাইতে লাগিলেন। এরূপ সম্বর্দ্ধনা কালে কাহারও মুখের মুখোস অপসারিত করিবার আবশ্যক হয় না। কারণ যাঁহার নামে নিমন্ত্রণ পত্র গিয়াছে, তিনিই যখন উপনীত হইবেন—অনাহূত কাহারও যখন আসিবার সম্ভাবনা নাই—তখন মুখোস উন্মোচন-পূর্ব্বক পরীক্ষা করিবারও আবশ্যকতা নাই ছদ্মবেশ অপসারিত করিলে, জানাজানি হইবে—একজন আর একজনকে চিনিতে পারিবে,—তাহাতে গুপ্ত আমোদের সুখানুভব হইবে না। এইরূপ ভাবে মুখোস আঁটিয়া, পরস্পরের নিকট অপরিচিত থাকিয়া, রঙ্গ-ভঙ্গ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আমোদ উপভোগ করাই, এই উৎসবের উদ্দেশ্য। দশটাও বাজিল—সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বাররক্ষক—যে আহূতগণের নিকট হইতে, দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া টিকিট সংগ্রহ করিতেছিল, দশটা বাজিবামাত্র, ডাচেসের প্রধান সহচরীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইল—পাঁচশত ব্যক্তিই উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে সমস্ত মহলের শোভাই এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। পাঁচশত নরনারী বিভিন্ন ছদ্মবেশে সজ্জিত। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি হইয়াছে—তিনি সেইরূপ পোষাক পরিয়া আসিয়াছেন। এই সমবেত নরনারীর মধ্যে—যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন—কেবল তিন জনের মুখে মুখোস নাই। ডাচেস এবং তাঁহার সহচরীদ্বয় কেবল উন্মুক্তবদন। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, একথা বলিবার তাৎপর্য্য এখনও একজন অবশিষ্ট আছেন। তাঁহার নিকট হইতে সতর্ক রক্ষকের টিকিট লইবার আবশ্যক নাই—ইনি স্বয়ং নৃপতি চার্লস।

যাঁহার যেমন অভিরুচি,—যিনি যেমন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেইরূপ পোষাক পরিয়াছেন। কেহ তীর্থযাত্রী, কেহ ধর্ম্মযাজক, কেহ দস্যু-সর্দ্দার, কেহ যোদ্ধা, কোন যুবতী কৃষককুমারী। যিনি যাহাই সাজিয়া আসুন,—পোষাকগুলি কিন্তু মূল্যবান উপাদানে গঠিত—তাহার উপর কিন্তু হীরকাদি রত্নালঙ্কারের বাহুল্য। যিনি কৃষকবালা সাজিয়া, আবক্ষ অনাবৃত রাখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার দেহেও এত অলঙ্কার আছে—যাহা বিক্রয় করিলে একটা বড় জমিদারের জমিদারী খরিদ করিতে পারা যায়।

দশটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরেই, একজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া নৃপতি আগমন করিলেন। তাঁহার মুখে কোনরূপ আবরণ ছিল না। পরিচ্ছদাদি যে বহুমূল্যের এবং সুশোভন তাহা না বলিলেও চলে। তাঁহার বয়ঃক্রম এখন চতুর্পঞ্চাশৎ বৎসর। তাঁহার দেহের গঠন বেশ সুন্দর এবং সুগঠিত, কিন্তু মুখভাব যেমন পরুষ, তেমনই কুৎসিত। এই পরুষতা এবং কদাকারের মধ্যেও একটা সজীবতা এবং প্রফুল্লতার ভাব সতত সজাগ ছিল। বর্ণ কিছু গাঢ় এবং কপোলযুগ্ম কিছু রক্তিমাভাযুক্ত।

চক্ষু দুইটী ঈষৎ নীলাভ—গুম্ফ ক্ষুদ্র এবং মস্তকে আস্কন্ধবিলম্বিত কৃষ্ণ কুঞ্চিত পরচুল। তাঁহার সঙ্গে যিনি আসিয়াছেন, তাঁহার নাম লর্ড অর্দেন। তাঁহার বয়স ষাইটের কোটায় পদার্পণ করিলেও, এখনও তাঁহার হাবে ভাবে, পোষাক পরিচ্ছদে লাম্পট্য ভাবের ষোল আনা পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত। রাজ-সরকার হইতে আমেরিকার উপনিবেশের একটা সমগ্র জেলার আয় ত্রিংশৎ বৎসরের জন্য তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি কিন্তু সে প্রদেশের কোনরূপ উন্নতি বিধান বা তাহার আয় ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া ইংলণ্ডের রাজদরবারে অবস্থান করিয়া বাসনে মত্ত হইয়া, সময়ের সুব্যবহার করিতেছেন।

নরপতি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই ডাচেসের পার্শ্বে উপনীত হইলেন। ডাচেস গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজা তাঁহার বাহুলতা ধরিয়া চুম্বন করিলেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া হাস্য কৌতুকে মনোনিবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তে কক্ষময় অস্ফুট কণ্ঠে রাজার শুভাগমন-বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে সমবেত নর-নারীর রস-রঙ্গ—হাস্য-কৌতুক নীরবতার কোলে মিশিয়া গেল। নরপতি তাহা বুঝিতে পারিয়া উচ্চকণ্ঠে এমন একটী রসিকতা করিলেন,—যাহার ফলে চারিদিকে হাস্য-তরঙ্গ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সকলে সেই ইঙ্গিতে সাহস পাইয়া পুনরায় হাস্য-পরিহাসে মগ্ন হইলেন। কক্ষান্তর হইতে সঙ্গীতের সুধাধারা উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে স্বর-লহরী কখন উচ্চ, কখন নিম্ন, কখন কাঁপিয়া কাঁপিয়া নর-নারীহৃদয়ে সুধা ঢালিয়া, নৈশ-সমীরণে দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অপর একটী কক্ষে নৃত্য আরম্ভ হইল। বিবিধ বর্ণের বিবিধ রুচির পরিচ্ছদে সুশোভিত নর-নারীর সে নৃত্য এক অপূর্ব্ব সামগ্রী।

এ দৃশ্য দেখিলে মনে হয় জগতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে বিভিন্ন প্রতিনিধি এই বিরাট নৃত্যসভায় সমাহৃত হইয়াছেন। কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছে না, কেহ কাহারও পরিচয় জানিতে পারিতেছে না—কত রকম রসিকতা করিয়া, কত রকম রঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া, পরস্পরের সহিত নাচিতেছে—স্বর বিকৃত করিয়া পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতেছে। এই ছদ্মবেশের অন্তরালে কত তরুণ হৃদয় কত জনার অদর্শনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

চার্লসের ঔরসে ডাচেস অব পোর্টস মাউথের এক পুত্র সন্তান হইয়াছিল। তাহার বয়স এখন দ্বাদশ বৎসর। বালক রাজানুগ্রহে রিচমণ্ডের ডিউক উপাধি লাভ করিয়াছিল। এই বালকও রাজভৃত্যের বেশে এই নৃত্য সভায় যোগ দিয়াছে। সে ছদ্মবেশে থাকিলেও, তাহার মাতা তাহার স্বরূপতার কথা কৌশলে সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য,—এখানে অন্য যেসকল নর-নারীর সমাবেশ হইয়াছে,—তাঁহাদের মধ্যে সকলেই তাঁহার হিতৈষী বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইলেও, ইহার মধ্যে তাঁহার শত্রু থাকা অসম্ভব নয়—কারণ অনেক স্থলেই বন্ধুতার আবরণের অন্তরালে কপট শত্রু প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিয়া থাকে। বালককে চিনিতে না পারিয়া যদি কেহ তাহার সম্মুখে তাঁহার চরিত্রালোচনা করে বা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা ব্যক্ত করে, তবে সেটা তাহার বড়ই মর্ম্ম পীড়ার কারণ হইবে। এই ভাবিয়া পূর্ব্বেই তিনি এই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বালক কিন্তু আপনাকে ছদ্মবেশের অন্তরালে সম্পূর্ণ সংগুপ্ত ভাবিয়া, যাহার তাহার সহিত রসিকতা করিয়া বেড়াইতেছে। সে রসিকতা বা বিদ্রূপ এতই কুৎসিত যে, এরূপ ছদ্মবেশের উৎসবের পক্ষেও অসহনীয়। এরূপ তীব্রোক্তি বিদ্রূপ করিয়া, অন্য যে কোন বালক কর্ণমূলে বিরাশিসিক্কা ওজনের একটী চপেটাঘাত পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিত, সন্দেহ নাই।

কর্ণেল গ্রেহাম হাইলাণ্ড সর্দ্দার সাজিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পোষাকটী তাহার দেহে বেশ মানাইয়াছে। মুখে মুখোস থাকাতে কিন্তু তাহাকে চিনিবার কোন উপায় নাই। কাপ্তেন লি সালামানকা দেশের ছাত্রের বেশে আসিয়াছেন—তাঁহারও মুখ আবৃত। ডাচেসের নিমন্ত্রণ রাজাজ্ঞার নামান্তর—তাই তিনি এ উৎসবামোদে যোগ দিয়াছেন। নচেৎ এরূপ বিলাস ব্যসনে তাহার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। অন্তকার এ আমোদ উপভোগ করিবার অপেক্ষা যদি তিনি এই সময়টুকু রুথকে সঙ্গে লইয়া তারকাখচিত নীলাম্বরতলে নদী-পুলিনে ভ্রমণ করিবার অবসর পাইতেন, ইহা অপেক্ষা লক্ষ গুণে সুখী হইতেন। এই সমবেত নরনারী মধ্যে সকলেই আমোদে উন্মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেবল একমাত্র তিনিই একপার্শ্বে উৎসবামোদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছেন।

এই দলের মধ্যে আর একজন উপস্থিত আছেন,—তাহার বেশ পূর্ব্বদেশীয় বাজীকরের মত। পরিধান বহু মূল্যের তুরস্কদেশীয় পরিচ্ছদ। মাথায় সূক্ষ্মাগ্র সু-উচ্চ একটী টুপী—তাহার গায়ে সোণা রূপার অনেক কাজ।

(ক্রমশঃ)

REGD. No. C 521.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।] ২৫শে চৈত্র, ১৩২২ সাল। ইং ৭ই এপ্রেল, ১৯১৬ সাল। [১২শ খণ্ড।

রঙ্গের গাছ পালা।

দেশের শিল্প নাশের সঙ্গে লোকে বহু বিষয়ই বিস্মৃত হইতেছে, ক্রমে তাহাদের নামও শুনিতে পাওয়া যাইবে না। আগে বিদেশী রং এত আমদানী ছিল না, সেই জন্য রঞ্জন কার্য্যে দেশীয় বৃক্ষ-লতা-গুল্মের পাকা স্থায়ী রংই ব্যবহৃত হইত। সেই জন্য লোকে যত্নপূর্ব্বক এই সকল শিল্প শিক্ষাও করিত। এখন বিদেশীয় "আনিলাইন" বা ম্যাজেণ্টারের ন্যায় রং টিনের কৌটায় করিয়া এ দেশে প্রচুর আমদানী হইতেছে—সেই সকল রং দ্বারা সমস্ত কার্য্যই হইতেছে, এমন কি খাদ্য দ্রব্য মিঠাই প্রভৃতিও এই সকল রঙ্গে রঞ্জিত হইতেছে। সুতরাং লোকে ক্রমে দেশীয় বৃক্ষ লতাদি হইতে যে স্থায়ী রং প্রস্তুত করিবার প্রথা, তাহা বিস্মৃত হইতে চলিল—আরও দোষ, এ দেশের যে যাহা জানে, তাহা কদাচ প্রকাশ করিবে না, কাহাকেও শিক্ষা দিবে না। যে জানে, সে মরিলে সব তাহার সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। এদেশের যাঁহারা শিক্ষিত, বিজ্ঞান, রসায়ন পড়িয়া স্বাস্থ্য এবং দেশের ও আত্মীয় স্বজনের "Good money" অর্থরাশি ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্যই চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন মাত্র, ব্যবহারিক কিছুই শিক্ষা প্রাপ্ত হনও নাই, চেষ্টাও করেন নাই, সুতরাং হালে পানি না পাইয়া নিঃঝঞ্ঝাটের কাজ—সমাজ সংস্কারের দিকে মস্তিষ্ক এবং মনঃসংযোগ করিতেছেন। দেশের এইত অবস্থা। কাহারও ঘরে অন্ন নাই, দেশে হাহাকার, কৃষি এবং শিল্পের Reform বা সংস্কারের দিকে মস্তিষ্ক নিয়োগ করিলে মহৎ উপকার হইতে পারিত, কিন্তু সমাজ সংস্কার, ধর্ম্মান্দোলন, বিধবা বিবাহ, স্ত্রীস্বাধিনতা লইয়াই মারামারি। এ দেশের বিষয় বুদ্ধিরই অভাব কিনা, সেই জন্য মতি গতি আন্‌কো কাজের দিকে। বিধবার বিবাহ কেন? সধবার বিবাহও দিতে পার। যাহা তোমাদের অভিলাষ তাহাই কর, কিন্তু এ সকলে কাহারও পেটও ভরে না, ভরিবেও না। যাহাতে দেশের অন্নের সংস্থান হয়, এমন সংস্কারের জন্য কেহ কি চেষ্টা করিতেছেন? যত সব আন্‌কো, অনাবশ্যকীয় বিষয় লইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করাই এখন দেশের কাজ হইয়াছে।

এইরূপ দেশে আমরা বিলাতের উন্নতি দেখিয়া উন্নতি করিবার আশা করি, যদি তাহাদের শতাংশের একাংশ মাত্র গুণে গুণান্বিত হইতাম, তাহা হইলে আমরা হুজুক লইয়া দুর্লভ জীবনকে এত অপদার্থে পরিণত করিতাম না। আমাদের কোন শিক্ষাই কার্য্যকর হইল না। গোড়ায় গলদ, তাহার উপায় কে করিবে? যাক, বলিতেছিলাম, আমাদের দেশের অনেক বৃক্ষ লতা হইতে উৎকৃষ্ট পাকা রং হইত, এখনও অনেকে জানিলেও জানিতে পারেন।

যদি কেহ জানেন, আমাদের নিকট তাহা পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব। ছাপা হইলে একটা Record বা নজীর থাকিতে পারে, কোন দিন কেহ না কেহ চেষ্টা করিলেও করিতে পারে।

বাঙ্গালা দেশে নীল গাছ হইতে নীল রং প্রস্তুত হইয়া বিলাতে যাইত। নীলের তখন যথেষ্ট আদর ছিল, সম্প্রতি জর্ম্মাণী হইতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হইয়া ভারতজাত নীলের আদর গিয়াছে।

মালাবার এবং মারগুল্‌ নামক স্থানে "সাপান" নামক প্রকপ্রকার উচ্চ বৃক্ষ জন্মে, ইহা আপনাপনি জন্মিয়া থাকে, কেহ যত্নও করে না। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট লাল রং হইয়া থাকে, সেই জন্য এই বৃক্ষের ছাল ও কাষ্ঠ বহু পরিমাণে এদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া বিদেশে চলিয়া যায়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে লাল পাগড়ী প্রভৃতির রং এই "সাপান" গাছ হইতে। ইহাকে মান্দ্রাজে বেইয়া গাছও বলিয়া থাকে।

কিন্তু বেইয়া গাছের মূল হইতে লাল এবং

থাকে, তাহা বস্ত্র রঞ্জন কার্য্যে এতদঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

আসাম, বঙ্গে এবং নেপাল অঞ্চলে "মঞ্জিত" নামক এক প্রকার গাছ হইতে উৎকৃষ্ট পাকা লাল রং প্রস্তুত হয়, ইহাও বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়।

কুসুমফুল, নটকন ফল হইতে বাঙ্গালায় হরিদ্রাবর্ণের পাকা রং প্রস্তুত হইত, না হইতেও উৎকৃষ্ট লাল রং পাওয়া যাইত।

খয়ের হইতে উৎকৃষ্ট পাকা খয়রা রং জন্মে। ইহার নির্য্যাস পানে খাইতে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতেও রং হয়, ইহা ঔষধে ব্যবহৃত হইতেছে, ইহাও এদেশ হইতে বিদেশে আমদানী হইয়া যায়। হরিদ্রা বা হলুদ হইতে উৎকৃষ্ট উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ রং হয়, ইহাও পাকা রং, প্রচুর বিদেশে আমদানী হইয়া যায়।

আগামী সংখ্যায় আরও অনেক গাছ হইতে কিরূপে পাকা রং হইত, দেখাইবার বাসনা রহিল।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন।—

বাবলার ছাল, গরাণ গাছের ছাল, বকম কাষ্ঠ, আছফুলের শিকড়, কুসুমফুল, হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী, নীল, লাক্ষা, সেফালিকা ফুলের বৃন্ত, হরিদ্রা, জাফরাণ, নটকান ফলের বীজ প্রভৃতি পদার্থে পূর্ব্বকালে বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্য্যে সমাদৃত হইত।

উপরোক্ত ত্বক্, কাষ্ঠ ও ফল সমূহের দ্বারা চর্ম্ম এবং বস্ত্র রঞ্জনকার্য্য উত্তমরূপে ও সুলভে সম্পাদন হইতে পারে, ইহা এখনও আমাদিগের দৃঢ় ধারণা।

বাবলার ছাল, হরিতকী, বয়ড়া ও আমলকী দ্বারা উত্তম পাকা কাল আলপাকা অথবা কেলিকোর ন্যায় রঙ হয়। উহাতে চর্ম্ম এবং বস্ত্র উভয়ই রঞ্জিত হইতে পারে।

গরাণ কাষ্ঠের ছালে চর্ম্ম রঞ্জন হয়। ইহাতে বাদামি রঙ ভাল হয়।

বকমকাষ্ঠ ও আছফুলের শিকড়ে বস্ত্রে

কুসুম ফুলে কুসুমী রঙ হয় এবং ইহা বস্ত্র রঞ্জন ব্যবহারেই উপযোগী।

নীলে নীলবস্ত্র প্রস্তুত হয়।

লাক্ষা দ্বারা অলক্তক সদৃশ রঙ এবং বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইতে পারে।

সেফালিকা পুষ্প বৃন্তে হরিদ্রাভ রক্তবর্ণ রং হয় এবং বস্ত্র রঞ্জনেই ব্যবহার্য্য।

হরিদ্রায় হরিদ্রাবর্ণ এবং জাফরাণে তদপেক্ষা একটু ঘোর ও রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ রঙ দৃষ্ট হয়।

নটকান বীজে গেরি মাটির ন্যায় বর্ণ উৎপন্ন ও প্রতিফলিত হয়, ইহাও বস্ত্র রঞ্জনের উপযোগী।

আমরা বাল্যকালে হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী, টোরী ফল সহ কয়েক খণ্ড পুরাতন লৌহ জলে দুই এক দিন ভিজাইয়া রাখিয়া শেষে অগ্নিতে পাক করিয়া যে কালী প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা কাগজের উপর লিখিতাম, সে লিপি কাগজ নষ্ট হইয়া গেলেও অক্ষর নষ্ট হইত না। ঐ কালীতে অল্পমাত্র হীরাকসের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে আরও গাঢ় কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইত। কেবলমাত্র চারি পয়সা ব্যয়ে দুই পাইট বোতল কালী প্রস্তুত হইত। অপিচ অধ্যাপক, ভট্টাচার্য্য ও মৌলবীগণ লাক্ষা রসোৎপন্ন অলক্তক রাগ সহ দ্রব্যান্তর (যাহা আমরা অজ্ঞাত) মিশ্রিত করিয়া যে লাল কালী প্রস্তুত করিতেন, তাহাও চিরস্থায়ী হইত। অতঃপর আমাদিগের বাসনা যে, বিলাত প্রত্যাগত রঞ্জন বিদ্যা বিশারদগণ একবার এই সকল প্রস্তাবিত দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

এক্ষণে দেখাইব যে, বিদেশীয়েরা কি কি উপায়ে কি কি দ্রব্য দ্বারা পাকা পাড়, নানারঙের ছিট এবং কার্পাস, পশম, রেশম প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকেন :—

চাঁপাফুলের মত পাকারঙ করিতে হইলে সুগার অব লেড, হীরাকস, গরম জল ও গঁদ দরকার হয়।

(মনঃশীলা—ভয়ানক বিষাক্ত) নীল বাখারি চূণ ও গঁদ দরকার হইয়া থাকে।

কাপড়ের পাকা পাড় ও পাকা ছিট করিতে হইলে সুগার অব লেড, এসেটীক এসিড, ফটকিরি প্রভৃতি দ্বারা লাল রঙ তৈয়ার করিতে হয়।

পাকা কাল রঙ তৈয়ার করিতে হইলে পাইরোলিগ্‌নেট্ অব লাইম বা আয়রণ লিকর অথবা ব্লাক লিকর দরকার। হীরাকসের জলে সুগার অব লেড একত্র করিলে এসিটেট্ অব লাইম বা সুগার অব লেড, হীরাকসের সহিত মিশাইয়া ব্লাক লিকর বা আয়রণ লিকর নামক কাল রঙ প্রস্তুত হয়।

ঘোর লাল রঙ বিদেশীয়েরা এইরূপে তৈয়ার করে যথা,—সুগার অব লেড ৭।৹ সের, সোডা ১ সের ও গরম জল ৫০ সের। প্রথম গরম জলে ফটকিরি দ্রব করিয়া উহাতে সোডা দিতে হয়, পরে উথলিয়া উঠিলে সুগার অব লেডের চূর্ণ দিতে হয়। পরে ভালরূপ নাড়িয়া তাহাতে গঁদ দিলেই উহা ঘন হইবে ও উহা কাপড়ে ছাপ দিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে।

ফিকা লাল রঙের জন্য ফিটকিরি ৪ সের, সুগার অব লেড ৩ সের ও জল ৩ সের দরকার হয়।

অত্যন্ত ফিকা লাল রং করার জন্য সুগার অব লেড ৭।৹ সের, ফিটকিরি ১৮।৹ সের, চা খড়ি চূর্ণ ১।৹ সের, নরম খড়ি ২।৹ সের ও জল ৫০ সের আবশ্যক হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এদেশে খদির, জাঙ্গাল, টিকা, প্রভৃতি দ্বারা রঙ তৈয়ার করা হইত। এক্ষণে বিদেশীয়েরা বাই ক্রোমেট অব পটাশ প্রভৃতি উগ্র ও বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা খদিরের পাকা রঙ করিয়া থাকে। বিদেশীয়েরা, কাপড় খদিরের জলে ভিজাইয়া ও পরে শুখাইয়া বাই ক্রোমেট অব পটাসের উষ্ণ জলে ভিজাইয়া পরে শুখাইয়া লইয়া থাকে।

কাপড়ের উপর তুঁতে বা জাঙ্গালের ছাপ্

ঐ বর্ণ নীল হইলে কাপড়টীকে সিমুনক্ষারের (শঙ্খবিষ বা আর্শনিয়েট অব সোডা) জলে ফুটাইলে হরিৎ রঙ হইবে।

সুগার্ অব লেড বা নাইট্রেট্ অব লেডের জলে কাপড় ভিজাইয়া পরে ঐ কাপড় বাই ক্রমেট অব পটাসের জলে ভিজাইলে ঘোর হরিদ্রা বর্ণ করে। কিন্তু কমলা রঙের পাকা রঙ করিতে হইলে ঐ হরিদ্রাবর্ণ কাপড় চুণের জলে ফুটাইলে ক্রোমেট অব লেডের বর্ণ কমলা হইয়া থাকে। আজকাল বিদেশীয়েরা কমলা রঙের ধুতির সূতা ঐরূপে রঞ্জিত করিয়া থাকেন।

নীলরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র বা নীল ছিট্‌কে এসিটেট্ অব লেডের জলে মগ্ন করিয়া পরে বাই ক্রোমেট্ অব পটাশের জলে মগ্ন করিলে ঐ স্থান পীতবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

বিদেশীয়েরা সূতা, রেশম, পশম প্রভৃতি প্রুসিয়েন ব্লু দিয়া রঞ্জিত করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ হীরাকসের জলে কাপড় ডুবাইয়া পরে চুণের জলে ধৌত করিতে হয়। সির্কা বা অন্যান্য অম্ল মিশ্র দিয়া পরে ফেরোসায়েনাইড্ অব পটাশের (ফেরোসায়েনাইড্ পটাশ অতি ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ) বা টার্টারিক এসিড, প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা এবং চুণগোলার জলে ভিজাইয়া ঐ কাপড় খানিতে শঙ্খবিষ বা আর্শেনিয়েট্ অব সোডার জলে মগ্ন করিয়া ঘোর হরিৎবর্ণ রঙ করিয়া থাকে।

আমরা যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বিদেশীয়েরা মনমুগ্ধকর রঙ তৈয়ার করিবার জন্য কিরূপ বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কিরূপ অনারোগ্য রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। (কাজের লোক)

বঙ্গের কৃষি।

কৃষি প্রধান ভারতের মধ্যে আমাদের বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ কৃষি বিষয়ে অতিপ্রধান। বঙ্গের কৃষককুল চিরকালই কৃষিকুশল। কৃষিপরাশরাদি ঋষিগণের প্রদর্শিত কৃষিপথ বঙ্গীয় কৃষকের অজ্ঞাত নহে। বঙ্গের কৃষক জানে না, কোথায় কোন্ মহাপুরুষ কৃষি- বিষয়ে কিরূপ পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, কিরূপ উপদেশের শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু পথ বঙ্গীয় কৃষকের পরিচিত, উপদেশ বঙ্গীয় কৃষকের পরিজ্ঞাত। বঙ্গীয় কৃষক পুরুষানুক্রমে পথ দেখিয়া আসিতেছে, উপদেশ শুনিয়া আসিতেছে।

জ্ঞানের অবধি নাই, অর্থাগমেরও সীমা নাই।

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো
বিদ্যামার্থঞ্চ বিজ্ঞয়েৎ।"

বঙ্গীয় কৃষকের পক্ষেও আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান অবশ্য জ্ঞেয়। উন্নতির পথ দিন দিন মুক্ত হইতেছে। নব নব কৃষি-কৌশল পৃথিবীকে মুগ্ধ করিতেছে। আমেরিকায় কালিফর্ণিয়া প্রদেশে অখাদ্য কণ্টকাকীর্ণ ক্যাক্‌টস্ বা মরুদেশীয় ফনিমনসা কণ্টকহীন ও সুখাদ্য হইয়াছে। পটাটো বা আলু এবং টমাটার সংকরে পটেটো ফলিতেছে। প্লম বা কুল এবং এপ্রিকটের সহযোগে প্লমকট উৎপন্ন হইতেছে।

আমেরিকার আর্জ্জান্টাইন দেশে একবন্দে শত মাইল ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হইতেছে। এক কোম্পানীর এইরূপ কৃষিক্ষেত্রে রেল ট্রাম চলিতেছে। ঐ দেশেই কোন কোন কৃষিক্ষেত্রে ঠিক জালার মত বিলাতী কুমড়া ফলিতেছে।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের কৃষকেরা বিশাল ক্ষেত্রের উপর বিশাল শামিয়ানা টাঙ্গাইয়া, ঐ বিস্তৃত ক্ষেত্রকে "ফ্রষ্ট" বা সূক্ষ্ম তুষারপাত হইতে রক্ষা করিতেছেন। এইরূপ ফ্রষ্টমুক্ত ক্ষেত্রে প্রভূত শস্য উৎপন্ন করিতেছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিপতি কুবেরগণ দিগন্তব্যাপিনী মরুভূমির উপর আড়াই হাজার তিন হাজার ফুট গভীর লোহার নলকূপ বসাইতেছেন। ঐ নলে প্রভূত জল উঠিয়া মরুভূমির জলাশয়ে সঞ্চিত হইতেছে। ঐ জলাশয়সংলগ্ন দিগন্ত বিস্তীর্ণ পয়ঃপ্রণালীতে পড়িয়া ঐ সঞ্চিত জল চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐরূপ শত সহস্র নলকূপে নিরন্তর জল উঠিতেছে। প্রভূত জলে অজলা মরুভূমি সজলা হইতেছে। শুষ্ক মরুউদ্যানও শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।

জানি সব, বঙ্গীয় কৃষককে জানাইতে পারি সব, কিন্তু

"কড়ী ফট্‌কা চিড়া দই
কড়ী বিনা বন্ধু কই?"

চাই অর্থ, অর্থের অভাবেই অনর্থের অবির্ভাব। যখন সার এশলি ইডেন বঙ্গের লাট পদে আসীন ছিলেন, সেই সময়ে একবার বঙ্গে কৃষিকলেজ ও গব্যবিদ্যালয় প্রবেশ করিয়াছিল। এ পক্ষে ভারতগবর্ণমেণ্টের একটু জিদও জন্মিয়াছিল। অভিজ্ঞ সার এশ্‌লি বলিয়াছিলেন,—

"বঙ্গের কৃষক জানে সব, বুঝে সব। নাই টাকা, তাই সে ভাবাচাকা। কৃষির কিরূপে উন্নতি করিতে হয়, তাহা বঙ্গের কৃষক জানে। কিরূপে গোধূমাদির উন্নতি করিতে হয়, তাহাও সে বেশ জানে। কিন্তু সবই ব্যয়সাধ্য। বঙ্গীয় কৃষকের ধন নাই। তাহার ধনাভাব ঘুচাও, সে অসাধ্য সাধন করিবে।"

সার এশ্‌লির কাল গত হইয়াছে। ভারতের অনেক স্থানে কৃষিবিদ্যালয় বসিয়াছে। সমগ্র ভারতের জন্য বড় বড় কলেজ বসিয়াছে। বিহারেই সাবরে বঙ্গের জন্য কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ষ্টেট সেক্রেটরি সমগ্র ভারতের শস্য গব্যাদির উন্নতির জন্য ২০ লক্ষ টাকা খরচ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২০ কোটি কৃষকের পক্ষে ২০ লক্ষ। প্রত্যেক শত জনের ১ টাকা।

বঙ্গে পড়িয়াছে ৩৷৹ লক্ষ। পূর্ব্ববঙ্গেরও ইহাতে অংশ আছে। ৩৷৹ কোটি কৃষকের ৩৷৹ লক্ষ; সেই শতকরা ১ টাকা। কৃষকের অভাব পূর্ণ হইতেছে না। কি হইতেছে, বলি শুন।

বঙ্গের প্রত্যেক কমিশনরী বিভাগে কৃষি-

সভা বসিতেছে। প্রায় প্রত্যেক জেলায় কৃষিসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল সমিতি-সভায় কৃষকের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। আলোচনার ফলও প্রকটিত হইতেছে, কৃষকদিগকেও কতক কতক জানান হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বিভাগের কৃষিকার্য্যে বৎসর এক এক হাজার টাকা দিতেছেন। ঐ টাকায় ঐ বিভাগের কৃষিসভায় ঐ বিভাগের অধীন জেলাগুলির কৃষিসভার আলোচনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

কতিপয় স্থানে কৃষির পরীক্ষাক্ষেত্র চলিতেছে। ঐ সকল ক্ষেত্রে এদেশের পরিচিত শস্যাদির উন্নতি দেখান হইতেছে। অপরিচিত নব নব শস্যের উৎপত্তি পথও প্রদর্শিত হইতেছে।

স্থানে স্থানে বীজ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বীজ-ভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট বীজ বিতরিত হইতেছে। কৃষকেরা ইচ্ছা করিলে, ঐ বীজ লইয়া কৃষির উন্নতি করিতে পারিতেছে। পরিচিত শস্যের উৎকৃষ্টতর বীজ এবং অপরিচিত শস্যের বীজ, দুই বীজেই কৃষির দুই প্রকার উপকার হইতে পারে।

সাবরের কৃষিকলেজ চলিতেছে। স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রেও কৃষিবিদ্যার শিক্ষা হইতেছে। সাবর-কলেজে পাঁচ শত দশ শত টাকা বেতনের প্রধান শিক্ষকেরা শিক্ষা দিতেছেন। দেড়শত দুই শত টাকার দেশীয় শিক্ষকেরাও সাহায্য করিতেছেন। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংসৃষ্ট শিক্ষাক্ষেত্রেও দুই দশ জন লোকে কৃষিশিক্ষা করিয়া,নানাস্থানের কৃষি-ব্যাপারের উন্নতি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

মধ্যে মধ্যে কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধাদি ইংরেজি বা দেশীয় ভাষায় সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হইয়া, দেশের নানাস্থানে প্রচারিত হইতেছে। কৃষিভক্ত ভূস্বামী বা অন্যান্য গৃহস্থ লোকে এই সকল প্রচারিত প্রবন্ধের সাহায্য লইতে পারিতেছেন। কিরূপ লইতেছেন, না লইতেছেন, ঠিক জানি না।

সকল কৃষক এরূপ প্রবন্ধাদির সাহায্য লইতে পাইতেছেন না। এইজন্যই কৃষক সন্তানদিগকে অল্পস্বল্প বিদ্যালাভ করিতে হইবে। অনেক সন্তান বিদ্যালাভ করিতেছে। কিন্তু সমস্ত কৃষি-রহস্যাদির মর্ম্মগ্রহ করিবার মত শিক্ষালাভ কৃষক-সন্তানের পক্ষে সময়-সাধ্য। অবশ্য ক্রমে ক্রমে ফল হইবে। কৃষক-সন্তানেরা কৃষি প্রবন্ধাদি পড়িয়া, আপনাদের ক্ষেত্রে নব কৌশল চালাইবার চেষ্টা যে, আদৌ ফলিবে না, ইহা মনে করি না। "ভবতি বিজ্ঞতমং ক্রমশো জনঃ।"

সরকারী ত্রৈমাসিক পত্রেও কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রচারিত হইতেছে। অবশ্য কৃষি-পালক ভূস্বামীদিগের ও কৃষি-পক্ষপাতী গৃহস্থদিগের কিছু উপায় হইতেছে।

ফল কথা, গবর্ণমেণ্ট কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, কৃষিবিদ্যার বিস্তার করিতেছেন, এজন্য খরচ পত্রও করিতেছেন; কিন্তু কৃষক-সমাজে যতদিন অর্থবল না বাড়িবে, ততদিন প্রকৃতরূপ হিতসাধন হইবে না। ইংলণ্ড আমেরিকাদির ন্যায় ভারতের কৃষি যেদিন কৃষক সমাজের হস্ত হইতে ধনী গৃহস্থ সমাজের যৌথের বা ধনপতি সম্প্রদায়ের হাতে যাইবে, সেদিন ভারতের কৃষককুল নির্ম্মূল হইবে। ভারতেরও সেইদিন ঘোরতম অমঙ্গলের সূত্রপাত হইবে। কেবল কৃষির উন্নতি হইলে, চলিবে না; কৃষক সমাজেরও উন্নতি করিতে হইবে। (কাজের লোক)

শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

রুজ ১ নং লিকুইড্ বা তরল।

রুজ প্রস্তুত প্রণালীর বলিবার পূর্ব্বে আগে ইহার ব্যবহারের কথা বলিব। রুজ সুন্দরী মহিলা এবং বালক বালিকার গণ্ডদেশে ঈষদ্ রক্তিমাভা দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

আমোনিয়া ওয়াটার—	২ আঃ
কারমাইন (ভাল)	।১৷৷০ আঃ
এসেন্স অফ্ রোজ	২৷৷০ আঃ
গোলাপ জল	২ কোয়ার্ট।

অনেকখানি জিনিষ হইবে। রুজ প্রস্তুতের যত প্রণালী আছে, এইটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রথমেই কারমাইনটাকে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে, কারমাইনের বর্ণ উজ্জ্বল লাল, আমোনিয়া ওয়াটার ষ্ট্রং লাইকার আমোনিয়াতে জল মিশাইয়া দুর্ব্বল করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলেই আমোনিয়া ওয়াটার হইবে। ইহাতে কারমাইন চূর্ণগুলি ফেলিয়া কাচের কাটীদ্বারা নাড়িলেই তরল হইয়া গলিয়া যাইবে। ইহাতে অন্য জিনিষগুলি দিয়া এই অবস্থায় ৩।৪ মিনিট মাঝে মাঝে ঝাঁকরাইয়া দিয়া একস্থানে ৭ দিন সম্পূর্ণ নিনাড় অবস্থায় রাখিয়া দিয়া তাহার পর সাবধানে ঢালিয়া লইয়া ছোট ছোট ১।২ আউন্স শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। মেয়ে মহলে ইহার কাটতি অধিক হইবে। সমস্ত মাল মসলাই ভাল ডাক্তার খানায় পাওয়া যাইবে।

রুজ-পেষ্ট।

ইহাও রুজ, আটার মত হইবে, এবং কৌটায় করিয়া বিক্রয় হইবে।

কারমাইন	১ আউন্স
টালকম পাউডার	২৷৷০ আউন্স
গম আকাসিয়া	১৷৷০ আউন্স

পেষ্ট অর্থাৎ জল দিয়া আটার মত হইবে, ইহাও গালে ঠোঁটে লাগাইলে ঠিক পক্ক তেলাকুচার মত অধর রাগ পরিস্ফুট হইবে।

রুজ পেষ্ট (প্রকারান্তর)।

কারমাইন	১ আউন্স
টালকম পাউডার	১ পাউণ্ড
গম আকাসিয়া	১৷৷০ আউন্স
অয়েল অফ রোজ	১৫ ফোঁটা

রুজ পাউডার।

পিঙ্ক টয়লেট পাউডার	৫॥০ আঃ
সাদা ,, ,,	৮॥০ গ্রেন্
কাৰ্ম্মাইন ,, ,,	১ আউন্স

মিশ্রিত করিলে গোলাপ ফুলের ন্যায় হইবে, ইহা খুব সুন্দরীর মুখে মাখিলে বড় সুন্দরই দেখাইবে।

এসেন্স অফ রোজ।

অয়েল অফ রোজ	
বা অটো ডি রোজ	৩৷॰ আঃ
অ্যালকোহল	৫ কোয়ার্ট

কর্ক বন্ধ করিয়া ঝাঁকরাইয়া ঝাকরাইয়া ৭ দিন পরে ব্যবহারোপযোগী হইবে।

লাভেণ্ডার সাচেট পাউডার।

ইহা পকেটে বা ব্যাগের ভিতরে করিয়া লইয়া যাইলে স্থায়ী সৌরভ সঙ্গে যাইবে, অথচ লাভেণ্ডার ওয়াটারের স্পিরিট উঠিয়া যাইলে যেমন গন্ধ ক্ষীণ হয়, সেরূপ হইবে না।

বেঞ্জুইন	১ পাউণ্ড
লাভেণ্ডার ফুলচূর্ণ	৪ পাউণ্ড
অয়েল লাভেণ্ডার	১ আউন্স
অয়েল রোজ (ওজন)	৭৫ গ্রেন্

লাভেণ্ডার ফুলগুলিকে সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করিয়া সেই পাউডারে বাকী দ্রব্যগুলি মিশাইয়া ২ ইঞ্চি চওড়া ২ ইঃ লম্বা স্কোয়ার এক একটী ভেলভেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলে করিয়া তাহাতে পুরিয়া ব্যাগ বা পকেটে পুরিয়া রাখিতে হয়, ঠিক লাভেণ্ডারেরই মত মনোরম গন্ধ থাকিবে, অথচ যথেষ্ট অল্পব্যয়ে কাজ চলিবে, ইহাও বিক্রয় করা যায়।

স্কিন্ গ্রস।

অনেকের গাত্রচর্ম্ম কড়া অমসৃণ, যেন গাত্রের একটা জ্যোতি বা উজ্জ্বলতা নাই, মুখের এইরূপ অবস্থা সৌন্দর্য্যহীনতার পরিচায়ক। নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা চামড়া কোমল মসৃণ এবং উজ্জ্বল হয়। ইহাও পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা যায়।

কারনেট্ অফ্ পটাসিয়ম	১৷০ আঃ
স্পারমাসেটী চূর্ণ	১॥০ আঃ
ষ্টার্চ্চ পাউডার	১ পাউণ্ড
বেনজুইন	১৷০ আঃ
অয়েল অফ্ বিটার	
আলমণ্ড বা তিক্ত বাদাম তৈল	
	ওজনে—১৫০ গ্রেন্

এই গুলিকে একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী বাক্সে উত্তমরূপে বন্ধ থাকিবে, ব্যবহারের সময় কিছু কিছু বাহির করিয়া অল্প জলে গুলিয়া ব্যবহার করিতে হয়। বাক্সের উপর ব্যবহার বিধি ছাপাইয়া দিয়া বিক্রয় করিতে হয়। (কাজের লোক)

সংবাদ।

ম্যাডাম এমিডেষ্টিন (প্রিমাডোনা) সম্প্রতি একটি বায়স্কোপ কোম্পানীর সিংহের পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়া পশুরাজকে ৫ মিনিটের জন্য তাঁহার কোকিলকণ্ঠ নিসৃত সঙ্গীত সুধাপান করাইয়া ২৫০০০ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিনিটে ৭৷॰ হাজার টাকা উপার্জ্জন, একেই বলে উপার্জ্জন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

কটীদেশে অসিকোষের পরিবর্ত্তে আট ইঞ্চি চওড়া একটা অর্দ্ধবৃত্ত। তাহার উপর রাশিচক্রের চিত্র। এক হস্তে এক সুদীর্ঘ দণ্ড—অপর হস্তে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আলেখ্য। শ্বেত শ্মশ্রু আবক্ষ বিলম্বিত। তাহার এই অপূর্ব্ব বেশ এবং সুগঠিত দীর্ঘাকৃতি সমবেত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং সকলেই কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নানারূপ কৌতুক এবং তাঁহাদের ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখিয়া দিতে বা ভাগ্য চক্র পড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া কক্ষের এক-প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধীরপদবিক্ষেপে গম্ভীরভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন তাঁহার এ গাম্ভীর্য্য তাহার বেশের পক্ষে বেশ সুশোভন এবং সময়োপযোগী হইয়াছিল। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রত্যেক ছদ্মবেশী পুরুষকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। একবার তিনি রাজার সমীপবর্ত্তী হইলেন, এবং গম্ভীর ভাবে অভিবাদন করিলেন। চার্লস তাঁহাকে সপরিহাসে সম্বোধন করিলেন—তিনি তাহার কোন উত্তর করিলেন না—কেবল মস্তক অবনত করিলেন মাত্র। তাহার পর তিনি উভয় কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া, বিকৃতকণ্ঠে সকলের প্রশ্নের উত্তর করিতে লাগিলেন। সে উত্তর এমনই সময়োপযোগী এবং প্রশ্নকারীর মনের মত হইয়াছিল যে, তাহাতে সকলেরই কৌতূহল আরও বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

কলোনেল গ্রেহাম অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজ্ঞবর! বল দেখি আমি কে? তাহা হইলে বুঝিব তুমি কেমন জ্যোতিষী?"

জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, "আমার নিকট সরিয়া আইস—দেখি কত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারি। তোমরা—কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ সরিয়া দাঁড়াও, একজনকে যাহা বলিব,—অন্যে যেন তাহা শুনিতে না পায়।"

জনতা সরিয়া দাঁড়াইল। কলোনেল গ্রেহাম সরিয়া আসিলেন, বিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ তাহার কর্ণে কি কয়েকটী কথা কহিলেন, শুনিয়া কলোনেল কহিলেন, "আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! এমন কখনও শুনি নাই!"

এক যুবতী চীৎকার করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, ঐ একাগ্রচিত্ত ছাত্রটী কে?"

উত্তর হইল, "না ভদ্রে! সকলের সমক্ষে কাহারও স্বরূপ প্রকাশ আপাততঃ গৃহস্বামি-

নীর অভিপ্রেত নয়। যখন সকলে মুখাবরণ উন্মোচন করিবেন—দেখিতে পাইবেন ছাত্রটী কে। তবে ছাত্রটীর যদি অনুমতি পাই, তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, আমার এ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার ছদ্মাবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে।"

"তাই হউক—তাই হউক!" বলিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। লরেন্স লি একপার্শ্বে আমোদ-প্রমোদের তরঙ্গাভিঘাত হইতে অন্তরে বসিয়া থাকিলেও, সাধারণের কৌতূহলে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "ভাল আসুন, আপনার বিদ্যা পরীক্ষা করুন।"

জ্যোতিষী তাঁহার কর্ণের নিকট মুখ লোল করিয়া কয়েকটী কথা বলিলেন। তিনি বিদ্যুৎপৃষ্টবৎ শিহরিয়া উঠিলেন, এবং উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "কে আপনি?"

জ্যোতিষী তাঁহাকে শান্ত করিয়া পুনরায় তাঁহার কর্ণমূলে কি বলিলেন। লরেন্স উত্তর করিলেন, "উত্তম—তাহাই করিব।"

এই দৃশ্য দেখিয়া সকলেই যারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে রিচমণ্ডের ডিউক—ডাচেসের পুত্র আসিয়া, রূঢ়ভাবে তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমি কে যদি না বলিতে পার—জানিব তুমি একজন প্রবঞ্চক!"

জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, "তুমি কে বলিবার জন্য কোনরূপ প্রবঞ্চনার আবশ্যক করে না।" তাহার পর নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি রিচমণ্ডের ডিউক। তোমার মাকে গিয়া বল, আমি তাঁহার কর্ণমূলে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

বালক তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছুটিল, এবং তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "মা মা! সত্য সত্য একজন জ্যোতির্ব্বিদ আসিয়াছেন—আমি কে তিনি বলিয়া দিলেন। আমার মুখে মুখোস আঁটা রহিয়াছে, এবং আমার মত আকৃতির বালকেরও এখানে অভাব নাই, তবুও সেই মহাজ্ঞানী জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়া দিলেন, আমি কে।"

ডাচেস রাজার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বালক পুনরায় বলিতে লাগিল, "শুদ্ধ ইহাই নয়—আরও দুই তিন জনকে এমন কথা বলিয়াছেন যে, তাহারা শিহরিয়া উঠিয়াছে—তাহারা কে তিনি বলিয়া দিয়াছেন।"

নরপতিরও কৌতূহল-শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি জ্যোতিষীকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিতে আদেশ করিলেন। বালক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিল। জ্যোতিষী ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে রাজ-সমক্ষে উপনীত হইয়া অভিবাদন করিলেন।

ভূপাল সকৌতুকে কহিলেন, "বিজ্ঞবর! শুনিলাম, আপনি রাশিচক্রের ফলাফল নির্ণয় করিতে পারেন। এই দেখুন, মেঘান্তরাল হইতে কত শত উজ্জ্বলপ্রভ নক্ষত্র স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে। তাহাদের ঐ স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আপনার জ্ঞানগরিমার কিছু মাহাত্ম্য প্রকাশ করুন। এই বলিয়া ইঙ্গিতে মুখসাবৃত কামিনীকুলের দিকে চাহিলেন।

জ্যোতিষী। আমার বিদ্যার কিরূপ পরীক্ষা পাইলে সন্তুষ্ট হন?

রাজা। সে বিষয়টা আমি আপনার উপরই নির্ভর করিতে চাই—আমি আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক উৎকৃষ্টতর প্রমাণ চাই। অদ্য এখানে যে সকল নরনারী ছদ্মবেশ ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কর্ণমূলে, তাঁহাদের স্বরূপতার পরিচয় দিলে, আপনার তীক্ষ্ণ অনুমান শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র কিন্তু তাহা অপেক্ষা আপনার অদ্ভুত বিদ্যার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখিতে চাই। এই এখানে লর্ড আর্ডেন উপস্থিত রহিয়াছেন—তাঁহার অন্তরে এমন অনেক অতি গুহ্যতম বিষয় নিহিত আছে—যাহা অন্যের জানিবার সম্ভাবনা নাই—সেইরূপ কোন একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আপনার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিউন।

"চেষ্টা করিয়া দেখি,"—বলিয়া জ্যোতিষী লর্ড আর্ডেনকে এক পার্শ্বে সরাইয়া লইয়া গিয়া, তাঁহার কাণে কাণে কি বলিলেন। লর্ড আর্ডেন শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সচকিতে জ্যোতিষীর দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখের সে রক্তিমা পাণ্ডুরতার কোলে অন্তর্হিত হইল। নৃপতি সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলেন, "অদ্ভুত! আর্ডেন! কি শুনিলে?"

জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, "আমি আমার বিদ্যাবলে যে গুহ্য-কাহিনী অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, আপনি তাহা জানিবার চেষ্টা করিবেন না।"

রাজা। তাহা হইলে আমার কোন গুপ্ত ব্যক্ত করিয়া আপনার বিদ্যার পরিচয় প্রদান করুন।

জ্যোতিষী। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

সকলে একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। জ্যোতিষী রাজ-কর্ণমূলে কয়েকটী কি কথা বলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূপালের রঙ্গদীপ্ত মুখে গাম্ভীর্য্যের ছায়া আসিয়া পড়িল। তিনি উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে জ্যোতিষীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা প্রভুত্বের স্বরে কহিলেন, "মহাশয়! এই পার্শ্বে একবার সরিয়া আসুন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্য আপনার মুখের মুখোস একবার উন্মোচন করিলে কৃতার্থ হইব।"

জ্যোতিষী অসন্দিগ্ধচিত্তে রাজনির্দ্দেশানুসারে কক্ষের এক নির্জ্জনপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং বিস্ময়চকিত জনসঙ্ঘের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া মুখের মুখোস অপসারিত করিলেন।

রাজা উত্তর করিলেন, "না, আপনাকে চিনিতে পারিলাম না। আমি যাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম—তিনি নহেন। ভোজন

করিতে বসিবার পূর্ব্বে কাহাকেও মুখাবরণ উন্মোচন করিতে বলা শিষ্টাচার বহির্ভূত হইলেও, আমি তাহার বিপরীতাচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

জ্যোতিষী পুনরায় মুখোস আঁটিয়া দিলেন। নৃপতি চিন্তাভারাক্রান্তহৃদয়ে ডাচেসের পার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন। ডাচেস সনির্ব্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতিষী কি বলিল ?"

ভূপাল কথাটা গম্ভীরভাবে চাপা দিলেন। এই সময়ে রিচমণ্ডের তরুণ ডিউক মুখের মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া, সাগ্রহে কহিলেন, "মা! তোমায় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি,—জ্যোতিষী তোমাকেও কিছু বলিতে চান।"

"আমাকে!"—বলিয়া রমণী সগর্ব্বে মস্তক উন্নমিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার গৃহে উৎসব—তাঁহারই আহ্বানে সকলে তাঁহার গৃহে সমাগত হইলেও, তিনি সাধারণের রঙ্গ রহস্যে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত।

নৃপতি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, বিশেষতঃ জ্যোতিষীর বাক্যে তাঁহার কিরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয় দেখিবার জন্য, ডাচেসকে জ্যোতিষীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

এক্ষণে ডাচেসেরও কৌতূহল-শিখা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি জ্যোতিষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আসুন মহাশয়! আপনি যেই হউন! না—চার্লস! তুমি সরিয়া যাও! তোমার গুপ্ত কথা যখন আমি শুনিতে পাই নাই—আমার গুপ্ত বিষয় শুনিবারও তোমার অধিকার নাই!"

চার্লস ঈষৎ হাস্য করিয়া একপার্শ্বে সরিয়া বসিলেন। জ্যোতিষী অগ্রবর্ত্তী হইয়া, ডাচেসের কর্ণমূলে মৃদুস্বরে কয়েকটী কথা বলিলেন। মুহূর্ত্তে ফল ফলিল। রূপসীর মুখকমল শবের মত শুষ্ক এবং পাণ্ডুর হইয়া উঠিল—রাহু-কবলিত শশধরের মত মুখে আশঙ্কার ছায়া সুস্পষ্ট প্রকটিত হইয়া পড়িল। সুন্দরী সহসা সমুত্থিত এই উদ্বেগ ঝটিকার প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, সংজ্ঞা হারাইয়া, শয্যা-তলে লুটাইয়া পড়িলেন।

নরপতি প্রিয়তমা উপপত্নীর সাহায্যার্থ ছুটিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপনীত হইলেন। মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে একটা মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। মহিলারা সংজ্ঞাহীনা কামিনীর শুশ্রূষা করিতে ছুটিলেন—পুরুষেরা কেহ অবাধ বায়ু সঞ্চারের জন্য রুদ্ধ গবাক্ষ মুক্ত করিতে—কেহ বা চৈতন্য সম্পাদনের জন্য ঔষধাদির সংগ্রহার্থ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই ডাচেসের চৈতন্য সঞ্চার হইল —তিনি চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন যাঁহার কথায় তাঁহার এবম্বিধ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, রাজা তাঁহার সন্ধান করিলেন। কিন্তু পুরীর মধ্যে কোন স্থানে তাঁহার দর্শন পাওয়া গেল না—সকলের মনোযোগ লুপ্তচৈতন্যের দিকে আকৃষ্ট হইলে, তিনি অবসর বুঝিয়া, পুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

লর্ড আর্ডেন—শয়নকক্ষ।

ডাচেস অব পোর্টস মাউথ প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র উৎসবামোদ ত্যাগ করিয়া আপনার শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিলেন। তিনি যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ভীত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুখচ্ছবি হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছিল। জ্যোতিষীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া স্বয়ং নরপতি পর্য্যন্ত বিস্মিত এবং চকিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডাচেসের সঙ্গিনীসহ উৎসব-কক্ষ ত্যাগ করিবার পরও তিনি কিয়ৎক্ষণ তথায় অবস্থান করিলেন।

আমন্ত্রিত নরনারীবৃন্দ দলে দলে বিভক্ত হইয়া অনুচ্চকণ্ঠে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। নৃত্যশালায় অবিলম্বে এ সংবাদ উপস্থিত হইল। নৃত্যামোদ ত্যাগ করিয়া, গৃহস্বামিনীর সংবাদ লইবার জন্য সকলে তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ মুখাবরণ উন্মুক্ত করিলেন—কতক এই অবসরে বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন।

নরপাল চিন্তাবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, সহসা মুখ তুলিয়া দেখিলেন, লর্ড আর্ডেন অনতিদূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া, জ্যোতিষী তাঁহাকে কি বলিয়াছিল, জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আর্ডেন বিষম গোলযোগে পড়িলেন। তিনি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া সে কথাটা জানিবার জন্য আমাকে বেশী অনুরোধ করিবেন না।"

রাজা। বাস্তবিক কাজটা আমার অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু আপনি লোকটাকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন?

আর্ডেন। না। লোকটা যেরূপ বিকৃত-কণ্ঠে কথা কহিতেছিল, তাহাতে তাহাকে চিনিবার আদৌ উপায় ছিল না, কিন্তু আপনি তাহার মুখ দেখিয়াছেন—

রাজা। সত্য কিন্তু সে মুখ ইহার পূর্ব্বে আমি আর কখন দেখি নাই। যাউক ও বিষয় লইয়া আর অধিক আলোচনায় কোন ফল নাই।

এই বলিয়া তিনিও গাত্রোত্থান করিলেন এবং সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

লরেন্স লিও এই অবসরে সুযোগ পাইয়া সরিয়া পড়িলেন। কলোনেল গ্রেহাম তাঁহার মুখাবরণ উন্মুক্ত করিয়া, এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জ্যোতিষী যে কাপ্তেন উইলদার ছদ্মবেশে, তাহা তিনি অনেকটা অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার এ অনুমান বা সন্দেহ যদি সত্যে পরিণত হয় এবং রাজা বা ডাচেস যদি কোনরূপে জানিতে পারেন, তাহারই সহায়তায় একজন অপরিচিত উৎসব-ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া এইরূপ ভাবে অনর্থপাত করিয়া গিয়াছে,—তাহা হইলে,

তাঁহারা যে, তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইবেন—তাহাতে আর সন্দেহ নাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন।

অদ্য প্রাতঃকাল হইতে এই নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া কাপ্তেন উইলদারের সহিত তাঁহার একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। উইলদার যে ভাবে তাঁহাকে এই পত্র সংগ্রহ করিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মসম্মান এবং অহঙ্কারে একটু আঘাত লাগিয়াছে। এক্ষণে তিনি সে আঘাত অপমানের কথা ভুলিয়া, তাঁহার সহিত সখ্যতার বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। অদ্য রাত্রির ঘটনাবলী দর্শন করিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, কাপ্তেন উইলদার সামান্য ব্যক্তি নহেন। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর যাঁহার কথায় বিচলিত হইয়া পড়েন—লর্ড আর্ডেনের মত শক্তিশালী রাজপুরুষ যাঁহার ইঙ্গিতে কম্পিত-কলেবরে অবস্থান করিতে থাকে,—রাজানুগ্রহ-ভাগিনী বিলাসসঙ্গিনী রূপসী কামিনী যাঁহার মুখের একটী কথায় ধুলায় পড়িয়া লুটাইতে থাকে, তিনি কি সামান্য ব্যক্তি? না, কখনই নয়! নিশ্চয় তিনি এই তিন জনের কোন গুপ্ত-কথা অবগত আছেন। এই গুহ্য কথার বিনিময়ে নিশ্চয় তিনি তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া লইবেন।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাঁহার অন্তরে একটা অভিসন্ধির উদয় হইল। তিনি সেই অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে লর্ড আর্ডেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "আপনার সহিত আমার একটা কথা আছে।"

তাঁহারা কক্ষের এক নির্জ্জন প্রান্তে উপস্থিত হইলে, লর্ড-আর্ডেন কহিলেন, আপনার উপরও ঐন্দ্রজালিক তাহার বিস্তার প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছে। বোধ হয় লোকটা আপনার ছদ্মবেশ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল?"

গ্রেহাম অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনিই যে তাঁহাকে এ মজলিসে প্রবেশাধিকার সংগ্রহ করিয়া দিবার মূলীভূত কারণ,—এইবার বুঝি প্রকাশ হইয়া পড়ে ভাবিয়া, তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। লর্ড সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, "হাঁ—আপনার অনুমান সত্য।"

আর্ডেন। অসঙ্কোচে বলুন, লোকটাকে কি চিনিতে পারিয়াছেন? কাহারও উপর কি আপনার সন্দেহ হয়? সে যখন আপনাকে চিনিয়াছে, খুব সম্ভব আপনিও তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন।

গ্রেহাম। লোকটা কে সন্দেহ হয় বটে কিন্তু—

আর্ডেন। সন্দেহ করিয়াছেন কিন্তু সে সন্দেহের কথা আপনি ব্যক্ত করিবেন না—এই না আপনার অভিপ্রায়? কিন্তু কর্ণেল! আমি যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহা ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইলেও ক্ষমা করিবেন। জুয়ার আড্ডায় অনেকবার আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে—এক সঙ্গে অনেক বিষয়ে টাকার আদান-প্রদানও হইয়াছে। কি জন্য, তাহা আপনার জানিবার আবশ্যক নাই কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব—যে কোন উপায়ে—অবধারিতরূপে লোকটার স্বরূপতার পরিচয় পাওয়া সর্ব্বাগ্রে আমার কর্ত্তব্য। আপনার চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, আমি উপযুক্ত স্থানেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছি। রাজ-সরকারে আমার যতখানি প্রতিপত্তি আপনার অবিদিত নাই। যদি সম্ভব হয় এখনই—এই মুহূর্ত্তে আমায় বলুন, লোকটা কে? আর যদি নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারিয়া থাকেন—অর্থাৎ কেবল মাত্র সন্দেহ করিয়া থাকেন, তবে যত সত্বর সম্ভব সন্দেহের নিরসন করিয়া আমায় সংবাদ দিন,—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—আপনি এ কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ একটা উপনিবেশ জায়গীর পাইবেন এবং সম্মানসূচক নাইট উপাধিতে ভূষিত হইবেন।

গ্রেহাম। এই সকল প্রস্তাবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি যথাশক্তি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব। রাজা লোকটার মুখ দেখিয়াছেন। আপনার কি মনে হয় না তিনি—

আর্ডেন। লোকটা কে আমায় বলিবেন? না। তিনিও লোকটাকে চিনিতে পারেন নাই। তাহার পর তিনি আমার সহিত এ বিষয়ের অধিক আলোচনা করিতে অসম্মত। আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর এ কার্য্যের ভারার্পণ করিতেছি। পুরস্কারের কথা স্মরণ রাখিবেন—যত শীঘ্র পারেন—কার্য্য উদ্ধার করিবেন।

গ্রেহাম পুনরায় প্রতিশ্রুত হইলে, লর্ড আর্ডেন প্রস্থান করিলেন। তিনি চেষ্টা করিয়াও, তাঁহার অন্তর্নিহিত উত্তেজনা দমন করিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না।

(ক্রমশঃ)